وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعًا وَّلَا تَفَرَّقُوا

শিয়া-সুন্নী সম্প্রীতি

মাওলানা মোহাম্মদ ছমির উদ্দিন

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

শিয়া-সুন্নী সম্প্রীতি

মাওলানা মোহাম্মদ ছমির উদ্দীন

দ্বীনে হক প্রকাশনী
সাং ছোট দেউলিয়া
পোঃ বক্তার পুর
জিলা—ঢাকা

www.pathagar.com

শিয়া-সুন্নী সম্প্রীতি

প্রকাশক : দ্বীনে হক প্রকাশনী
সাং—ছোট দেউলিয়া
পোঃ—বক্তার পুর
জিলা—ঢাকা

প্রকাশকাল : ১০ই নভেম্বর ১৯৮৪ ইং

মূল্য : পনের টাকা মাত্র

মুদ্রাকর : জাতীয় মুদ্রণ
১০৯, হৃষিকেশ দাস রোড,
ঢাকা—১

SHIA-SUNNI SHAMPRITI
(Shia-Sunni amity)
Written by ; Maulana Muhammad Samir Uddin
Published by : Din-e-Huq Prokashani
Vill—Choto Deolia, P. O.-Baktarpur, Dt—Dhaka
Date of Publication : 10th November, 1984
Price : **Taka Fifteen only.**

www.pathagar.com

নজরানা

মুসলিম জাহানের জানা-অজানা
ইসলামী বিপ্লবের
নিশানবাহীদের উদ্দেশে

—মোহাম্মদ ছমির উদ্দীন

www.pathagar.com

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
১। সূচনা	
২। ইসলামী মৌলিক আকিদায় কোন তফাৎ নেই	১ ১
৩। সুন্নী প্রসংগ	৫
৪। শিয়া মতবাদ ও ইসলাম	৮
৫। খিলাফতের তাকওয়া নীতি ও আলী প্রেম	১০
৬। শিয়া মাযহাব ও চার মাযহাব	৯৩
৭। চারদফা অভিযোগ	১৫
৮। শিয়া ইমাম ও কুরআনের বিধান	১৬
৯। শিয়া মাযহাবে ইমামবাদ	১৭
১০। চরমপন্থীদের আকীদা ও হুকুম	২১
১১। শিয়াগণ সকল মুসলমানের মধ্যে তড়কা বণ্টনে বিশ্বাসী	২৩
১২। ইমামগণের অধিকার ও প্রজ্ঞা	২৫
১৩। খিলাফত ও ইমামতের সমন্বয়	৩২
১৪। নবুওয়াত ও ইমামত	৩৪
১৫। ইমাম ও নবীর মর্যাদা নিরূপণ	৪৩
১৬। শিয়া মতবাদ ও আল-কুরআন	৪৮
১৭। কুরআন সম্পর্কে অহেতুক দোষারোপ	৫৩
১৮। কালিমা ও সাহাবা প্রসঙ্গ	৫৬
১৯। বেলায়েতে ফকীহ	৬৩
২০। শিয়া ও সুন্নীমতে তাকিয়া	৬৮
২১। ইরানের ইসলামী বিপ্লব প্রসঙ্গ	৭৩
২২। নাজী ফির্কাহ প্রসঙ্গ	৮১
২৩। হজ্জ	৮৫
২৪। শিয়া মতবাদ ও ইসলাম: প্রসঙ্গ কথা	৮৭
২৫। জামায়াত ইসলামীতে শিয়া আকীদা	৮৯
২৬। লেখকের কারসাজি	৯১
২৭। আয়নায় নিজকে দেখুন	৯৬
২৮। জামায়াতের গঠনতন্ত্রে শিয়া প্রভাব	৯৭
২৯। সাহাবাগণ কি মুনাফিক?	৯৮
৩০। মাসুম আহলে বাইত	১০১
৩১। সাহাবা ও শিয়া সম্প্রদায়	১০৪
৩২। বেলায়েতে, ইসমাত, ইলমেগায়েব	১০৬
৩৩। মাসূম কারা	১০৬
৩৪। কুরআন সম্পর্কে শিয়া আকীদা	১০৮
৩৫। কুরআন সংকলনে তাহরীফ?	১১১
৩৬। বর্ণনা গ্রহণের মানদণ্ডে আল-কাফী	১১২
৩৭। হাদীস ও শিয়া সম্প্রদায়	১১৫
৩৮। হাফেজ্জী হুজুর প্রসঙ্গ	১২২
৩৯। বার ইমাম	১২৭
৪০। উমাইয়া বংশ	১২৮
৪১। শিয়া ফিকাহ	১২৯
৪২। তাগূত প্রসঙ্গ	১৩১
৪৩। তাগূত ও জামায়াতে ইসলামী	১৩৩
৪৪। ফাসিকের নেতৃত্ব	১৩৬
৪৫। অপবাদের আর এক নযীর	১৩৬
৪৬। জবরদস্তিমূলক বাইআত	১৪০
৪৭। স্বরূপ উৎঘাটন	১৪২
৪৮। মনীষীদের অভিমত	১৪৩
৪৯। শেষ কথা	১৪৫
পরিশিষ্ট —১	১৪৬
পরিশিষ্ট—২	১৫৮

www.pathagar.com

লেখকের কথা

ইরানের ইসলামী বিপ্লব সাধিত হওয়ার পর সাম্রাজ্যবাদীরা বিচলিত, সমাজতন্ত্রীগণ বিব্রত। মুসলমান রাজা-বাদশাহ ও আমীররা সংকটে পতিত। কারণ এ বিপ্লব সবার জন্যে বিপদ রূপে দেখা দিয়েছে। সাম্রাজ্যবাদ মুসলিম দেশগুলোকে আর দাবিয়ে রাখতে পারছেনা। নির্বিঘ্নে মুসলমানদের সম্পদ লুণ্ঠন করতে পারছেনা। সাম্রাজ্যবাদী আমেরিকা বিশ্বের অন্যতম পরাশক্তি। ইরানের ইসলামী বিপ্লবের হাতে এ বৃহৎ শক্তিটি শুধু পর্যুদস্তই হয়নি রীতিমত বেইজ্জত হয়েছে। হারিয়েছে নিজেদের কায়েমী স্বার্থের অবাধ সুযোগ সুবিধা। এ বিপ্লবের দরুন লেবাননে তাদের টিকে থাকা দায় হয়ে উঠেছে। মধ্যপ্রাচ্যে তাদের ঘাঁটি ইস্রাইলের অস্তিত্বের জন্যে হুমকির সৃষ্টি হয়েছে। মুসলিম দেশসমূহে তাদের তল্পীবাহকদের ভিত নড়বড়ে হয়ে পড়েছে। কাজেই মূল দুষ্ট গ্রহ আমেরিকা এর উপগ্রহ বৃটেন, ফ্রান্স, ইসরাইল ইত্যাদি সহ সংগত কারনেই বিচলিত। এ বিপ্লবের দরুণ মুসলমানদের মধ্যে জাতিগত ঐক্য চেতনা ও প্রতিরোধ স্পৃহা জেগে উঠেছে। ইসলাম একটি জীবন্ত আদর্শ রূপে প্রতিভাত হয়েছে। পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্রবাদের বিকল্প রূপে একটি পূর্ণাংগ জীবন বিধান হিসাবে ইসলাম নিজেকে পেশ করতে সক্ষম হয়েছে। আর এর আত্মপ্রকাশ ঘটেছে সমাজের মজলুম শ্রেণীর কাছে আশীর্বাদ রূপে। মুসতা'দআফীন তথা গরীব ও নিঃস্বদেরকে ব্যক্তি স্বাধীনতা বজায় রেখে জীবন ধারণের মৌলিক চাহিদা পুরণের পথ দেখিয়েছে। গোটা মানব জাতিকে আত্মিক মর্যাদার উচ্চাসনে বসিয়েছে। বিশেষতঃ মুসলিম জাতিকে দিয়েছে ঐক্য ও স্বাধীনতার প্রেরণা। তাই সমগ্র বিশ্বে মুসলমানদের মধ্যে এক অপূর্ব আত্মিক চেতনার জোয়ার জেগেছে। তারা আজ কুরআন সুন্নাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করেছে আর ইসলামী হুকমত কায়েমের জোর আন্দোলনে অগ্রসর হচ্ছে। এতে বিশ্বের নানা স্থানে নির্যাতিত মুসলমানদের মধ্যে আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের চেতনা ছড়িয়ে পড়েছে। বিশেষতঃ সমাজতান্ত্রিক শিবিরের পরাধীন মুসলিম এলাকাসমূহে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। বিশ্বের বুকে জগদ্দল পাথরের মত চেপে বসে থাকা সমাজতান্ত্রিক স্বৈরশাসন আজ বিব্রত বোধ করছে।

www.pathagar.com

অনুরূপ মুসলিম দেশগুলোর অনৈসলামিক শাসন পদ্ধতির জন্যেও এ বিপ্লব সংকট সৃষ্টি করেছে। মুসলিম রাজা বাদশাহগণ এতে সংকিত, সামরিক স্বৈরচারী একনায়কগণ আতংকিত, কারন এর কোনটাই ইসলাম সম্মত নয়। তাই বিশ্ব ব্যাপী ইরানের ইসলামী বিপ্লবের বিরুদ্ধে জোরে সোরে অপপ্রচার চালানো হচ্ছে। বিশেষতঃ এ বিপ্লবের ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন করার জন্যে ধর্মীয় মহলকে প্ররোচিত করা হচ্ছে। সাম্রাজ্যবাদ এখানে যবনিকার অন্তরাল থেকে ষড়যন্ত্র চালিয়ে যাচ্ছে। মুসলিম দেশগুলোতে তাদের চরদের মাধ্যমে বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার ব্যয় করা হচ্ছে। ইরানের বিপ্লব সাধিত হওয়ার পর দান খয়রাতের বস্তা ভরা টাকা নিয়ে তাদের প্রতিনিধিগণ মুসলিম বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ছে। বিশেষভাবে বাংলাদেশ ও পাক ভারত তাদের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়েছে। নিজেরা ইসলামী হুকুমত কায়েম করতে সক্ষম না হলেও ইরানের ইসলামী হুকুমতের বিরুদ্ধে কুৎসা রটনায় তারা ভীষণ তৎপর। এ মহলটি শিয়া-সুন্নী মতভেদকে চাঙা করে তোলার জন্যে ফতওয়াবাজী, চটি বই প্রকাশ ও দালাল পাঠিয়ে আলেম সমাজ ও মুসলিম জনতার মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টির প্রয়াস পাচ্ছে। পাকিস্তান ও ভারতে এরা শিয়া-সুন্নী দাংগা বাঁধিয়ে অশান্তির কারণ হয়েছে। ইসলামী ফির্কাহগুলোর মধ্যে ঐক্য ও সংহতি সৃষ্টি করা বর্তমান বিশ্বের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে মুসলিমজাতির জন্যে খুব জরুরী। কিন্তু এরা এর তোয়াক্কা না করে বিভেদ সৃষ্টি করে চলছে।

বাংলাদেশে কোনদিন শিয়া-সুন্নী প্রশ্নে তিক্ততার সৃষ্টি হয়নি। এখানে এ দু'টি সম্প্রদায়ের মধ্যে বেশ সম্প্রীতি রয়েছে। এ প্রেক্ষিতে অযথা ওসওয়াসা দিয়ে শান্ত পরিবেশকে বিনষ্ট করা উচিত নয়। আমরা প্ররোচনাদানকারীর অনিষ্ট থেকে আল্লাহর কাছে পানাহ চাইছি।

সমাজ সেবা, ইমাম আলিম মুদাররিস ও মাদ্রাসাসমূহের কল্যাণ সাধন মহৎ কাজ। এ মহৎ কাজ সম্পাদনের জন্যে সংশ্লিষ্ট মহলকে ধন্যবাদ দিতে পারি। তবে এসব যেন বিশ্বব্যাপী ইসলামী বিপ্লবের পথে প্রতিকূল পরিবেশ তৈরী করতে না পারে সেদিকে নযর রাখার জন্যে অনুদান গ্রহণকারীদের প্রতি অনুরোধ রইল। "আয় তায়েরে লাহুতি; উস রিজিক সে মউত হায় আচ্ছি জিস রিজিকসে আতিহ পরওয়াজ মে কোতাহী।"

"যে খাবার গ্রহণ করলে উড়তে গেলে দুর্বলতা দেখা দেবে হে লাহুত জগতের পাখি এ খাবারের চেয়ে মৃত্যুই ভাল" (ইকবাল)

একটি উল্লেখযোগ্য মাদ্রাসা হচ্ছে জামেয়া ইসলামিয়া দারুল উলূম মাদানিয়া, ৩১২ দক্ষিণ যাত্রাবাড়ী ঢাকা---৪ বাংলাদেশ। এ মহতী প্রতিষ্ঠানের "মজলিশে

www.pathagar.com

ইলমী" এর তরফ থেকে ইদানিং একটি চটি বই বের করা হয়েছে ইসলামের কোন অপরিহার্য বিষয় বইটির কলেবরে স্থান লাভ করতে পারে নি।

ইসলামে বাদশাহাত তথা রাজতন্ত্রের ঠাঁই নেই। ইসরাইলের জন্মদাতা ও রক্ষক আমেরিকা মুসলমানদের প্রথম কাতারের শত্রু, মক্কা মদীনাসহ সমগ্র মুসলিম-দেশে ইসলামী খিলাফত কায়েম করতে হবে। এ মর্মে কোন বিষয় নিয়ে বই ছাপলে অনুদানতো দূরের কথা, তাড়া খেয়ে আসতে হবে। তাই হয়ত সচেতন মজলিশে ইলমী পরিচালকগণ এ রূপ বোকামী করতে যাননি। তাঁরা বই বের করেছেন ইরানের ইসলামী বিপ্লবের বিরুদ্ধে। প্রয়াস পেয়েছেন শিয়া-সুন্নী মত-বিরোধকে চাঙা করে তুলতে। এমন কি শিয়াগণের ধর্মচ্যুতি (ইরতেদাদ) ঘটেছে বলেও তাঁরা বইটিতে উল্লেখ করেছেন। এবিষয়ে আমরা পরে আলোচনায় প্রবৃত্ত হব। বইটিতে শিয়াদের প্রতি ভিত্তিহীন মতবাদের দোষারোপ করা হয়েছে। যে কোন ফির্কাহ বা ধর্মের উপর দোষারোপ করতে হলে তাদের প্রামাণ্য গ্রন্থাদি থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে বরাত সহ কথা বলাই বাঞ্চনীয়। কিন্তু দু'টি স্থান বাদে কোথাও শিয়াগনের কিতাবের উল্লেখ নেই। শিয়াগণ যে সব কথার বার বারই অস্বীকৃতি জানিয়ে থাকেন তাই জোরপূর্বক তাদের প্রতি আরোপ করা হয়েছে। আশ্চর্যের বিষয় এই যে শিয়া বিরোধী লেখকদের গ্রন্থাদির বরাত টেনে বক্তব্য পেশ করা হয়েছে। কিন্তু শিয়াদের মুতাবার কিতাবাদির হাওয়ালা দিয়ে তাদের মতবাদ পেশ করে তা খণ্ডন করা হয়নি। এটি বিতর্ক নীতির পরিপন্থী অন্যায়াচরণ।

তাঁদের প্রকাশিত বইটির নাম, "ইতিহাসের আলোকে শিয়া সুন্নী বিরোধ।" বস্তুত বিরোধ শুধু শিয়াদের সাথে নয়। আহলে সুন্নাত তথা সুন্নীদের মধ্যেও মতবিরোধ রয়েছে।; হালাল হারাম ও মাসয়ালা-মাসায়েলেতো বিরোধ আছেই। সুন্নীদের আকিদা বিশ্বাসের ক্ষেত্রেও মতান্তর রয়েছে। মাতুরিদিয়া ও আশায়েরা-গণের আকীদার তফাতের কথা আকায়েদের কিতাবদিতে আলোচনা করা হয়েছে। মজলিশে ইলমীর পরিচালকগণ এসব নিয়ে মাথা ঘামানোর প্রয়োজন অনুভব করেননি। এ ছাড়া নাজদী আকীদার সাথে হানাফী ও অন্যান্য আহলে সুন্নাতভুক্ত মাযহাবের লোকদের বহুবিষয়ে মতপার্থক্য রয়েছে। তাকলীদ করাকে তাঁরা 'শিরক ফির রিসালত' বলে জ্ঞান করে। তাঁরা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রওজা মোবারক জিয়ারতের নিয়তে মদীনায় যাওয়াকে অবৈধ বলে প্রচার করেন। বিশ্বের অধিকাংশ মুসলমানকে তারা 'হালজামানার মুশরিক' বলে বিশ্বাস রাখেন। এ সব ব্যাপার নিয়ে মজলিসে ইলমী বই প্রকাশ করতে

www.pathagar.com

যান নি, শুধু শিয়াদের মুণ্ডপাত করাকেই তারা শ্রেয় মনে করেছেন। আমরা তাদের প্রকাশিত বইটির পর্যালোচনা করে দেখব এর বক্তব্য যুক্তির মানদণ্ডে উত্তীর্ণ হয় কিনা। আমি আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের আকিদায় বিশ্বাসী। শিয়াদের মতবাদ গ্রহণের প্রয়োজন মনে করি না। তাই বলে ইরানের ইসলামী বিপ্লবের বিরুদ্ধে অপ-প্রচার পরিচালনা করে এ নব চেতনাকে আঁতুড় ঘরে বধ করবে এটাও মেনে নিতে পারি না। একজন সত্যানিষ্ঠ ব্যক্তি হিসেবে একটি ইসলামী ফিকাহর বিরুদ্ধে ভিত্তিহীন অপ-প্রচারেও সায় দিতে পারি না। এ ধরণের অপপ্রচার যে কোন ফির্কাহর বিরুদ্ধে করাই হউক, নেহায়েত অন্যায় কাজ। আর অন্যায়কে প্রশ্রয়দান করাও অন্যায়।

ভেবে দেখা উচিত যে ইরানের এ বিপ্লব খোদা না করুন নস্যাৎ হয়ে গেলে এর স্থলে আসবে সমাজতন্ত্রবাদ। কারণ রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে ইরানের সকল শ্রেনীর মানুষই সোচ্চার। আর রাজতন্ত্রও ইসলামী তরীকার রাষ্ট্র ব্যবস্থা নয়। যদি রাজতন্ত্র ফিরে আসে তবু তা শিয়াদের রাজতন্ত্রই হবে। কাজেই কোন মতেই বর্তমান অবস্থায় এর উত্তম বিকল্প দেখা যায় না। তাই ইরানের বর্তমান ইসলামী বিপ্লবকে টিকিয়ে রাখার চেষ্টা করাই মুসলিম উম্মার জন্যে কল্যাণ-মুখী পদক্ষেপ। "আহওয়ানুল বালিয়াতীইনের' দৃষ্টিকোণেও কি 'মজলিশে ইলমী' ওয়ালারা বিচার করতে পারলেন না।

বস্তুতঃ তাদের বইয়ের শিরোনামে উল্লিখিত 'বিরোধ'ও আমাদের আদৌ কাম্য হতে পারে না বলেই আমার পুস্তক 'শিয়া-সুন্নী সম্প্রীতি'---এ মুসলিম মিল্লাতের ঐক্য ও সম্প্রীতির উপর জোর দেয়া হয়েছে। আমার বিশ্বাস কুরআন-সুন্নাহর দৃষ্টিকোনে আমার এ আলোচনা চিন্তাশীল সুধী মানসে আবেদন রাখতে পারবে। পরিশেষে আল্লাহর কাছে মুনাজাত, তিনি যেন উম্মাহর মধ্যে সমঝোতা ভ্রাতৃত্ব ও একাত্মতা সৃষ্টি করে দেন। আমরা যেন সর্বদা পাক কালামের এ বানী স্মরণ রাখি, "ওয়া তাসিমু বিহাবলিল্লাহি জামিআঁউ ওয়ালা তাফাররাকু।"

মোহাম্মদ ছমির উদ্দীন

৫।১০।৮৪ ইং

www.pathagar.com

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

শিয়া-সুন্নী সম্প্রীতি

সূচনা

শিয়া সুন্নী সম্প্রীতির বিষয়টি নিয়ে আলোচনার প্রথমেই মৌলিক আকীদা বিশ্বাসের প্রশ্নে আলোকপাত করা প্রয়োজন। মৌলিক আকীদা বিশ্বাসে তফাৎ থাকলে শাখা প্রশাখার বিচার বিশ্লেষণের আবশ্যক থাকে না। ইসলামের মৌলিক আকীদা কি, প্রথমেই ঐ বিষয়ের উপর আলোকপাত করার চেষ্টা করছি।

ইসলামী মৌলিক আকীদায় কোন তফাৎ নেই

শিয়াদের নয় বা অন্যকোন মাযহাবেরও নয়, স্বয়ং মজলিসে ইল্‌মী সদস্য-দের উস্তাদদের লিখা কিতাবের বর্ণনা মোতাবেক ইসলামের মৌলিক আকীদা অর্থাৎ যার উপর ঈমান না আনলে কেউ মুসলমান হতে পারে না—তা সর্বমোট সাতটি। মরহুম মুফ্‌তি কেফায়েতুল্লাহ্‌ সাহেবের তালিমুল ইসলাম (দ্বিতীয় খণ্ড) কিতাবের এবারত নিম্নে উদ্ধৃত করা হল:

سوال: مسلمانوں کو کتنی چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے؟

جواب: سات چیزوں پر، جن کا ذکر اس ایمانِ مفصل میں ہے: اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَالْقَدْرِ خَيْرِهٖ وَشَرِّهٖ مِنَ اللّٰهِ تَعَالٰى وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ۔

১. প্রশ্ন: মুসলমানদের জন্যে কয়টি বিষয়ের উপর বিশ্বাস স্থাপন করা অপরিহার্য?

উত্তর: সাতটি বিষয়ের উপর যা ঈমান-ই-মুফাস্‌সালে বর্ণিত হয়েছে।

অর্থাৎ: ঈমান আনলাম (১) আল্লাহ্‌র উপর (২) তাঁর ফেরেশ্‌তাগণের উপর (৩) তাঁর কিতাব সমূহের উপর (৪) তাঁর রাসূলগণের উপর (৫) পরকালের উপর (৬) তকদীরের ভাল-মন্দ আল্লাহ্‌র হাতে হওয়ার উপর (৭) মৃত্যুর পর পুনরায় জীবন লাভের উপর। (তালীমুল ইসলাম ২য় খণ্ড)

www.pathagar.com

ইসলামের মৌলিক বিষয়াদির উল্লেখ করে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:-

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلٰى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ
وَإِقَامِ الصَّلٰوةِ وَإِيْتَاءِ الزَّكٰوةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ (بخاری ج ۱ ص۶)

২. ইসলামের বেনা পাঁচটি ১, আল্লাহ্ ব্যতীত কেউ ইলাহ্ নেই এবং মুহ-ম্মদ আল্লাহ্র রাসূল বলে সাক্ষ্য দেওয়া ২, নামায কায়েম করা ৩, যাকাত আদায় করা ৪, হজ্জ ৫, রমযানের রোযা (বুখারী ১/৬)

ইমাম বুখারী (রঃ) উল্লিখিত পাঁচটি কর্মকে ঈমানী আমল বলে উল্লেখ করে-ছেন। এ পাঁচটি কর্মকেও ইসলমের মৌলিক বিষয় বলা হয়। আমরা দেখি যে সুন্নীদের মতো শিয়াগণও এ সমস্ত মৌলিক বিষয়াদির উপর ঈমান রাখেন। তারাও তওহীদ তথা আল্লাহ্র একত্ববাদে বিশ্বাসী। তারা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে রাসূল বলে বিশ্বাস করেন। পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়াকে ফরজ মনে করেন, যাকাত আদায় করেন, হজ্জ করেন এবং রমযানের রোযা রাখেন, আল্লাহ্র ফেরেশ্তা, আসমানী কিতাব সমূহ এবং নবীগণের উপর ঈমান রাখেন। তারা পরকালে বিশ্বাস রাখেন এবং তক্দীরের ভাল-মন্দ আল্লাহ্র হাতে বলে বিশ্বাস করেন। আর কিয়ামতের দিন পুণরুত্থানে ঈমান রাখেন। কাজেই ইসলামের মৌলিক আকীদার বিষয়ে তারা অন্যান্য মুসলিম ফির্কাহ্গুলোর অনু-রূপ আকীদাই পোষণ করেন। মুসলিম ফির্কাহ্সমূহের কিতাবাদিতে উল্লিখিত বিষয়াদির মাসয়ালা মাসায়েলেরও বিশদ ব্যাখ্যা পরিলক্ষিত হয়। অনুরূপ শিয়া-গণের কিতাবেও নামায রোযা, হজ্জ, যাকাত, মীরাস্ বণ্টন জিহাদ পরিচালনা ইত্যাদির বর্ণনা পাওয়া যায়। কাজেই ইসলামের মৌলিক ব্যাপারে শিয়াগণ সাধারণ মুসলমানগণ থেকে পৃথক নন। (তউযীহুল মাসায়েল দ্রষ্টব্য)

কিন্তু উক্ত মজলিসে ইল্মী কর্তৃক প্রকাশিত আলোচ্য বইটির শুরুতেই বলা হয় যে, আর সব মুসলমানদের সাথে নাকি শিয়া মুসলমানগণের মৌলিক বিষয় সমূহের ব্যাপারে মতানৈক্য রয়েছে। আরো বলা হয় 'সরলমনা মুসলমান সাধা-রণ মনে করে যে, হানাফী, শাফিয়ী, মালেকী ও হাম্বলী মায্হাব সমূহের ন্যায় ইহাও একটি মাযহাব অথচ উভয় মতবাদের মধ্যে আকাশ-পাতাল পার্থক্য রয়েছে। কিন্তু পাঠকগণ লক্ষ্য করেছেন যে, ইসলামের মৌলিক বিষয়াদিতে অন্যদের

www.pathagar.com

সাথে শিয়া মুসলমানগণ একমত ও অভিন্ন ধারণা পোষণ করেন। এখানে কোন মুসলিম ফির্কাহ্‌রই বিন্দুমাত্র দ্বিমত নেই।

আল্লাহ্‌র একত্ববাদ (তওহীদ) নবীতে বিশ্বাস (রিসালত) পরকালে (আখিরাত) ঈমান স্থাপনই আকীদার মূল বিষয়বস্তুর অন্যতম দিক। অন্যান্য মৌলিক বিষয়গুলো এরই আনুসাংগিক ব্যাপার। তাই দেখা যায় যে, কলিমায়ে তায়্যিবাতে তওহীদ ও রিসালতের উল্লেখ রয়েছে। 'লা-ইলাহা-ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্' এতে বলা হয়েছে 'আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোন মা'বুদ নেই, মুহাম্মাদ (দঃ) আল্লাহর রাসূল।' আর কলিমা-ই-শাহাদাতঃ আশ্‌হাদু আল লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদা লা শারীকালাহু ওয়া আশ্‌হাদু আন্না মুহাম্মাদান আব্‌দুহু ওয়া রাসূলুহু।' এতে বলা হয়েছে 'আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ্ নেই। তিনি একক তাঁর কোন শরীক নেই' আরো সাক্ষ্য দিতেছি যে, মুহাম্মদ (দঃ) আল্লাহ্‌র বান্দা ও তাঁর রাসূল। 'ইসলামের মৌলিক ব্যাপারে উভয় সম্প্রদায় তওহীদ, রিসালত ও আখিরাতে বিশ্বাস রাখেন। আর এর প্রাসংগিক মৌলিক বিষয়াদিতেও অভিন্ন মত পোষণ করেন। তাই তাদের মধ্যে তথাকথিত 'আকাশ পাতাল পার্থক্য' কিছু নেই। শিয়াগণও অন্যান্যদের ন্যায় ইসলামের অন্তর্ভুক্ত একটি ফির্কাহ্ বা অংগ দল। ইসলামের অন্যান্য ফির্কাহ্‌গুলো শাখা-প্রশাখায় স্বতন্ত্র মতামত রাখে, অনুরূপ শিয়াগণও গৌণ বিষয়গুলোতে ভিন্নমত পোষণ করেন শিয়া।, সুন্নী, মোতাজেলী, খারেজী শফিয়ী, হানাফী, মালেকী, হাম্বলী---কেউই ইসলামের মৌলিক আকীদায় দ্বিমত রাখেন না।

লেখক (তাঁর ভাষায়) 'আকাশ পাতাল পার্থক্য' নির্ণয় করতে গিয়ে বলেন: চার মায্‌হাবের ব্যবধান হলো শুধু ইসলামের ফরুয়ী (অর্থাৎ 'শাখাগত) ব্যাপার। ইসলামের মৌলিক আকীদা ও বিশ্বাস আরকান্ ও ফরাইজ্ তথা আঁ-হযরত (সাঃ), সাহাবা ও তাবেঈনের আদর্শে তারা সবাই অটল ও ঐক্যমত ছিলেন। তাই তারা সকলেই 'আহলে সুন্নত ওয়াল জামায়াতের' অন্তর্ভুক্ত।

লেখকের এই উক্তির খোলাসা হল:

ক, চার মায্‌হাবের এখ্‌তেলাফ ফরুয়ী বা শাখাগত। আর শিয়াদের মত-পার্থক্য ইসলামের মৌলিক আকীদা বিশ্বাস আরকান ও ফরাইজকে নিয়ে।

খ, চার মায্‌হাবের অনুসারীরা নবী-ই করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং নবীর সাহাবা ও পরবর্তী যুগের তাবেঈনের আদর্শে সবাই অটল ও ঐক্যমত ছিলেন।

www.pathagar.com

গ, উক্তরূপ ঐক্যমতের দরুণ চার মায্হাবের লোকজন আহলে সুন্নত ওয়াল জামায়াতের অন্তর্ভুক্ত। এর ব্যতিক্রমের দরুণ শিয়াগণ ঐ জামায়াতের অন্তর্ভুক্ত নন।

উপরোক্ত 'ক' এর বক্তব্যের ব্যাপারে পূর্বেই বলা হয়েছে যে, শিয়াগণ ইসলামের মৌলিক আকীদা বিশ্বাসের ব্যাপারে ভিন্নমত পোষণ করেন না। এতে তারা সকলের সাথে একমত। কাজেই মৌলিক বিষয়ে তারা একমত নন বলে অপবাদ দেওয়া যায় না।

এরপর 'আরকান ও ফারাইজে'র কথা। লেখক এখানে আরকান ও ফারাইজ বলে কি বুঝাতে চেয়েছেন তা খুলে বলেন নি। এ দ্বারা ফিকাহ্-এর মাসয়ালা-মাসায়েলের আরকান ও ফারাইজ বুঝাতে চেয়ে থাকলে আমরা লেখকের সাথে একমত হতে পারি না। কারণ চার মায্হাবের ইমামগণ কোন ব্যাপারকে রোকন বা ফরজ বলে ঘোষণা দিতে গিয়ে অবশ্যই একমত পোষণ করেছেন -এমন কথা বলা যায় না। ওযুর ব্যাপারেই দেখা যায় যে, হানাফীগণ হাত মুখমণ্ডলী ও পা ধৌত এবং মাথা মসেহ করাকেই ফরজ বলে থাকেন। অর্থাৎ ওযুতে চারটি মাত্র ফরজ রয়েছে বলে তাঁরা মত পোষণ করেন। অথচ ইমাম শফিয়ী (রঃ) নিয়ত করাকেও ফরজ বলে থাকেন। ইমাম মালিক ও আহমদ এ ব্যাপারে ইমাম শাফি-য়ীর সাথে একমত।

আবার পা ও হাত কতটুকু ধৌত করা ফরজ, তা নিয়েও মতান্তর রয়েছে। ইমাম আবু হানিফা কনুই ও পায়ের টাখনা সমেত হাত পা ধোয়াকে ফরজ মনে করেন। ইমাম যোফার তাঁর ছাত্র হওয়া সত্ত্বেও এর বিপরীত মত পোষণ করেন। তিনি বলেন যে, টাখনা ও কনুই ধৌত করা ফরজ নয়। নামাযের রোকন কি কি তা নিয়েও চার মায্হাব একমত হতে পারেনি, এমন কি ইমাম আবু হানিফার (রঃ) সাথে তাঁর শাগরিদ ইমাম মুহম্মদ ও ইমাম আবু ইউসুফ (রঃ) নামা-যের রোকন নিয়ে মতভেদ করেছেন। কাজেই চার মায্হাবের ব্যক্তিবর্গ 'আরকান ও ফারাইজ সমূহের ব্যাপারে' ঐক্যমতে অটল ছিলেন, এমন কথা বলা ঠিক হয়নি।

ফারাইজ বলতে মিরাসের মাসয়ালা মাসায়েল বুঝানো হয়ে থাকলে এ ক্ষেত্রে যে, স্বয়ং সাহাবা-ই কেরাম (রাঃ) ও চার মায্হাবের ইমামগণ একমত পোষণ করতেন না তা আলিয়া মাদ্রাসার আলিম পর্যায়ের ছাত্রগণও অবগত রয়েছেন।

রোকন বা আরকান বলে ইসলামের মৌলিক আরকানকে বুঝানো হয়ে থাকলে আমরা বলব যে, ইসলামের মৌলিক আকীদা-বিশ্বাসে কারো এখতেলাফ নেই।

www.pathagar.com

ইসলামের রোকন বলতে এর মৌলিক বিষয়াদিকেই বুঝায়। ইসলামের রোকন বা বেনা কি তা আমরা প্রথমেই আলোচনা করেছি। শিয়াগণ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের সাথে ঐসব মৌলিক স্তম্ভ (রোকন) সমূহের ব্যাপারে একই মত পোষণ করে থাকেন।

উপরোক্ত 'খ'-এর প্রসঙ্গে বক্তব্য : আঁ--হযরত (দঃ) সাহাবা ও তাবেঈনের 'আর্দশে' তাঁরা (অর্থাৎ চার মযহাবের লোকেরা) সবাই অটল ও ঐক্যমত ছিলেন বলে লেখক দাবী করেছেন। এখানে 'আর্দশ' বলতে তিনি কি বুঝাতে চেয়েছেন তাও খুলে বলেননি। আদর্শ বলতে ইসলামের মৌলিক আর্দশ বুঝাতে চেয়ে থাকলে আমরা বলব যে এক্ষেত্রে কারো মতান্তর নেই। তবে ইসলামের বাস্তব রূপ দান করেছেন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। সাহাবাগণ নিজ নিজ অবগতি ও বিচার বিবেচনার মাধ্যমে মহানবীকে (দঃ) অনুসরণ করেছেন। যে ক্ষেত্রে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুনির্দিষ্ট কর্মপন্থা তাঁদের জানা ছিল না সেখানে তাঁরা নবীর (দঃ) শিক্ষার আলোকে পথ ধরেছেন। খুলাফা-ই-রাশেদীন এখানে এসে অনেক সময় পূর্ববর্তী খলিফার অনুসৃত পথে না চলে ভিন্ন পথে চলেছেন। চার জন খলীফার নিয়োগ পদ্ধতির বিভিন্নতা এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ। এ রূপে সাহাবাগণের (রাঃ) মাঝে বিভিন্ন মত ও পথের সৃষ্টি হয়েছে, যার ফলে পরবর্তী তাবেঈনগণও সব ব্যাপারে একমত হতে পারেননি'। সাহাবা ও তাবেঈনকে অনুসরণ করতে গিয়ে মায্হাব চারটির মধ্যেও বিভিন্ন মত ও পথের সৃষ্টি হয়েছে। তাই আর্দশের অনুসরণে চার মায্হাবের লোকজন ঐক্যমতে ছিলেন বলে চালিয়ে দেওয়ার দিকটি বিচার বিশ্লেষণে টিকেনা।

"গ" প্রসংগে বলা যায় যে, যেখানে সাহাবা ও তাবেঈনের মধ্যে আর্দশ বাস্তবায়নের পথে পদ্ধতিগত বৈপরীত্য ছিল, সেখানে অন্যদের পক্ষে তাঁদের আর্দশ গ্রহণে কিভাবে ঐক্যমত প্রতিষ্ঠিত হতে পারে? আর এরূপ অনিবার্য বৈপরীত্যের দরূন সহসা কাকেও গুমরাহ (পথভ্রষ্ট জাহান্নামী) বলে আখ্যায়িত করা কতটুকু যুক্তি সংগত হয় লেখক মহোদয়ই এর বিচার করবেন।

সুন্নী প্রসংগ

মুসলমানদের একশ্রেণীকে আহ্লে সুন্নত ওয়াল জামায়াতের অন্তর্ভুক্ত মনে করা বা ঐ নামে অবহিত করা একটি পারিভাষিক দিক মাত্র। শিয়াগণকে আমরা সুন্নাহ্ পরিপন্থী বলে থাকি। তারা কিন্তু এই অপবাদ গ্রহণ করতে রাজী নন।

www.pathagar.com

যেমন আমরা মোতাজেলাগণকে ঐ নামে অভিহিত করে আসছি। কিন্তু তারা নিজেদের মোতাজেলী বলেন না। তাঁরা 'আহলুল আদলি ওয়াত্ তওহীদ' বলে নিজেদের পরিচয় দিয়ে থাকেন। যা দ্বারা ইংগিত করা হয় যে, মোতাজেলা মত-বাদ বিরোধীগণ তাদের গৃহীত মতবাদের পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ্‌কে 'গয়ের আদেল' বা 'জালিম' মনে করেন। আর সিফাতে বারী বা আল্লাহ্‌র গুণাবলীকে 'কাদীম' বা---অব্যয়, অক্ষয় ও অবিনশ্বী মনে করার দরুণ তারা একাধিক খোদায়ী সত্ত্বা বিশ্বাস পোষণ করেন। যার ফলে তাদের তওহীদ তথা একত্ববাদের বিশ্বাস অর্থহীন হয়ে পড়ে। আর যে তওহীদে বিশ্বাস হারায় সে যে জাহান্নামী বা গায়ের নাজী হবে এতে সন্দেহ থাকার কথা নয়।

মোতাজেলাগণ যেরূপে আহলে সুন্নতগণকে গয়ের নাজি বলে থাকেন, অনুরূপ তারাও নিজেদেরকে সুন্নত পন্থী বলে মোতাজেলা, শিয়া, মুজিয়া, জাব-রিয়া, কাদরিয়া, ইত্যাদি ফির্কাহগুলোকে গায়ের নাজি বলে বেড়ান। পক্ষান্তরে শিয়াগণ বলেন, ইতরাতে রসূলগণ নূহ নবীর তরী। আখিরাতের অকুল পাথার পার হতে হলে এই কিস্‌তীতে চড়তে হবে। নয় ডুবে মরতে হবে। কারণ মহা-নবী (দঃ) বলেছেন:

اَهْلُ بَيْتِيْ كَسَفِيْنَةِ نُوْحٍ - فَمَنْ رَكِبَهَا نَجَى وَمَنْ تَخَلَّفَ عَنْهَا غَرَقَ (رواه احمد)

৩. 'আমার আহলে বয়েতগণ নূহের তরী সদৃশ। যে জন এতে আরোহন করবে নাজাত পাবে। আর যে সরে থাকবে, নিমজ্জিত হয়ে যাবে।
মহানবী (সাঃ) আরও বলেন:

وَاِنِّيْ مُخَلِّفٌ فِيْكُمُ الثَّقَلَيْنِ اِنْ تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا لَنْ تَضِلُّوْا كِتَابَ اللّٰهِ وَعِتْرَتِيْ
اَهْلَ بَيْتِيْ وَاِنَّهُمَا لَمْ تَفْتَرِقَا حَتّٰى يَرِدَا عَلَيَّ الْحَوْضَ (ترمذی ج۲ ص۲۲۰ الغدیر ج۱ ص۲۱)

৪. 'আমি তোমাদের মধ্যে দু'টি ওজনী বস্তু রেখে যাচ্ছি। ঐ দুইটিকে মজ-বুত করে ধরে থাকলে তোমরা কখনও ------গুমরাহ হবে না। তাহলো আল্লাহ্‌র কিতাব এবং আমার বংশধর আহলে বাইতগণ। হাউজে কাওসারে উপ-স্থিত নাগাত ঐ দুই বস্তু বিচ্ছিন্ন হবে না। [তিরমিযি ২।২২০ আল-কাদীর ১।২১]

www.pathagar.com

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ حَجَّتِهٖ يَوْمَ عَرَفَةَ وَهُوَ عَلٰى نَاقَتِهِ الْقَصْوٰى يَخْطُبُ فَسَمِعْتُهٗ يَقُوْلُ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّيْ تَرَكْتُ فِيْكُمْ مَا إِنْ أَخَذْتُمْ بِهٖ لَنْ تَضِلُّوْا كِتَابَ اللّٰهِ وَعِتْرَتِيْ أَهْلَ بَيْتِيْ۔

৫. হযরত জাবির (রাঃ) বলেন, তিনি বিদায় হজ্জের খুতবায় মহানবীকে (দঃ) কুসয়া নামক উটের উপর বসে লোকজনের উদ্দেশ্যে বলতে শুনেছেন যে, হে লোকজন, আমি তোমাদের মধ্যে এমন বস্তু রেখে গেলাম, যা ধারণ করে থাকলে তোমরা কোনক্রমেই পথ হারাবে না। তা হল' আল্লাহর কিতাব এবং আমার বংশধর আহলে বাইত।' (তিরমিযি ২।১২৯)

অনুরূপ হাদীস সমূহ দ্বারা শিয়াগণ নিজেদেরকে নাজাত পাওয়ার দল বলে মনে করেন। আর তারা বলেন যে, সুন্নাহ্ সমূহে তাদেরও ঈমান আছে। শরীয়তের অন্যতম দলীল বলে তারা সুন্নাহ্কে গণ্য করেন। তাদের হাদীসের কিতাব আল কাফীতে---কিতাবুল্লাহ্র সাক্ষী এবং সুন্নাহ্ গ্রহণের অধ্যায় (বাবুল আখজি বিসসুন্নাতি ওয়া শাওয়া হিদিল কিতাবি) শিরোনামে এ সম্পর্কে হাদীস বর্ণনা করা হয়েছে। হাদীস নং ৩।২০৩ এ বলা হয়েছে;

كُلُّ شَيْءٍ مَرْدُوْدٌ إِلٰى كِتَابِ اللّٰهِ وَالسُّنَّةِ وَكُلُّ حَدِيْثٍ لَا يُوَافِقُ كِتَابَ اللّٰهِ فَهُوَ زُخْرُفٌ (ترمذی ج۲ ص۲۲)

৬. বর্ণনাকারী আইয়ুব ইবনুলহোর বলেন, আবু আবদুল্লাহ্ (ইমাম হোসেইন) (আঃ) বলেছেন যে, যাবতীয় বিষয়কে আল্লাহ্র কিতাব এবং রাসূলের (দঃ) সুন্নাহর মানদণ্ডে বিচার করতে হবে। আর যে হাদীসটি কিতাবুল্লাহ্র সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে না তা বানান গল্প বৈ কিছু নয়। (আল কাফী হাদীস নং ৩।২০৩)

كُلُّ مَنْ تَعَدَّى السُّنَّةَ رُدَّ إِلَى السُّنَّةِ۔

৭. হযরত ইমাম আবু যাফর বলেন: যে কেউই সুন্নাহকে ডিংগিয়ে যেতে চাইবে তাকে সুন্নাহ্ পালনে বাধ্য করা হবে।

www.pathagar.com

শিয়াগণ উল্লিখিত বর্ণনা মতে হাদীস তথা সুন্নাতে বিশ্বাসী, তারা সুন্নাহ্ বিরোধী নন। তাদেরকে পরিভাষাগত 'সুন্নী জমায়াতে' শামিল বলে গণনা না করলেও তাদের এই বিশ্বাসকে অস্বীকার করা যায় না। অবশ্য সুন্নাহ গ্রহণ ও বর্জনের বিচারে তফাত থাকতে পারে। ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিমের হাদীস গ্রহণের শর্তাবলী এক ছিল না। এমন কি ঐ ব্যাপারে ইমাম মুসলিম তাঁর কিতাবের ভূমিকায় কঠোর ভাষায় ইমাম বুখারীর সমালোচনা করেছেন। তাঁকে 'মুস্তাহিল' (বিদ'আত পন্থী) পর্যন্ত বলেছেন। এতে ইমাম বুখারী সুন্নাহ বিরোধী বলে গণ্য হন না।

শিয়াদের হাদীস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, সুন্নীদের হাদীসের সাথে অর্থের দিক দিয়ে অনেক মিল রয়েছে। অর্থাৎ সুন্নীদের হাদীস দ্বারা অনেক ক্ষেত্রে শিয়াদের সূত্রে বর্ণিত হাদীস সমূহের সমর্থন মিলে। আর হাদীস বিশারদ-গণ জানেন যে, সূত্রের বিভিন্নতায় কিছুই আসে যায় না। এমন কি দুর্বল সূত্রে বর্ণিত হাদীস ও বিশুদ্ধ সূত্রের হাদীসের সমর্থনে গ্রহণীয় হয়ে থাকে।

এমতাবস্থায় ঢালাওভাবে শিয়াগণকে সুন্নাহ বিরোধী 'আহ্লুন্নাহার' (জাহা-ন্নামবাসী) বলে ফতোয়া দেওয়া নেহায়েত বাড়াবাড়ি হবে। বড়ই পরিতাপের বিষয় যে এ ধরনের ফের্কাহগত বাড়াবাড়ির দরুণ সকল ফের্কাহই প্রতিপক্ষের দ্বারা ধর্ম-চ্যুতির বদনাম নিয়েছেন। এ সব উষ্ণ ফতোয়াবাজদের দৌরাত্ম্য থেকে ইসলামের কোন জ্ঞানী-গুণী আলেমই রেহাই পাননি।

শিয়া মতবাদ ও ইসলাম

লেখক মহোদয় শিয়া মাযহাব ইসলাম থেকে আলাদা বলে তাদের প্রতি অমূলক দোষারোপ করেছেন। তিনি লিখেন:

১. সুন্নী আকিদা অনুযায়ী শিয়া' মতবাদ এবং ইসলাম এক নয়। শিয়া মাযহাব প্রকৃত ইসলাম হতে সম্পূর্ণ আলাদা।

২. তাদের কালেমা ভিন্ন, আল-কুরআন সম্পর্কে তাদের আকীদা বিভ্রান্তিকর এবং ইমামত মতবাদের মাধ্যমে তারা প্রকৃত নবুওয়াত ও খতমে নবুওয়াতের আকীদা হইতে সম্পূর্ণরূপে বিচ্যুত হয়ে পড়েছে--।

৩. ইসলামের মৌলিক আকীদা হতে বিচ্যুত হওয়া সত্ত্বেও 'ইসলাম ইসলাম'-এর শ্লোগান উচ্চারণ------।

www.pathagar.com

সুন্নী আকীদা মোতাবেক শিয়া মতবাদ এবং ইসলাম এক নয়, এ কথানুযায়ী তবে কি সুন্নী আকীদা মুতাবেক না হওয়ার দরুণ অন্যান্য ফের্কাহর মতবাদের বেলায় ও এ মন্তব্য করা হবে? আর বলা হবে যে, যেহেতু মোতাজেলা মতবাদ কাদরিয়া মতবাদ, জাব্‌রিয়া মতবাদ, নজদী মতবাদ সুন্নী মতবাদের মোতাবেক নয়, তাই এ সব মতবাদও ইসলাম হতে পৃথক। তাদের ইসলামী ভাষ্য ও সুন্নীদের ইসলামী ভাষ্য এক নয়? অর্থাৎ ইসলামী ফির্কাহসমূহের ইসলামী ব্যাখ্যা পৃথক অথচ আমাদের জানা মতে ইসলামের মৌলিক ব্যাপারসমূহে সকল ইসলামী ফির্কাহই অভিন্ন মত পোষন করে। ইসলামে তারা এক ও অভিন্ন। ইসলামের মৌলিক আকীদায় কারো দ্বিমত নেই। বস্তুতঃ সুন্নী আকীদার মানদণ্ডে বিচার করতে গেলে সকলেই এক ইসলামে বিশ্বাসী। এক কুরআন, এক কিবলা, এক আল্লাহ্, এক নবীর অনুসারী সবাই। ইসলামী ফির্কাহগুলো এর পাশাপাশি স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গীও রাখে। কাজেই উদ্দেশ্যমূলকভাবে শুধু শিয়াদের বিরুদ্ধে অপপ্রচারে নামলে নিরপেক্ষ জ্ঞানের কাছে তা গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হতে পারে না।'

লেখক বলেন: 'শিয়া মাযহাব প্রকৃত ইসলাম হতে সম্পূর্ণ আলাদা।

এ মন্তব্য অবাস্তব, একদেশদর্শী ও পক্ষপাতমূলক। লেখকের ধারণা মতে সুন্নী আকীদার মানদণ্ড শুধু শিয়া কেন; উল্লিখিত আর সব ফির্কাহর ইসলামী ভাষ্য ও প্রকৃত----------ইসলাম থেকে পৃথক (?) হওয়ার পর্যায়ে পড়ে। আর এরূপ মন্তব্য যুক্তির মানদণ্ডে নাকচ হয়ে যায়। কেননা সকল ফির্কাহই ইসলামের মৌলিক আকীদায় একমত। আমরা শুরুতেই ইসলামের মৌলিক আকীদা সমূহ (প্রামান্য আলোচনার মাধমে) নিরূপণ করে এসেছি। মনে হয়, লেখকের কাছে ইসলাম, অন্তত দুই প্রকার 'প্রকৃত ইসলাম' ও 'ভেজাল ইসলাম' (?)। প্রকৃত ইসলামের মূল মন্ত্র কি তা তিনি বলেননি। ইসলামের উল্লিখিত প্রামান্য মৌলিক আকীদাই যদি তাঁর ভাষ্য অনুসারে ইসলামের প্রকৃত মূলমন্ত্র হয়ে থাকে, তবে প্রতিপক্ষের ভাষ্যানুযায়ী ইসলামী মতবাদকে তাঁর প্রকৃত ইসলাম বলে মান্য করতে হবে। আর বক্তব্য অনুসারে ইসলামের মৌলিকত্ব ভিন্ন রূপে হয়ে থাকলে হয়তবা সেটিই 'ভেজাল ইসলাম' হবে। কেননা লেখকের জামায়াতের কিতাব দিয়েই আমরা ইসলামের মৌলিক আকীদা কি, তা প্রমাণ করেছি।

লেখক শিয়াদের প্রতি এত বেশী বিদ্বেষ পোষণ করেন যে, তিনি তাদের মাযহাবকে ইসলাম হতে আলাদা বলেই ক্ষান্ত হন নি; তাঁর বক্তব্য অনুসারে, এই মাযহাব নাকি ইসলাম হতে সম্পূর্ণ আলাদা! প্রশ্ন করা যায় যে, আল্লাহ্‌র একত্ব-

www.pathagar.com

বাদ, রিসালাত, আখিরাত এবং ইসলামের যাবতীয় মৌলিক আকীদাসমূহে বিশ্বাস ভিত্তিক শিয়া মাযহাব ইসলাম হ'তে 'সম্পূর্ণ আলাদা' হওয়ার অর্থ কি-----ইসলাম ধর্ম হতে পুরাপুরি খারিজ হয়ে যাওয়া নয়? তা হলে কি তিনি তাঁর প্রতিপক্ষকে মুসলমান বলে স্বীকার করতে রাযী নন? দলীল প্রমাণে জোর থাকলে স্পষ্ট করে কথাটা বলে ফেল্‌লেইতো মনের দ্বিধা কেটে যায়। এত পেঁচানো কথার কি দরকার আছে? স্পষ্ট ভাবে বলে ফেললে হয়তো আলেম সমাজ লেখকের সাথে একমত হবেন না। তাই এরূপ কথার মার-পেঁচের আশ্রয় নেয়া হয়েছে। যেহেতু শিয়াগণ মুসলমানগণের অন্তর্ভুক্ত একটি ফির্কাহ বলে সব মাযহাবে স্বীকৃত, আর তারা ইসলামের মৌলিক বিষয়ে সবার সাথে একমত, সেহেতু লেখকের উক্তি "তারা ইসলামের মৌলিক আকীদা থেকে বিচ্যুত---' ভিত্তিহীন অপবাদ মাত্র। রইল, তাদের কলিমা ভিন্ন, কুরআন সম্পর্কে তাদের আকীদা বিভ্রান্তিকর এবং ইমামত আকীদার দরুণ খতমে নবুওয়াতের আকীদায় ফাটল সৃষ্টি হওয়ার অভিযোগসমূহ। আমরা পরবর্তী অধ্যায়ে এ সবের আলোচনা করব।

খিলাফতের তাকওয়া নীতি ও আলী প্রেম

লেখকের মতে তৃতীয় খলীফার যুগে না কি শিয়া মতবাদের সূচনা হয়। তখনই না কি আকীদার ব্যাপারে সর্ব প্রথম মতভেদ দেখা দেয়। এ আকীদার ব্যাপারটি কি, তা তাঁর ভাষায়:

'হযরত আলী (রাঃ) যেহেতু নবী করীম (দঃ) এর প্রিয় ও অতি ঘনিষ্ঠ ছিলেন, তাই তাঁর পর তিনি খলিফা ও স্থলাভিষিক্ত হওয়ার অধিক যোগ্য' (১৭ পৃষ্ঠা)

বিজ্ঞ লেখক বলতে চান যে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে হযরত আলী (রাঃ) এর ঘনিষ্ঠতা এবং তাঁর কাছে তিনি প্রিয় ছিলেন বলে শিয়াগণ তাকে খিলাফতের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকারী এবং 'অধিক যোগ্য' বলে মনে করেন। এটা তিনি গোত্রীয় পার্থক্য ও বংশীয় গর্ব নাম দিয়েছেন। আর তাঁর ভাষায় 'ইসলাম গোত্রীয় পার্থক্য ও বংশীয় গর্বের সকল সৌধমালাকে চূর্ণ বিচূর্ণ করত ইজ্জত ও সম্মান এবং নেতৃত্বের ভিত্তি তাকওয়ার উপর রেখেছে। (ঐ)

শিয়াগণ হযরত আলীকে (রাঃ) গোত্রীয় ও বংশীয় গর্বের ভিত্তিতে খিলাফতের জন্যে অগ্রগণ্য মনে করেন না মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিভিন্ন বাণী হতে এর প্রমাণ পেশ করেন, তা লেখকের জানা উচিত ছিল।

www.pathagar.com

এটা তাঁর জানা থাকলে গোপন করা মোটেই শোভা পায়নি। আমরা শিয়াদের সাথে একমত নাও হতে পারি। তাই বলে কি তাদের বক্তব্য ভুল ভাবে তুলে ধরে ঐ ভুল ভিত্তির উপর দোষারোপের সৌধ নির্মাণ করা ন্যায় সংগত হবে? শিয়াগণ বলেনঃ বাল্যকাল হতেই হযরত আলী (রাঃ) ইসলামের পথে জান্ কুরবানকারী মহাপুরুষ রূপে গড়ে উঠেন। নবী-ই-করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ঘরে তিনি লালিত পালিত হন ও শিক্ষা লাভ করেন। মহানবীর (দঃ) নবুওয়াত লাভের সূচনাতেই তিনি ঈমান আনেন। ক্ষণিকের জন্যেও তাঁর মনে দ্বিধাদ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়নি। হিযরতের রাতে মৃত্যুর ঝুঁকি নিয়ে তিনি মহানবীর (দঃ) বিছানায় চাদর মুড়ি দিয়ে পড়ে থাকেন। তিনি জানতেন কুরাইশগণ তরবারীর আঘাতে তাঁকে খণ্ড বিখণ্ড করে ফেলবে। তবুও নবীর (দঃ) প্রাণ রক্ষার্থে তিনি মৃত্যু শয্যায় শুয়ে পড়েন। আর মক্কাবাসীগণের মালামাল ফেরত দেওয়ার ব্যাপারে তিনি মহানবীর (দঃ) স্থলাভিষিক্ত হয়ে দায়িত্ব পালন করেন। খয়বর, উহুদ, বদর, আহজাব, ইত্যাদি যুদ্ধে তিনি স্মরণীয় ভূমিকা পালন করেন। তাঁকে মহানবী (দঃ) বলেনঃ আন্তা মিন্নি বি মানযিলাতি, হরুনা মিন্ মূসা। [তুমি আমার পক্ষে ঐ স্থানে রয়েছো মূসার পক্ষে হারুন যেমন (স্থলাভিষিক্ত) ছিলেন]। এ ছাড়া আহলে বাইতের প্রতি সমর্থন দান, তাঁদের অবাধ্য না হওয়া তাঁদেরকে হযরত নূহে (আঃ)-এর কিশ্‌তীর সাথে তুলনা করা ইত্যাদি রূপ নবী বাণী কাদীর -ই-কুম-এর ঐতিহাসিক ঘোষণা ও হযরত আলীর (রাঃ) তাকওয়া ও গৌরবময় কৃতিত্বের পরিপ্রেক্ষিতে হযরত আলী (রাঃ) খিলাফতের অগ্রাধিকারী ছিলেন বলে শিয়াগন বিশ্বাস করেন। শুধু গোত্রীয় সম্পর্কের দরুণ বা বংশ গৌরবের জন্যে তারা আলী (রাঃ)ও আহলে বাইতগণকে অধিক যোগ্য বলে মনে করেন না। তাদের ভাবমূর্তি নষ্ট করার জন্যে বিরুদ্ধবাদীগণ এটা বলে থাকেন।

হযরত আলী(রাঃ)-এর অগ্রাধিকার প্রমাণের ব্যাপারে দ্বিমত থাকতে পারে। আছেও। সমর্থকগণ স্বপক্ষে প্রমাণাদি উৎথাপন করে থাকেন। প্রতিপক্ষ এর উত্তর ও দিয়ে থাকেন। কিন্তু লেখক শুধু এক চোখা দৃষ্টিকোনে বিষয়টি উৎথাপন করেছেন। তারা প্রতিপক্ষের বক্তব্য যথাযথ তুলে ধরতে ব্যর্থ হয়েছেন। হযরত আবু বকর (রাঃ) তাকওয়ার ভিত্তিতে অগ্রাধিকার পেয়েছেন বলে লেখকের ধারণা। তিনি ছিলেন, 'আত্‌কা' বা অধিক পরহেজগার। কিন্তু এই ভিত্তিতেই তিনি নির্বাচিত হননি। সকিফা-ই-বনু মায়েদায় খলীফা নির্বাচনের সময় তিনিই বলে ছিলেন যে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন---'আল আইম্মাতু মিন্ কুরায়শ'---খলীফা নিযুক্ত হবেন কুরায়শ বংশ হতে। আমরা লেখক মহো-

www.pathagar.com

দয়কে প্রশ্ন করতে পারে কি, এখানে বংশের কথা কি আসেনি? যে ইসলাম বংশ গর্বের সকল সৌধমালাকে লেখকের মতে চূর্ণ বিচূর্ণ করে দিয়ে শুধু তাকওয়ার ভিত্তি রচনা করেছে, সেই ইসলামের নবী কুরায়শ গোত্রের হবে এটা তো আমরা ভুলতে পারি না। ফিকাহর কিতাবাদিতে বিবাহ শাদীর অধ্যায়ে বিশেষ গোত্রের কুফুর সমকক্ষ উল্লেখ কি করা হয়নি? আরবে কুরায়শগণের গোত্রীয় মর্যাদা বংশীর প্রতিপত্তি ও প্রাধান্যের উল্লেখ করে হযরত আবূ বকর (রা:) সকিফায় বক্তৃতা করেন নাইকি? (বুখারী ১/৫১৮)

তা হলে কিভাবে বলা হয় যে, 'ইসলাম গোত্রীয় পার্থক্য ও বংশীয় গর্বের সকল সৌধমালাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিয়েছে?'

লেখক 'ইন্না আকরামাকুম ইন্দাল্লাহি আতকা কুম' দ্বারা প্রমাণ করেছেন যে 'সর্বাপেক্ষা মুত্তাকী' বা আত্কা এর মানদণ্ডে খলীফা নিযুক্তির প্রথা ছিল। আর এ মানদণ্ডেই নাকি হযরত আবূ বকরকে (রা:) খলীফা নিযুক্ত করা হয়। ভাল কথা, তাই হোক,। কিন্তু এজিদকে খলীফা বানাতে গিয়ে এ সনাতন নীতিটি কেন অবলম্বিত হয়নি? তখন কি শিয়াগণ এ নীতি ভংগের কারণ ছিলেন, না তথা-কথিত সুন্নীগণ? এর সঠিক উত্তর কি? আকাইদের কিতাবে উল্লেখ আছে আফ-জাল বা উত্তম ব্যক্তিকে বাদ দিয়ে মফজুল বা অনুত্তমকে খলীফা নিযুক্ত করা যায়। এখানে কি আতকা বা সর্বাপেক্ষা 'মুত্তাকী,কে খলীফা করার সনাতনী নীতির বরখেলাফ করা হয়নি? এ মাসয়ালাটা কি সুন্নীদের কিতাবের নয়। তা হলে দেখা যায় যে লেখকের সনাতনী সুন্নী নীতির বরখেলাফ করেছেন স্বয়ং সুন্নী-গণই---এ উত্তরে হয়ত বলতে হবে 'সর্বাপেক্ষা মুত্তাকী' হওয়ার প্রশ্নে খলীফা নিযুক্তির কোন বাধ্য বাধকতা নেই। অথবা আলোচ্য আয়াতে মূলতই তা খিলাফতের ব্যাপারে বলা হয়নি। খেলাফত জনমতে প্রতিষ্ঠিত হবে। যাই বলা হোক না কেন 'আত্কা-এর নীতি লংঘনের দোষ শিয়াদেরকে দেয়া যায় না। কারণ তারা হযরত আলীকে (রা:) অন্যান্যদের তুলনায় আফজল বলে ধারণা রাখেন। এ ছাড়া তারা ইমামের মাসুম হওয়ার আকীদা রাখেন। এখনও রাখছেন। তারা 'লায়া-নালু আহদিয়ায যোয়ালেমীন' আয়াত মতে পাপী ও কমিব ব্যক্তিকে ইমাম বা খলীফা পদের অযোগ্য বলে মত পোষণ করেন। পক্ষান্তরে সুন্নীগণ ফাসেকের খলীফা নিযুক্ত হওয়াকে বৈধ বলে মনে করেন।

এ আলোচনার পর আমরা কি প্রশ্ন করতে পারি যে, ঐ সনাতনী নীতির বরখেলাফ করে আলী(রা:)এর প্রেমিকগণ 'ইসলামের প্রাণ কেন্দ্রে মৌলিক মতভেদের

www.pathagar.com

বিষাক্ত হাইড্রোজেন বোমা নিক্ষেপ করেছেন, না তাদের প্রতিপক্ষগণ এ রূপ করেছেন?

শিয়া মাযহাব ও চার মাযহাব

চার মাযহাবের বুনিয়াদ কিতাবুল্লাহ্, সুন্নতে রাসূল, ইজমা এবং কিয়াসের উপর প্রতিষ্ঠিত। আর শিয়াগণের মাযহাব কিতাব, সুন্নাহ, ইজমা ও আকল ভিত্তিক চার বুনিয়াদের উপর দাঁড়ানো। (মাকাল্লাত-ই-দারুত তাকরীব, কায়রো)

مصادر و مآخذ قوانین اصلی و فروعی عبارتند از (۱) کتاب (کلام اللہ المجید (۲) سنت (۳) اجماع (۴) عقل ۔ (مقالات دار التقریب، قاہرہ ص ۳۲۹)

৮. মূল এবং শাখাগত আইন সমূহের উৎস হচ্ছে: ১, কিতাব (কালামে মজিদ) ২, সুন্নত ৩, ইজমা, ও ৪, জ্ঞান। (মাকাল্লাত-ই-দারুত তাকরীব, কায়রো, ৩২৭ পৃষ্ঠা)

লক্ষ্য করা যায় যে, শিয়াগণ কিয়াসের স্থলে 'আকল' বা জ্ঞানকে গ্রহণ করেছেন। শিয়াদের মতে ইজতিহাদের দরজা বন্ধ হবার নয়। অনেক সুন্নীও এমত পোষণ করেন। ইজতিহাদ করতে গেলে জ্ঞান প্রয়োগ করতেই হবে। আর এ জ্ঞান প্রয়োগের বিশেষ পদ্ধতিকেই কিয়াস বলে গণ্য করা যায়। কাজেই শিয়া ফির্কাহর বুনিয়াদ চার মাযহাবের বুনিয়াদ থেকে আলাদা নয়, বলা যায়। অবশ্য কিয়াসকে শরীয়তের প্রমাণ বলে মেনে নিতে সুন্নী ফের্কাহর অন্তর্ভুক্ত অনেকেই অস্বীকার করেছেন। কাজেই আকল ও কিয়াসের বিভিন্নতার প্রশ্ন তুলে শিয়াগণের মাযহাবকে চারটি মাযহাবের মতো নয় বলে মন্তব্য করা যায় না। অন্যদিকে শিয়াগণ সুন্নী বর্ণনাকারীদের হাদীস গ্রহণযোগ্য বলে মত পোষণ করেন। আল্লামা হালী 'খোলাসা' নামক কিতাবে এবং 'আল্ কাওয়ানীন' গ্রন্থকার ঐ কিতাবের প্রথম খণ্ডে সুস্পষ্ট ভাষায় বলেন:

خبرہائے افراد موثق الیشاں (غیر شیعہ) مورد قبول ست (مقالات دار التقریب ص ۳۳۴)

৯. এ সকল নির্ভরযোগ্য অশিয়াগণের বর্ণনা কবুল করা যায়---। (মাকাল্লাত -ই-দারুত তাকরীব, ৩৩৪ পৃঃ)

www.pathagar.com

তানকীহুল মাকাল গ্রন্থকার বলেন ঃ

خبر صریح از امام رسیده که باید روایت کسی را که با ما مخالف است بنا براین
بر ما لازم است که به خبر چنیں شخص موثقی که در اصطلاح علماء بر آں ثقۂ غیر امامی
گفته می شود عمل نمایم ۔ (مقالات دار التقریب قاہرہ ص ۳۳۴)

১০. অর্থাৎ ইমামের সুস্পষ্ট বর্ণনায় এসেছে যে, আমাদের মুখালিফ ব্যক্তির রেওয়ায়েত আমাদের (অর্থাৎ শিয়াগণের) গ্রহণ করা উচিত।----এই বর্ণনা মতে নির্ভরযোগ্য এ রূপ ব্যক্তির বর্ণনা থাকে বিদ্যানগণের পরিভাষায়---'ইমামী নয় অথচ নির্ভরশীল'---বলা হয়---এর উপর আমল করা অপরিহার্য। (ঐ ৩৩৪)

এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে---শিয়া ইমামগণ বিশ্বাসযোগ্য সুন্নীবাদীদের বর্ণনা গ্রহণ করতে নির্দেশ দিয়েছেন। হয়ত এ জন্যেই মাযহাব চারটির মাসয়ালা--মাসায়েলের সাথে শিয়া মাযহাবের মিল দেখা যায়। শিয়াদের জায়দী শাখার ফিকাহ্ মাযহাব চারটির সাথে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রাখে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ এর একটু আলোচনা করা প্রয়োজন মনে করি।

আযান

হানাফী, শাফিয়ী, ও শিয়া ইমামগণের নিকট আযান সুন্নতে মুআক্কাদা।

হাম্বলীগণের মতে সফরের হালতে এবং অবস্থানের (ইকামতের) আযান 'ফরজে কেফায়া' এ ব্যাপারে শহর ও গ্রামের মধ্যে কোন রূপে পার্থক্য নেই।

মালেকীগণ মনে করেন, যে শহরে জুম'আর নামায কায়েম করা হয়, সেখানে আযান দেয়া 'ওয়াজীবে কেফায়া', (হিদায়া ও আল্ ফিকাহু আলাল্ মাযাহিবিল খাম্সা, আযান প্রসংগ।)

এখনে দেখা যায় যে শিয়াগণ সুন্নীদের বৃহৎ দুইটি অংশের মতই একই দৃষ্টিভঙ্গী রাখেন।

জমির ওশর

এতে শিয়া সুন্নী সবারই ঐক্যমত রয়েছে। যে জমিতে সেচের প্রয়োজন হয়, এতে বিশ ভাগের একভাগ আর যে জমিতে সেচের প্রয়োজন করে না, তাতে দশ ভাগের একভাগ বার্ষিক দেয়—কর দিতে হবে। (ঐ ওশর ও খিরাজ প্রসংগ)।

www.pathagar.com

তাওয়াফ

শিয়াগণ সুন্নীদের ন্যায় 'তাওয়াফে জিয়ারত'কে হজ্জের 'রোকন' মনে করেন, তাওয়াফে কুদুমকে 'সুন্নতে যায়েদা' বা ঐচ্ছিক ব্যাপার মনে করেন। তারা 'তাওয়াফে সাদার'কে মালিকীদের ন্যায় 'মুস্তাহাব' মনে করেন। (ঐ তাওয়াফ প্রসংগ)

মক্কায় প্রবেশ প্রসংগে শিয়াগণ সুন্নীদের সাথে এক মত যে প্রবেশকারীর জন্যে, ১, গোসল করা ২, মক্কার উপকণ্ঠ দিয়ে প্রবেশ করা ৩, বনু শাইবা দ্বার দিয়ে দাখিল হওয়া ৪, কাবা ঘর দেখা মাত্র দু'হাত উঠানো ৫, তাক্‌বীর বলা, কলিমা পাঠ করা আর ৬, দোয়া করা মুস্তাহাব। (ঐ মক্কায় প্রবেশ প্রসংগ)

এ আলোচনায় বুঝা গেল যে শিয়াদের মাযহাব ও সুন্নী মাযহাব চারটির মধ্যে বেশ মিল রয়েছে। এর মধ্যে কোন আকাশ পাতাল পার্থক্য নেই,। শিয়াদের ইমাম যাফর সাদিক (আঃ) ইমাম আবু হানিফার (রঃ) ওস্তাদ ছিলেন। ইমাম সাহেব ইলমের সিংহ ভাগ তাঁর কাছ থেকেই পেয়েছেন। কাজেই হানাফী মাযহাবের মাসয়ালা-মাসায়েলের সাথে শিয়া মাযহাবের মাসয়ালা-মাসায়েলের অধিক মিল থাকাই স্বাভাবিক। এমতাবস্থায় জোরপূর্বক 'আকাশ পাতাল ব্যবধান' বের করার প্রবণতাকে প্রশংসা করা যায় না। এ রূপে মাযহাব চারটিতেও তফাত বের করে ফিত্‌না সৃষ্টি করার যথেষ্ট অবকাশ রয়েছে। কারণ, বিজ্ঞজন অবশ্যই জানেন যে সুন্নী চার মাযহাবের ফিকাহ', 'উসূলে ফিকাহ্, মাস্‌য়ালা মাসায়েল এবং আকায়েদের বিষয়াদিতে মতান্তর রয়েছে।

চার দফা অভিযোগ

লেখক মহোদয় শিয়াদের বিরুদ্ধে চার দফা অভিযোগ এনেছেন। আকীদা-ই-ইমামত, সাহাবী বিদ্বেষ, তাহ্‌রীফে কুরআন ও কলিমার বিকৃতি এতে স্থান পেয়েছে। এর মধ্যে ইমামতের আকীদাকেই লেখক শিয়া মাযহাবের মূল ভিত্তি বলেছেন। আর শিয়া মতে ইমামগণ না কি ইচ্ছামত কুরআনে হাকীমের যে কোন বিধান রহিত অথবা মওকুফ করবারও ক্ষমতা রাখেন বলে অভিযোগ করেছেন। (২৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

'রহিত করা' আর 'মওকুফ করা'র মধ্যে তফাত কোথায়, আমরা বুঝতে পারলাম না। হয়ত এক অর্থেই বাক্যদ্বয় প্রয়োগ করা হয়েছে। 'অথবা' শব্দের অর্থ বাদ দিয়ে শুধু 'বা' বসিয়ে বাক্যটি সমার্থ করে তুলতে হবে। 'রহিত করণ' কে 'মওকুফ করা' স্থগিত করা বা মুলতবী করার অর্থে প্রয়োগ করে থাকলে

www.pathagar.com

আমাদের প্রশ্ন থাকবে: হযরত উমরের (রা:) খিলাফতের আমলে দেশে অভাব দেখা দিয়েছিল। তখন তিনি চোরের হাত কাটার আইন স্থগিত করে দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন যে, এ অবস্থায় চোরের হাত কাটলে জালিমের কাতারে শুমার হবেন। (আল্ ফারুক)

আর শেষ যামানায় ইমাম মেহ্দী আগমন করবেন। তিনি এসে 'জিযিয়া কর রহিত করবেন---'ওয়া য়াযাউল জিযিয়াতা।' অথচ জিযিয়া কর কুরআনের হুকুমে প্রবর্তিত হয়েছে 'হাত্তা ইউতুল্ জিযয়াতা আয়াদিদ ওয়াহুম সাগিরুন' তবে কি হযরত ইমাম মেহ্দী (আ:) এবং হযরত উমর (রা:) এর মত মহৎ ব্যক্তিগণ এ সবের দরুন 'খতমে নবুওয়াতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার অপরাধ অপরাধী হবেন? এবং তখন কি লেখক মহোদয় তাঁদের বিচার অনুষ্ঠানের ধৃষ্টতা দেখাবেন? বস্তুত কোন বিশেষ কারণে শরীয়তের নির্দিষ্ট হুকুম মুলতবী রাখা হলে এতে ইসলামের বিরুদ্ধাচরণ হয় না। যুদ্ধের ময়দানে থাকা অবস্থায় 'হদ' বা শরীয়তে ফৌজদারী দণ্ডবিধি কার্যকর করা হয় না। এর কার্যকারিতা স্থগিত রাখা হয়। এ জন্যে ইসলামের বিকৃতি সাধনের অপবাদ দেয়া যায় না।

আর লেখকের 'রহিত করণের অর্থ যদি 'বাতিল' বা মন্সুখ করা বলে নেওয়া হয়, তবে এই অর্থে শিয়াগণের ইমামগণকে দোষী সাব্যস্ত করতে হলে অকাট্য দলীল প্রমাণ পেশ করে তা করা উচিত ছিল।

শিয়া ইমাম ও কুরআনের বিধান

শিয়া ইমামগণ কুরআনের কোন বিধানকে বাতিল করার এখতিয়ার রাখেন বলে কখনো তাঁরা দাবী করেননি। তা পালনে তাঁরা অন্যান্য মুসলমানের ন্যায় একই কাতারে রয়েছেন। শিয়া ইমামগণ বলেন:

لَا نَعْتَقِدُ فِي أَئِمَّتِنَا مَا يَعْتَقِدُهُ الْغُلَاةُ الْحُلُولِيُّونَ (كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ)
بَلْ عَقِيدَتُنَا الْخَاصَّةُ أَنَّهُمْ بَشَرٌ مِثْلُنَا - لَهُمْ مَا لَنَا وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَيْنَا - إِنَّمَا هُمْ
عِبَادٌ مُكْرَمُونَ - اِخْتَصَّهُمُ اللهُ تَعَالَى بِكَرَامَتِهِ وَحَبَاهُمْ بِوِلَايَتِهِ (عقائد الامامية ص ٧٣)

১১. 'আমাদের ইমামদের ব্যাপারে আবতারবাদীগণ এবং চরমপন্থীগণ যে সব ধারণা রাখে, আমরা তা বিশ্বাস করিনা। তাদের মুখ দিয়ে ভয়ঙ্কর কথা-বার্তা বের

www.pathagar.com

হয়। বস্তুতঃ আমাদের আকীদা হল এই যে, 'নিশ্চয় তাঁরা আমাদের ন্যায় মানুষ আমাদের জন্যে যা পালনীয় তাঁদেরও তা পালন করতে হয়। অবশ্য, তাঁরা আল্লাহ্‌র সম্মানিত বান্দা। আল্লাহ্ তাঁদেরকে বিশেষ মর্যাদা দান করেছেন। আর তাঁদেরকে বেলায়েত দানে ভূষিত করেছেন।' (আকাইদ-ই-ইমামিয়া : ৭৩ পৃঃ)

ইমামগণ অতিমানব বা কুরআনের বিধান পাল্টানোর ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন না। তাঁরা অন্যান্যদের মত কুরআনী বিধানের আওতাধীনই ছিলেন। তাঁরা সাধারণ মুসলমানের মত নামায, রোযা ইত্যাদি আহকাম মেনে চলতেন। ইসলামের ফরজ, ওয়াযীব, সুন্নত, নফল তথা শরীয়তের সকল হুকুম পালনেই তাঁরা সাধারণ মুসলমানদের মতোই ছিলেন। 'লাহুম মা-লানা-ওয়া আলাইহিম মা আলাইনা' শব্দরাজি সম অধিকারের কথা ঘোষণা করছে। এটা সত্য যে চরম পন্থীগণ সীমালংঘণ করেছে। 'তাহাদের মুখ দিয়ে ভয়ংকর কথা-বার্তা বের হয়'-বলে ইমামী শিয়াগণ উল্লেখ করেছেন। আর ঐ সব অন্যায় উক্তির সাথে তাদের কোন সম্পর্ক নেই বলে ঘোষণা করেছেন।

শিয়া মাযহাবে ইমামবাদ

শিয়াদের আকীদা-বিশ্বাসের সাথে অ-শিয়াদের যে একমত হতেই হবে, এমন কথা নেই। তবে একে খণ্ডন করতে হলে সঠিকভাবে এ মতবাদ নিতে হবে। আসুন, শিয়াদের কিতাব থেকেই তাঁদের ইমামবাদ বুঝার চেষ্টা করি। শিয়াদের ইমামবাদ এবং সুন্নীদের খিলাফতবাদ সবদিক দিয়ে এক নয়। ইমামবাদে শিয়াগণ ইলহিয়া নিয়ন্ত্রণে বিশ্বাসী তাই তারা জনগণ বা কোন সংস্থা কর্তৃক ইমাম নিযুক্ত হওয়াতে বিশ্বাস রাখেন না। তাদের মতে ইমাম আল্লাহ্ কর্তৃক নিযুক্ত হয়ে থাকেন, নির্বাচিত হন না। তবে পরবর্তী ইমাম কে? এটি পূর্ববর্তী ইমামের ঘোষণায় নির্ধারিত হয়ে থাকে। আর সর্বপ্রথম ইমাম নবী (দঃ)এর নির্দেশে নিযুক্ত হয়েছেন। তাদের ইমাম পরম্পরায় হযরত আলী (রাঃ) হতে শুরু করে দ্বাদশ ইমাম মেহেদী পর্যন্ত ১২ জন ইমামের উল্লেখ করা হয়। মাঝখানে একাদশ ইমামের পর দ্বাদশ ইমাম পর্যন্ত দীর্ঘকাল ফাঁকা সময় রয়েছে। এ কালকে 'গাই-বুবত' এর যামানা বলা হয়।

তাদের একাদশ ইমাম হাসান আসকারীর পুত্র মুহাম্মদ গায়েব হয়ে আছেন। তিনিই ইমাম মেহেদী রূপে আত্মপ্রকাশ করবেন। সুন্নী জামায়াতের লোকজন ইমামবাদে ও এই অনুপস্থিতির আকীদায় বিশ্বাস রাখেন না। শিয়াগণও এতে বিশ্বাস

www.pathagar.com

করাকে ঈমান ও ইসলামের মৌলিক প্রশ্ন বলে মনে করেন না। তবে তারা তাদের বর্ণনা সমূহের মাধ্যমে ইমামের গায়েব হওয়ায় বিশ্বাস পোষণ করে থাকেন এ প্রসংগে আকাইদ-ই-ইমামীয়া কিতাবে দ্বাদশ ইমামের গায়েব হয়ে থাকার পক্ষে যুক্তির অবতারনা করার পর বলা হয়ঃ

وَعَلَى كُلِّ حَالٍ فَالرَّجْعَةُ لَيْسَتْ مِنَ الْأُصُولِ الَّتِي يَجِبُ الْاِعْتِقَادُ بِهَا وَالنَّظَرُ فِيهَا. وَإِنَّمَا اعْتِقَادُنَا بِهَا كَانَ تَبَعًا لِلْآثَارِ الصَّحِيحَةِ الْوَارِدَةِ عَنْ آلِ الْبَيْتِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ الَّذِينَ نَدِينُ بِعِصْمَتِهِمْ مِنَ الْكِذْبِ وَهِيَ مِنَ الْأُمُورِ الْغَيْبِيَّةِ الَّتِي أَخْبَرُوا عَنْهَا لَا يَمْنَعُ وُقُوعُهَا - (عقائد الامامية ص٨٤)

১২, 'যাহোক ইমামের আবার ফিরে আসার আকীদা কোন মৌলিক আকীদা নয়---যা বিশ্বাস করা বা যা নিয়ে গউর-ফিকির করা ওয়াযীব (অবশ্য করণীয়) বলে পরিগণিত হবে। যেহেতু আহলে বাইত-এর তরফ হতে এ বিষয়ে বিশুদ্ধ বর্ণনা রয়েছে তাকেই আমরা মেনে চলি। আহলে বাইত মিথ্যাচার হতে মাহফুজ ছিলেন বলে আমরা এতেকাদ রাখি। বস্তুতঃ ইমাম গায়েবে থাকার ব্যাপারটা গায়েবের অন্তর্ভুক্ত বিষয়াদির তত্ত্ব স্বরূপ, যে বিষয়ে আহলে বাইত খবর দিয়েছেন। অথচ বিষয়টি জ্ঞানের চোখে অসম্ভব বলে গণ্য করা হয় না' (আকাইদ -ই-ইমামিয়া ঃ ৮৪ পৃষ্ঠা)।

ইমাম মতবাদ আদপে ইসলামের সর্বসম্মত মৌলিক আকীদা বিশ্বাসের মধ্যে গণ্য হয় না, যা বিশ্বাস করা অপরিহার্য হবে। আর বিশ্বাস না করলে ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে যাওয়ার আশংকা দেখা দেবে। এটি অবশ্য শিয়া মতবাদের একটি মৌলিক আকীদা। এ আকীদায় বিশ্বাস না থাকলে কেউ শিয়া হতে পারবে না। কাজেই একে ইসলামের শিয়া ব্যাখ্যার মৌলিক আকীদা বলা যায়---ইসলামের মৌল আকীদা বলা যাবে না। অনুরূপ, হানাফী মাযহাবকে ইসলামের হানাফী ব্যাখ্যার প্রকাশ বলা যায় ইসলামের একমাত্র ব্যাখ্যা বলা যায় না। তা বলতে গেলে যারা হানাফী নন, অর্থাৎ হানাফী মাযহাব মানেন না, তারা ইসলাম মানেন না বলে ধরে নিতে হবে। তবে হানাফী ব্যাখ্যাও ইসলামেরই একটি ব্যাখ্যা। কারণ, এ মাযহাবে ইসলামের মৌল নীতি ও আকীদা বিশ্বাস স্থান পেয়েছে। অনুরূপ অন্যান্য মাযহাবের বেলায়ও বলা হবে যে, ওসবের ব্যাখ্যাও ইসলামেরই ব্যাখ্যা। এতেও মৌলিক ইসলামী আকীদা অবলম্বিত হয়েছে। শিয়া মাযহাবের বেলাও ঐ একই কথা প্রযোজ্য হবে।

www.pathagar.com

খোদ শিয়াগণ, ইমামবাদকে ইসলামের মৌলিক আকীদা বলে অভিহিত করেন না। তারা শিয়া মতবাদের মৌলিক আকীদা রূপে এটাকে গ্রহণ করেন। এ সম্পর্কে তাদের কিতাবে উল্লেখ রয়েছে:

ایں امامت از اصول دین اسلام نیست بلکہ اصل مذہب تشیع است۔ و منکر چنانکہ بہ توحید و نبوت و معاد معتقد باشد مسلمان است ولے شیعہ نیست۔

(مقالات دارالتقریب، قاہرہ ص ۲۰۵)

১৩, 'এই ইমাম মতবাদ ইসলামের মৌল বিশ্বাসের অন্তর্ভুক্ত নয়। এটা শিয়া মাযহাবের মৌল আকীদা। তওহীদ, নবুওয়াত ও আখিরাতে বিশ্বাস থাকলে, মুসলমান হওয়া যাবে। তবে তাকে শিয়া বলা যাবে না।' (মকালাত-ই-দারুত তাকরীব, কায়রো, ২০৫ পৃঃ)

فرق میان اصول و فروع ضروری ایں است کہ اگر کسے بہ یکے از اصول ایمان نداشتہ باشد دانستہ یا نداستہ از اسلام خارج می شود۔

১৪, 'মৌল বিষয় এবং শাখাগত বিষয়ের মধ্যে তফাত এই: কেউ যদি মৌল বিষয়ের কোন একটিতে ঈমান না রাখে, চাই তার জানা হোক বা অজানা ইসলাম হতে খারিজ হয়ে যাবে। (ঐ)

و اما کسیکہ بہ یکے از فروعات ضروری مانند نماز و زکوٰۃ معتقد نباشد در صورتی از اسلام خارج است بداند آں حکم از پیغمبر (ص) صادر شدہ است، چنیں شخص مسلمان نیست زیرا کہ انکارش انکار اصل نبوت محسوب شود۔

১৫, 'আর যে নামায ও যাকাতের ন্যায় শাখাগত জরুরী বিষয় নবী (দঃ) কর্তৃক নির্দেশিত বলে জেনেও তা মানবে না, সে এ অবস্থায় মুসলমান থাকতে পারে না। কারণ, তার অস্বীকৃতি মূলতঃ নবুওয়াতে অবিশ্বাস বলে গণ্য হবে। (ঐ)

اما فروع ضروری دین احکامی ست کہ تمام مذاہب اسلامی بران اتفاق دارند مانند واجب بودن نماز، روزہ، حج و حرمت ازدواج با مادر و خواہر۔۔۔ کہ ہیچ یک از مسلمان در آں اختلاف ندارند و انکار ایں گونہ قوانین انکار نبوت و تکذیب امور ثابت شدہ اسلام است۔ (مقالات دارالتقریب، قاہرہ ص ۲۰۴)

www.pathagar.com

১৬, 'দ্বীনের শাখাগত জরুরী বিষয় বলতে ইসলামের সকল মাযহাবের সর্বসম্মত আহ্কামকে বুঝায়। যেমন নামায রোযা হজ্জ ও যাকাত এবং মা বোন প্রমুখকে বিয়ে করা হারাম হওয়া, এ সব ব্যাপারে কোন মুসলমানই দ্বিমত রাখেনা। এ ধরণের আইন সমূহ না মানার অর্থ দাঁড়ায় নবুওয়াতকেই অস্বীকার করা। এটা ইসলামের প্রামান্য বিষয়াদিকে অগ্রাহ্য করারই নামান্তর। (মাকাল্লাত-ই-দারুত তাকরীব, ২০৪ পৃষ্ঠা)

ضروریهائے مذهب از نظر شیعه بر دو نوع است: نوع اوّل با صول باز گشت می کند و آن امامت است که بر هر شیعهٔ امامی لازمست با مامت دوازده امام معتقد باشد، و کسیکه دانسته یا ندانسته این دوازده تن را با مامت نشناسد و به اصول سه گانه ایمان داشته باشد از نظر شیعه مسلمان غیر شیعه است، و در تمام امور با سایر مسلمانان شریک است، بنا بر این امامت اصل مذهب تشیع است که از حدیث ثقلین گرفته شده مثل اهل بیتی کسفینة نوح من رکبها نجی و من تخلف عنها غرق۔ (مقالات دار التقریب، قاهره ص ۲۰۵)

১৭, 'শিয়া দৃষ্টিকোনে মাযহাবের জরুরী বিষয় দুই প্রকার: এক প্রকার (শিয়া মাযহাবের) মৌলিক বিষয়ে সম্পৃক্ত। আর তা হচ্ছে ইমামবাদ। প্রত্যেক ইমামপন্থী শিয়ার পক্ষে বার ইমামের নেতৃত্বে অটল বিশ্বাস পোষণ করতে হবে। কোন ব্যক্তি জেনে-শুনে অথবা না জানার দরুণ এই বার ইমামকে ইমাম বলে না মানলে, আর মূলতঃ ত্রয়ী মৌলনীতেতে (তওহীদ, নবুওয়াত ও আখিরাত) আস্থা-শীল হলে শিয়া দৃষ্টি কোনে তিনি 'অ-শিয়া মুসলমান' বলে বিবেচিত হবে। এ ব্যক্তি আর সব মুসলমানদের সাথে সকল বিষয়েই অংশীদার হবে। কেন না, ইমামবাদ শীয়া মাযহাবের মূলনীতি যা 'সাকালাইন হাদীস' হতে নেয়া হয়েছে। [মহানবী (সঃ) বলেন] 'আমার পরিবার বর্গ নূহের নৌকার মতো যে এতে আরোহন করবে, নাজাত পাবে- আর যে সরে থাকবে ডুবে যাবে। (মা কাল্লাত-ই দারুত তাকরীব কায়রো পৃষ্ঠা ২০৫)

www.pathagar.com

فروع دوم از ضرورت ہائے مذہب شیعہ بر فروع بازگشت می نماید مانند نفی عول و تعصیب و واجب بودن شہود بہنگام طلاق و گشایش باب اجتہاد وغیرہ از مختصات مذہب شیعہ است۔ کسیکہ یکے از ایں فروعات را انکار کند با علم بر ایں کہ آں فروع در مذہب تشیع ثابت شدہ است، شیعہ نتواند بود (دار التقریب ص ۲۰۵)

১৮, 'শিয়া মাযহাবের জরুরী বিষয়াদির মধ্যে দ্বিতীয় প্রকার বিষয়গুলো ঐ মাযহাবের শাখার সাথে সম্পর্ক রাখে---যেমন (মিরাসের) আউল ও আসাবা নীতি প্রত্যাখ্যান করা, তালাক প্রদানের সময় সাক্ষীর উপস্থিতি অনিবার্য হওয়া, ইজতিহাদের দরজা অবারিত থাকা ইত্যাদি বিষয়াদি যা শিয়া মাযহাবের বৈশিষ্ট্য বলে গণ্য হয়—কেউ যদি এর কোন একটিকে অমান্য করে অথচ সে জানে যে এ সব শিয়া মাযহাবের মেনে চলার কথা, তবে সে শিয়া বলে গণ্য হবে না (মাকাল্লাত-ই দারুত তাকরীব, কায়রো ২০৫ পৃঃ)

চরমপন্থীদের আকীদা ও হুকুম

চরমপন্থীদের তালিকায় ১, সাবাইয়া (আবদুল্লাহ্-বিন-সাবার অনুসারী) ২, খাত্তাবিয়া (আবুল খাত্তাব মুহাম্মদ-বিন-আবী যায়নব আসাদীর অনুসারী) এবং ৩, মুফাওয়াযা ও ৪, ছালুসিয়াগণ রয়েছে। সাবাইয়াদের বিশ্বাস ঃ আল্লাহ্র অংশ বিশেষ হযরত আলী (রাঃ)-এর সত্ত্বায় মিশে গিয়ে একাকার হয়ে গেছে। তাই হযরত আলী (রাঃ) গায়েব জানতেন। মেঘের সাথে আকাশের বিদ্যুত চমকানো তাঁর মৃদু হাসির ঝিলিকমাত্র। আর মেঘের ডাক তাঁর গর্জন। তাঁর দেহের খোদায়ী অংশটুকু বংশানুক্রমে তাঁর বংশধরগণের মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছে। খাত্তাবিয়াগণ মনে করে যে ইমাম যাফর সাদিক তাঁর যামানার খোদা ছিলেন। মুফাওয়াযারা মনে করে যে জগত সৃষ্টি করে আল্লাহ্ পাক অবসর জীবন যাপন করছেন। বিশ্ব পরিচালনার ভার ইমামগণের উপর ন্যস্ত রয়েছে। আর তাঁরাই এই বিশ্ব পরিচালনা করছেন। ছালুসিয়াদের (ত্রিত্ববাদী) বিশ্বাস হযরত আলী পিতা, মুহাম্মদ পুত্র এবং সালমান ফার্সী রুহুল কুদুস বা পবিত্র আত্মা। তাদের মধ্যে অনেকে মনে করেন যে, রবি হলেন, হযরত আলী (রাঃ)। সোম, হাসান ও হোসেন ইত্যাদি। আল্লামা শহরস্থানী তাঁর মিলাল ও নিহাল গ্রন্থে এর বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন। এ সব চরমপন্থীর ব্যাপারে শিয়াগণ বলেন'—

www.pathagar.com

بوسیلۂ کتب عقائد و اصول بر کفر غلاۃ وجوب برائت و بیزاری از انہا و آنہ هرچه در آں شائبۂ غلو است استدلال نموده اند۔
(مقالات دار التقریب قاهره ص۲۳۳)

১৯, 'শিয়াগণ, আকাইদ ও উসূলের কিতাব সমূহের দ্বারা চরম পন্থীদের কুফরের প্রমাণ করেছেন। আর তাদের প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন। যার মধ্যে চরমপন্থী মতবাদের গন্ধও থাকবে, তার প্রতি সম্পর্ক ছিন্ন করেছেন।' (মাকাল্লাত-ই দারুত তাকরীব, কায়রো পৃষ্ঠা ২২৩)

হযরত আলী (রাঃ) বলেছেন:

هَلَكَ فِيَّ اِثْنَانِ مُبْغِضٌ قَالٍ وَمُحِبٌّ غَالٍ
(مقالات دار التقریب قاهره ص۲۳۳)

'হালাকা ফিয়স ইস্নান। যুবগীযুন কালীন, ওয়া মুহিব্বুন গালিন'---'আমাকে নিয়ে দুই শ্রেণী ধ্বংস হয়েছে: হিংসা পরায়ণ শত্রু এবং সীমালংঘনকারী বন্ধু।' (মাকাল্লাত-ই-দারুত তক্রীব পৃষ্ঠা ২৩৩)

শিয়া আলেমগণ চরমপন্থীদেরকে কাফের বলে ফতোয়া দিয়েছেন। তাদের দাফন-কাফন ও জানাযার নামায পড়তে নিষেধ করেছেন। তাদেরকে উত্তরাধিকারের অধিকারচ্যুত করেছেন। তাদের সাথে বিবাহ শাদী অবৈধ বলে ঘোষণা করেছেন। তারা বলেন:

علمائے امامیہ بطور اجماع غلاۃ را نجس می دانند و غسل دادن و دفن نمودن مرده ہائے آناں را اجازت نمی دہند۔ و نیز دادن زکوٰۃ بہ غلاۃ حرام و ازدواج با مرد غلو کننده و یا ازدواج مرد مسلمان با زن غلو کننده جائز نیست با اینکہ امامیہ ازدواج با اہل کتاب را جائز می دانند۔ (مقالات دار التقریب قاهره ص۲۳۴)

২০, 'সকল ইমামী আলেমগণ চরমপন্থীদেরকে সর্বসম্মতভাবে (ইজমা দ্বারা) অপবিত্র বলে মনে করেন। তাদের মৃত ব্যক্তির নামায-ই-জানাযা পড়া ও দাফন

www.pathagar.com

কাফন করার অনুমতি দান করেন না। তাঁরা চরমপন্থীদেরকে যাকাত প্রদান করা হারাম বলে থাকেন। মুসলমানদের জন্যে তাদের পুরুষকে মেয়ে সম্প্রদান এবং চরমপন্থী নারীকে বিয়ের করা তাদের দৃষ্টিতে জায়েয নয়। অথচ ইমাম পন্থী-গণ আহলে কিতাব-এর সাথে (ইহুদী খৃষ্টান ইত্যাদি) বিয়ে শাদীকে জায়েয মনে করে থাকেন।' (ঐ ৩৩৪ পৃঃ)

শিয়াগণ সকল মুসলমানের মধ্যে তরকা বন্টনে বিশ্বাসী

نیز اجماع دارند براینکہ مسلمانان از یکدیگر ارث می برند اگرچہ در اصول مذہب
وبعضے از عقائد باہم اختلاف داشتہ باشند گفتہ اند:۔ مسلمان محق از مسلمان
مبطل مسلمان مبطل از مسلمان محق ارث می برد۔ نیز غلاۃ کہ مسلمانان از
آنہا ارث می برند ولی آنہا از مسلمانان ارث نخواہند برد۔
(مقالات دار التقریب، قاہرہ ص ۲۳۴)

২১, মাযহাবের মৌল বিষয়ে এবং আকীদার কোন কোন ব্যাপারে মতভেদ রাখা সত্ত্বেও মুসলমানগণ পরস্পরের ওয়ারিস হবেন। এ ব্যাপারে শিয়া ইমামী আলেমগণ একমত পোষণ করেন। তারা বলেছেন:---'হকপন্থী মুসলমান বাতিল-পন্থী মুসলমানের এবং বাতিলপন্থী মুসলমান হক পন্থী মুসলমানের ওয়ারিসী পাবেন কিন্তু চরমপন্থীগণ এর ব্যতিক্রম। মুসলমানগণ তাদের ওয়ারিস হবেনা। তারা মুসলমানদের উত্তরাধিকার পাবেনা। (ঐ ২৩৪ পৃঃ)

এ ফতোয়ার উল্লেখ, সৈয়দ আবুল হাসান ইস্ফাহানী রচিত: জাওয়াহির, মাসালিক, ওরওয়াতুল বুসকাহ, ওয়াসিলাতুন্ নাজাতিল কুবরা'---ইত্যাদি শীয়া কিতাবে রয়েছে। এতে প্রতীয়মান হয় যে, ইমামী শিয়াগণ সুন্নী মুসলমানগণকে ইমামতের আকীদা না রাখা সত্ত্বেও অবশ্যই মুসলমান মনে করেন। তাদের সাথে বিয়ে শাদীর সম্পর্ক জায়েয বলেন। উত্তরাধিকার সূত্রে একে অন্যের ওয়ারিস হওয়ার বিশ্বাস রাখেন। আর যারা চরমপন্থী তাদেরকে মুসলমান মনে করেন না। অবদুল্লাহ্ বিন-সাবার দল তাদের মতে মুসলমান নয়। কাজেই আবদুল্লাহ বিন-সাবা পন্থীদের উল্লেখ করে শিয়া মতবাদকে দোষ দেওয়া যায় না। উল্লেখ্য, চরমপন্থীদের প্রশ্নে শিয়া-সুন্নী সকলেই এক মত যে তারা মুসলমান নয়। আর

www.pathagar.com

শিয়া মতবাদ ঐ সব চরম পন্থীদের (যায় আবদুল্লাহ বিন-সাবা) আকিদা বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। কারণ, তারা ঐ সব গলদ মতাদর্শে বিশ্বাসী নন। কাজেই লেখকের মন্তব্য: 'তাদের (অর্থাৎ শিয়াদের) এই সব ভ্রান্ত আকীদা বিশ্বাসের প্রথম আবিষ্কারক ছিল, সেই সকল ইহুদী বংশধর মোনাফিক---(আবদুল্লাহ্-বিন-সাবা ও তার সংগীগণ) যারা ইসলামের জয় যাত্রা দেখে শংকিত হয়ে গিয়েছিল।' (১৮ পৃঃ দ্রঃ) সঠিক নয়। ঐ সব মুনাফিক ইসলামের অকল্যাণ কামনা করতে পারে। ভিন্ন মৌলিক ভাষ্য দিতে পারে। কিন্তু তারা শিয়াদের 'আদর্শ পুরুষ' ছিল একথা বলা যায় না।

শিয়া মতবাদের উৎস হাদীস ও কুরআনেই নিহিত রয়েছে। অবশ্য এর ব্যাখ্যায় আমরা শিয়াদের সাথে একমত হতে নাও পারি। তাই বলে শিয়া মতবাদকে সাবাইয়া চরম পন্থীদের ধ্যান-ধারণার ফসল বলা যায় না।

প্রসংগের ইতি টানতে গিয়ে এখানে ইমাম যাফর সাদিকের উক্তির উল্লেখ করা শ্রেয় হবে বলে মনে করি। তিনি বলেন:

(الف) کسی کہ غلاۃ را دوست بدارد مارا دشمن داشتہ است۔
(ب) وکسیکہ آنان را دشمن بدارد مارا دوست داشتہ است
(ج) غلاۃ از کفار و مفوضہ از مشرکین اند۔
(د) خداوند غلاۃ را لعنت کند و در حقیقت آنہا نصاریٰ قدریہ یا مرجعہ یا حروریہ
(خوارج) باشند (بحار الانوار، علامہ مجلسی ص ۵۱-۵۲ ج ۳)

২২; ক, 'যে, চরম পন্থীগণকে বন্ধু মনে করবে, সে আমাদের (আহলে বাইতের) দুশমন।"

খ, যে তাদেরকে দুষমন মনে করবে, সে আমাদের বন্ধু হবে।'

গ, 'চরমপন্থীরা কুফ্ফারদের দলভুক্ত আর মুফাওয়াযাগণ মুশরীকদের অন্তর্ভুক্ত।

ঘ, 'চরম পন্থীদের উপর আল্লাহ্র লানত হোক। মূলতঃ তারা খৃষ্টান, কাদরিয়া, আবতারবাদী অথবা হারুরিয়া (খারিজী) হবে।'

(মাকালাত-ই-দারুত তাকরীব, পৃঃ ২৩৪)

www.pathagar.com

শিয়া মাযহাবের ইমামগণ যে মুনাফিকদের উপর লানত করেছেন, সেই অভিশপ্তদের মতবাদের উপর শিয়া মাযহাব প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ধারণা পোষণ করার পিছনে লেখকের কি যুক্তি আছে, তা আমাদের বোধগম্য নয়। প্রতিপক্ষকে বদনাম দেয়ার জন্যে এমন অপবাদ দেয়া ইনসাফ ভিত্তিক হয়নি। হাদীসে সফীনা ও হাদীসে সাকালাইন কি তাদের মতবাদের উৎস হওয়ার জন্যে যথেষ্ট নয়? (দেখুন উদ্ধৃতি নং ৩, ৪, ৫) আর যে চরমপন্থীগণকে হযরত আলী (রা:) দমন করে গেলেন, এমন কি পুড়িয়ে মেরেছেন বলে লেখক নিজে উল্লেখ করেছেন (১৮ পৃঃ)। তাদের মতবাদ তিনি কি করে 'আলী প্রেমিক' শিয়াদের উপর চাপিয়ে দিতে পারলেন? এটি ভাবাও দুষ্কর।

আমাদের আলোচনায় প্রমাণিত হল যে, শিয়া ইমামগণ উম্মতের অন্যান্য লোকজনের ন্যায় শরীয়তের নির্দেশ পালনে একই পর্যায়ে রয়েছেন। কুরআনের বিধান রহিত করণ বা বাতিল করার অধিকার তাঁদের নেই। (১১) শুধু ব্যাখ্যা দানের অধিকার আছে। (২৩) শিয়া মতবাদে চরমপন্থীদের ধ্যান ধারণা স্থান পায়নি। তারা চরমপন্থীগণকে কাফের মনে করেন। তাদের সাথে বিয়ে শাদী ও মিরাস বণ্টনের সম্পর্কে রাখেন না। তাদের কাফন দাফনে শরীক হন না---(১২, ১৩, ১৫)। অন্যান্য মুসলমানগণ, শিয়া-সুন্নী নির্বিশেষে একে অপরের ওয়ারিস হতে পারেন। এদের মধ্যে পরস্পর বিবাহ শাদীর সম্পর্ক স্থাপন করা যায় (১৪)। এটি ব্যতীত আরো প্রমাণিত হয় যে, শিয়াগণ কুরআন ও সুন্নাহকে শরীয়তের দলীল বলে গণ্য করেন। যাবতীয় কার্যকলাপকে কুরআন সুন্নাহর মানদণ্ডে যাঁচাই করে গ্রহণ ও বর্জন করে থাকেন, সুন্নাহকেও কুরআনের দৃষ্টিতে পরখ করে গ্রহণ করেন (৬---৭)। তারা অন্যান্য মুসলমানদের ন্যায় ইসলামের মৌলিক আকীদায় বিশ্বাস রাখেন। কাজেই সুন্নী চিন্তাধারার সাথে মৌল ব্যাপারে শিয়া মতবাদের বিরোধ আছে বলে ধারণা করা যায় না। তবে সুন্নী মতবাদের মধ্যেও মতপার্থক্য আছে। অনুরূপ, শিয়া অংগ দলেও তা রয়েছে। তাই বলে ঐসব মতপার্থক্য মৌলিক বিষয়ের নয়, শাখাগত বা গৌণ ব্যাপারে। আর শাখাগত ব্যাপারে উম্মতকে বিভক্ত করে কলহের সৃষ্টি করা মোটেই সমীচীন হয়।

ইমামগণের অধিকার ও প্রজ্ঞা

শিয়া ইমামগণের বেলায়েত প্রাপ্তির উপযুক্ততা বর্ণনা করতে গিয়ে 'আকায়েদে ইমামিয়া, গ্রন্থে বলা হয়:

www.pathagar.com

إِذْ كَانُوا فِي أَعْلَى دَرَجَاتِ الْكَمَالِ اللَّائِقَةِ فِي الْبَشَرِ مِنَ الْعِلْمِ وَالتَّقْوَى وَالشَّجَاعَةِ وَالْكَرَمِ وَالْعِفَّةِ وَجَمِيعِ الْأَخْلَاقِ الْفَاضِلَةِ وَالصِّفَاتِ الْحَمِيدَةِ لَا يُدَانِيهِمْ أَحَدٌ مِنَ الْبَشَرِ فِيمَا اخْتَصُّوا بِهِ - وَبِهٰذَا اسْتَحَقُّوا أَنْ يَكُونُوا أَئِمَّةً وَهُدَاةً وَمَرْجِعًا بَعْدَ النَّبِيِّ ص فِي كُلِّ مَا يَعُودُ لِلنَّاسِ مِنْ أَحْكَامٍ وَحُكْمٍ وَمَا يَرْجِعُ لِلدِّينِ مِنْ بَيَانٍ وَتَشْرِيعٍ وَمَا يَخْتَصُّ بِالْقُرْآنِ مِنْ تَفْسِيرٍ وَتَأْوِيلٍ - (عقائد الامامية ص ٧٤)

২৩, 'তাঁরা (ইমামগণ) ছিলেন মানবীর উৎকর্ষের চরম শিখরে সমাসীন। ইলম, তাকওয়া, বীরত্ব, মহানুভবতা, পবিত্রতা এবং যাবতীয় উত্তম চরিত্র ও প্রশংসনীয় গুণাবলীতে বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী। তাঁদের ধারে কাছেও কেউ কেউ এ ক্ষেত্রে পৌঁছতে পারেননি। এ সব গুণের কারণে তাঁরা নবীর (সা:) পরে মানুষের প্রয়োজনীয় হুকুম আহকামের ব্যাপারে এবং ব্যাখ্যাদান শরীয়তের আইনের অধিকার কুরআনের তফসীর তাবীল করার ক্ষেত্রে লক্ষ্যস্থলে পরিণত হন। আর ইমামের মর্যাদায় বিভূষিত হন, মানুষের পথ-প্রদর্শক হন। (আকায়েদ-ই-ইমামিয়া, ৭৪ পৃ:)

এই বর্ণনাটিতে শিয়া ইমামবাদের রূপরেখা ও ইমামগণের অধিকারের বিবরণ পাওয়া যায়। ১২ (বার) ইমাম মহৎ গুনাবলীর চরম শিখরে উপনীত ছিলেন। উক্ত রূপ মাহাত্ম্যের দরুণ তাঁরা ইমাম তথা মানুষের পথ-প্রদর্শক, ও লক্ষ্যস্থলে পরিণত হন। তাঁরা শরীয়তের আইন প্রণয়ন, হুকুম আহ্কাম বর্ণনা, দ্বীনের বিশদ ব্যাখ্যা দান ও কুরআনের তফসীর ও তাবীল প্রদান করার অধিকারী ছিলেন। বস্তুত: সুন্নী মতে এক জন মুজতাহিদ যা করার অধিকার রাখেন, শিয়া ইমামগণও সেই অধিকার প্রয়োগের মালিক ছিলেন। তাঁরা কুরআনের বিধান পরিবর্তনের অধিকারী ছিলেন না। ইহা শীয়া ইমামগণের উপর অহেতুক দোষারোপ মাত্র। তাই লেখকের নিম্নোক্ত মন্তব্যগুলি প্রত্যাহার যোগ্য। তিনি লিখেছেন:

ক, 'তাহারা কোরআন হাকীমের যে কোন বিধানকে ইচ্ছা' রহিত অথবা মওকুফ করিবারও ক্ষমতা রাখেন।' (১৯ পৃ: দ্র:)

খ, '-----এই মতবাদটি নবী করিম (দ:) এর খতমে নবুওয়াতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ এবং ইসলামের চিরস্থায়ী ধর্ম হওয়ার বিরুদ্ধে একটি প্রকাশ্য ষড়যন্ত্র---' (১৯ পৃ: দ্র:)

www.pathagar.com

গ, 'শিয়াদের ইমামত দর্শনের উপর গভীর ভাবে চিন্তা করলে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, ইসলামের চির শত্রু ইয়াহুদী সম্প্রদায়, আঁ হযরত (সাঃ) এর খতমে নবুওয়াতের উপর আঘাত হানার জন্যে এবং মুসলিম উম্মার মধ্যে নবুওয়াতের চোরা গলি বাহির করবার জন্যে উক্ত আকীদা আবিষ্কার করছে।' (২০ পৃঃ দ্রঃ)

ঘ, 'তাঁকে (ইমামকে) শরীয়তে মোহাম্মদীর হালাল হারাম পরিবর্তন এবং কোরআনের বিধান সমূহ রহিত করার পূর্ণ ক্ষমতা দিয়েছেন' (২০ পৃঃ দ্রঃ)

খতমে নবুওয়াতের ব্যাপারে শিয়াগণ সুন্নীদের তুলনায় অধিক কঠোর। অনেক সুন্নী দেশে নব নবুওয়াতের দাবীদার কাদিয়ানী, বাহাই ইত্যাদি ইসলাম বহির্ভূত ফির্কাহ্ সমূহকে অমুসলিম বলে ঘোষণা করা হয়নি। অথচ ইরানে ইসলামী বিপ্লব সাধিত হবার পর বাহাইদের মতবাদ আইনত নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। যেকোন রূপ নবুওয়াতের দাবীকে মিথ্যা বলে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। পরে আমরা এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা করবো।

ইমামের অধিকার কি, তা আমরা উল্লিখিত বর্ণনায় অবগত হয়েছি, এ নতুন নবুওয়াতের চোরাগলি বের করার অপবাদ দেয়া যায় না। কুরআনের ব্যাখ্যাদান, শরীয়তের মাসয়ালা নিরূপণ ইত্যাদি যদি নবুওয়াতের দরজা খোলার পথ বলে চিহ্নিত করা হয়, তবে এ দোষ সকল মুজাতাহিদ ইমামগণের উপরও চাপানো যায়। আহলে বাইতভুক্ত বার ইমাম জীবনাদর্শে অতি উচ্চাসনে ছিলেন কিনা এ নিয়ে মতভেদের অবকাশ আছে বলে আমরা মনে করি না। কেউ যদি তাদেরকে অনুরূপ মনে না করেন, এটা তার নিজস্ব মত। এ নিয়ে আমরা তর্ক করব না। বহু খারিজী ও এজিদী মুসলমান হযরত আলী (রাঃ) হতে সকল আহলে বাইতগণকে নিন্দাবাদ করে আসছে আর নিজেদের আখিরাত বরবাদ করছে। আল্লাহ্ যেন আমাদেরকে তাদের দলভুক্ত না করেন।

ইমামগণের ইলম লাভের উৎস

ইমামগণের ইল্‌ম লাভের উৎস হল মহানবী (সাঃ) ও পূর্ববর্তী ইমামগণের সূত্রে প্রাপ্ত তথ্যাদি। যদি এতে কোন সমাধান পৌঁছানো না যায়, তবে তাদের নিজেদের চিন্তা-ভাবনা লব্ধ সমাধান গৃহীত হয়েছে। শিয়া মতে তাঁরা পাপ মুক্ত থাকেন। তাঁদের নিষ্কলুষ অন্তরে জটিল তত্ত্বাদি আয়নার মত প্রতিবিম্বিত হয়।

وَتَتَجَلَّى فِي نَفْسِهِ الْمَعْلُومَاتُ كَمَا تَتَجَلَّى الْمَرْئِيَّاتُ فِي الْمِرْآةِ الصَّافِيَةِ لَا غَطْشَ فِيهَا وَلَا إِبْهَامَ - (عقائد الامامية ص٦٤)

www.pathagar.com

২৪।-----বিষয়াদি তাঁর (ইমামের) অন্তরে পরিষ্কারভাবে ফুটে উঠে, যেরূপ স্বচ্ছ আয়নার মধ্যে দৃষ্টিগোচর বস্তু পরিষ্কার ভাবে দেখা যায়। এর উপর কোন রূপ পর্দা থাকে না, থাকেনা কোন রূপ অস্পষ্টতা।' (আকাইদে-ইমামিয়া ---৬৮ পৃ:)

এ রূপে জ্ঞান লাভ করাকেই ইল্হাম বা খোদায়ী সূত্রে জ্ঞানলাভ বলা হয়। ওলীগণের ইল্হাম প্রাপ্তিতে সুন্নীগণ ও বিশ্বাস রাখেন। (আকাইদ-ই-নাসকা) মাওলানা রুমি বলেনঃ

بینی اندر خود علوم انبیاء۔ بے کتاب و بے معید و اوستا ۔

'কিতাব, উস্তাদ ও সাহায্য কারী ছাড়া, তুমি অন্তরে আম্বিয়াদের জ্ঞান' দেখতে পাবে।'

أَمَّا عِلْمُهُ فَهُوَ يَتَلَقَّى الْمَعَارِفَ وَالْأَحْكَامَ الْإِلٰهِيَّةَ وَجَمِيعَ الْمَعْلُومَاتِ مِنْ طَرِيقِ
النَّبِيِّ أَوِ الْإِمَامِ مِنْ قَبْلِهِ وَإِذَا اسْتَجَدَّ شَيْءٌ لَابُدَّ أَنْ يَتَعَلَّمَهُ مِنْ طَرِيقِ الْإِلْهَامِ
بِالْقُوَّةِ الْقُدْسِيَّةِ الَّتِي أَوْدَعَهَا اللّٰهُ تَعَالَى فِيهِ ۔ (عقائد الامامية ص ٦٨)

২৫,---'রইল তাঁর (ইমামের) ইল্ম, তিনি আত্মার জ্ঞাতব্য বিষয় বস্তু, খোদায়ী নির্দেশাদি এবং সব রকম জানার বিষয়াদি মহানবীর (দঃ) মাধ্যমে অথবা পূর্ববর্তী ইমামের সূত্রে অবগত হয়ে থাকেন। কোন বিষয় যথেষ্ট চেষ্টার পরও জানা না গেলে তখন তিনি নিরুপায় হয়ে রূহানী শক্তির দ্বারা---যা তাঁর 'অন্তরে আল্লাহ্ পাক-আমানত স্বরূপ স্থাপন করেছেন, ইল্হামী পন্থায় তা জেনে থাকেন।' (আকায়েদ-ই-ইমামিয়া ৬৮ পৃ:)

এতে বুঝা গেল যে শিয়া মাযহাবের ইমামগণ মহানবীর (দঃ) সুন্নাহ্ ও পূর্ববর্তী ইমামগণ কর্তৃক বর্ণিত হাদীসের পায়বন্দী করে থাকেন। অনন্যোপায় হলে ইলহামের সাহায্যে নেন। আর সুন্নীদের মতে কুরআন ও হাদীস থেকে সমাধান বের করতে না পারলে ইজতিহাদের দ্বারা হুকুম আহকাম বুঝে নিতে হয়। অনুরূপ সাধারণ শিয়া মুজতাহিদগণ মাসয়ালা নিরূপণ করলে তাকেও ইজতিহাদই বলে। তবে ইমামগণের ইজতিহাদকে 'ইলহাম' বলে থাকেন। শিয়ামতে ইমামগণের আত্মিক পরিশুদ্ধির দরুন এটাকে 'ইলহাম' বা খোদায়ী জ্ঞান বলা হয়ে থাকে। এটাই পার্থক্য। ইল্হাম যদি শরীয়াতের অকাট্য দলীলাদির বিরুদ্ধে না [illegible]তে আমল করা সুন্নী মতেও জায়েয আছে। সুন্নীগণ সাহাবা, তাবেয়ী

www.pathagar.com

ও তাঁদের পরের যামানার চার ইমামের ইজতিহাদ ও অভিন্নমতকেও গ্রহনীয় দলীল বলে মনে করেন। অনুরূপ শিয়াগণও তাদের ইমামগণকে যাঁরা সাহাবা ও তাবেয়ীনের কালে ছিলেন অনুসরণ করে থাকেন। কাজেই উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যেও কোনরূপ 'আকাশ পাতাল ব্যাবধান' নেই ; মাত্র ধারণার হের ফের। আলেম-দের অহেতুক ফতোয়াবাজীর দরুন বিষয়টি একটু বেশী ঘোলাটে হয়ে গেছে। উল্লিখিত ইল্হামকে 'ওহী' বলে চালিয়ে দিয়ে শিয়াদের প্রতি দোষারোপ করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, শিয়ারা নাকি তাদের ইমামদের উপর 'ওহী' নাজেলে বিশ্বাস করেন। অথচ 'ওহী' শব্দটি ইলহামের অর্থেও ব্যবহার করা হয়। মৌমাছির প্রতি আল্লা-হ্র তরফ হতে 'ওহী' হয় বলে কুরআনে উল্লেখ রয়েছে। 'অ-আওহাইনা-ইলান্ নাহলী আনিত্তাখিযী-মিনাল্ জিবালি বুয়ুতান'. এখানে 'ওহী'কে দিশাদান বা ইল্-হামের অর্থে প্রয়োগ করা হয়েছে। কাজেই 'ইল্হাম'কে ওহীর অর্থে নিয়ে নতুন শরীয়ত প্রবর্তনের অভিযোগ তোলা অহেতুক বাড়াবাড়ি।

'ওহী'কেও ইলহামের অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। কিন্তু কুরআনে 'ইলহাম'-কে 'ওহী' এর অর্থে নেওয়া হয়েছে বলে আমাদের জানা নেই। কাজেই উলটা সংজ্ঞার ধারা প্রবাহিত করলে বিভ্রান্তিকর বন্যার আশংকা সৃষ্টি হবে।

জ্ঞান লাভের পন্থা নিরূপণ করতে গিয়ে সুন্নী আলেমগণ বলেছেন :

اِعْلَمْ اَنَّ الْعِلْمَ الْاِنْسَانِيَّ يَحْصُلُ مِنْ طَرِيْقَيْنِ : اَحَدُهُمَا التَّعَلُّمُ الْاِنْسَانِيُّ وَالثَّانِيْ اَلتَّعَلُّمُ الرَّبَّانِيُّ - اَمَّا الطَّرِيْقُ الْاَوَّلُ فَطَرِيْقٌ مَّعْهُوْدٌ وَمَسْلَكٌ مَّحْسُوْسٌ يُقِرُّ بِهٖ جَمِيْعُ الْعُقَلَاءِ - وَاَمَّا التَّعَلُّمُ الرَّبَّانِيُّ فَيَكُوْنُ وَجْهَيْنِ - اَلْاَوَّلُ اِلْقَاءُ الْوَحْيِ وَالثَّانِيْ هُوَ الْاِلْهَامُ وَالْاِلْهَامُ اَشْمَلُ الْوَحْيِ فَاِنَّ الْوَحْيَ تَصْرِيْحُ الْاَمْرِ الْغَيْبِيِّ وَالْاِلْهَامُ هُوَ تَعْرِيْضُهٗ - وَالْعِلْمُ الْحَاصِلُ عَنِ الْوَحْيِ يُسَمّٰى عِلْمًا نَبَوِيًّا وَالَّذِيْ يَحْصُلُ عَنِ الْاِلْهَامِ يُسَمّٰى عِلْمًا لَدُنِيًّا - وَالْعِلْمُ اللَّدُنِيُّ يَكُوْنُ لِاَهْلِ النُّبُوَّةِ وَالْوِلَايَةِ كَمَا كَانَ لِلْخِضْرِ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَمَا قَالَ تَعَالٰى (وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَّدُنَّا عِلْمًا) وَحَقِيْقَةُ الْحِكْمَةِ تُنَالُ مِنَ الْعِلْمِ اللَّدُنِيِّ وَمَا لَمْ يَبْلُغِ الْاِنْسَانُ هٰذِهِ الْمَرْتَبَةَ لَا يَكُوْنُ حَكِيْمًا لِاَنَّ الْحِكْمَةَ مِنْ مَوَاهِبِ اللّٰهِ تَعَالٰى (يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَّشَاءُ وَمَنْ يُّؤْتَ

www.pathagar.com

الحكمة فقد اوتي خيرا كثيرا) وذلك لان الواصلين الى مرتبة العلم اللدني
مستغنون عن كثرة التحصيل وتعب التعليم فيتعلمون قليلا ويعلمون
كثيرا ويتعبون يسيرا ويستريحون طويلا- (التعليق الصبيح على مشكوة
المصابيح ص١٣٩ ج١ نقلا عن الرسالة اللدنية للامام الغزالي)

২৬, 'জেনে রাখ যে, মানুষের জ্ঞান দু'টি পথে অর্জিত হয়ে থাকে, মানবীয় শিক্ষা ও খোদায়ী শিক্ষা। প্রথম পন্থাটি সকলেই জানা শোনা অবলম্বিত পন্থা। সকল শ্রেণীর জ্ঞানীগণ এটাকে স্বীকার করে থাকেন। খোদায়ী শিক্ষা দুই ভাগে বিভক্ত; ওহী অবতরণ ও ইল্‌হাম। আর ইলহাম ওহীর পরবর্তী নির্দেশনা। গায়েবের বিষয়ের স্পষ্ট ব্যাখ্যা থাকে ওহীতে। ইল্‌হাম ইংগিত। ওহী লব্ধজ্ঞান-কে নবী-জ্ঞান বলা হয়। যে জ্ঞান ইলহাম দ্বারা লাভ হয় তাকে ইলমে লাদুনী বলে। ইলমে লাদুনী ওলী ও নবীদের উভয়েরই ক্ষেত্রে হাসিল হয়ে আছে। হযরত খিযির আলাইহিস্‌সালাম এ ইল্‌ম লাভ করেছিলেন। আল্লাহ্ বলেন, 'আমরা তাঁকে আমাদের কাছ থেকে জ্ঞান দান করেছি।' বস্তুতঃ গভীর জ্ঞান লাভ একমাত্র এই পন্থায়ই সম্ভব হয়। মানুষ যতক্ষণ পর্যন্ত এ মর্তবায় বিভূষিত হবে না, তাকে মহাজ্ঞানী বলা যাবে না। কেননা গভীর তত্ত্ব আল্লাহ্ পাকের গভীর অব-দানের মাঝে গণ্য হয়। তিনি যাঁকে ইচ্ছা তা দান করেন। আর যিনি এ জ্ঞান লাভে সফল হয়, তিনি বহু মংগলের অধিকারী হয়ে যান। কেননা, যাঁরা ইলমে লাদুনী লাভের পর্যায়ে পোঁছেছেন তাঁরা বিদ্যার্জনের বহুবিধ উপায় থেকে বিমুক্ত হতে পেরেছেন। তাঁরা শিক্ষা গ্রহণের ক্লেশমুক্ত হয়েছেন। তাঁরা শিখে থাকেন অল্প আর অবগত হন বিশদ বিষয়। তাঁরা কষ্ট করেন স্বল্পতম, আর বিশ্রাম নেন অধিক কাল। (মিশকাত শরীফের শরাহ তালিকুস্‌সবীহ ১৩৯।১ পৃঃ)

আমরা এই উদ্ধৃতিটির বিশদ ব্যাখ্যা করে পাঠক মহলের ধৈর্যচ্যুতি ঘটাতে চাইনা। এখানে দেখাতে চাই যে ইল্‌হামের জ্ঞানকে বিশেষ গুরুত্বের সাথে উল্লেখ করা হয়েছে। আর এ জ্ঞান মানুষ সব কালে লাভ করে থাকে। যাঁরা এ জ্ঞানর অধিকারী হয়, তাঁরা মহাজ্ঞানী। তত্ত্বাবগত মহল বলতে এ জ্ঞানের অধিকারী-গণকেই বুঝায়। এতে প্রমাণিত হয় যে, সুন্নীগণও ইল্‌হামে বিশ্বাসী,। কাজেই এখনে অন্য সম্প্রদায়ের প্রতি দোষারোপ করা যায় না। শিয়া ইমামগণ

www.pathagar.com

যে ইল্‌হামী তথা ইল্‌মে লদুনীর অধিকারী ছিলেন, সে সম্পর্কে আকাইদ-ই-ইমদা-দিয়াতে বলা হয়:

وَيَبْدُوْ وَاضِحًا هٰذَا الْأَمْرُ فِيْ تَارِيْخِ الْأَئِمَّةِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ كَالنَّبِيِّ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ فَإِنَّهُمْ لَمْ يَتَرَبَّوْا عَلٰى أَحَدٍ وَلَمْ يَتَعَلَّمُوْا عَلٰى يَدِ مُعَلِّمٍ مِنْ مَبْدَءِ طُفُوْلَتِهِمْ إِلٰى سِنِّ الرُّشْدِ حَتَّى الْقِرَاءَةَ وَالْكِتَابَةَ وَلَمْ يَثْبُتْ عَنْ أَحَدِهِمْ أَنَّهٗ دَخَلَ الْكَتَاتِيْبَ أَوْ تَلَمَّذَ عَلٰى يَدِ أُسْتَاذٍ فِيْ شَيْءٍ مِنَ الْأَشْيَاءِ مَعَ مَا لَهُمْ مِنْ مَنْزِلَةٍ عِلْمِيَّةٍ لَا تُجَارٰى وَمَا سُئِلُوْا عَنْ شَيْءٍ إِلَّا أَجَابُوْا عَلَيْهِ فِيْ وَقْتِهٖ وَلَمْ تَمُرَّ عَلٰى أَلْسِنَتِهِمْ كَلِمَةُ (لَا أَدْرِيْ) وَلَا تَأْجِيْلُ الْجَوَابِ إِلَى الْمُرَاجَعَةِ أَوِ التَّأَمُّلِ أَوْ نَحْوِ ذٰلِكَ فِيْ حِيْنِ أَنَّكَ لَا تَجِدُ شَخْصًا مُتَرْجَمًا لَهٗ مِنْ فُقَهَاءِ الْإِسْلَامِ وَرُوَاتِهٖ وَعُلَمَائِهٖ إِلَّا ذُكِرَتْ فِيْ تَرْجَمَتِهٖ تَرْبِيَتُهٗ وَتَلَمُّذُهٗ عَلٰى غَيْرِهٖ وَأَخْذُهُ الرِّوَايَةَ أَوِ الْعِلْمَ عَلَى الْمَعْرُوْفِيْنَ وَتَوَقُّفُهٗ فِيْ بَعْضِ الْمَسَائِلِ أَوْ شَكُّهٗ فِيْ كَثِيْرٍ مِنَ الْمَعْلُوْمَاتِ كَعَادَةِ الْبَشَرِ فِيْ كُلِّ عَصْرٍ وَمِصْرٍ (عقائد الامامية صفحة ٦٩)

২৭, এটা অর্থাৎ ইমামগণের ইল্‌হাম সূত্রে জ্ঞানলাভে ইমামগণের ইতিহাসে স্পষ্ট হয়ে প্রকাশ পেয়েছে। তাঁরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ন্যায় কারো কাছে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত হননি। কোন শিক্ষক তাদের শিক্ষাদানের দায়িত্ব হাতে নেননি। বাল্যকাল হতে জ্ঞানের পূর্ণতা লাভের বয়স পর্যন্ত তাঁরা কারো কাছে লেখা পড়া শিখেননি। তাঁরা কোন উস্তাদের কাছে গিয়ে কোন কিছু শিখেছেন বলে ইতিহাসে প্রমাণ নেই। অথচ তাঁরা জ্ঞানের এমন মর্যাদায় বিভূষিত ছিলেন---যার সমকক্ষতা লাভ সাধারণ উম্মতের পক্ষে সম্ভব নয়। তাঁদের কাছে কোন প্রশ্ন করা হলে তাঁরা তখনই তার উত্তর দিতেন। তাঁদের মুখে 'জানিনা' শব্দ প্রকাশ পায়নি। তাঁরা জওয়াব দানের জন্যে কিতাব দেখা ও বিচার বিবেচনা করা বা অন্য কোন উপায় অবলম্বনের জন্যে সময় চাইতেন না; এর প্রয়োজনও ছিল না।

পক্ষান্তরে যে সকল মুসলিম ফিকাহবিদ ও আলেমগণের জীবনী লিখিত রয়েছে তাঁদের জীবন চরিতে দেখা যায় যে তাঁদের শিক্ষা কাল, শিক্ষক, হাদীস

www.pathagar.com

বর্ণনা এবং এবং যেসব বিজ্ঞ জনের কাছে তাঁরা জ্ঞান লাভ করেছেন, তাঁদের উল্লেখ রয়েছে। তাঁরা কোন কোন প্রশ্নে মৌনতা অবলম্বন করেছেন। বহু ব্যাপারে তাঁরা সুস্পষ্ট মত দিতে পারেননি। এটাই ছিল সর্বকালের সকল জন-পদের জ্ঞানী লোকের আচরণ। (আকাইদ-ই-ইমামিয়া ৬৯ পৃঃ)

লক্ষণীয় যে ইমামগণের উল্লিখিত বৈশিষ্ট্য 'ইল্‌মে লাদূনী' প্রাপ্তির ফলশ্রুতি। আর ইলমে লাদূনী সুন্নী মতেও জ্ঞান লাভের একটি বিশেষ সূত্র। মাওলানা রুমী (রঃ) বলেন:

پائے استدلالیاں چوبین بود ∴ پائے چوبیں سخت بے تمکین بود

'যুক্তিবাদী জ্ঞানীদের পা কাষ্ট নির্মিত হয়; বস্তুতঃ কাষ্ট নির্মিত পা অত্যন্ত নড়বড়ে হয়। অবশ্য ইল্‌হাম কুরআন ও সুন্নাহ্‌র পরিপন্থী হলে শিয়াদের কাছে তা গ্রহণীয় নয়। (দেখুন উদ্ধৃতি নং ৬ ও ৭)

খিলাফত ও ইমামতের সমন্বয়

শরিয়তমতে ইমামত' ইন্তেসাবী' আর খিলাফত ইন্তেখাবী। অর্থাৎ খলীফা নির্বাচনের মাধ্যমে হন, আর ইমাম খোদায়ী পদ্ধতিতে নিযুক্ত হয়ে থাকেন। ইমামত একটি রুহানী ব্যাপার। যা বিশেষ উদ্দেশ্যে প্রবর্তিত হয়েছে। আর খিলাফত মানুষের রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনার জন্যে হয়ে থাকে। তাই খিলাফতের সাথে ইমামতের কোন বিরোধ নেই। খিলাফতের কাজ শরীয়তের বিধান মত চলতে থাকলে ইমাম এর যোগ্যতা সম্পন্ন হওয়া সত্ত্বেও খিলাফতের ভার অন্যের হাতে ন্যাস্ত করতে পারেন। হযরত আলী (রাঃ) শিয়া মতে প্রথম ইমাম। তিনি তাঁর পূর্ববর্তী তিন খলীফার খিলাফত মেনে নিয়েছিলেন। তাঁদের সাথে সহযোগিতা করে দেশ পরিচালনায় অংশ নিয়েছিলেন।

এ প্রসংগে বলা হয়:

امامت مقامی ست آسمانی کہ حافظ ونگہبان علوم قرآن وسنت و دانشہائے
پیامبراں ورہنما و پاسخگوئی ایرادات وشبہات ملل ونحل وازبین برندہ ۔
مدعیان نبوت وشعبدہ بازاں وساحراں وبالآخر حل کنندۂ مشکلات مذہبی
مردم است (مقالات دار التقریب، قاہرہ ص ۲۲۱)

www.pathagar.com

২৮, 'ইমামত একটি রুহানী ব্যাপার, যা কুরআন ও সুন্নাতের রক্ষক; নবীগণের জ্ঞান ভাণ্ডারের হিফাযত করে, যা পথ প্রদর্শন করে, আর নানা মতবাদের পক্ষ হতে উত্থাপিত প্রশ্নাবলীর উত্তর দেয় এবং সন্দেহের নিরসন করে। তা নবুওয়াতের দাবীদার যাদুকরদের ভণ্ডামী খণ্ডন করে। সর্বোপরি মানুষের ধর্মীয় যাবতীয় সমস্যাদির বিধান দেয়।' (মুকাল্লাত-ই-দারুত তকরীব ২২১ পৃ:)

شیعہ در امامت وجود قیام بخلافت را شرط نمی دانند اگرچہ امام بہ مقام خلافت اولیت دارد کہ ایں امر بستہ بہ جمع شدن اسباب ظاہری آں است۔
(مقالات دار التقریب قاہرہ صفحہ ۲۲)

২৯, শিয়াগণ ইমামতের জন্যে খিলাফতের দায়িত্বভার বহনকে শর্ত বলে মনে করেন না---ইমাম খিলাফতের দায়িত্ব বহনের অগ্রাধিকারী হওয়া সত্ত্বেও না। এ ব্যাপারটি এর জাহীরী আসবাব (উপায়-উপকরণাদি) সংগৃহীত হওয়ার উপর নির্ভর করে।' (ঐ ২২ পৃ:)

امام منصوب و برگزیدہ لازم نیست کہ در شئون سیاسی و مملکتی بہ خلافت قیام کند، زیرا کہ ایں مربوط بہ یک امر دیگر نیست کہ در امامت شرط نیست چہ بسا بخاطر فراہم نبودن اسباب و ترس از فتنہ یا بخاطر جمع آوری قرآں و یا چوں غرض اصلی از خلافت با قیام شخصی موثق و عادلی حاصل می شود امام خلافت را بہ دیگری وامی گزارد۔ و ہیچگونہ نقصے در منزلت الہی او پدید نمی آید۔
(مقالات دار التقریب، قاہرہ صفحہ ۲۲)

৩০, 'রাজনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে খিলাফতের দায়িত্বভার বহন করা নিযুক্ত ও মনোনীত ইমামের জন্যে জরুরী কথা নয়। কারণ, এটা অন্য এমন ব্যাপারের সাথে জড়িত যা ইমামতের জন্যে শর্ত নয়। কেননা অনেক ইমাম নিজের স্থলে খিলাফত পরিচালনার জন্যে অন্যাকে নিযুক্ত করেছেন। অনেক ইমাম উপায়

www.pathagar.com

অবলম্বন সংগ্রহের অভাবে বা গোলযোগের আশংকায়, অথবা কুরআন সংকলনের জন্যে অথবা খিলাফতের আসল মকসুদ কোন ন্যায়-পরায়ণ নির্ভরযোগ্য ব্যক্তির দ্বারা সমাধা হওয়ার প্রয়োজনীয়তার জন্যে খিলাফতের দায়িত্ব অন্যের উপর ছেড়ে দেন। এতে তাঁর খোদা প্রদত্ত মর্যাদায় বিন্দুমাত্র ত্রুটির কারণ ঘটে না। (ঐ ২২১ পৃঃ)

উল্লিখিত উদ্ধৃতি (২৬, ২৭, ২৮) দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ইমামত ও খিলাফতের সমন্বয় সাধন একটি একটি বাস্তব সত্য। শিয়াগণ এতে এক মত। খিলাফতের কাজ ইসলামের আদর্শ প্রচার, উদ্ভূত সমস্যার ইসলামী সমাধান দান, মিথ্যা নবী-দের দাবী খণ্ডন, এবং নবীর আদর্শ প্রচারে ও বাস্তবায়নে রাষ্ট্র প্রধানকে সমর্থন দান করা। হযরত আলী (রাযিঃ) তাঁর পূর্ববর্তী খলিফাগণের সাথে এ আচরণই করেছেন। বর্তমান ইরানেও রাষ্ট্রপ্রধান ও ইমাম পৃথক রয়েছেন। রাষ্ট্র ইসলামের মূলনীতি অনুসারে পরিচালিত হলে ইমাম অনেক সময় তার সহযোগীর ভূমিকা পালন করে থাকেন। পরিস্থিতি প্রতিকূল থাকলে তিনি রাষ্ট্রীয় ব্যাপার হতে সরে থেকে ইসলামের প্রচার ও আনুসংগিক ব্যবস্থা গ্রহণে মনোনিবেশ করেন। এ প্রসংগে আরো বলা হয়ঃ

وَكَانَ مِنَ اللَّازِمِ بِمُقْتَضَى اِمَامَتِهِمْ مِنْ جِهَةٍ اُخْرٰى اَنْ يَّتَصَرَّفُوْا اِلٰى تَلْقِيْنِ
اَتْبَاعِهِمْ اَحْكَامَ الشَّرِيْعَةِ الْاِسْلَامِيَّةِ وَعَلٰى تَوْجِيْهِهِمْ تَوْجِيْهًا دِيْنِيًّا صَالِحًا وَاِلٰى
اَنْ يَّسْلُكُوْا بِهِمْ مَسْلَكًا اِجْتِمَاعِيًّا مُفِيْدًا لِيَكُوْنُوْا مِثَالَ الْمُسْلِمِ الصَّحِيْحِ الْعَادِلِ

(عقائد الامامية ص٨٥)

৩১, অন্য দিকে ইমামতের দায়িত্ববোধের দৃষ্টিকোণে তাঁদের অনুগামী-গণের ইসলামী হুকুম আহ্কাম শিক্ষাদানের প্রতি মনোনিবেশ করা অপরিহার্য ছিল। তাঁদেরকে পুণ্যবান দ্বীনী নির্দেশনা দান এবং কার্যকর সামাজিক নীতির পথে পরিচালনা করা জরুরী ছিল, যাতে তারা ন্যায়পরায়ণ, সঠিক মুসলিমের দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পারে।' (আকাইদ-ই-ইমামিয়া ৮৯ পৃঃ)

নবুওয়াত ও ইমামত

আমাদের আলোচনায় বুঝা গেল যে, শিয়াদের আকীদা খতমে নবুওয়াতের পরিপন্থী নয়। মিথ্যাবাদীদের বক্তব্য খণ্ডন ও তাদের পথ বন্ধ করা ইমামগণের মৌলিক কাজের বিশেষ দিক। তাঁরা এ দায়িত্ব যথাযথ ভাবে পালন করে গিয়ে-

www.pathagar.com

ছেন। তাঁরা মহা নবীর (দঃ) অর্পিত দায়িত্ব প্রাপ্ত হয়ে নবীর করণীয় কাজ সমাধা করে গিয়েছেন। মানুষের মধ্যে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা ও অন্যায় অবিচারের অবসান ঘটিয়েছেন। হেদায়েত ও ইরশাদের কাজ সমাধা করেছেন। জনগণের উপর মহা-নবীর (সাঃ) সাধারণ অধিকার ছিল। তাঁরা ঐ অধিকার বলে জনগণকে পরিচালনাও করেছেন। এরূপে ইমামতের মাধ্যমে নবুওয়াতের কাজকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, নতুন নবুওয়াতের দ্বার অবারিত করা হয়নি। শিয়া ইমামগণ ইমাম মতবাদে নবুওয়াতের মর্যাদা লাভের অপ-প্রয়াস চালিয়ে থাকলে তাঁরা অবশ্যই নবুওয়াতের দাবীদার হয়ে কোনোনা কোন যুগে আত্মপ্রকাশ করতেন। ইতিহাসের বিভিন্ন স্তরে জালিম শাসকদের বিরুদ্ধে ইমামগণ বিদ্রোহ করেছেন। ইমামতের দাবীদার হয়ে খিলাফত লাভের চেষ্টা করেছেন। কিন্তু তারা, খোদা না করুন, কোন দিন নবুওয়াতের দাবী করেছেন বলে একটি নজীরও নেই। ইমামতের ছদ্মাবরণে নবুওয়াতের ইচ্ছা থাকলে তাঁরা নিজেরা কেন এ সুযোগ নিয়ে নবুওয়াতের দাবীদার হননি? অতএব, শিয়াদের ইমাম মতবাদকে খতমে নবুওয়াতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ বলা অবান্তর। অনুরূপ "স্বতন্ত্র শরীয়তের অধিকারী একজন নবীর যে অর্থ মর্যাদা এবং ব্যক্তিত্ব রয়েছে শিয়াদের মতে তাদের ইমামে মাসূমের অর্থ মর্যাদা এবং ব্যক্তিত্ব ও ঠিক অনুরূপ রয়েছে---" বলে মন্তব্য করা ও প্রতিপক্ষের উপর অন্যায় ও অমূলক দোষারোপ করার অপপ্রয়াস। (শিয়া সুন্নী বিরোধ ১৯ পৃঃ)

বস্তুতঃ শিয়া ইমামগণের মর্যাদা অধিকার এবং নবুওয়াতের মর্যাদা অধিকার এক পর্যায়ের নয়। ইমামগণ নবী (দঃ)-এর অনুসারী। পরবর্তী ইমাম পূর্ববর্তী ইমামের অনুসারী এ বিষয়ে আমরা উদ্ধৃতি নং ৬, ৭, ১১, ২৫, ২৬ এ আলোচনা করেছি।

আর শিয়াগণ সুন্নীদের ন্যায় খতমে নবুওয়াতেও বিশ্বাসী। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পর যে কোন রূপ নবুওয়াতের দাবীকে তাঁরা কুফরী বলে আকীদা রাখেন। ভারত উপমহাদেশের বিশিষ্ট মুজতাহিদ সৈয়দ মনজুর হোসেন নকুবী তাঁর গ্রন্থে লিখেন:

آنحضرت پر ہر قسم کی نبوت و رسالت کا خاتمہ ہو چکا ہے۔ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آسکتا۔ اور جو کوئی اس قسم کا دعویٰ کرے وہ کذاب اور ملعون ہے۔ آنحضرت کا دین اسلام قیامت تک باقی رہنے والا ہے۔ (تحفۃ العوام ص ۳۴)

www.pathagar.com

৩২, 'আঁ। হযরতের উপর সকল প্রকার নবুওয়াত ও রিসালাত সমাপ্ত হয়েছে। তাঁর পর আর কোন নবী আসতে পারে না, যে এরূপ দাবী করবে, সে মহা-মিথ্যুক ও লানতী ব্যক্তি হবে। হুজুরের (দঃ) দ্বীন কিয়ামত পর্যন্ত অম্লান থাকবে।' (তুহফাতুল্ আওয়াম; ৩৪ পৃঃ)

মুসলমানদের জন্যে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পূর্বে আগত কোন নবীর শরীয়তের প্রয়োজন অতঃপর আর নেই বলে যুক্তির অবতারণা করে 'আকায়েদ-ই-ইমামিয়া' কিতাবে বলা হয়।

اَمَّا الْاَحِقَّةُ فَاِنَّ نَبِیَّ الْاِسْلَامِ مُحَمَّدٌ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ قَالَ: (لَا نَبِیَّ بَعْدِیْ) وَهُوَ الصَّادِقُ الْاَمِیْنُ کَمَا هُوَ الْمَفْرُوْضُ (لَا یَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰی اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْیٌ یُّوْحٰی۔ (عقائد الامامیة ص٦٣)

৩৩, (আঁ—হযরতের) 'পরবর্তী অন্য কোন শরীয়তের প্রয়োজন এ জন্যে নাই যে, ইসলামের মহানবী (সাঃ) বলেছেন যে, 'লা নাবীয়া বা'দী'—আমার পরে কোন রূপ নবী হবে না।' আর তিনি হলেন সত্যবাদী ও বিশ্বাসী। এটা জানা কথা যে তিনি নিজের ইচ্ছা মত কথা বলেন না। তিনি যা বলেন, তা তাঁর প্রতি নাযিলকৃত ওহী হয়ে থাকে।, (আকাইদ-ই-ইমামিয়া : ৬৩)

আমাদের উদ্ধৃতি গুলো সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে, শিয়াদের ইমামবাদ খতমে নবুওয়াতের কর্মসূচীকে বাস্তব রূপদান করে। শরীয়তের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ দান করে কার্যতঃ নবী আসার প্রয়োজন নেই বলে প্রমাণ করে।

বস্তুতঃ শিয়াগণ খতমে নবুওয়াতের হিফাযত করে তাঁদের ইমামবাদের সপক্ষে কাজ করে যান। কারণ, নতুন নবী আসার ব্যাপারটি মেনে নিলে আহলে বাইত ইমামগণের মর্যাদা ক্ষুণ্ন হবে। নতুন নবীর শানে নতুন আহলে বাইতের আবির্ভাব ঘটা স্বাভাবিক। সে জন্যে তাঁরা খতমে নবুওয়াতের ব্যাপারে অত্যন্ত সতর্ক। তাঁরা 'লা নাবীয়া বা'দী'—এ হাদীসে বিশ্বাসী।

এমতাবস্থায় লেখকের ধারণা মত ইমাম মতবাদের দরুণ নবী-ই করীমের খতমে নবুওয়াতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ বা ইসলামের স্থায়িত্বের প্রতি হুমকী সৃষ্টির কোন অর্থ হয় না। (দেখুন, ১৯ পৃঃ শিয়া-সুন্নী বিরোধ)।

লেখক অভিযোগ করেছেন যে, শিয়াদের ইমাম মতবাদ হতে না-কি কাদিয়ানীরা সায় পেয়েছে। (ঐ) কারো মতবাদের অপব্যাখ্যা করে কেউ যদি নিজের ভ্রান্ত মতবাদ প্রতিষ্ঠিত করবার অপপ্রয়াস চালায়, তবে কি করা যাবে? স্বয়ং

www.pathagar.com

লেখকের গুরুজনের কিতাবের হাওয়ালা দিয়ে কাদিয়ানিগণ খতমে নবুওয়াতের বিরুদ্ধে বক্তব্য রাখেন। 'তাহযিরুন্নাস' কিতাবটি দেওবন্দ মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা হযরত মাওলানা মো: কাসেম নানূতবী (র:)-এর লেখা। এ কিতাবের সুবিধা জনক অর্থ বের করে কাদিয়ানীরা তাদের মতবাদ প্রচার করে থাকে। তাই বলে কি. মাওলানা কাসেম নানূতবী (র:) সম্পর্কে বলা হবে যে তাঁর এ কিতাবের দরুণ 'খতমে নবুওয়াতে'র প্রতি বিদ্রোহের আস্কারা পেয়েছে মিথ্যা নবীর অনুসারী গন; মাওলানা নানূতবীকে কি-এ দোষ দেওয়া যাবে? লেখক নিজের ঘরের খবর হয়ত রাখেন না।

ایں گناہی است کہ در شہر شما نیز کنند۔

এ অপরাধ 'ত তাঁর স্ব-গৃহে সংঘটিত হয়ে থাকে। অতএব, বাতিলপন্থীদের আস্কারা পাওয়ার অভিযোগ শুধু শিয়াদের ঘাড়ে ছাপানো যায় না, নিজেদেরও অভিযুক্ত হতে হয়। সত্য বস্তু হতে বাতিল পন্থীরা পথ পাওয়ার স্থলে বিপথগামী হয়ে থাকে। এর প্রমাণ কুরআন পাকে রয়েছে। আল্লাহ্ বলেন:

يُضِلُّ بِهٖ كَثِيْرًا وَّيَهْدِيْ بِهٖ كَثِيْرًا وَمَا يُضِلُّ بِهٖٓ اِلَّا الْفٰسِقِيْنَ (البقرة:٢٦)

এর দ্বারা অনেকের গুমরাহী আর অনেকের হিদায়েত হয়ে থাকে। বস্তুত: ফাসিকীনই এতে বিভ্রান্ত হয়।

ইমামে মাসুম

শিয়া মতবাদে ইমামগণ মাসুম হয়ে থাকেন। তারা এর বিভিন্ন প্রমাণ পেশ করেন। তাদের সাথে সুন্নীদের একমত হওয়ার প্রয়োজন হয় না। তাই সুন্নী আলেমগণ তাদের পেশকৃত দলীলগুলো যুক্তির মাধ্যমে নাকচ করেছেন। শিয়া আলেমগণ এর উত্তরও দিয়েছেন। মূলত: যেখানে ইমাম মতবাদ শিয়া মাযহাবের একমাত্র বিষয় বা মূলনীতি ইসলামের সর্বসম্মত আকীদা নয় (দেখুন উদ্ধৃতি নং ১৭, ২১, ২২), সেখানে তাঁদের মাসুম হওয়ার আকীদার তেমন গুরুত্ব নেই বলে আমরা মনে করি। এ সত্ত্বেও শিয়াগণের মতে মাসুম হওয়ার তাৎপর্য কি, তা জেনে নেয়া উত্তম হবে। তাই আমরা এ প্রসংগে প্রামাণ্য আলোচনা করব।

ইমামে মাসুম হওয়ার শর্ত শুধু শিয়াগণই আরোপ করে থাকেন। আবশ্য সুন্নীগণ নবীর 'মাসুম' হওয়ার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তাদের কাছে 'মাসুম' হওয়ার অর্থ হল: বান্দাহর মধ্যে পাপ করার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও আল্লাহ্

www.pathagar.com

তার মধ্যে পাপ কাজের প্রবণতা সৃষ্টি করেন না। এটা বান্দাহর প্রতি আল্লাহ্‌র বিশেষ অনুগ্রহ মাত্র। শরহে আকাইদ কিতাবে বলা হয়েছে :

وَحَقِيقَةُ الْعِصْمَةِ أَنْ لَّا يَخْلُقَ اللّٰهُ تَعَالٰى فِي الْعَبْدِ الذَّنْبَ مَعَ قُدْرَتِهِ وَاخْتِيَارِهِ
..... هِيَ لُطْفٌ مِنَ اللّٰهِ تَعَالٰى يَحْمِلُهُ عَلٰى فِعْلِ الْخَيْرِ وَيَزْجُرُهُ عَنِ الشَّرِّ مَعَ
بَقَاءِ الْاِخْتِيَارِ تَحْقِيقًا لِلْاِبْتِلَاءِ - (شرح عقائد نسفی)

'মাসুম' হওয়ার যথার্থ অর্থ হল এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা বান্দার মধ্যে পাপ করার ক্ষমতা ও এখতিয়ার থাকা সত্ত্বেও তার মধ্যে পাপ-প্রবৃত্তি সৃষ্টি করেন না। এটা বান্দাহর প্রতি আল্লাহ্‌র করুণা মাত্র। তিনি তাকে নেক কাজের প্রতি উদ্বুদ্ধ করে থাকেন। আর, তাকে মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকার জন্যে হুঁশিয়ার করে দেন। অবশ্য, এতে বান্দাহর এখতিয়ার রহিত হয় না, যে জন্যে বান্দাহর কাজে নিজস্ব ক্ষমতা প্রয়োগের বাস্তবায়ন ঘটে।' (শরহ্-ই-আকাইদ)

এতে বুঝা যায় যে, মাসুম হওয়ার মধ্যে আল্লাহ্‌র হাত রয়েছে। বান্দাহ পাপ কাজে ক্ষমতা প্রয়োগের এখতিয়ার রেখেও পাপ হতে বিরত থাকেন। কারণ আল্লাহ্ স্বয়ং তার মধ্যে এমন মানসিকতার সৃষ্টি করে দেন, যেজন্য সে পাপে লিপ্ত হয় না, ফরহেজ করেন। কাজেই যাকে আল্লাহ্ পাপ হতে বাঁচিয়ে রাখেন, তাকে 'মাসুম' বলা হবে। 'মাসুম' অর্থ 'নিষ্পাপ' নয়, 'মাসুম' অর্থ পাপ থেকে নিষ্কৃতি প্রাপ্ত মানুষ।, নবীগণ এ অর্থে মাসুম হন। সুন্নী মতে নবীগণ স্বেচ্ছায় কবীরাহ্ গুনাহ্ করেন না, অধিকাংশ সুন্নীগণের এ মত। তবে ভুল বশতঃ তাদের দ্বারা কবীরাহ্ গুনাহ্ হতে পারে বলে সংখ্যা গরিষ্ঠ সুন্নী আলেমগণ মত পোষণ করেন। সগীরা গুনাহ্ ইচ্ছাকৃত ভাবেও তাঁদের দ্বারা হতে পারে বলে জমহুর মতপোষণ করেন। এটা নবুওয়াত প্রাপ্তির পরের কথা। আর নবুওয়াতের আগে :

وَاَمَّا قَبْلَهُ (اَیْ قَبْلَ نُزُوْلِ الْوَحْیِ) فَلَا دَلِیْلَ عَلٰی اِمْتِنَاعِ صُدُوْرِ الْکَبِیْرَةِ -

'ওহী নাযিল হওয়ার পূর্বে তাঁদের দ্বারা কবীরা গুনাহ্ সংগঠিত হওয়ার সম্ভাবনা না থাকার পক্ষে কোন দলীল নেই।' (শরহ-ই-আকাইদ'')

শিয়ামতে মাসুম হওয়ার অর্থ হল : "ঈমানে কামেলের ফলশ্রুতিতে অন্তরে এমন ভাবের উদয় হওয়া, যেজন্যে নিজেকে আল্লাহ্‌র জানা-শোনার অনুক্ষণ আওতাধীনে ভাবা এবং নাফরমানী করা হতে বিরত থাকা। অর্থাৎ আল্লাহ্‌র ভীতি 'তাকওয়া' তাঁকে পাপ কাজ হতে বাঁচিয়ে রাখবে। এ ক্ষেত্রে 'মাসুম, হওয়ার সুন্নী ব্যাখ্যার সাথে তফাত থাকে না। তাঁরাও বলেন যে, বান্দাহর পাপ করার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তা

www.pathagar.com

করেন না। কারণ আল্লাহ্ তাকে নেক কাজের প্রতি উদ্বুদ্ধ করেন। আর বদ কাজ হতে বিরত থাকার জন্যে হুঁশিয়ার করে দেন। 'ইসমত, বা মাসুম হওয়ার ব্যাপারে ইমাম খোমেনী ---'আল-জিহাদুল আকবর, কিতাবে লিখেন:

وَلَيْسَتِ الْعِصْمَةُ غَيْرَ الْإِيْمَانِ الْكَامِلِ . . . . . وَلَيْسَتْ مَعْنَى عِصْمَةِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْأَوْلِيَاءِ اَنْ تَاخُذَ جِبْرِيْلُ (ع) بِاَيْدِيْهِمْ فَيُرْشِدُهُمْ اِلَى مَا يَنْبَغِيْ فِعْلُهُ اَوْ يَنْبَغِيْ تَرْكُهُ . . . . . بَلِ الْعِصْمَةُ وَلِيْدَةُ الْإِيْمَانِ فَاِذَا اٰمَنَ الْاِنْسَانُ بِاللّٰهِ تَعَالٰى وَرَاٰهُ بِعَيْنِ الْقَلْبِ كَمَا يَرَى الشَّمْسَ بِنَظَرِهٖ فَاِنَّهٗ غَيْرُ الْمُمْكِنِ اَنْ يَّرْتَكِبَ اَيَّ ذَنْبٍ - (الجهاد الاكبر ص٦٢)

৩৪, 'ঈমানে কামেল ছাড়া ইস্‌মত তথা মাসুম বলতে অন্য কিছু বুঝায় না। আম্বিয়া ও ওলীগণের 'মাসুম, হওয়ার অর্থ এ নয় যে, জিবরীল তাঁদের হাত ধরে ন্যায়ের দিকে ঠেলে দেবেন। আর যা করা উচিত নয়, তা থেকে বিরত রাখবেন; বরং 'ইসমত, তথা মা'সুম হওয়াটা ঈমানের ফলশ্রুতি স্বরূপ। মানুষ যখন আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান আনে, আর নিজের চোখে সূর্য দেখার ন্যায় অন্তরের চোখ দ্বারা তাঁকে দেখে, তখন তার পক্ষে যেকোন পাপ করা অসম্ভব হয়ে যায়।" (আল-জিহাদুল-আকবর, ৬২)

اِنَّ الْاِنْسَانَ الَّذِيْ يَعْتَقِدُ وَيَتَيَقَّنُ اَنَّهٗ عَلٰى مَرْاًىً مِنَ اللّٰهِ وَمَسْمَعٍ مِّنْهُ . . . . . وَاَنَّهٗ حَاضِرٌ بَيْنَ يَدَيْهِ تَعَالٰى بِاسْتِمْرَارٍ . . . . . سَوْفَ يَخَافُ اَنْ يَّقُوْمَ بِمَا لَا يَرْضَاهُ اللّٰهُ سُبْحَانَهٗ . . . . . اِنَّ الْمَعْصُوْمِيْنَ (ع) بَعْدَ اَنْ خُلِقُوْا مِنْ طِيْنَةٍ طَاهِرَةٍ وَبَعْدَ بَذْلِ الْجُهْدِ وَاِكْتِسَابِ الْمَلَكَاتِ الْخُلُقِيَّةِ الْفَاضِلَةِ اَصْبَحُوْا يَرَوْنَ اَنْفُسَهُمْ فِيْ مَحْضَرِ اللّٰهِ سُبْحَانَهُ الَّذِيْ يَعْلَمُ كُلَّ شَيْءٍ وَيُحِيْطُ بِكُلِّ شَيْءٍ . . . . . اِذَا تَيَقَّنَ الْاِنْسَانُ وَاٰمَنَ اَنَّ كُلَّ الْعَوَامِلِ الظَّاهِرَةِ وَالْبَاطِنَةِ هِيَ فِيْ مَحْضَرِ اللّٰهِ وَاَنَّهٗ سُبْحَانَهٗ حَاضِرٌ فِيْ كُلِّ مَكَانٍ وَنَاظِرٌ عِنْدَهَا يَسْتَحِيْلُ صُدُوْرُ اَيِّ ذَنْبٍ مِّنْهُ وَحُصُوْلُ اَيَّةِ مَعْصِيَةٍ (الجهاد الاكبر ص٦٣)

www.pathagar.com

৩৫, যে মানুষের আকীদা হয় ও দৃঢ় বিশ্বাস জন্মায় যে সে এমন জায়গায় থাকে, যেখানে তাকে আল্লাহ্ দেখেন, তার কথা শোনেন--------এবং সে সব সময় আল্লাহ্র সামনে রয়েছে। যে কাজ করলে আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'আলা নারাজ হবেন,---এমতাবস্থায় তা সম্পাদন করতে ঐ ব্যক্তি অবশ্যই ভয় পাবে।"

--------'ইমাম মাসুমগণ পবিত্র মাটি দ্বারা সৃষ্ট এবং আত্মশুদ্ধির চরম সাধনা ও উত্তম চারিত্রিক গুণাবলীর স্থায়িত্ব লাভের পর তাঁরা তাঁদেরকে আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'আলার সমীপে উপস্থিত বলে মনে করেন। বস্তুতঃ আল্লাহ্ সব কিছু জানেন এবং সব কিছুকে তাঁর আওতাধীনে রেখেছেন।,

-----'যখন মানুষের প্রত্যয় জন্মে, বিশ্বাস হয় যে প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত সৃষ্টিকুল আল্লাহ্র সামনে সমুপস্থিত রয়েছে, আর আল্লাহ্ পাক সব জায়গায় বিরাজমান, সবকিছু দেখেন, তখন তার দ্বারা যে কোন রূপ পাপাচার সংঘটিত হওয়া দুরূহ বলে প্রতীয়মান হয়।" (আল-জিহাদুল আকবর ৬৩ পৃঃ)

বিষয়টি পরিষ্কারভাবে অনুধাবন করতে এ উদাহরণ দিয়ে আল-জিহাদুল আকবর কিতাবে বলা হয়: "তুমি কি দেখনা যে, যখন তুমি কোন প্রভাবশালী ব্যক্তির সামনে থাক, তখন তার বিরাগ সৃষ্টিকারী কাজ থেকে বিরত থাক।" (৬২ পৃঃ)

এ আলোকে বুঝা যায় যে, ইমাম-ই-মাসুমের পাপ মুক্ত থাকার বিষয়টি অতি মানবীয় বিশেষ গুণ নয়। তবে সুন্নী মতে এটা নবীদের জন্যে প্রযোজ্য। আর শিয়াগণ তাদের ১২ জন ইমামকেও এগুণে ভূষিত বলে মনে করেন। আমাদের উল্লিখিত উদ্ধৃতি থেকে (৩৩, ৩৪) এটাকে অসম্ভব ধারণা বলে অভিহিত করা যায় না। অবশ্য এর বাস্তব কোন ভূমিকা নেই। কারণ বারো জনের এগারোজনই এ দুনিয়া ছেড়ে চলে গেছেন। আর দ্বাদশ ইমাম গায়েব রয়েছেন। শিয়ামতে তিনি ইমাম মাহদী রূপে শেষ যামানায় আত্মপ্রকাশ করবেন। সুন্নীগণও ইমাম মাহদীর আগমনে বিশ্বাসী। তিনি আগমন করলে এর তাৎপর্য তাঁর কাছে জানা যাবে। কাজেই ইমামে মাসুমের ব্যাপারটি কোন সমস্যার সৃষ্টি করছে না। বস্তুতঃ এটা ইসলামের মৌলিক আকীদা বিশ্বাসের বিষয়বস্তুর অন্তর্ভুক্ত নয়। দেখুন ১৭, ১৮, ১৯ নং উদ্ধৃতি সমূহ, ইস্মত প্রসংগে ৩৪ নং উদ্ধৃতি প্রণিধান যোগ্য।

ইমাম ও মুহাদ্দাস

শিয়া মতে ইমামগণ, ইলহামের মাধ্যমে যে বিষয়ে কুরআন ও সুন্নাহ্ থেকে পরিষ্কার নির্দেশ বুঝা যায় না, এতে সমাধান দিয়ে থাকেন। আমরা বিষয়টি ২৩, ২৪ ও ২৫ উদ্ধৃত প্রসংগে আলোচনা করেছি। আর বর্তমানে এর যে কোন

www.pathagar.com

কার্যকারিতা নেই তা বলা হয়েছে। তবু আমরা দেখব যে সুন্নী মতে ওহী নয় এমন খোদায়ী বাণী, নবী নয় এমন ব্যক্তির প্রতি আসে কিনা ?

'হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত যে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : তোমাদের পূর্বে বনী ইসরাইলীদের মধ্যে বহুলোক ছিলেন যাঁরা নবী ছিলেন না---অথচ তাঁদের সাথে কালাম (কথোপকথন) হত। আমার উম্মতে তাঁদের কেউ থেকে থাকলে 'তিনি হলেন 'উমর'। (বুখারী : ৫২১।১)

তাঁরই অন্য এক বর্ণনায় বলা হয়েছে :

لَقَدْ كَانَ فِيمَا كَانَ قَبْلَكُمْ مِنَ الْأُمَمِ نَاسٌ مُحَدَّثُونَ فَإِنْ يَكُ فِي أُمَّتِي أَحَدٌ فَإِنَّهُ عُمَرُ (بخارى ص٥٢١ ج١)

৩৬, 'তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতের মধ্যে এমন লোক ছিল যাদের সাথে কথা হত। আমার উম্মতে যদি কেউ থেকে থাকে, তবে সে উমর ' (বুখারী : ৫২১।১) এ বর্ণনায় দেখা যায় যে উম্মতে মোহাম্মদীতেও 'মুহাদ্দাস, থাকতে পারেন। তাঁরা নবী না হওয়া সত্ত্বেও তাঁদের প্রতি কথা হচ্ছে। এ ধরণের কথাকে কেউ কেউ 'ইল্‌হাম' বলেছেন। যাঁর সাথে কথা হয়, তাঁকে হাদীসের ভাষায় 'মুহাদ্দাস' বলা হয়েছে। আর মুহাদ্দাসের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে :

قَالُوا: الْمُحَدَّثُ بِالْفَتْحِ هُوَ الرَّجُلُ الصَّادِقُ الظَّنِّ وَهُوَ مَنْ أُلْقِيَ فِي رُوْعِهِ شَيْءٌ مِنْ قِبَلِ الْمَلَأِ الْأَعْلَى فَيَكُونُ كَالَّذِي حَدَّثَهُ غَيْرُهُ بِهِ وَقِيلَ مَنْ يَجْرِي الصَّوَابُ عَلَى لِسَانِهِ مِنْ غَيْرِ قَصْدٍ . . . . وَقِيلَ مُكَلَّمٌ أَيْ تُكَلِّمُهُ الْمَلَائِكَةُ مِنْ غَيْرِ نُبُوَّةٍ (بخارى ص٥٢١ ج١ ح٨)

৩৭, 'বিদ্বানগণ বলেছেন : 'মুহাদ্দাস, ঐ ব্যক্তি যার ধারণা সত্য হয়। তাঁর অন্তরে 'মালা'-ই-আলা, হতে বিষয় (তত্ত্বজ্ঞান) অর্পণ করা হয়ে থাকে। অতএব তিনি এমন ব্যক্তির মত---যার সাথে অন্য কেউ কথা বলে।----আরো বলা হয় যে, যার মুখ দিয়ে ইচ্ছা ব্যক্ত করা ছাড়াই সঠিক তথ্য জারি হয় যায়, তাঁকে 'মুহাদ্দাস' বলে।------- আরো বলা হয় যে, 'মুহাদ্দাস' বলতে যার সাথে কথা হয়, এমন ব্যক্তি বুঝায়। অর্থাৎ ফেরেশতাগণ তার সাথে কথা বলে থাকেন, অথচ তিনি নবুওয়াত প্রাপ্ত হন না। (বুখারী ৫২১।১, টিকা নং ৮)

www.pathagar.com

প্রসংগত: হযরত শাহ্ ওলী উল্লাহ্ দেহলবী (রাঃ) বলেন:

وَمِنْهَا الصِّدِّيْقَةُ وَالْمُحَدَّثِيَّةُ وَحَقِيْقَتُهُمَا اَنَّ مِنَ الْاُمَّةِ مَنْ يَّكُوْنُ فِىْ اَصْلِ
فِطْرَتِهٖ شَبِيْهًا بِالْاَنْبِيَاءِ بِمَنْزِلَةِ التِّلْمِيْذِ الْفَطِنِ لِلشَّيْخِ الْمُحَقِّقِ فَتَشَبُّهُهٗ
اِنْ كَانَ بِحَسَبِ الْقُوٰى الْعَقْلِيَّةِ فَهُوَ الصِّدِّيْقُ وَالْمُحَدَّثُ ...... وَالْفَرْقُ
بَيْنَ الصِّدِّيْقِ وَالْمُحَدَّثِ اَنَّ الصِّدِّيْقَ نَفْسُهٗ قَرِيْبَةُ الْمَاٰخِذِ مِنْ نَفْسِ
النَّبِىِّ كَالْكِبْرِيْتِ بِالنِّسْبَةِ اِلَى النَّارِ وَالْمُحَدَّثُ تُبَادِرُ نَفْسُهٗ اِلٰى بَعْضِ مَعَادِنِ.
الْعِلْمِ فِى الْمَلَكُوْتِ فَتَاْخُذُ مِنْهُ عُلُوْمًا هَيَّأَهُ الْحَقُّ هُنَاكَ لِيَكُوْنَ شَرِيْعَةً
لِلنَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلِيَكُوْنَ اِصْلَاحًا لِنِظَامِ بَنِىْ اٰدَمَ لَمْ يَنْزِلِ الْوَحْىُ
بَعْدُ عَلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمِثْلِ رَجُلٍ يَرٰى فِىْ مَنَامِهٖ كَثِيْرًا مِّنَ
الْحَوَادِثِ الَّتِىْ اُجْمِعَ فِى الْمَلَكُوْتِ عَلٰى اِيْجَادِهَا۔ وَمِنْ خَاصَّةِ الْمُحَدَّثِ اَنْ يَّنْزِلَ
الْقُرْاٰنُ عَلٰى وَفْقِ رَاْيِهٖ فِىْ كَثِيْرٍ مِنَ الْحَوَادِثِ۔ (حجة الله البالغة ص ٢٨٤-٢٨٥)

৩৮, 'মুকামাত ও আহওয়াল এর অন্তর্ভূক্ত রয়েছে সিদ্দীকিয়ত ও মুহাদ্দাসিয়ত।' এ দুই মুকামের হাকীকত এই: উম্মতের মধ্যে এমন লোক রয়েছেন, যাঁরা তাঁদের মূল ফিতরতে (স্যষ্টিগত স্বভাব) নবীগণের সদৃশ হয়ে থাকেন। যেমন বিজ্ঞ উস্তা-দের সদৃশ তাঁর সমঝদার ছাত্র। এ সাদৃশ্য জ্ঞান শক্তির দৃষ্টিকোণে তাঁকে 'সিদ্দীক, অথবা 'মুহাদ্দাস,' বলা হয়। 'সিদ্দীক, ও 'মুহাদ্দাসের' মধ্যে তফাত এই: সিদ্দীকের অন্তর নবীর অন্তরের খুব কাছাকাছি থেকে তত্ত্ব আহরণ করে। এ যেন আগুন আর গন্ধকের সম্পর্ক, ----------।

'আর মুহাদ্দাসের অন্তর মালাকুতের জ্ঞান ভাণ্ডারের কোন কোন বিষয়ে দ্রুত পৌঁছে যায়। নবীর শরীয়তে পরিণত হওয়ার জন্যে এবং মানব জাতির জীবন ধারার কল্যাণের জন্যে আলমে মালাকুতে যেসব জ্ঞান হক তা'আলা সঞ্চিত করে রেখেছেন, মুহাদ্দাস নবীর উপর ওহী নাযিল হওয়ার পূর্বে তা আহরণ করে নেন। মুহাদ্দাস ঐ ব্যক্তির মত, যে স্বপ্নে বহুবিধ ঘটনা দেখে থাকে যা সংঘটিত হবে বলে মালাকুতে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। মুহাদ্দাসের বৈশিষ্ট্য এই যে, বহু ঘটনা প্রবাহে কুরআন তাঁর মতের অনুকূলে নাযিল হয়। (হুজ্জাতুল্লাহিল বলিগাহ ২৮৪---৮৫ মুকামাত ও আহওয়াল অধ্যায়)

www.pathagar.com

বর্ণিত উদ্ধৃতিগুলো মনোযোগ দিয়ে পাঠ করলে দেখা যাবে যে, সাধারণের উর্দ্ধে, নবুওয়াতের নীচে মুহাদ্দাসের স্থান রয়েছে। নবী না হয়েও 'মুহাদ্দাস সরাসরি মালা-ই-আলা, তথা আলমে মালাকুত হতে জ্ঞান লাভ করে থাকেন। নবীর প্রতি ওহী নাযিল হওয়ার পূর্বে অর্থাৎ বিষয়টি অবগত হওয়ার পূর্বে মুহাদ্দাস ত্বরিত গতিতে তা অবগত হয়ে যায়। এমন কি মুহাদ্দাসের মতের অনুকূলে কুর-আন নাযিল হয়ে থাকে। এত সব বৈশিষ্ট্যের পরও কি খতমে নবুওয়াতের বিরুদ্ধে একে 'বিদ্রোহ' বলে আখ্যায়িত করা হবে না? আর এ বিদ্রোহের অপরাধ সুন্নী জামায়াতের মুহাদ্দিস ও ইমামগণকে দোষ দেয়া যাবে না?

শিয়াগণের ইমাম ও 'মাসুম" কি সুন্নীগণের মুহাদ্দাসের তুলনায় অধিক কিছুর অধিকারী? আমার মনে হয়, শিয়া ভাষ্যানুসারে তাদের ইমামগণের মর্যাদা মুহাদ্দাসগণের নীচেই রয়েছে। কারণ নবীকে ডিংগিয়ে নয়, বরং তাঁরা সুন্নাহ্‌র আলোকে খোদায়ী জ্ঞান প্রয়োগ করে থাকেন। এ প্রসংগে উদ্ধৃতি নং ১১, ২৩ ২৪, ২৫ ফের প্রণিধানযোগ্য।

আমরা আশা রাখি যে, লেখক তাঁর পক্ষপাত নীতি পরিহার করে বিষয়টি ভেবে দেখবেন। আর অযথা প্রতিপক্ষকে বদনাম করার মনোবৃত্তি ছেড়ে ইসলামী উম্মাহ্‌র ঐক্য সাধনে এগিয়ে আসবেন।

প্রকাশ থাকে যে নবী নয় এমন ব্যক্তির উক্তি মুতাবেক কুরআন নাযিল ওহয়ার বহু নযীর আছে। আলোচনা দীর্ঘ হয় বলে তা উল্লেখ করলাম না। এমন কি মেয়েদেরও যে 'মুহাদ্দাস' হওয়ার মর্যাদা লাভ ঘটেছে এরও প্রমাণ আছে। (দেখুন, 'আল ইতকান, ৩৫।১ পৃঃ)

ইমাম ও নবীর মর্যাদা নিরূপণ

ইমাম খোমেনীর প্রতি অভিযোগ করা হয় যে, তিনি শিয়া ইমামগণকে প্রেরিত নবীর চেয়ে শ্রেষ্ঠতর বলেছেন। তিনি লিখেছেন:

"আমাদের ইমামগণ আল্লাহ্‌র সান্নিধ্যে এমন উচ্চ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত, যেখানে কোন নিকটবর্তী ফিরিশতা এবং প্রেরিত নবীও পৌঁছতে সক্ষম নন।" (আল হুকুমাতুল ইসলামিয়া, ৫২ পৃঃ)

ইমাম খোমেনীর উক্ত কিতাবের একটি এবারতকে পূর্বাপর সম্পর্ক থেকে বিচ্ছিন্নভাবে নিয়ে এ অভিযোগ আনা হয়েছে। আমরা পরে এ বিস্তৃত আলো-চনা করব। এর আগে দেখা যাক যে, এ ব্যাপারে সুন্নীগণের মতামত কি?

www.pathagar.com

নিকটবর্তী ফিরিশতা (মালাক-ই-মুকার্রাব) অপেক্ষা ওলী গণের মর্যাদা বেশি বলে সুন্নীগণও বিশ্বাস করেন। কারণ সাধারণ মুসলমান (?) সাধারণ ফিরিশতা অপেক্ষ উত্তম। অতএব, মুকার্রাব বান্দা (ওলীগণ) নিকটবর্তী ফিরিশতা হতে উত্তম তো হবেনই। 'শরহে আকাইদ' কিতাবে বলা হয়: 'আম্মাতুল বাশারী আফযালু মিন্ আম্মাতিল্ মালাইকাতি ''সাধারণ মানুষ (?) সাধারণ ফিরিশতা হতে উত্তম।' বস্তুত: ফিরিশতা দিয়ে মানুষকে সিজ্‌দা করানো হয়েছে; মানুষকে দিয়ে ফিরিশতাগণকে সিজদা করানো হয়নি। আর উম্মতে মুহাম্মাদীর আলেমগণকে বনী ইস্‌রায়ীলের নবীদের সমকক্ষ বলা হয়েছে। তাঁদেরকে নবীদের উত্তরাধিকারী বলা হয়েছে। [উলামাউ উম্মাতী, কা আম্বীয়া-ই-বনী ইসরাইল-আল-উলামা-উওয়ারা সাতুল্ আম্বীয়া] এতে বুঝা যায় যে, এ উম্মতের আলেমগণ নবী না হয়েও নবী-দের সমকক্ষতার অধিকারী কাজেই সুন্নীগণের মতেও অনবী আলেম একজন প্রেরিত নবীর সমান হয়ে থাকেন। এর অর্থ দাঁড়ায় এই যে, আলেমের ইল্‌ম অন্য নবীর নবুওয়াতের সমান মর্যাদায় রয়েছে।

অবশ্য, শিয়াগণ সরাসরি তাঁদের ইমামগণকে প্রেরিত নবী অপেক্ষা উত্তম না বললেও-তাঁরা আল্লাহ্‌র সান্নিধ্য লাভে বিশেষ স্থানের অধিকারী, যে স্থানে কেউ তাঁদের সমমর্যাদায় হতে পারেন না বলে থাকেন। মূলতঃ বিষয়টি মৌলিক আকীদা বিশ্বাসের অন্তর্ভূক্ত নয়। এটা তত্ত্ব জ্ঞান তথা সূফীবাদের (তাসাউফের) বিষয়বস্তু। সূফীগণ বেলায়েত ও নবুওয়াতের মান-নির্ণয় করতে গিয়ে বেলায়েতকে নবুওয়াত অপেক্ষা আফযল বলেছেন। সরাসরি আল্লাহ্‌র সাথে বান্দাহর সম্পর্কের বিশেষ একটি দিক হল বেলায়েতে। নবুওয়াত হল বান্দাদের হেদায়েতের কাজ-যা আল্লাহ্‌র সাথে পরোক্ষভাবে তাঁর বিশেষ বান্দাদের মাধ্যমে সমাধা হয়। তাই যেখানে সরাসরি আল্লাহ্‌র সাথে সংলাপ ঘটে---তা পরোক্ষ সম্পর্ক অপেক্ষা উত্তম হওয়ারই কথা। কুরআন পাকে আল্লাহ্ বলেন: ফা-ইযাফারাগ্‌তা, ফান্‌সাব। ওয়া-ইলা-রাব্বিকা ফারগাব---যখন হিদায়েতের কাজ হতে ফারেখ হবে, তখন বিশেষ-ভাবে ইবাদতে মন দেবে। আর তোমার রবের প্রতি আকৃষ্ট হবে।' এতে প্রমাণিত হয় যে, নবুওয়াতের কাজ অপেক্ষা বেলায়েতের মর্যাদা অধিক। তাই অবসর সময়ে বেলায়েতী কাজ অর্থাৎ সরাসরি ইবাদতে মন দেওয়ার উপর উক্ত আয়াতে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। যা হোক, বেলায়েত ও নবুওয়াতের পরস্পরের তুলনায় শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে সুন্নীগণ দ্বিমত পোষণ করেন। বেলায়েতের শ্রেষ্ঠত্বে বিশ্বাসী সূফীগণের সাথে শিয়াগণও যদি ঐ মত পোষণ করেন, তবে তেমন আপত্তির কারণ থাকতে পারে না। এ প্রসংগে শরহী আকাইদ কিতাবে বলা হয়:

www.pathagar.com

نَعَمْ، قَدْ يَقَعُ تَرَدُّدٌ فِيْ اَنَّ مَرْتَبَةَ النُّبُوَّةِ اَفْضَلُ اَمْ مَرْتَبَةَ الْوِلَايَةِ ـ

৩৯, অর্থাৎ 'নবীকে ওলী অপেক্ষা উত্তম না বললেও নবুওয়াত ও বেলায়েতের মধ্যে মর্যাদায় কোনটি উত্তম, এ বিষয়ে সন্দেহ রয়েছে।

কাজেই এমন একটি বিতর্ক মূলক বিষয় নিয়ে শিয়াগণকে দোষারোপ করা যায় না। বেলায়েত আফযল হওয়ার পক্ষে সুন্নীপন্থী বহু আলেম ও সূফীগণ মত দিয়েছেন। তাসাউফের কিতাবাদি এ বিতর্কে পরিপূর্ণ। যে কেউ তা পড়ে দেখতে পারেন। আমরা পাঠক মহলকে এ স্পর্শকাতর বিতর্কে টেনে এনে অনধিকার চর্চা করতে চাই না। তবে, আমাদের অভিমত সূফীগণের স্বপক্ষেই রয়েছে। এতে কোন বাধ্য-বাধকতা নেই। এ ব্যাপারে যেকোন পক্ষ অবলম্বন করা যায়।

ইমাম খোমেনীর উল্লেখিত বক্তব্য দ্বারা এ মতের অন্তর্ভুক্ত ইমামগণের মর্যাদা যা, শিয়া মতবদের স্বীকৃত নিরূপণ করা হয়েছে। রূহ জগতে তাঁদের রূহ আল্লাহ্ পাকের বিশেষ সান্নিধ্যে ছিল। তাঁরা সেখানে তাঁকে খুব কাছে থেকে অবলোকন করেন। এতে তাঁদের মধ্যে বিশেষ ফয়জান হয়। এ মোকামে তাঁদের সাথে কোন ফিরিশতা প্রেরিত নবীর রূহ উপস্থিত ছিল না বলে কেউ তাঁদের সমকক্ষতা দাবী করতে পারে না। এমন কি কেউই তাদের তুলনায় উত্তম বলে গণ্য হতে পারে না। কারণ খোদা দর্শনের খাস মোকামে খুব কাছে থাকবার সৌভাগ্য একমাত্র তাঁদেরই লাভ হয়েছে। কাজেই তাঁরা আল্লাহর সান্নিধ্য লাভে আফযল তথা একক স্থানের অধিকারী হয়েছেন। ইমাম খোমেনী বলেন:

وَاِنَّ مِنْ ضَرُوْرِيَّاتِ مَذْهَبِنَا اَنَّ لِاَئِمَّتِنَا مَقَامًا لَا يَبْلُغُهُ مَلَكٌ مُقَرَّبٌ وَلَا نَبِيٌّ مُرْسَلٌ، وَبِمُوْجِبِ مَا لَدَيْنَا مِنَ الرِّوَايَاتِ وَالْاَحَادِيْثِ فَاِنَّ الرَّسُوْلَ الْاَعْظَمَ (ص) وَالْاَئِمَّةَ (ع) كَانُوْا قَبْلَ هٰذَا الْعَالَمِ اَنْوَارًا فَجَعَلَهُمُ اللّٰهُ بِعَرْشِهٖ مُحْدِقِيْنَ وَجَعَلَ لَهُمْ مِنَ الْمَنْزِلَةِ وَالزُّلْفٰى مَا لَا يَعْلَمُهُ اِلَّا اللّٰهُ . . . . . وَقَدْ وَرَدَ عَنْهُمْ (ع) اَنَّ لَنَا مَعَ اللّٰهِ حَالَاتٍ لَا يَسَعُهَا مَلَكٌ مُقَرَّبٌ وَلَا نَبِيٌّ مُرْسَلٌ . . . . . فَهٰذِهِ الْمَنْزِلَةُ شَيْءٌ اٰخَرُ وَرَاءَ الْوِلَايَةِ وَالْخِلَافَةِ وَالْاِمَرَةِ (الحكومة الاسلامية ص٥٢)

৪০, আমাদের (অর্থাৎ শিয়াদের) মায্হাবের জরুরী বিষয় হল এই যে, আমাদের ইমামগণের জন্যে এমন বৈশিষ্ট্যময় মোকাম রয়েছে, যেখানে কোন মুকা-

www.pathagar.com

র্রাব ফিরিশতা বা প্রেরিত নবী-পৌঁছতে পারেননা। আমাদের কাছে যেসব বর্ণনা (রিওয়াত) ও হাদীস রয়েছে, আমরা তার ভিত্তিতে এ মত পোষণ করি। কেননা, মহানবী (সাঃ) এবং ইমামগণ (আঃ) এ জগতের পূর্বে নূর রূপে বিরাজমান ছিলেন। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁদেরকে তাঁর আরশ দর্শনে বিমোহিত করে রাখেন। আর তাদেরকে বিশেষ মর্যাদা ও নৈকট্য দান করেন; যা একমাত্র আল্লাহ্ পাকই জানেন। তাঁদের সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, তাঁরা বলেন: আল্লাহ্র সাথে আমাদের বিশেষ ধরণের ভাবমগ্ন লগ্ন (হালাত) রয়েছে, যা কোন মুকাররাব ফেরেশতা বা প্রেরিত নবীর পক্ষে সম্ভব নয়।,

'অতএব এ মর্তবা একটি স্বতন্ত্র ব্যাপার। অধিকার প্রয়োগ, খিলাফত ও এমারত হতে এটা পৃথক।, (আল-হুকুমাতুল ইসলামিয়া ৫২-৫৩ পৃঃ)

ইমাম খোমেনীর বক্তব্য এই যে, ইমামগণের রূহ, রূহ জগতে আল্লাহ্র আরশের খুব কাছে থেকে তাঁকে অবলোকন করে, যার ফলে তাঁরা আত্মিক জগতে বিশেষ মোকামের অধিকারী হন। এ রূহানী মর্যাদায় তাঁদের সাথে কেউই সমকক্ষতা দাবী করতে পারেন না। কারণ অন্য কেউ এ মোকামের অধিকারী হতে পারেননি। এ মোকাম বা মর্যাদা খিলাফত, এমারত ও বেলায়েত ফকীহ্ বা অধিকার প্রয়োগের মর্যাদা হতে সম্পূর্ণ পৃথক ও স্বতন্ত্র বিষয়। ইমামদের মধ্যে যাঁরা খিলাফত এমারত ও অধিকার প্রয়োগের আসনে সমাসীন হতে পারেন না, তাঁদের জন্যেও এ মর্যাদা অক্ষুন্ন থাকে। হযরত ফাতিমা (রাঃ) এ মর্যাদার অধিকারী ছিলেন। অথচ তিনি খলিফা বা আমীর অথবা কাযীর বিচারাসনে আসীন ছিলেন না বলে ইমাম খোমেনী উক্ত কিতাবে উল্লেখ করেন। এই সোজা বক্তব্যটির কদর্থ করে যারা শিয়াগণকে ক্ষমতাতীত অপরাধে অপরাধী রূপে চিহ্নিত করতে চান, তারা তাদের প্রতি অপবাদ দিয়ে থাকেন, তারা ন্যায় বিচার করেন না মোটেই। আর কোন লেখকের বক্তব্যকে যথাযথ উল্লেখ না করে সমালোচনা করা ইল্মী খিয়ানত হয়ে থাকে। এখানে এ কাজটি অতি সযত্নে করা হয়েছে। ইমাম খোমেনী আল-হুকুমাতুল ইসলামিয়া, গ্রন্থে বেলায়েতে ফকীহ্---'রাজ্য-পরিচালনার অধিকার ও রূপরেখা, নিয়ে আলোচনা করেন। প্রসংগতঃ ইমামগণের মর্যাদার কথা এসে যায়। ইমামগণের মর্যাদা বা মোকাম একটি রূহানী মোকাম, যেখানে তাঁদের কোন সমকক্ষ নেই। কারণ, মহানবী (সাঃ)-এর সাথে তাঁরা রূহ জগতে আল্লাহ্র বিশেষ সান্নিধ্য লাভ করেছেন। যে জন্যে তাঁদের এই মোকাম হাসিল হয়। এমন একটি বক্তব্যকে পূর্বাপর সম্পর্ক ছিন্ন করে উদ্ধৃত করা হয় আর ধারণা দেওয়ার চেষ্টা

www.pathagar.com

করা হয় যে, শিয়াগণ ইসলামের মৌলনীতির পরিপন্থী সম্প্রদায়। লেখক তাদের উপর অপবাদ দিয়ে বলেন: 'তারা (অর্থাৎ শিয়ারা) নবী মুসা ঈসা এবং মুহাম্মদের (দঃ) চেয়ে কোন অংশে, কম হবেনা। বরং অধিক ক্ষমতার এবং মর্যাদার অধিকারী হবে, (শিয়া সুন্নী বিরোধ ৯ পৃঃ)

পাঠকগন লক্ষ্য করেছেন যে, এখানে মহানবীকে (দঃ) জড়িত করে অপবাদটিকে জোরদার ও বিষয়টিকে সরাসরি আপত্তিকর করে তোলা হয়েছে। অথচ ইমাম খোমেনীর উল্লিখিত বক্তব্যে সুস্পষ্টভাবে বলা হয় যে, মহানবীর সহচর্যে তাঁদের ইমামগণ ঐ মর্যাদায় বিভূষিত হয়েছেন। মহানবীকে (সাঃ) অতিক্রম করে গিয়ে তাঁরা ঐ বিশেষ মর্যাদা লাভ করেন নি। পাঠকগন আরো লক্ষ্য করেছেন যে, ইমাম খোমেনী কোন বিশেষ নবীর নাম উল্লেখ করেননি। লেখক নিজে বিশিষ্ট রাসূলগণের নাম উল্লেখ করে তার পাঠক মহলকে মারমুখো করে তুলতে চেয়েছেন। ইমাম খোমেনী নবীর প্রসংগে কথা বলেছেন, কোন রাসূলের কথা বলেননি। লেখক বিশিষ্ট রাসূলগণের নাম উল্লেখ করেছেন। এ ভাবে তিনি ইমাম খোমেনীর বক্তব্যের মর্মকে বিকৃত করেছেন। একেই হয়তো তাহরীফই মা'নবী বা অর্থের বিকৃতি বলা হয়।

শব্দ ও অর্থের পরিবর্তন ঘটিয়ে মূল বক্তব্যকে পূর্বাপর পটভূমি হতে বিচ্ছিন্ন করে দেখলে যে কোন লেখকের বক্তব্যকে আপত্তিকর রূপে উপস্থাপিত করা যায়। পাকিস্তান আমলে জামায়াতে ইসলামীর লোকেরা দেওবন্দ মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা মোঃ কাসেম নানূতবীর (রঃ) কিতাবের এবারত নিয়ে এ লেখা লেখিয়ে ছিলেন। লায়েলপুর থেকে তখন 'আল-মিম্বার' (সাপ্তাহিক পত্রিকা) বের হত। মাওলানা কাসেম সাহেবের কিতাবের এবারত নকল করে দেওবন্দ মাদ্রাসায় ফতোয়া চাইলে মাদ্রাসার মুফ্তী সাহেব লেখককে কাফের বলে ফতোওয়া প্রদান করেন। তৎকালীন আল-মিম্বারে ঐ ফতোয়াটি ছাপা হয়েছিল। আমরা কি লেখক মহোদয়ের নিকট তাঁর ও আমাদের উস্তাদ মহলের উস্তাদের প্রতি আরোপিত ঐ ভ্রান্ত ফতোওয়ার বিষয়ে এটা ন্যায়াচরন ছিল কিনা প্রশ্ন করতে পারি?

وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ـ (المائدة:٨)

"কোন সম্প্রদায়ের বিদ্বেষ যেন তোমাদেরকে ন্যায় আচরণ হতে বিরত না রাখে। ন্যায়াচরণ কর, ন্যায়াচরণ তাকওয়ার অতি নিকটের কাজ। আল্লাহ্‌কে ভয় কর, নিশ্চয় তিনি তোমাদের কার্য-কলাপ সম্পর্কে ভাল ভাবে খবর রাখেন।"

www.pathagar.com

প্রকাশ থাকে যে, 'আল্লাহ্‌র সাথে আমার বিশেষ লগ্ন হয়েছে'---

لِي مَعَ اللّٰهِ وَقْتٌ ـ

হাদীসটিকে মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (র:) সমর্থন করেছেন। আর এটি ইমাম খোমেনীর ৪১ নং উদ্ধৃতিটি সমর্থন করে। (ইমদাদুল ফতোয়া পৃ: ৯৮।৫)

শিয়া মতবাদ ও আল-কুরআন

শিয়া সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে অপপ্রচার পরিচালনার মারাত্মক হাতিয়ার হল, তাদের প্রতি বর্তমান কুরআন-ই-হাকীমের উপর বিশ্বাস না রাখার ভিত্তিহীন অভিযোগ। তারা না কি মুসহাফে উসমানীতে বিশ্বাস রাখেন না। আমরা এ ব্যাপারে শিয়াদের প্রামাণ্য গ্রন্থাদির মাধ্যমে আলোকপাত করতে চাই। আমরা তাদের কিতাবে দেখতে পাই যে, তারাও সুন্নীদের ন্যায় বর্তমান কুরআন-ই-মজীদে বিশ্বাসী। এ কুরআন-এ যার ঈমান নেই, তার শিয়া হওয়া দূরের কথা, সে শিয়া মতে আদপেই মুসলমান নয়। আকাইদ-ই ইমামিয়া কিতাবে বলা হয়:

.... وَهٰذَا الَّذِي بَيْنَ أَيْدِيْنَا نَتْلُوْهُ هُوَ نَفْسُ الْقُرْآنِ الْمُنَزَّلِ عَلَى النَّبِيِّ وَمَنِ ادَّعَى فِيْهِ غَيْرَ ذٰلِكَ فَهُوَ مُخْتَرِقٌ أَوْ مُغَالِطٌ أَوْ مُشْتَبِهٌ كُلُّهُمْ عَلَى غَيْرِ هُدًى فَإِنَّهُ كَلَامُ اللّٰهِ الَّذِي لَا يَأْتِيْهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ (عقائد الامامية صفحة ٦١)

৪১, ----''আর ইহা, যা, আমাদের কাছে রয়েছে যা আমরা তিলাওয়াত করে থাকি, অবিকল কুরআন, যা নবীর (সা:) উপর নাযিল হয়েছে, যে কেউ এতে ব্যতিক্রম দাবী করবে, সে মনগড়া কথা বলবে, বিভ্রান্তি সৃষ্টিকারী হবে, অথবা সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে ব্যর্থ হবে। এদের সকল শ্রেণীই বিপথগামী। কারণ যথা আল্লাহ্‌র কালাম---যার সামনে পেছনে কোন দিক দিয়েই বাতিল (ভ্রান্তি) অনুপ্রবেশ করতে পারে না।'' (আকাইদ-ই-ইমামিয়া, ৬০ পৃ:)

نَعْتَقِدُ أَنَّ الْقُرْآنَ هُوَ الْوَحْيُ الْإِلٰهِيُّ الْمُنَزَّلُ مِنَ اللّٰهِ تَعَالَى عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ الْأَكْرَمِ ـ فِيْهِ تِبْيَانُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ مُعْجِزَتُهُ الْخَالِدَةُ الَّتِي أَعْجَزَتِ الْبَشَرَ عَنْ مُجَارَاتِهَا فِي الْبَلَاغَةِ وَالْفَصَاحَةِ وَفِيْمَا احْتَوَى مِنْ حَقَائِقَ وَمَعَارِفَ عَالِيَةٍ لَا يَعْتَرِيْهِ التَّبْدِيْلُ وَالتَّحْرِيْفُ ـ (عقائد الامامية ص ٥٩)

www.pathagar.com

৪২, "আমরা বিশ্বাস করি যে, নিশ্চয় আল-কুরআন, ওহী-ই-ইলাহী, যা আল্লাহ্ তাআলার তরফ হতে তাঁর সম্মানিত নবীর উপর নাযিল করা হয়েছে। এতে সব বিষয়ের বর্ণনা রয়েছে। উহা নবীর স্থায়ী মোযেজা ; বালাগাত ও ফাসাহাত তথা কুরআনে যে সমস্ত তত্ত্বাদি ও উচ্চাঙ্গের জ্ঞাতব্য বিষয় রয়েছে, মানুষ এর মুকাবিলা করতে গিয়ে পুরাপুরিভাবে ব্যর্থ হয়েছে। এতে পরিবর্তন ও বিকৃতির অনুপ্রবেশ ঘটেনি।" (ঐ)

ولا يجوز توهينه باي ضرب من ضروب التوهين الذي يعد في عرف الناس
توهينا مثل رميه او تقذيره او سحقه بالرجل او وضعه في مكان مستحقر
فلو تعمد شخص توهينه وتحقيره بفعل واحد من هذه الامور وشبهها
فهو معدود من المنكرين للاسلام وقدسيته المحكوم عليهم بالمروق عن
الدين والكفر برب العلمين ـ (عقائد الامامية ص٢٠)

৪৩,-------মানুষের ধ্যান-ধারণায় যতপ্রকার অশ্রদ্ধামূলক আচরণ আছে, তার যে কোন প্রকার অবমাননাকর আচরণ আল-কুরআনের প্রতি প্রদর্শন করা নাজায়েয। যেমন, কুরআন ছুঁড়ে মারা, এতে মলমূত্র লেপন ও অপবিত্র করা, পদদলিত করা, মর্যাদাহানিকর স্থানে রাখা ইত্যাদি। কেউ যদি ইচ্ছাকৃতভাবে কুরআনের প্রতি এর মধ্য হতে যেকোন রূপ অবমাননাকর আচরণ করে বা অনুরূপ অন্য কোন অশ্রদ্ধা জনিত ব্যবহার করে, তবে সে ইসলাম ধর্ম অমান্যকারীদের মধ্যে গণ্য হবে। আর কুরআনের পবিত্র মর্যাদা অস্বীকারকারীগণের মধ্যে শামিল হবে। তার ধর্মচ্যুতি ঘটেছে বলে হুকুম দেয়া হবে। সে বিশ্ব স্রষ্টার সাথে কুফরী করেছে বলে বলা হবে। (আকাইদ-ই-ইমামিয়া ২০)

আমাদের উদ্ধৃতি তিনটি মন্তব্যের অপেক্ষা রাখে না। এতে প্রমাণিত হয় যে, শিয়াগণ এ কুরআনে বিশ্বাসী। যে বা যাঁরা এতে বিশ্বাস রাখে না বা অশ্রদ্ধা পোষণ করে তারা কাফের—ইসলাম হতে খারিজ। কিন্তু বড়ই অনুতাপের বিষয় যে লেখক শিয়াগণকে ভিত্তিহীন অভিযোগে অভিযুক্ত করেছেন। তিনি বলেছেন:

"শিয়া মাযহাব দাবী করে, যে কুরআনে করীম বর্তমান আকৃতিতে মুসলমানদের নিকট রহিয়াছে, উহা সেই আসল কোরআন নহে, যাহা মোহাম্মদ (সা:) কে প্রদান করা হইয়াছিল।

-------'শিয়া মাযহাবের সত্যতার উপর বিশ্বাস রাখিয়া কেউ-ই কোর-

www.pathagar.com

আনের উপর ঈমান আনিতে পারেনা এবং কোন শিয়ার পক্ষে কখনো কোরআনের উপর ঈমান আনয়ন সম্ভব নয়।" (শীয়া সুন্নী বিরোধ :২৪)

আমরা দেখতে পাই যে, শিয়াগণ সুন্নীদের ন্যায় কুরআনে বিশ্বাসী। আর লেখক বলেন যে, শিয়া থেকে এতে বিশ্বাস স্থাপন সম্ভব নয়। এসব দায়িত্বহীন মনগড়া উক্তি নয় কি? তফসীরকারগণের শিরোমনি হলেন 'ইমাম ইবনে জরীর তাবারী'। তিনি শিয়া ছিলেন। আল্লামা তাফতাজানীও একজন বিখ্যাত মুফাস্-সীরে কুরআন। তিনিও শিয়া ছিলেন। তাঁর গ্রন্থ মুখতাসারুল-মায়ানী'র ভূমিকায় তিনি মহানবী (দঃ) ও তাঁর বংশধরগণের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। আলে রাসুলগণকে 'পবিত্র' বলে উল্লেখ করেন তিনি। (ওয়া আলা আলিহিল আতহার)

সাহাবাগণকে 'আল্আখ্য়ার' (যাঁরা উত্তম) বিশেষণে বিভূষিত করে তাঁদের মধ্যে পার্থক্যের রেখাপাত করেছেন। 'মুস্তাদরাক' হাদীস গ্রন্থের প্রণেতা 'হাকীমও ছিলেন শিয়া মুহাদ্দিস। এই হাদীস গ্রন্থটি সহীহ বুখারীর সমমানের কিতাব। তফসীর আল মিজানের প্রণেতা আল্লামা সৈয়দ মুহম্মদ হোসাইন তাবাতাবায়ী 'তফ্সীর মাযমাউল বয়ানে'র লেখক 'শাইখ্ আবু আলী ফযল বিন হাসান তাব-রাসী ও অনুরূপ বহু গ্রন্থাদির লেখকগণ শিয়া ছিলেন। অথচ লেখক মহোদয় বলেন যে, শিয়া মাযহাবভুক্ত হয়ে কেউই নাকি কুরআনের উপর ঈমান আনতে পারে না। তা হলে বিজ্ঞ লেখক কি এ সকল মহান ইসলামী পণ্ডিতগণকে কুর-আনে বিশ্বাসী বলে মেনে নিতে রাজী নন? না কি এঁরা লেখকের তুলনায় জ্ঞান-গরিমায় নিম্ন মানের ছিলেন বলে তিনি বিশ্বাস করেন? বাংলার অন্যতম হাদীস বিশারদ হয়ে এবং একটি উচ্চ সরকারী মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষকের পদে বসে দায়িত্বহীন উক্তি করা মোটেই উচিত হয়নি। এটা অবশ্যই লেখকের অমার্জনীয় পদস্খলন। প্রবাদ আছে: 'হাতিরও পিছলে পাও, সুজনেরও ডুবে নাও।' এ প্রবাদের বাস্তবতা কি তবে এই?

বিষয়টির গুরুত্বের পরিপ্রেক্ষিতে শিয়াদের প্রমাণ্য কিতাবের আরো 'হাওয়ালা' দেওয়া হল।

إِنَّ الْقُرْاٰنَ كَانَ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَجْمُوْعًا مُؤَلَّفًا
عَلٰى مَا هُوَ عَلَيْهِ الْاٰنَ ..... إِنَّ الْقُرْاٰنَ كَانَ يُدْرَسُ وَيُحْفَظُ جَمِيْعُهُ فِيْ ذٰلِكَ
الزَّمَانِ حَتّٰى عَيَّنَ عَلِيٌّ جَمَاعَةً مِّنَ الصَّحَابَةِ فِيْ حِفْظِهِمْ لَهُ وَإِنَّهُ كَانَ يُعْرَضُ
عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيُتْلٰى عَلَيْهِ وَإِنَّ جَمَاعَةً مِّنَ الصَّحَابَةِ مِثْلُ

www.pathagar.com

عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ وَاُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ وَغَيْرِهِمَا خَتَمُوا الْقُرْاٰنَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِدَّةَ خَتَمَاتٍ وَكُلُّ ذٰلِكَ يَدُلُّ بِاَدْنٰى تَاَمُّلٍ عَلٰى اَنَّهٗ كَانَ مَجْمُوْعًا مُرَتَّبًا غَيْرَ مَبْثُوْرٍ وَلَا مَبْثُوْثٍ (مقدمة تفسير مجمع البيان تفسير شيعى ص الامامية)

৪৪, 'বর্তমানে যে অবস্থায় কুরআন রয়েছে রাসূলে খোদা (সাঃ) এর সময় ও তা অনুরূপ একত্রিত ও গ্রন্থিত ছিল।---------তখনও কুরআন শিক্ষা দেয়া হতো আর এর সবটা হিফ্‌জ করা হতো। এমন কি হযরত আলী (রাঃ) ও তাঁর জন্যে কুরআনকে সংরক্ষিত রাখার উদ্দেশ্যে সাহাবাগণের একটি জামায়াতকে নিয়োজিত করে ছিলেন। কুরআন নবীর সমীপে পেশ করা হত। আর তাঁকে শুনিয়ে তেলাওয়াত করা হত। হযরত আবদুল্লাহ্ বিন্ মাসউদ, উবাই ইবনে কা'ব ও অন্যান্য সাহাবাগণ মহানবীর (দঃ) সমীপে কুরআনের একাধিক খতম করেছিলেন। (তফসীরে মাজমাউল বায়ানের ভূমিকা, ৩১ পৃঃ)

আলোচ্য তফসীরটির ভূমিকায় আরো বলা হয় যে, এমনকি বিশিষ্ট গ্রন্থকার সিবওয়াই-এর গ্রন্থে বেশ-কম করা যায় না। অথচ কুরআন অহরহ পাঠ হত। আর এর জের জবর পেশ হরফ ইত্যাদির পর্যন্ত হিসাব করা হয়েছে। এ অবস্থার মধ্যে কম-বেশী হওয়ার অবকাশ থাকতে পারে না। যারা এরূপ ভ্রান্তিতে পড়েছেন তারা দুর্বল বর্ণনার আশ্রয় নিয়েছেন বলে গ্রন্থকার উল্লেখ করেন। আর কুরআনের বিশুদ্ধ নকলের ব্যাপারে অকাট্য (বদ্‌হী) প্রমাণ রয়েছে। বিভিন্ন শহরের নাম ঐতিহাসিক ঘটনাদি আরবদের গাঁথা সমূহের বিশুদ্ধতা তর্কাতীত ও প্রশ্নাতীত।

কোন কোন ফির্কাহ্ কুরআনের সংকলনে কিছু অংশ বাদ পড়েছে বলে মত পোষণ করে। এরা দুর্বল বর্ননার ভিত্তিতে এটা করে থাকে; যা গ্রাহ্য নয়। এটা খবরে মোতাওয়াতির তথা অকাট্য সুনিশ্চিত সূত্রে বর্ণিত বক্তব্যের মুকাবেলায় টিকতে পারে না। এটাকে মূলধন করে সকল শিয়াকে দোষী বলা যায় না। কারণ এটা কতিপয় ব্যক্তির মতামত মাত্র, সমষ্টির সমর্থিত মত নয়। খবরে ওয়াহীদ বিশুদ্ধ সূত্রে বর্ণিত হলেও তা খবরে মোতাওয়াতিরের মুকাবেলায় গ্রহণ করা যায় না। এটা হাদীস বিষয়ক স্বতঃসিদ্ধ। আমরা দেখতে পাই যে, সহীহ্ বুখারীতে এ ধরনের একক সূত্রে বর্ণিত হাদীস রয়েছে। বৃদ্ধ বৃদ্ধাকে ব্যভিচারের অপরাধ পাথর নিক্ষেপে প্রাণ দণ্ড প্রদানের আয়াতটি:

اَلشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ اِذَا زَنَيَا فَارْجُمُوْهُمَا (بخارى ص ١٠٠ ج ٢)

www.pathagar.com

মহানবীর (দঃ) যুগে সাহাবাগণ তিলাওয়াত করে থাকতেন বলে উল্লেখ রয়েছে। (বুখারী : ১০০৯।২)

বুখারীতে আরো বলা হয়:

إِنَّا كُنَّا نَقْرَأُ مِنْ كِتَابِ اللّٰهِ: أَنْ لَا تَرْغَبُوا عَنْ آبَائِكُمْ فَإِنَّهُ كُفْرٌ بِكُمْ
أَنْ تَرْغَبُوا عَنْ آبَائِكُمْ - (بخاری ص ۱۰۰۹ ج ۲)

অর্থাৎ: আমরা আল্লাহ্‌র কিতাবের মধ্যে পাঠ করতাম 'তোমরা : তোমাদের পিতা থেকে বিমুখ হবে না। তোমাদের পিতৃগণের প্রতি বিমুখ হলে এটা তোমাদের জন্যে কুফ্রীর কাজ হবে।' (বুখারী ১০০৯।২)

অথচ আমাদের অবলম্বিত কুরআনে এ আয়াত নেই। অনুরূপ হযরত ইবনে মাসউদ সূরাহ ওয়াললাইল পাঠকালে "ওয়াল্লাইলে ইজা ইয়াগশা অন্নাহারে

وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّىٰ وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَىٰ -

ইজা তাজাল্লা"-এর সাথে "ওয়াল জাকায়া ওয়াল উনছা" যোগ করে পাঠ করতেন। তিনি খোদার কসম করে বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে অনুরূপ ভাবেই মুখে মুখে শিখিয়েছেন। (বুখারী : ৫২৯, ৫৩১।১) কিন্তু এই বর্দ্ধিত অংশটুকু বর্ণিত রূপে বর্তমান কুরআনে নেই। আর আয়াত রজমটি হযরত উমর (রাঃ) কর্তৃক পেশ করা সত্ত্বেও খবরে ওয়াহীদ বলে হযরত আবুবকর (রাঃ)-এর যামানায় গ্রহণ করা হয়নি। (ইতকান: ৫৮।১)

কাজেই খবরে ওয়াহীদ বা একক সূত্রে বর্ণিত হাদীস মূলে আল-কুরআনের ব্যাপারে কেউ ভিন্ন মত পোষণ করলে তা গ্রাহ্য হবে না। শিয়া কেন, কোন সুন্নী এরূপ করলেও তা মানা যাবে না। আর এরূপ ভিন্ন মত পোষণকারী লোকের অস্তিত্ব অ-শিয়া সম্প্রদায়েও রয়েছে। এ জন্যে শুধু শিয়াগণকে দোষ দেওয়া যায় না। আর যদি 'মান্সুখুত্তিলাওয়াত' (হুকুম বাকী পড়া বাতিল) এর দর্শনের আশ্রয় নিয়ে বর্ণিত কুরআন বহির্ভূত বাক্যগুলোকে কুরআনের আয়াত বলা হয়, তবে এ অধিকার প্রতিপক্ষের জন্যেও সংরক্ষিত রাখতে হবে, এতে পক্ষতাতিত্ব করা যাবেনা। আর তিলাওয়াত বাতিল করে হুকুম বাকী রাখার সার্থকতা কতটুকু তাও ভেবে দেখতে হবে। পক্ষান্তরে তিলাওয়াতের হরফে হরফে নেকী হাসিল হওয়ার পক্ষে নবীর বাণী বিদ্যমান রয়েছে।

www.pathagar.com

কুরআন সম্পর্কে অহেতুক দোষারোপ

আমাদের বিগত আলোচনায় প্রমাণিত হয় যে, শিয়াগণ কোন স্বতন্ত্র কুরআনে বিশ্বাসী নন। শিয়া জ্ঞানীগণ তথা সবাই কুরআনের বর্তমান রূপে ও বিশুদ্ধতায় বিশ্বাসী। যারা এর ব্যতিক্রম আকীদা রাখবে, তারা গোমরাহ্ বা পথভ্রষ্ট বলে গণ্য হবে। এ সত্ত্বেও শিয়াগণের প্রতি কুরআন বিকৃতকরণ বা অভিনব সূরা রচনার অভিযোগ আনা হয়। আর ধৃষ্টতা পূর্বক এ রূপে রচিত একটি সূরার কল্পিত ছবিও প্রকাশ করা হয়। সাথে সাথে এটাও বলা হয় যে, এ ধরনের কোন সূরা রয়েছে বলে শিয়াগণ অস্বীকার করে থাকেন। তাঁরা না কি 'তাকিয়া' নীতি অবলম্বনে এরূপ অস্বীকৃতি জানান। বইটিতে বলা হয়:

'যদিও বর্তমান যামানায় শিয়ারা জনসাধারণের সামনে তাকিয়া ----- পদ্ধতিতে উহাকে নিজেদের দিকে সম্বোধন করিতে অস্বীকার করে---' (৫৩ পৃঃ)

আমাদের প্রশ্ন প্রতিপক্ষ যা স্বীকার করে না, তা জোর পূর্বক তাদের ঘাড়ে চাপানো হয় কেন? তারা কুরআনের বিশুদ্ধতায় বিশ্বাস করে। আর জোর পূর্বক বলা হয় যে, তাদের কাছে ভিন্ন কুরআন রয়েছে। গোপন কুরআনের কল্পিত ছবিও প্রকাশ করা হয়। আর ধৃষ্টতা দেখিয়ে বলা হয় যে, তা না কি 'বিশ্বস্ত সূত্রে' পাওয়া গেছে। কিন্তু সূত্রটি কি, তা উল্লেখ করতে পরিবেশক ব্যর্থ হন। জানিনা কুরআন নিয়ে এরূপ খেলা করার অধিকার শিয়া বিদ্বেষীগণকে কে দিয়েছে? আর এর কুফল মূলতঃ মুসলিম জাতিকেই ভোগ করতে হবে। এতে ভিন্ন ধর্মের লোকেরা কুরআনের বিশুদ্ধতা নিয়ে প্রশ্ন উঠানোর সুযোগ পাবে, তারা বলবে মুসলমানদের এক বিরাট ফির্কাহ-ই তো কুরআনের বিশুদ্ধতায় বিশ্বাস পোষণ করে না। শিয়া বিদ্বেষীগণ এ মিথ্যা ছবি পরিবেষণ করে ছেলেমীর পরিচয় দিলেন। এ যেন কলহে লিপ্ত অপরিনামদর্শী দুই ভ্রাতার অসংযত সংলাপ। ঝগড়া করতে গিয়ে ভাইয়ের উদ্দেশ্যে মাকে উল্লেখ করে গালি দেওয়ার মত বোকামী!

অবশ্য হযরত আলী (রাঃ) কর্তৃক সম্পাদিত আল কুরআনের অনুলিপির উল্লেখ হাদীসের কিতাবে দেখা যায়। অনুরূপ হযরত আয়েশা (রাঃ) হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) প্রমুখ সাহাবাগণের কাছেও কুরআনের অনুলিপি ছিল। সব অনুলিপি সংকলনে বৈপরীত্যও দেখা যায়। (বুখারী ৭৪৭।২)

কিন্তু বর্তমান কুরআনের বিশুদ্ধতায় কেউ দ্বিমত পোষণ করেননি। কারণ, অন্যান্য অনুলিপি ব্যক্তিগত একক প্রচেষ্টায় সংকলিত হয়। আর এতে কুরআনের

www.pathagar.com

আয়াতের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ও পাশাপাশি স্থান পায়। আর কুরআনের বর্তমান অনুলিপিটি সকল সাহাবার অনুমোদন লাভ করে। এতে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ স্থান পায়নি। শুধু আয়াতগুলো লিপিবদ্ধ করা হয়। হযরত আলী (রাঃ) কুরআন সংকলনে ব্যস্ত থাকায় হযরত আবু বকর (রাঃ) এর হাতে বয়াত গ্রহণ করতে দেরী করেন। কিন্তু সংকলনটি প্রকাশ করলে দেখা যায় যে, এতে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ও মুনাফিকদের নামের তালিকা রয়েছে। এর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণেও দ্বিমত পোষণ করা যায়। তাই সাহাবাগণ তা হুবহু গ্রহণ করতে পারেননি। হযরত আলী (রাঃ) এর সংকলনের বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করে শিয়াগণ বলেন:

پس آنچہ از روایات دریں مقام استفادہ می شود اینست کہ مصحف علیؑ از نظر تنزیل و تاویل مشتمل بر اضافاتے بودہ ولے ہیچیک ازیں روایات دلالت ندارد بر اینکہ ایں اضافات جزء قرآن بودہ است۔ و ایں کہ گفتہ می شود در مصحف علی (ع) نام منافقین ذکر شدہ بدیں ترتیب است کہ ذکر آنہا بعنوان تفسیر بودہ است (مقالات دار التقریب، قاہرہ ص ۲۵۳)

৪৫, 'এখানে বর্ণনাদির আলোকে যা বুঝা যায় তা এই: কুরআন নাযিল করা ও এর ব্যাখ্যার বিষয়ে হযরত আলী (রাঃ) এর সংকলনে কিছু অতিরিক্ত সংযোজন ছিল। কিন্তু তা যে আল কুরআনের অংশ, এমন কথা কোন বর্ণনা দ্বারা প্রতীয়মান হয় না ---------- ----

বলা হয় যে, হযরত আলীর (আঃ) সংকলনে মুনাফিকদের নাম লেখা ছিল। ঐ নামগুলো ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে উল্লেখ করা হয় মাত্র। (মাকাল্লাত-ই-দারুত্ তাকরীব, ২৫৩ পৃঃ কায়রো-মিসর)

তফসীর স্বরূপ কোন গ্রন্থে মূল কুরআনের আয়াতের পাশাপাশি ব্যাখ্যার অবদান তফসীরের সকল কিতাবেই দেখা যায়। এটা কুরআনের বিকৃতি বা পরিবর্তন বলে ধরা হয় না। আমরা এখানে সর্বশেষ কথা রূপে আর একটি উদ্ধৃতি দিয়ে প্রসংগের সমাপ্তি টানতে চাই। শিয়াগণ বলেন:

www.pathagar.com

والإمام أمير المؤمنين عليه السلام بالرغم من أنه كان أول من جمع القرآن على ترتيب النزول وردوا جمعه ولم يشركوه في جمع الأول والثاني مع هذا لم يبد أي مخالفة أو معارضة وقبل المصحف ولم يقل شيئا عن هذا الموضوع حتى في أيام خلافته. وهكذا الأئمة أهل البيت عليهم السلام أولاد علي وخلفائه لم يخالفوا في الموضوع ولم يقولوا شيئا حتى لأخص أصحابهم بل كانوا دائما يستشهدون بما في هذا المصحف ويأمرون الشيعة بالقراءة كما يقرأ الناس. (الوافي ص۲۷۳ ج۵ القرآن في الإسلام ص۱۷۳)

৪৬, 'ইমাম আমীরুল মুমেনীন হযরত আলী (রা:) কুরআন নাযিল হওয়ার তরতিব মুতাবিক সর্বপ্রথম উহা লিপিবদ্ধ করেন। সাহাবাগণ তা মেনে নিতে পারেননি। আর তাঁকে প্রথম ও দ্বিতীয় সংকলনে শরীকও করেননি। এতদসত্ত্বেও তাঁর দ্বারা কোনরূপ বিরোধিতা বা প্রতিবন্ধকতা প্রকাশ পায়নি। তিনি ঐ মুসহাব (সংকলটিকে) গ্রহণ করেন। তাঁর খলীফা হওয়ার পরেও এ ব্যাপারে দ্বিরুক্তি করেননি।

অনুরূপ, আহলে বাইত ইমামগণ তথা হযরত আলীর (রা:) বংশধরগণ এবং তাঁদের খলীফাগণ এ বিষয়ে কোনই বিরোধিতা করেননি। তাঁরা তাঁদের খাস সংগীগণের নিকটও কোন বিরূপ মন্তব্য করেননি। বরং সব সময় তাঁরা বর্তমান সংকলনের সত্যতার সাক্ষ্য দিয়েছেন আর শিয়াগণকে অন্য লোকেরা যে রূপে কুরআন পাঠ করে, সে ভাবেই তা পাঠ করতে নির্দেশ দিয়ে গেছেন। (আল ওয়াফী: ২৭৩।৫ আল্ কুরআনু ফিল ইসলাম, তাবাতাবাই, ১৭৩)

আমাদের এই উদ্ধৃতিটি সব জল্পনা কল্পনার নিরসন করে। এর পরেও 'কেউ তাঁরা কুরআনের বর্তমান রূপটি মানে না' বলে শিয়াদেরকে অপবাদ দিলে সত্যের অপলাপ করা হবে। এ শ্রেণীর লোকদের উচিত নিজ খরচে ইরানে গিয়ে দূর-দূরান্তের পল্লীতে শিয়াগণের কাছ থেকে কুরআনের প্রাচীনতম কপি সংগ্রহ করে বর্তমান কুরআনের সাথে এর তুলনা করে দেখা। ইরানে লক্ষাধিক কুরআন ছাড়া হয়েছে। এর কোন কপিতে সূরা-ই-বেলায়েত-এর অস্তিত্ব আছে কি? যদি না থাকে, তবে এ ধৃষ্টতা প্রদর্শনের কারন কি? আমি ইরানে গিয়েছি শিয়াদের প্রতি আরোপিত এ রূপ অভিযোগের সত্যতা গোপনে যাচাই করেছি।

বিভিন্ন মসজিদে গিয়ে নতুন পুরাতন কুরআনের কপি বের করে দেখেছি। কোথাও স্বতন্ত্র সংকলনের সন্ধান পাইনি। আর সূরা-ই-বেলায়েতের ন্যায় কল্পিত সূরার কোন পাত্তাইতো নেই। এটা সর্বৈব মিথ্যা।

কালিমা ও সাহাবা প্রসঙ্গ

অতি সুচতুর লেখকের সাথে শিয়াদের পাল্লা পড়েছে। লেখক ইতিপূর্বে শিয়া মতবাদকে 'মাযহাব, বলে অভিহিত করেছেন। এখন তিনি মতবাদকে 'ধর্ম' বলে চাপিয়ে দিতে চান। তিনি ধারণা দিতে চান যে, শিয়াগণ ইসলাম থেকে পৃথক ধর্মমতে বিশ্বাসী। অথচ শিয়া, সুন্নী, ওহাবী, হানাফী, শাফিয়ী, মালিকী হাম্বলী ইত্যাদি ইসলাম ধর্মের অন্তর্ভুক্ত 'মাযহাব, বা মতবাদের প্রকার ভেদ মাত্র। তিনি 'শিয়া ধর্ম' (?) স্বতন্ত্র হওয়ার কারণ স্বরূপ বলেন যে তাদের কালিমা নাকি পৃথক: অথচ আমরা প্রমাণ করেছি যে শিয়াগণ কলিমাতে বর্ণিত ইসলামের যাবতীয় মৌলিক আকীদায় বিশ্বাসী। দেখুন, উদ্ধৃতি নং ১,২, ৩৩৮ এর প্রাসংগিক আলোচনা।

তারা তাওহীদ, রিসালাত, আখিরাত সহ সকল প্রকার মৌল বিষয়ে সুন্নীদের সাথে একমত। আর যে সকল ব্যাপারে তারা স্বতন্ত্র মত পোষণ করেন, তা ইসলামের মৌলিক বিশ্বাস বর্নিত বিষয়াদির অন্তর্ভুক্ত নয়। এগুলো নিজ নিজ মাযহাবের মৌল বিষয়। ইসলামের মৌলিক আকীদা এবং মাযহাবে তথা ফির্কাহ-গত আকীদায় তফাত রয়েছে। ইসলামের মৌলিক আকীদা না মানলে ইসলাম থেকে খারিজ হতে হয়। আর ফির্কাহর নির্দিষ্ট কোন মৌলিক নীতি লংঘন করলে ফির্কাহ বহির্ভূত হতে হয়। কিন্তু এতে মূল ইসলাম হতে খারিজ হতে হয় না। দেখুন, উদ্ধৃতি নং ১৭, ১৮, ১৯ ২০, ২১, ২২ প্রসংগে আলোচনা। কাজেই কেউ যদি হযরত আলীকে (রা:) 'খলীফা বেলা ফসল, বা রাসূলের 'ওসী, বলে মান্য না করে তবে হয়ত শিয়া হতে পারবেননা; কিন্তু এতে ইসলাম হতে খারিজ হবে না, তা উদ্ধৃতি দ্বারা প্রমাণিত হয়। তাকে অ-শিয়া মুসলমান বলা হবে। অনুরূপ, কেউ যদি হযরত আলীকে (রা:) রাসূলের 'ওসী, ও তাঁর খলীফা বেলা ফসল, বলে মান্য করে, তাকে অ-সুন্নী মুসলমান বলা হবে, সুন্নী বলা যাবে না। কারণ, এই আকীদা সুন্নী মতবাদের পরিপন্থী। হযরত আলী (রা:) শিয়া মতে ইমাম ও রাসূলের (দ:) প্রথম খলীফা। তবে, খিলাফতের শর্তাদি জনমত ও প্রাসংগিক ব্যবস্থাদি পূরণ না হওয়াতে তিনি শুধু ইমামতের দায়িত্ব পালন করেন। আর তৎকালীন

www.pathagar.com

খলীফাদের সাথে সহযোগিতা করে রাষ্ট্র পরিচালনায় অংশ নেন।

কাজেই উক্ত রূপ আকীদা সম্বলিত বাক্যাংশ ইসলামের মূল কলিমার সাথে যুক্ত করে তারা কলিমা পাঠ করেন; মূল কলিমাতে পরিবর্তন বা তা ছেটে কেটে শব্দগুলো বলেন না। তারা ঐ আংশটিকে তাঁদের শিয়া মতবাদের প্রতীক বলে মনে করেন। ইসলামের অবধারিত বিষয় রূপে কখনও ভাবেন না। আর এ বাড়তি অংশটুকু যে ইসলামের মৌলিকতার নয় তা তাদের কিতাব দ্বারা প্রমানিত। উমাইয়া বংশের রাজত্বকালে হযরত আলীর (রা:) প্রতি জনগণকে বিরূপ করে তোলার জন্যে জুম'আ ও ঈদের নামাজের খুতবাতে তাঁকে গালমন্দ করা হত, কুৎসা রটানো হত। এ অপপ্রয়াস হযরত উমর বিন আবদুল আযীয (রা:) এর খলীফা নির্বাচিত হয়ও পর্যন্ত চলতে থাকে। তিনি খলীফা হয়ে তা নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। (দেখুন, তিরমিযী ২১৪/২) এবং হযরত উমর বিন আবদুল আযীযের মৃত্যুর পর আবার আলে-রাসূলের প্রতি বিদ্বেষ ছড়ানোর প্রবণতা মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। তখন শিয়াগণ শাসকগোষ্ঠীর অপপ্রচারের মুকাবিলায় কলিমাতে অংশ যোগ করেন। আর হযরত আলী (রা:) যে অভিশপ্ত নয়, বরং আল্লাহর 'ওলী, ও নবীর ওসী, তারা এটা খোলাখুলিভাবে প্রচার করেন। এমন কি আযানের শব্দ রাজির মধ্যেও তা বলতে থাকেন। এ সংযোজিত অংশ সম্পর্কে তাদের ফিকাহের কিতাবে বলা হয়েছে:

(مسئلہ ۹۱۹) اَشْهَدُ اَنَّ عَلِيًّا وَلِيُّ اللّٰهِ جزو اذان واقامہ نیست ولے خوب ست بعد
از اشہدان محمدا رسول اللہ بقصد قربت گفتہ شود۔ (توضیح المسائل ص ۱۰۲)

৪৭, (মাসওয়ালা নং ৯১৯) 'আশহাদু আল্লা ---আলিয়্যান ওলী উল্লাহ, (আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, আলী আল্লাহর ওলী) শব্দাংশ আযান ও ইকামতের অংশ নয় তবে 'আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ, বলার পর তা সংযোযিত করা উত্তম (তওযীহুল মাসায়েল ১০৪ পৃ:)

اَشْهَدُ اَنَّ عَلِيًّا وَلِيُّ اللّٰهِ۔

এই বর্ধিত অংশ সম্পর্কে শিয়া মুজতাহিদ আল্লামা আক্কাই মুহসীন বলেন;

www.pathagar.com

এ অংশটুকু আযানের অংশ নয়---ধারণা রেখে মুসতাহাব হওয়ার নিয়তে বলা হয়, (তোহফাতুল আওয়াম, ১১৯)

এ আলেচনায় বুঝা যায় যে, বিতর্কিত অংশটি শিয়াগণের কাছেও কলিমার অবধারিত অংশ নয়। যদি তা হত, তবে আযানের 'শাহাদাতাইন, এর ন্যায় তা ও অবলম্বনীয় বলে পরিগণিত হত। অথচ শিয়াগণ নিজেরা এটাকে তেমন গুরুত্ব দেন না। এজীদী মুসলমানদের মুকাবেলায় আত্মরক্ষামূলক ভাবে আলী (রাঃ)-এর প্রেমিক শিয়াগণ তা বলে থাকেন।

লেখক সাহাবাগণের ব্যাপারে শিয়াদের বিরুদ্ধে পাইকারীভাবে অভিযোগ এনেছেন! তাঁর লেখা পড়লে মনে হয়, যেন শিয়াগণ কোন সাহাবীকেই মান্য করেন না। সকলকেই ধর্মচ্যুত জ্ঞান করে থাকেন। বস্তুতঃ হযরত আলী (রাঃ) এর সাথেই ছিল সাহাবাদের বৃহত্তর জামায়াত। যে কয়জন সাহাবী ভুল বশতঃ তাঁকে ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন, তাঁরা নিজেদের ভুল বুঝতে পেরে হযরত আলী (রাঃ) এর পক্ষে ফিরে এসেছিলেন। হযরত আয়েশা, হযরত তালহা, হযরত জুবাইর রাযিয়াল্লাহ আনহুম এবং তাঁদের সংগীগণ এর মধ্যে গণ্য হন। হযরত আম্মার বিন ইয়াসীর, সালমান ফারসী, আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রঃ) সহ সমগ্র হাশেমী গোত্রের সাহাবাগণ তাঁরই পক্ষে ছিলেন। তখন, মক্কা, মদীনা ও কুফা ইত্যাদি শহরে সাহাবা ও তাবেঈনের বসবাস ছিল। হযরত আলীর (রাঃ) বয়'আত মদীনাতে অনুষ্ঠিত হয়। পরে তিনি কুফাতে গমন করেন। আর ওখানে রাজধানী কায়েম করেন। কুফায় তখন পনের শত সাহাবা ছিলেন (ফতওয়ায়ে রশিদিয়া, ১৯১ পৃঃ)। এ সব শহরে বসবাসকারী সাহাবাগণ হযরত আলী (রাঃ) এর দলে ছিলেন। একমাত্র সিরিয়ায় যাঁরা থাকতেন তাঁদের মধ্য হতে উমাইয়া গোত্রের কতিপয় সাহাবা তাঁর বিপক্ষে ছিলেন। আশারা-ই-মুবাশশারার অন্তর্ভুক্ত সাহাবাগণ হযরত আলীকে (রাঃ) অনুসরণ করতেন। হযরত 'আবদুল্লাহ বিন মাসউদ, ওবাই ইবনে কা'ব, (রাঃ) প্রমুখ সাহাবাগণ তাঁর পক্ষে ছিলেন। এমন কি হযরত আমীর মোয়াবিয়ার দরবারেও আলে রাসূলের উক্ত সাহাবাদের সন্ধান মিলে। হযরত যাইদ বিন আরকাম' (রাঃ) তাদেরই একজন। হযরত আলীর (রাঃ) পক্ষ সমর্থনকারী এ সব সংখ্যাগুরু সাহাবার প্রতি শিয়াদের বৈরীতার কোন যুক্তি নেই। তারা হয়ত হযরত আমীর মোয়াবিয়ার ও হযরত আমর বিন আস এবং উমাইয়্যা গোত্রের লোকদের প্রতি বিরূপ থাকবেন। হযরত আমর বিন আস নিজেও তাঁর অনুসৃত নীতির ভ্রান্তির জন্যে মৃত্যুকালে অনুতাপ করে গিয়েছেন। [দেখুন, মৃত্যুর দুয়ারে মানবতা] কাজেই পাইকারীভাবে শিয়াগণকে সাহাবা বিদ্বেষী বলা ভুল

www.pathagar.com

তথ্যের ফলশ্রুতি। আর হযরত আলীর (রাঃ) বিপক্ষে অবস্থানকারী স্বল্প কয়েককন সাহাবার প্রতি শ্রদ্ধাশীল না থাকলে দুনিয়া হতে ইসলাম বিদায় নিয়ে যাবে বলে ধারণা করা বৃথা। তাদের দ্বারা নবীর (দঃ) হাদীস ও ইসলামের আহ্কাম খুব একটা প্রচারিত হয়নি, যা প্রচারিত হয়েছে তা অন্য সাহাবাদের দ্বারাও বর্ণিত হয়েছে। কাজেই সাহাবা বিদ্বেষ প্রসংগকে অতিরঞ্জিত করে তুলে ধরে ইসলাম গেল, ইসলাম গেল, রব তোলার কোন অর্থ হয় না। সাহাবা বিদ্বেষকে শিয়া সম্প্রদায়ের দ্বিতীয় মূলনীতি বলে উল্লেখ করা শিয়াদের মাযহাব সম্পর্কে পর্যাপ্ত জ্ঞান না থাকারই প্রমাণ। এ প্রসংগে লেখকের বক্তব্য : শিয়া সম্প্রদায়ের দ্বিতীয় মূলনীতি হইল ছাহাবায়ে কেরামের সহিত বিদ্বেষ ও শত্রুতা।, (শিয়া সুন্নী বিরোধ ২২)।

জেনে রাখা দরকার যে, জমহুরে সাহাবা হযরত আলী (রাঃ) এর সাথে ছিলেন। হযরত আলীর (রাঃ) জামানা হতে হযরত হাসান (রাঃ) এর খিলাফত ত্যাগের পূর্ব পর্যন্ত হযরত আলীর মোয়াবিয়ার খিলাফত 'বরহক' ছিল না। তারা ছিলেন 'বরহক' খলীফার প্রতি 'বাগীদল'। এ প্রমাণ হযরত আম্মার (রাঃ) এর শাহাদাত। তিনি সিফফিন সমরে হযরত আলীরে মোয়াবিয়ার সেনাদলের হাতে শাহাদাত বরণ করেন। মহানবী (দঃ) বলেছিলেন হায়রে আম্মার। তোমাকে **বিদ্রোহী** দল (ফিআতিন বাগিয়াহ) হত্যা করিবে।, হযরত আলী (রাঃ) সম্পর্কে মহানবী (দঃ) বলে গিয়েছেন :

اَللّٰهُمَّ اَدِرِ الْحَقَّ مَعَهٗ حَيْثُ دَارَ (ترمذی ج ۲ مناقب علیؓ)

হে খোদা, আলী যেদিকে ঘুরিবে, হককে সেদিকে ঘুরিয়ে দিও। (তিরিমিযী : ২১৩।২) মহানবী (সাঃ) আরো বলেছেন :

لَا يُبْغِضُ عَلِيًّا اِلَّا مُنَافِقٌ (ترمذی مناقب علیؓ)

'মোনাফেক ব্যতীত অন্য কেউ আলী বিদ্বেষী হতে পারে না।' 'আলীর সাথে বিদ্বেষ রাখে কিনা তা দেখে কে মুনাফেক, আনসারগণ তা নির্ণয় করে থাকতেন। (তিরমিযী ২১৩।২)

অনুরূপ দলীলের ভিত্তিতে শুধু শিয়াগণ নয়, আমরা সকলেই আলী (রাঃ) প্রেমিক। আহলে সুন্নত ওয়াল জামায়াতের সকলেই এ মত পোষণ করেন। জনৈক বুর্জগ বলেছেন, 'আলী প্রেম শিয়া মত হলে আমি সর্ব প্রথম শিয়া হব।'

জানিনা, লেখক কোন ভরসায় হযরত আলীর (রাঃ) ভক্ত গণের প্রতি আলী প্রেমের দরুণ কটাক্ষ করেছেন। এ আক্রমণের লক্ষ্য যদি শিয়া সম্প্রদায় হয়ে

www.pathagar.com

থাকে, তবে তাঁর জেনে রাখা দরকার যে, অধিকাংশ আলে-রাসূল (সাইয়্যেদ-গণ) শিয়া মতবাদে বিশ্বাসী। শিয়াগণের বংশ পরম্পরা এটা প্রমাণ করে। কাজেই একটু সামলে কথা বলা উচিত ছিল। অবশ্য লেখক, বইটিতে লিখেছেন :

"হুজুরের বংশধর এবং তাঁহার সাহাবাগণ উভয়ের মহব্বত এবং উভয়ের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের মাধ্যমেই নাজাত এবং কল্যাণ নিহিত রহিয়াছে।,, (শিয়া সুন্নী বিরোধ : ২৬)

যদি তাই হয়, তবে, কটাক্ষপাত কেন? মরহুম মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (রঃ) দাঁড়ি মুণ্ডনকারী শিয়া সাইয়্যেদকে সম্মান প্রদর্শন করেছেন। সাইয়্যেদ প্রায়ই তাঁর খানকায় আসতেন। তিনি দাঁড়িয়ে তাঁকে অভ্যর্থনা জানাতেন।

অবশ্য সাহাবা-ই- কেরামকে গালি দেওয়া, বা তাদেরকে বেইজ্জত করা সুস্থ্য মন মানসিকতার অভিপ্রায় হতে পারে না। ভিন্ন মত পোষণ করার অধিকার তাঁদের (সাহাবাদের) ছিল। হযরত আলীর (রাঃ) জন্যে এ অধিকার মানা হলে অন্যান্যদের জন্যেও তা মেনে নিতে হবে। এ ক্ষেত্রে ইজতিহাদে ভুল-ভ্রান্তি সকলেরই থাকতে পারে। ইজতিহাদে ভুল-ভ্রান্তি ইসলামে ক্ষমার যোগ্য, আর তা সব ফির্কাহরই প্রাপ্য।

বস্তুতঃ আলে রাসূলের প্রতি জালেমী আচরণ দেখে শিয়া সম্প্রদায়ের মধ্যে গভীর উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। একাত্মতার এ উত্তাপের দরুণ শিয়া জনসাধারণের মধ্যে বিপুল ভাবাবেগের সৃষ্টি হওয়াটা অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়। বিশেষত: কারবালার মর্মান্তিক ঘটনার পর এ তিক্ততা চরমে উঠে। ইমাম হোসেনের (রাঃ) শাহাদতকে কেন্দ্র করে যুদ্ধ বিগ্রহ ও অসন্তোষ চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছায়, ইতিহাস এখানে এসে মর্মান্তিক পরিণতির দিকে আগায়। মুসলমানদের আত্মকলহ, স্বৈরাচারী শাসক-গণের অত্যাচার ও তাদের প্রতি বিদ্রোহের মাত্রা বেড়ে যায়, 'মুসলমানদের মধ্যে বিশৃংখলা ও অরাজকতা তুঙ্গে ওঠে, মুসলিম ফির্কাহগুলো পরস্পরকে আক্রমণ করে। এবং তা যুদ্ধের ময়দানে ও ফতোওয়াবাজীর মসনদে সমানেই চলতে থাকে। এর ফলে সমাজ জীবনে বিবাদ ও বিভেদ লাগামহীন ভাবে অগ্রসর হয়। তখন থেকে শিয়া সম্প্রদায়ের একাংশ 'তাবার্রা, তাকিয়া বহন ইত্যাদি মহররম অনুষ্ঠান পালন করে, মূলতঃ এসব অনুষ্ঠান শিয়া মাযহাবের মৌলিক বিষয় নয়। পরের সংযোগ মাত্র। শিয়া মাযহাবের মৌলিক বিষয় আমরা ২১,২২ নং উদ্ধৃতি সমূহে বর্ণনা করেছি। তারা ইসলাম ধর্মের বুনিয়াদী আকীদা সমূহে বিশ্বাস স্থাপনের পর মাযহাবগত উক্ত বৈশিষ্ট্যগুলো মেনে চলেন। আর এ ব্যাপারে

www.pathagar.com

ভিন্নমত পোষণ করার অধিকার রয়েছে। কিন্তু যা শিয়া মাযহাবের মৌলিক বিষয় নয়; তাকে ঐ মাযহাবের বুনিয়াদী আকীদা বা বিশ্বাস বলা অত্যন্ত আপত্তিকর হবে।

বস্তুত: ইজ্‌তিহাদী ব্যাপারে সাহাবায়ে কেরামগণ পরস্পরের ভ্রান্তি নিরূপণ করেছেন। যার স্বাভাবিক পরিণতিতে উম্মতের মধ্যেও মত বিরোধ সৃষ্টি হয়েছে। এই মতবিরোধ দূর করার উপায় নেই। একমাত্র 'সহ অবস্থান নীতি মেনে পরমত সহিষ্ণুতার পরিচয় দিতে হবে। ইরানের ইসলামী সংবিধানে এ পথ ধরা হয়েছে। (১২ নং ধারা দ্রষ্টব্য)

সাহাবায়ে কেরামের পরস্পরের ভ্রান্তি নিরূপণ ও 'খাতা'-কসুর ধরার উল্লেখ করে আহ্‌লে সুন্নত ওয়াল জামায়াতের আকীদার কিতাব---'শরহী আকাইদ' এ বলা হয়:

(الف) وَقَدْ اِشْتَهَرَ تَخْطِئَةُ الصَّحَابَةِ بَعْضِهِمْ بَعْضًا فِي الْاِجْتِهَادِيَّاتِ۔

৪৮। ক 'ইজ্‌তিহাদের বিষয়াবলীতে সাহাবাগণের পরস্পরের ভ্রান্তি ধরার ব্যাপারটি মশহুর হয়ে রয়েছে', (শরহী আকাইদ নসফী উর্দু ৩৭৯ পৃঃ)

ইমাম ও সাহাবাগণের মতামত গ্রহণ প্রসংগে 'হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ্' গ্রন্থে বলা হয়:

(ب) وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ وَعَطَاءٍ وَمُجَاهِدٍ وَمَالِكِ بْنِ اَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ اَنَّهُمْ كَانُوْا يَقُوْلُوْنَ، مَا مِنْ اَحَدٍ اِلَّا وَهُوَ مَاْخُوْذٌ مِنْ كَلَامِهٖ وَمَرْدُوْدٌ عَلَيْهِ اِلَّا رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (حجة الله البالغة ص ٣٥٣ ج ١)

খ, আবদুল্লাহ্, ইব্‌নে আব্বাস, আতা, মুজাহীদ, মালিক বিন্ আনাস (রাঃ) সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে তাঁরা বলতেন: যে কোন ব্যক্তির কথা গ্রহণ ও বর্জন করা যায়। এর একমাত্র ব্যতিক্রম হলেন রসূলুল্লাহ্ (দঃ) (হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ্ ৩৫৩ পৃঃ)

(ج) وَمِنْهَا اَنَّ اَقْوَالَ الصَّحَابَةِ جُمِعَتْ فِيْ عَصْرِ الشَّافِعِيِّ فَتَكَثَّرَتْ وَاخْتَلَفَتْ وَتَشَعَّبَتْ وَرَاٰى كَثِيْرًا مِّنْهَا يُخَالِفُ الْحَدِيْثَ الصَّحِيْحَ حَيْثُ لَمْ يَبْلُغْهُمْ وَرَاٰى السَّلَفَ لَمْ يَزَالُوْا يَرْجِعُوْنَ فِيْ مِثْلِ ذٰلِكَ اِلَى الْحَدِيْثِ فَتَرَكَ التَّمَسُّكَ بِاَقْوَالِهِمْ مَا لَمْ يَتَّفِقُوْا وَقَالَ هُمْ رِجَالٌ وَنَحْنُ رِجَالٌ (حجة الله البالغة ص ٣٤٦ ج ١)

www.pathagar.com

গ, মতান্তর সৃষ্টির কারণগুলোর এটিও একটি বিষয় যে, ইমাম শাফিয়ীর আমলে সাহাবাগণের উক্তি সমূহ সংকলিত হয়। তাঁদের উক্তি সমূহ অধিক ছিল। এতে মতান্তরেরও বিভিন্ন দিক ছিল। এর এক বিরাট অংশ বিশুদ্ধ হাদীসের বিপরীত ছিল এখন পর্যন্ত তাদের কাছে ঐসব হাদীস পেঁৗছায়নি। তিনি (ইমাম শাফেয়ী) সলফগণকে এ অবস্থায় হাদীসের দিকে ফিরে যেতে দেখেছিলেন। সাহাবাগণ একমত না হলে তিনি তাঁদের উক্তি সমূহকে এজন্যে দলীল হিসেবে গ্রহণ করতেন না। তিনি বলতেন: তাঁরাও মানুষ আমরাও মানুষ। (৩৪৬ পৃঃ) এর অন্য বর্ণনায় বলা হয়:

هُمْ رِجَالٌ وَنَحْنُ رِجَالٌ يُزَاحِمُوْنَا نُزَاحِمُهُمْ ـ

'তাঁরা পুরুষ আমরাও পুরুষ (যুক্তি প্রমান দ্বারা) আমাদের সাথে তাঁরা তর্ক সংঘর্ষ বাঁধাবেন। আমরাও তাদের সাথে মুকাবিলা করব।'

এখানে দেখা যায় যে, ইমাম শাফিয়ী কোন ব্যাপারে সাহাবাগণের ঐক্যমত প্রতিষ্ঠিত না হলে তাঁদের উক্তিকে গ্রহণ করতেন না। দলীল প্রমাণের সাহায্যে তাঁদের মতামতকে খণ্ডন করে থাকতেন। পক্ষান্তরে ইমান আবু হানীফা (রাঃ) সাহাবাদের উপর তাবেয়ীনকে জ্ঞান-গরিমায় শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন। ইমাম আওযায়ীর (রাঃ) রফেইয়াদাইন নিয়ে কথোপকথন করতে গিয়ে তিনি বলেন:

قَالَ اَبُوْحَنِيْفَةَ: اِبْرَاهِيْمُ اَفْقَهُ مِنْ سَالِمٍ وَلَوْلَا فَضْلُ الصُّحْبَةِ لَقُلْتُ عَلْقَمَةُ اَفْقَهُ مِنِ ابْنِ عُمَرَ رض (حجة الله البالغة ص ٣٥٧ ج ١)

ঘ, 'ইবরাহীম নখয়ী সালিম অপেক্ষা জ্ঞানী। আর নবীর সহবতের ফজীলত না থাকলে বলতাম যে আলকামাহ ইবনে ওমর (রাযিঃ) অপেক্ষা অধিক জ্ঞান রাখেন' (ঐ ৩৫৭ পৃঃ)

এ বর্ণনায় হযরত আবদুল্লাহ বিন ওমরের ন্যায় বিখ্যাত সাহাবার উপরে ইমাম আবু হানীফা (রাঃ) একজন তাবেয়ীকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন। শুধু নবী সান্নিধ্য লাভ করেছেন বলে ইবনে ওমরকে (রাঃ) তিনি সমমান প্রদর্শন করেন। না হলে তাঁর মতে উমর (রাযিঃ), তাবেয়ী আলকামাহ সমকক্ষ হতে পারেন না।

কাজেই সাহাবাগণের ব্যাপারে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত যেখানে এরূপ মত পোষণ করেন, সেখানে প্রতিপক্ষ শিয়াগণকে নিয়ে মাতামাতি করার কোন অর্থ হয় না।

www.pathagar.com

বেলায়েতে ফকীহ

বেলায়েতে ফকীহ বা ইসলামী জনগণের প্রতীক ফকীহগণের অধিকার ও পদবী নিয়ে লেখকের মনে অস্পষ্ট ধারণা রয়েছে। আমরা এখানে সে ব্যাপারে আলোকপাত করার চেষ্টা করব। বেলায়েতে ফকীহ বা ফিকহবিদদের অধিকার বর্ণনা করতে গিয়ে ইমাম খোমেনী বলেন:

وَاِذَا نَهَضَ بِاَمْرِ تَشْكِيْلِ الْحُكُوْمَةِ فَقِيْهٌ عَالِمٌ عَادِلٌ فَاِنَّهُ يَلِيْ مِنْ اُمُوْرِ الْجَمِيْعِ مَا كَانَ يَلِيْهِ النَّبِيُّ (ص) مِنْهُمْ وَوَجَبَ عَلَى النَّاسِ اَنْ يَّسْمَعُوْا لَهُ وَيُطِيْعُوْا۔
(الحكومة الاسلامية ص ٧٩)

৪৯, কোন নির্ভরযোগ্য ফিকাহবিদ আলেম ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠার জন্যে প্রস্তুত হলে সমাজ জীবনে মহানবী (দঃ) যেসব কর্মকাণ্ডের অধিকারী ছিলেন, তিনিও ঐ সব কর্মাদি সম্পাদনের অধিকার পাবেন। আর তাঁর কথা শ্রবণ করা এবং তাঁকে অনুসরণ করা লোকজনের উপর ওয়াজীব হবে। (আল-হুকুমাতুল ইসলামিয়া ৪৯ পৃঃ)

وَيَمْلِكُ هٰذَا الْحَاكِمُ مِنْ اَمْرِ الْاِدَارَةِ وَالرِّعَايَةِ وَالسِّيَاسَةِ لِلنَّاسِ مَا كَانَ يَمْلِكُهُ الرَّسُوْلُ (ص) وَاَمِيْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ (ع) عَلٰى مَا يَمْتَازُ بِهِ الرَّسُوْلُ وَالْاِمَامُ مِنْ فَضَائِلَ وَمَنَاقِبَ خَاصَّةٍ۔ (الحكومة الاسلامية ص ٧٩)

৫০, এ ধরণের শাসক মানুষের কল্যাণে রাজনীতি, জনস্বার্থরক্ষা ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনার মালিক হবেন যেসবের মালিক ছিলেন মহানবী (দঃ) ও আমিরুল মুমেনীন হযরত আলী (রাঃ) স্বয়ং। অবশ্য রাসূল (দঃ) ও ইমামের বিশিষ্ট মর্যাদা ও ব্যক্তিগত গুণাগুণ তাঁদের জন্যেই সংরক্ষিত থাকবে। (ঐ)

وَبِعِبَارَةٍ اُخْرٰى فَالْوِلَايَةُ تَعْنِيْ الْحُكُوْمَةَ وَالْاِدَارَةَ وَسِيَاسَةَ الْبِلَادِ (الحكومة الاسلامية ص ٥)

৫১, 'অন্য কথায় বলতে গেলে বেলায়েতে ফকীহ (ফিকহবিদদের অধিকার) রাষ্ট্র—সরকার পরিচালনা এবং দেশের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত' (আল-হুকুমাতুল ইসলামিয়া, ৫০ পৃঃ)

www.pathagar.com

وَلَا يَنْبَغِي أَنْ يُسَاءَ فَهْمُ مَا تَقَدَّمَ فَيَتَصَوَّرُ أَحَدٌ أَنَّ أَهْلِيَّةَ الْفَقِيهِ لِلْوِلَايَةِ يَرْفَعُهُ إِلَى مَنْزِلَةِ النُّبُوَّةِ أَوْ إِلَى مَنْزِلَةِ الْأَئِمَّةِ. لِأَنَّ كَلَامَنَا هُنَا لَا يَدُورُ حَوْلَ الْمَنْزِلَةِ وَالْمَرْتَبَةِ وَإِنَّمَا يَدُورُ حَوْلَ الْوَظِيفَةِ الْعَمَلِيَّةِ. فَالْوِلَايَةُ تَعْنِي حُكُومَةَ النَّاسِ وَإِدَارَةَ الدَّوْلَةِ وَتَنْفِيذَ أَحْكَامِ الشَّرْعِ. (الحكومة الاسلامية ص ٤٩)

৫২, আমাদের 'বর্ণিত বক্তব্য অনুধাবন করতে গিয়ে ভুল ধারণার বশীভূত হওয়া উচিত হবে না। কেউ হয়ত ধারণা করতে পারেন যে, বেলায়েতের যোগ্যতা ফকীহকে নবুওয়াতের মর্তবা অথবা ইমামের মর্যাদায় উত্তীর্ণ করবে। কেননা ঐ মর্তবা ও মর্যাদাকে কেন্দ্র করে আমাদের এ আলোচনা চলছেনা। এখানে আমাদের আলোচনা কার্য সম্পাদনের নির্দিষ্ট দায়িত্বকে কেন্দ্র করে চলছে।

অতএব বেলায়েতে ফকীহর সম্পর্কে মানুষের সরকার, রাষ্ট্রীয় কার্যাদি পর্যালোচনা ও শরীয়তের হুকুম আহকাম জারী করার সাথেই থাকবে। (আল-হুকুমাতুল ইসলামিয়া ৪৯ পৃ:)

আমাদের উল্লিখিত উদ্ধৃতি দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, কোন ফকীহ বেলায়েতে ফকীহর ক্ষমতা পেয়ে নবী বা ইমামের মর্যাদায় পৌঁছতে পারেন না। রাষ্ট্র পরিচালনা, শরীয়তের হুকুম আহকাম প্রচলন, মানুষের সামাজিক জীবনের ব্যবস্থাপনা সম্পাদন, ইত্যাদি কার্যাদি আঞ্জাম দেওয়াই একজন ফকীহর দায়িত্ব। বস্তুতঃ এ দায়িত্ব মহানবী (দ:) এবং তাঁর পরে হযরত আলী (রা:) পালন করে গেছেন। তাঁদের প্রতিনিধিরূপে ফকীহ ঐ দায়িত্ব পালন করে থাকেন। এতে তিনি তাঁদের মর্যাদায় উত্তীর্ণ হতে পারেন না। তাঁদের মর্যাদা ফকীহর অনেক উর্দ্ধে রয়েছে। এ সাদা-মাটা বক্তব্যটিকে বিকৃত করে লেখক বলেন:

'তাহারা (অর্থাৎ শিয়ারা) বেলায়েতে ফকীহ "নামে আর একটি নতুন পদ আবিষ্কার করিয়া নেয় এবং তাহাদের মনোনীত ফকীহ ও মুজতাহিদগণ ও ইমামদের ন্যায় 'মাসুম' ও নিষ্পাপ বলিয়া ধারণা করে। (শিয়া সুন্নী বিরোধ ২০ পৃ:)

ফকীহগণ ইমামদের মর্যাদায় উত্তীর্ণ হতে পারেননা বলে ৫২ নং উদ্ধৃতিতে উল্লেখ করা হয়েছে। এ রূপ ধারণা শিয়াদের নেই। এটা লেখকের মনগড়া উক্তি। আর শিয়া মতে ফকীহগণ 'মাসুম' নন। 'মাসুম' অর্থ নিষ্পাপ হওয়াও নয়। এটা লেখকের অপব্যাখ্যা মাত্র।

www.pathagar.com

সুন্নীমতে ফকীহর অধিকার

শিয়াদের মতে বেলায়েতে ফকীহ বলতে যা বুঝায়, তা আমরা তাদের কিতাবের হাওয়ালায় জানতে পেরেছি। দেখা যাক সুন্নীমতে ফকীহগণের অধিকার কতটুকু।

قَالَ فِى الْبَابِ التَّاسِعِ وَالسِّتِّيْنَ وَثَلٰثِ مِائَةٍ بَعْدَ كَلَامٍ طَوِيْلٍ فِىْ مَدْحِ الْمُجْتَهِدِيْنَ فَعُلِمَ اَنَّ الْمُجْتَهِدِيْنَ هُمُ الَّذِيْنَ وَرَثُوْا الْاَنْبِيَاءَ حَقِيْقَةً اِنَّهُمْ فِىْ مَنَازِلِ الْاَنْبِيَاءِ وَالرُّسُلِ مِنْ حَيْثُ الْاِجْتِهَادِ - وَذٰلِكَ لِاَنَّهٗ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَبَاحَ لَهُمُ الْاِجْتِهَادَ وَفِىْ ذٰلِكَ تَشْرِيْعٌ مِنْ اَمْرِ الشَّارِعِ فَكُلُّ مُجْتَهِدٍ مُصِيْبٌ مِنْ حَيْثُ تَشْرِيْعِهٖ بِالْاِجْتِهَادِ كَمَا اَنَّ كُلَّ نَبِيٍّ مَعْصُوْمٌ - قَالَ اِنَّمَا تَعَبَّدَ اللّٰهُ الْمُجْتَهِدِيْنَ بِذٰلِكَ لِيَحْصُلَ لَهُمْ نَصِيْبٌ مِنَ التَّشْرِيْعِ وَيَثْبُتَ لَهُمْ فِيْهِ الْقَدَمُ الرَّاسِخَةُ وَلَا يَتَقَدَّمَ عَلَيْهِمْ فِى الْاٰخِرَةِ سِوٰى نَبِيِّهِمْ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتُحْشَرُ عُلَمَاءُ هٰذِهِ الْاُمَّةِ حُفَّاظُ الشَّرِيْعَةِ الْمُحَمَّدِيَّةِ فِىْ صُفُوْفِ الْاَنْبِيَاءِ وَالرُّسُلِ لَا فِىْ صُفُوْفِ الْاُمَمِ (فتوحات مكية ج٢ ص٩٧ بحواله امداد الفتوى ج٦ ص١)

৫৩, ইমাম মুহীউদ্দীন ইবনে আরাবী তাঁর গ্রন্থের ৩৬৯ নং অধ্যায়ে ইজতিহাদকারীগণের প্রশংসায় সুদীর্ঘ বক্তব্য রাখার পর বলেন:

"অতএব জানা গেল যে, মুজতাহিদগণই আম্বিয়াগণের প্রকৃত ওয়ারিস হয়েছেন কারণ, ইজতিহাদ করার দিক দিয়ে তাঁরা নবী রাসূলগণের পর্যায়ে রয়েছেন। এটা এ জন্যে যে, তিনি (মহানবী দঃ) তাঁদের জন্যে ইজতিহাদ করাকে বৈধ করে দিয়েছেন। এর মাধ্যমে শরীয়তের মালিকের আইনের প্রবর্তন হয়ে থাকে। তাই সকল ইজতিহাদকারীই নিজস্ব ইজতিহাদের মানদণ্ডে আইন রচনায় নির্ভুল বলে পরিগণিত হন। যেমন সকল নবীই মাসূম হয়ে থাকেন।"

শাইখ ইবনে আরাবী বলেন, 'মুজতাহিদগণকে ইজতিহাদের ইবাদতে এ পন্থায় এজন্যে নিরত রেখেছেন যেন, তাঁরা শরীয়ত প্রচলনের কিছুটা অংশ লাভ করতে পারেন, আর ইজতিহাদের ময়দানে দৃঢ়তা অর্জন করতে সমর্থ হন। হাশরের দিন যেন, একমাত্র নবী-ই-করীম (দঃ) ছাড়া অন্য কেউ তাঁদের উপর প্রাধান্য না পায়। তাই এ উম্মতে মুহাম্মদীর শরীয়তের রক্ষক আলেমগণের

৫—

www.pathagar.com

হাশর হবে নবী রাসূলগণের কাতারে। আর সব উম্মতের কাতারে তাঁদের হাশর হবে না। (ফুতুহাতই-মক্কীয়া : ৯৭।২ ফতওয়া-ই-ইমদাদিয়া ১৬/৬)

পাঠক মহল লক্ষ্য করবেন, ইমাম খোমেনী শিয়া মতবাদের প্রতিনিধিত্ব করতে গিয়ে ফকীহগণকে নবী রাসূলগণের সমপর্যায়ে বলে উপস্থাপিত করেন নি। তাঁদের মর্যাদা নবীগণের বহু নীচে বলে উল্লেখ করেছেন। (৫২ নং দ্রষ্টব্য) আর আহলে সুন্নত ওয়াল জামায়াতের ইমাম ইবনে আরাবী তাঁদেরকে ইজতিহাদের ক্ষেত্রে নবী রাসূলগণের পর্যায়ে দেখিয়েছেন। শরীয়তের আচার ও আইন প্রচলন তাঁদেরকে শরীয়ত প্রবর্তনকারীর অংশীদার রূপে উপস্থাপিত করেছেন। হাশরের দিনও তাঁরা সাধারণ উম্মতের কাতারে না থেকে নবীদের কাতারে থাকবেন বলে তিনি মন্তব্য করেছেন। এর ব্যাখ্যাদান প্রসংগে মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (র:) বলেন :

(الف) مجتہدین کو ایک حصہ تشریع کا نصیب ہوتا ہے (امداد الفتاوی ص۱۶ ج ۴)

৫৪, 'ইজতিহাদকারীগণ শরীয়ত প্রবর্তনে অংশ পেয়ে থাকেন। (ফতওয়া-ই ইমদাদিয়া ১৬।৬) অন্যত্র তিনি বলেন :

(ب) وہ (یعنی مجتہدین) مقلد کے لئے حجت ہے (امداد الفتاوی ص۱۲ ج ۴)

খ, 'তিনি (অর্থাৎ ইজতিহাদকারী) তাকলীদকারীর জন্যে 'হুজ্জত' (শরীয়তের মানা প্রমাণ) স্বরূপ' (ঐ ১২।৬)

মাওলানা রশীদ আহমদ গাংগুহী (র:) বলেন :

(ج) تقلید مطلق فرض ہے لقولہ تعالیٰ فَاسْئَلُوْا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ الآیۃ حق تعالیٰ نے اس آیت میں مطلق تقلید کو فرض فرمایا ہے (فتاوی رشیدیہ ص۱۲)

গ, 'যেকোন মুজতাহিদের তাকলীদ করা ফরজ। কারণ, আল্লাহ বলেন : 'তোমরা না জানলে জ্ঞানী জনের কাছ থেকে জেনে নাও।' হক তা'আলা এ আয়াতের দ্বারা যে কোন মুজতাহিদের তাকলীদ করাকে ফরজ করেছেন।' ফতওয়া-ই-রাশিদিয়া, ১৮০)

www.pathagar.com

মওলানা থানবী (রঃ) ফুতুহাত-ই-মক্কীয়ার তরজমায় বলেন :

(د) اللہ نے مجتہدین کی وحی ان کے اجتہاد میں رکھی ۔ کیونکہ مجتہد نے وہی حکم کیاہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کے اجتہاد میں بتلایا .... مجتہدین انبیاء کے مشابہ ہوگئے ۔ اس طرح کہ شارع نے ان کے اجتہادی احکام کو ثابت رکھاہے اور اس کو حکم شرعی قرار دیاہے (امداد الفتاوی ص۱ ج ۶)

ঘ, "আল্লাহ তা'আলা ইজতিহাদকারীগণের প্রতি নাযিলকৃত ওহী তাঁদের ইজতিহাদে নিহিত রেখেছেন। কেননা ইজতিহাদকারী হুকুম দিয়েছেন তা-ই, যা আল্লাহ তা'আলা তাঁকে তাঁর ইজতিহাদের মাধ্যমে বলে দিয়েছেন।"- - - - -

'এতে মুজতাহিদগণ আম্বিয়াগণের সদৃশ হয়ে গিয়েছেন। এটা এ রূপে যে, শরীয়ত প্রবর্তক তাঁদের গবেষণালব্ধ হুকুম আহকামগুলোকে গ্রহণীয় বলে অনুমোদন করেছেন।' (ইমদাদুল ফতওয়া ১৭।৬)

এ ছাড়া ফকীহগণকে 'উলুল আমার' বলা হয়-

(ه) اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْ (النساء : ٥٩)

ঙ, 'আল্লাহকে অনুসরণ কর, রাসূলকে মেনে চল এবং তোমাদের 'উলুল আমর' কর্ণধারগণকে মেনে চল।' এ আয়াতের ব্যাখায় তফসীরকারগণ অনুরূপ বলেছেন। হযরত ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত যে তিনি বলেছেন :

(و) (وَاُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْ) يعنى اَهْلَ الْفِقْهِ وَالدِّيْنِ وَكَذَا قَالَ مُجَاهِدٌ وَعَطَاءٌ وَالْحَسَنُ الْبَصْرِىُّ وَاَبُو الْعَالِيَةِ (ابن كثير ص٥١٨ ج ١)

চ, "উলুল আমর' অর্থ ফিকাহবিদ ও দীনদারগণ। মুজাহিদ, আতা, হাসান বসরী ও আবুল আলীয়া প্রমুখ তফসীরকারগণও এ মত পোষণ করেন। (ইবনে কাসীর ৫১৮।১)

আমরা পাঠক মহলের সামনে শিয়া সুন্নী নির্বিশেষে সবার অভিমতই উল্লেখ করলাম। পাঠকগণ দেখেছেন যে, একজন ফিকাহবিদ সুন্নীমতে যে অধিকার রাখেন, শিয়াদের বেলায়েতে ফকীহ সূত্রে তাঁদের ফকীহগণ অতটুকু ক্ষমতা রাখেন না। সুন্নী মতে ফকীহগণ শরীয়তের আইন প্রবর্তনে অংশীদার

www.pathagar.com

হয়ে থাকেন। তাঁরা নবীদের সম-পর্যায়ের পরিগণিত হন। আল্লাহ এবং রাসূলের পরই তাদের 'ইতাআত' (ফরমাবরদারী) করা ওয়াজীব। একেই ফিকাহর পরিভাষায় 'তাকলীদ' বলে। আর এ তাকলীদ সুন্নী মতে ফরজ। তাদের মতে 'আহলুযযিকর' ও 'উলুল আমর' বলতে ফকীহগণকে বুঝায়। 'উলুল আমর' এর মধ্যে শাসন কর্তাগণও শামিল হতে পারেন। কিন্তু 'আহলুযযিকর' বলতে একমাত্র ফিকাহবিদগণকেই বুঝায়। যে কারনে তাদের কথা অমুজতাহিদগণের জন্যে হুজ্জত হয়ে থাকে। এ জন্যেই ইরানে ফিকাহবিদ-গণকে 'হুজ্জাতুল ইসলাম' বলা হয়। আমরা বুঝতে পারিনা যে, লেখকের দাদা উস্তাদগণ যে ক্ষেত্রে তাকলীদে শখসীকে (ব্যক্তি বিশেষের তাকলীদ) এ জামানায় ফরজ বলে থাকেন, (ফতওয়া-ই-রশীদিয়া, ১৮১ পৃঃ) মুসলিম জনগণকে তাঁদের পায়রবী করা অপরিহার্য বলেন, সেক্ষেত্রে লেখক দোষনীয় মনে করেন। বেলায়েতে ফকীহর রূপরেখা আর সুন্নীমতে মুজতাহিদগণের প্রাপ্য অধিকার ও মর্যাদার মধ্যে তফাত কোথায়? শিয়া বিদ্বেষ লেখককে দিশেহারা করে দিয়েছে মনে হয়। তা না হলে তিনি বুঝতে পারতেন যে, তাকলীদের স্বাভাবিক তাগিদই হচ্ছে বেলায়েত ফকীহ, বা ফিকাহবিদের বিশেষ অধিকার।

শিয়া ও সুন্নীমতে তাকিয়া

শিয়া মতবাদে তাকিয়ার উল্লেখ রয়েছে। এ তাকিয়াকে কেন্দ্র করে তাঁদের উপর মিথ্যাশ্রয়ী' হওয়ার দোষ চাপানো হয়। বিষয়টি এমনভাবে পরিবেশন করা হয়, যাতে শিয়া মাযহাবের বুনিয়াদ তাকিয়ার উপরে স্থাপিত বলে ধারণা হয়। তাকিয়ার স্বরূপ কি, তা আমরা শিয়াগণের কিতাবের হাওলা দিয়ে পেশ করছি। আর এর অবকাশ সুন্নীমতে আছে কিনা, তাও দেখছি। আল্লাহ পাক বলেন :

مَنْ كَفَرَ بِاللّٰهِ مِنْ بَعْدِ إِيْمَانِهٖ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهٗ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيْمَانِ وَلٰكِنْ
مَّنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللّٰهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ (النحل ١٠٦)

৫৫, 'যারা আল্লাহ্‌র সাথে কুফরী করবে---(তবে, যাকে বাধ্য করা হবে, এবং অন্তরে ঈমানের প্রশস্তি থাকবে, তার কথা নয়,) যারা অন্তর দিয়ে কুফরী করবে অবশ্যই তাদের প্রতি আল্লাহ্‌র গজব নেমে আসবে। আর তারা ভীষণ শাস্তি ভোগ করবে' (নহল: ১০৬।১৪)

www.pathagar.com

এ আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ্‌র সাথে কুফরী করা ছাড়া উপায় না থাকলে তা করা বৈধ আছে। তবে অন্তরে পূর্ণ ঈমান রাখতে হবে। ঈমানের প্রশস্তি অন্তরে পোষণ করে প্রয়োজনে আল্লাহ্‌কে অস্বীকারও করা যায়। কিন্তু অন্তরে দুর্বলতা নিয়ে এরূপ করলে ঈমান থাকবে না। এটা জায়েযও নয়। শারীরিক নির্যাতনের সম্মুখীন হলেই কলিমায়ে কুফর জবানে উচ্চারণ করা যায়। হযরত আম্মার বিন-ইয়াসিরকে (রাযিঃ) ধরে মক্কার কাফেরগণ নির্যাতন করত। আর ইসলামের নবীর ধর্ম ত্যাগ করেছেন বলে স্বীকারোক্তি আদায় করতো। হযরত আম্মার (রাঃ) এ ঘটনা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলেন। তিনি জিজ্ঞেস করেন: 'তোমার অন্তরের অবস্থা তখন কেমন ছিল? হযরত আম্মার বলেন 'তাতে ঈমানের প্রশস্তি বিরাজ করত।' মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:

إِنْ عَادُوا فَعُدْ (ابن كثير ص ٥٨٧ ج ٢)

তারা যদি আবার ঐ আচরণ করে, তবে তুমি এরূপ করবে। (ইবনে কাসীর ৫৮৭।২)

এ প্রসংগে ইব্‌নে কাসীর সকল উম্মতের 'ইজমা'র উল্লেখ করে বলেন:

وَبِهٰذَا اتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلٰى اَنَّ الْمُكْرَهَ عَلَى الْكُفْرِ يَجُوْزُ لَهٗ اَنْ يَّتُوْبَ اِلٰى اِبْقَاءِ لِمُهْجَتِهٖ - (ابن كثير ص ٥٨٨ ج ١)

--এ আয়াতের দৃষ্টিকোনে আলেমগণ একমত পোষণ করেন যে, যাকে কুফরী কাজে মজবুর করা হয়, প্রাণ রক্ষার্থে তাঁর জন্যে তাকিয়া বৈধ আছে' (ইবনে কাসীর: ৫৮৮।১)

জান মালের খাত্‌রা উপস্থিত হলে তা রক্ষা করার জন্যে সত্য গোপন করা যায়। এ মাস্‌য়ালায় সুন্নীগণও একমত।

اِلَّا اَنْ تَتَّقُوْا مِنْهُمْ تُقٰةً (ال عمران: ٢٨)

---এই নীতির মূল। শিয়া মতবাদেও এটি অবলম্বনে তাকিয়া নীতি গৃহীত হয়েছে। জবরদস্তীর সম্মুখীন হলে ঈমানের কথাও অস্বীকার করা যায়। এ দৃষ্টে জান-মালের খাত্‌রার উদ্ভব হলে নিজের ধর্মীয় মত প্রকাশ না করার বৈধতার অবকাশ থাকা স্বাভাবিক ব্যাপার।

www.pathagar.com

'তাকিয়া' শব্দের ধাতুগত অর্থ হল রক্ষা কবচ: যা অবলম্বন করে দুশমনের হাত হতে জান-মাল রক্ষা করা যায়---এরূপ উপায়। এটা আচরণও হতে পারে। আবার ব্যক্তি বা বস্তুও হতে পারে। মোট কথা, ক্ষতির হাত হতে বাঁচার জন্যে যে উপায় অবলম্বিত হবে, তাকেই 'তাকিয়া' বলা হবে। ক্ষতি হতে রক্ষা পাওয়ার মনোভাব মানুষের জন্মগত প্রবণতা। এটা জীব স্বভাবের একটি বুনিয়াদী চাহিদা।

কাজেই, ধর্মত ও জ্ঞানত এটাকে উপেক্ষা করা হয়নি। ফিক্‌হবিদগণ ধর্ম-শাস্ত্রে এটাকে স্থান দিয়েছেন। এ ধরণের ক্ষতি হতে বেঁচে থাকার জন্যে তাঁরা মিথ্যার আশ্রয় নেওয়াকে বৈধ বলেছেন।

শিয়া মাযহাবে 'তাকিয়া'-এর স্বরূপ ও উদ্দেশ্য বর্ণনা করে আকাইদ-ই-ইমামিয়া কিতাবে বলা হয়:

لقد كانت شعار آل البيت عليهم السلام دفعا للضرر عنهم وعن أتباعهم
وحقنا لدمائهم واستصلاحا لحال المسلمين وجمعا لكلمتهم ولمّا لشعثهم

(عقائد الامامية ص ٨٤)

৫৬, ক, 'আলে রাসূলগণ এবং তাঁদের অনুসারীদেরকে ক্ষতিকর বিষয় থেকে রক্ষা, তাঁদের হত্যার হাত থেকে বাঁচাবার, মুসলমানদের কল্যাণে তাঁদের একতা বজায় রাখবার, তাঁদেরকে সুশৃংখল করার লক্ষ্যে তাকিয়া আলে রাসূল-গণের বিশেষ নীতি রূপে পরিগণিত হয়।' (আকাইদ-ই-ইমামিয়া ৮৪ পৃ:)

আর এ 'তাকিয়া' নীতি কেন তারা অবলম্বন করেছেন, এর ব্যাখ্যায় বলা হয়।

ومن المعلوم ان الامامية وائمتهم لاقوا من ضروب المحن وصنوف الضيق
على حرياتهم في جميع العهود ما لم تلاقه اية طائفة او امة اخرى.

(عقائد الامامية ص ٨٥)

খ. এটা জানা কথা যে, ইমামপন্থী শিয়াগণ এবং তাদের ইমামগণ বহু বিপদের সম্মুখীন হয়েছেন। আর সব যুগেই তাঁদের স্বাধীনতার পথে বাধার সৃষ্টি করা হয়েছে। অন্য কোন শ্রেণী বা সম্প্রদায় অনুরূপ অবস্থার সম্মুখীন হয়নি (ঐ)

আমাদের এ উদ্ধৃতি দ্বারা 'তাকিয়া' নীতি অবলম্বিত হওয়ার ঐতিহাসিক কারণ ও পটভূমি জানা গেল। আলে রাসূলদের উপর বনু উমাইয়া ও আব্বা-সীয়াদের আমলে কিরূপ অমানুষিক নির্যাতন ও নিষ্পেষণ চালানো হয়েছিল,

www.pathagar.com

তা ইতিহাসে এক ঘৃণ্য কলংকিত অধ্যায়। স্বৈরাচারী শাসকগণ আলে রাসূলের নামে আতংকগ্রস্ত ছিল। কারণ, তাদের অত্যাচারে লোকজন অতিষ্ঠ ছিল। আলে রাসূলগণ ছিলেন অন্যায়ের বিরুদ্ধে মুখর। তাই নবী বংশ ধ্বংস সাধনে জালিম শাসক গোষ্ঠী সর্বকালেই তৎপর রয়েছে। আর তাদের আক্রমণ হতে রক্ষা পাওয়ার জন্যে, আলে রাসূলগণ 'তাকিয়া' পদ্ধতির সাহায্যে নিজেদের জান মালের হিফাযত করতে বাধ্য হয়েছেন। আর জান মালের হিফাযতের জন্যে এ ধরণের ব্যবস্থা নেওয়ার বৈধতা সুন্নী মতে সম্মতও বটে। বস্তুতঃ শিয়া মতে এ 'তাকিয়া' পদ্ধতি অবলম্বন করা সর্বাবস্থায় অপরিহার্য বা ওয়াজীব নয়। এটা অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ফরয, ওয়াজীব, মুস্তাহাব, মুবাহ, মাকরূহ বা হারাম হয়ে থাকে। শিয়াদের ফিক্‌হ্‌র কিতাবে এর বিস্তারিত বর্ণনা পাওয়া যায়। এ প্রসংগে আকাইদ-ই-ইমামিয়া কিতাবে বলা হয়:

وَلَيْسَتْ هِيَ بِوَاجِبَةٍ عَلَى كُلِّ حَالٍ بَلْ قَدْ يَجُوْزُ اَوْ يَجِبُ خِلَافُهَا فِي بَعْضِ الْاَحْوَالِ كَمَا اِذَا كَانَ فِي اِظْهَارِ الْحَقِّ وَالتَّظَاهُرِ بِهِ نُصْرَةٌ لِلدِّيْنِ وَخِدْمَةٌ لِلْاِسْلَامِ وَجِهَادٌ فِي سَبِيْلِهِ فَاِنَّهُ عِنْدَ ذَالِكَ يُسْتَحَبُّ بِالْاَمْوَالِ وَلَا تَعُدُّ بِالنُّفُوْسِ وَقَدْ تَحْرُمُ التَّقِيَّةُ فِي الْاَعْمَالِ الَّتِيْ تَسْتَوْجِبُ قَتْلَ النُّفُوْسِ الْمُحَرَّمَةِ اَوْ رِوَاجًا لِلْبَاطِلِ اَوْ فَسَادًا فِي الدِّيْنِ اَوْ ضَرَرًا بَالِغًا عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ بِاِخْلَالِهِمْ اَوْ اِفْشَاءِ الظُّلْمِ وَالْجَوْرِ بَيْنَهُمْ -

وَعَلَى كُلِّ حَالٍ لَيْسَ مَعْنَى التَّقِيَّةِ عِنْدَ الْاِمَامِيَّةِ اَنَّهَا تَجْعَلُ مِنْهُمْ جَمْعِيَّةً سِرِّيَّةً لِغَايَةِ الْهَدْمِ وَالتَّخْرِيْبِ كَمَا يُرِيْدُ اَنْ يُّصَوِّرَهَا بَعْضُ اَعْدَائِهِمْ كَمَا اَنَّهُ لَيْسَ مَعْنَاهَا اَنَّهَا تَجْعَلُ الدِّيْنَ وَاَحْكَامَهُ سِرًّا مِنَ الْاَسْرَارِ لَا يَجُوْزُ اَنْ يُّذَاعَ لِمَنْ لَا يَدِيْنُ بِهِ - كَيْفَ وَكُتُبُ الْاِمَامِيَّةِ وَمُؤَلَّفَاتُهُمْ فِيْمَا يَخُصُّ الْفِقْهَ وَالْاَحْكَامَ وَمَبَاحِثَ الْكَلَامِ وَالْمُعْتَقَدَاتِ قَدْ مَلَئَتِ الْخَافِقَيْنِ وَتَجَاوَزَتِ الْحَدَّ الَّذِيْ يُنْتَظَرُ مِنْ اَيَّةِ اُمَّةٍ تَدِيْنُ بِدِيْنِهَا. (عقائد الامامية ص ٨٥)

৫৭, ক, 'তাকিয়া'র আশ্রয় নেওয়া সর্ব বস্থায় ওয়াজীব নয়। কখনো জায়েয আবার কখনো তার খেলাফ করা ওয়াজীব হয়ে পড়ে। যেমন, 'হক'

www.pathagar.com

প্রকাশ করলে এবং তার সমর্থনে আসলে যদি দ্বীনের সাহায্য হয় এবং ইসলামের খিদমত হয়, আর তা ইসলামের পথে জিহাদ গণ্য হয়, তখন, জানমালের বিষয়টিকে খাটো করে দেখতে হবে। তার তোয়াক্কা করা যাবেনা।

খ, 'যে সব কাজে, কোন নিরপরাধ মানুষের রক্তপাতের সম্ভাবনা দেখা দেয়, বাতিল প্রসার লাভ করে, দ্বীনের বিকৃতি ঘটতে পারে; মুসলমানরেকে পথভ্রষ্ট করার মাধ্যমে বা তাদের মধ্যে জুলুম-অত্যাচার ছড়ানোর দ্বারা ব্যাপক ক্ষতির কারণ হয়---সেরূপ কাজে 'তাকিয়া করা অবশ্য হারাম হয়ে যায়।'

গ, কোন হালতেই ইমামপন্থী শিয়াগণের নিকট 'তাকিয়ার' অর্থ এ নয় যে, তা দ্বারা ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ পরিচালনার জন্যে কোনরূপ গোপন সংস্থা স্থাপন করা হবে। 'তাকিয়া'র এ রূপরেখা তৈরী করার ইচ্ছা করে তাদের শত্রুগণ।'

ঘ, অনুরূপ 'তাকিয়া' দ্বীন ও আহকামকে এমন কোন গুপ্ত রহস্যে পরিণত করেনা---যা এতে বিশ্বাসী লোক ব্যতীত অন্য কারো নিকট প্রকাশ করা যাবে না। এটা কি হয়? অথচ ইমাম পন্থীগণের ফিক্‌হ্‌র আহকাম ইল্‌মে কালামের বিতর্কাদি এবং তাঁদের আকীদা বিশ্বাসের উপর লিখিত বই-পুস্তক ও সংকলন-গুলো দুনিয়ার আনাচে-কানাচে ছড়ানো রয়েছে। আর কোন জাতি তার ধ্যান ধারণা অবলম্বনের জন্যে যে, সীমারেখার অপেক্ষা করতে পারে, তাদের গ্রন্থাদি তাকে ছাড়িয়ে গেছে।' (আকাইদ-ই-ইমামিয়া ৮৫)

আমরা বিষয়টিকে দির্ঘায়িত করতে চাই না। প্রতিপক্ষের অত্যাচার হতে রেহাই পাওয়ার জন্যে আহলে সুন্নত পন্থী আলেমগণও কথার মারপ্যাঁচের আশ্রয় নিয়েছেন। মাওলানা কাসেম নানুতবী (রঃ) (দেওবন্দ মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা) সিপাহী বিদ্রোহের নেতৃত্ব দিয়ে ছিলেন। মাওলানা কাসেম মরহুম সাধারণ লেবাসে থাকতেন। তাঁকে গ্রেফ্‌তার করার জন্যে ছদ্মবেশে তার নিকট ইংরেজদের গোপন পুলিশ হাজির হয়। পুলিশ তাঁকে চিনতে পারেনি। তাই তাঁর কাছে গিয়ে, 'মাওলানা কাসেম কোথায়, জানেন কিনা, এ প্রশ্ন করে। মাওলানা যেখানে দাঁড়িয়ে ছিলেন, সেখানে থেকে একটু সরে গিয়ে বল্‌লেন, 'এইতো এখানেই ছিলেন।' পুলিশ মনে করল যে, তিনি হয়ত কিছুক্ষণ আগে এখানে ছিলেন; এখন নেই। এভাবে মাওলানা গ্রেফ্‌তার হতে বেঁচে যান। এটাও 'তাকিয়া' প্রয়োগের এক প্রকার দৃষ্টান্ত।

শিয়াগণ তাঁদের ধর্মমত গোপন করেন বলে যে ধারণা রয়েছে, আমাদের উদ্ধৃতি তা নিরসনের জন্যে যথেষ্ট বিবেচিত হতে পারে।

www.pathagar.com

সুন্নীদের মতেও যে 'তাকিয়া' করা জায়েয, তা বুখারী শরীফের দ্বারা প্রমাণিত হয়। ইমাম বুখারী প্রসংগত বলেন:

(الف) قَالَ الْحَسَنُ اَلتَّقِيَّةُ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ (ب) وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فِيمَنْ يُكْرَهُ اللُّصُوصُ فَيُطَلِّقُ لَيْسَ بِشَيْءٍ وَبِهِ قَالَ ابْنُ عُمَرَ وَابْنُ الزُّبَيْرِ وَالْحَسَنُ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ - (بخارى ص ١٠٢٦ ج ٢)

৫৮, ক, 'হাসান বসরী বলেন: 'তাকিয়া' রোজ কিয়ামত পর্যন্ত বহাল থাকবে'

খ, ইব্নে আব্বাস বলেন: বল প্রয়োগকারী ডাকাত তালাক দানে বাধ্য করলে, এর দরুণ (বিবিকে) তালাক দিলে কোন ক্ষতি নেই (অর্থাৎ) তালাক হবে না এ মত ইবনে ওমর ইবনে যোবাইর ইমাম শাবী এবং হাসান বসরী প্রমুখও পোষণ করতেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: 'কাজের মূল্যায়ণ হয় নিয়ত দ্বারা' (বুখারী ১০২৬।২)

বুখারী শরীফের এ উদ্ধৃতিটি সকল বিতর্কের নিরসন করে। কিয়ামত পর্যন্ত 'তাকিয়া' বৈধ বলে এর দ্বারা প্রমাণিত হয়। এই 'তাকিয়া' নীতি প্রয়োগের বৈধতা নবীর (দা:) হাদীস 'ইন্নামাল আমালু বিন্নিয়্যাত' দ্বারা প্রমাণিত বলে উল্লিখিত বিদ্বানগণ অভিমত রাখেন। জবরদস্তিমূলক তালাক আদায় করলে তালাক দাতা 'তাকিয়া' নীতি অবলম্বন করে মুখে তালাক দিলেও কার্যত: তার স্ত্রীর তালাক হবে না বলে উল্লিখিত সুন্নী পণ্ডিতগণ মত প্রকাশ করেছেন।

এ মতের সাথে দ্বিমত পোষণ করা যায়। কিন্তু সুন্নী মতেও যে, 'তাকিয়া' প্রয়োগের বিধান রয়েছে; তা অস্বীকার করা যায়না।

ইরানের ইসলামী বিপ্লব প্রসঙ্গ

লেখকের ধারণা ইরানের বর্তমান বিপ্লবকে 'ইসলামী বিপ্লব' এবং বর্তমান ইরানকে 'ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরান' বলা যায় না। এর উত্তরে বলা যায় 'মুগী আপ্নী জান্ মেগায়ী খানেওয়ালাকু মজানাআয়া'। ইসলামের নামে এক সমুদ্র রক্তদানের পর ইরানের মুসলিম জনগণ ইসলামের নিযামে হুকুমতের পরিপন্থী রাজতন্ত্র উৎখাত করেন। দেশে গণভোট অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ইসলামী সংবিধানের পক্ষে মতামত নিয়ে দেশটিকে ইসলামী প্রজাতন্ত্র বলে ঘোষণা করা হয়। আর এর ভিত্তিতে একটি ইসলামী সংবিধানও মজলিশে গৃহীত হয়েছে। আর এই ইসলামী সংবিধান মুতাবিক দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা, ব্যাঙ্ক, বীমা অর্থনীতি

www.pathagar.com

সমাজ কাঠামো, ফৌজদারী আইনসহ যাবতীয় আইন কানুনকে ঢেলে সাজানো হয়েছে। কুরআন সুন্নাহ্ পরিপন্থী আইন গুলোকে বাতিল করে সেখানে ইসলাম সম্মত আইন প্রবর্তন হয়েছে। দেশটিকে ইসলামী প্রজাতন্ত্র ঘোষণাও করা হয়েছে। শরীয়তী আদালত কায়েম হয়েছে। এতে ইরান ইসলামী প্রজাতন্ত্র হল না? মুর্গীর প্রাণ গেল, কিন্তু খানেওয়ালার রুচীমাফিক হলনা এ কথাটা লেখকের বেলায় পুরোপুরি খাটে।

ইসলামী জীবন-যাপনের বাস্তবায়নে একটি চিন্তা-ধারাকে অবশ্যই অনুসরণ করতে হবে। শাফিয়ী, মালিকী, হাম্বলী, হানাফী ইত্যাদি যেকোন মাযহাবকে অবলম্বন করতেই হবে। হাওয়ার উপর ইসলামী হুকুমত কায়েম হয় না। মানুষের উপরেই তা কায়েম হয়। আর মানুষ তার কার্যক্রম বাস্তবায়নে নির্দিষ্ট পদক্ষেপ নেবে। ঐ পদক্ষেপ যেকোন দৃষ্টিভংগীর অনুরূপ হতে বাধ্য। ধরুন বাংলাদেশে ইসলামী হুকুমত কায়েম করতে হলে এ দেশের জনগণের আচরিত মত ও পথ ধরে কায়েম করতে হবে। এখানকার অধিক সংখ্যক লোক হানাফী মাযহাবের পাবন্দ। কাজেই এখানের সাধারণ আইন কানুন ঐ মাযহাব মুতাবিক হবে। আর অন্যান্য মাযহাব অবলম্বীগণকেও নিজ নিজ মাযহাব মুতাবিক চলার জন্যে আইনগত ব্যবস্থা রাখতে হবে। এতে যদি কেউ বলে যে, তা 'ইসলামী হুকুমত' হবে না, হবে 'হানাফী হুকুমত' তবে বলার কিছু নেই।

অনুরূপ ইরানে শিয়া জনগণের সংখ্যাধিক্যের দরুন ঐ দেশের মূল আইন তাদের ধ্যান-ধারণা মুতাবিক হওয়াই গণতন্ত্র ও ন্যায়ের দৃষ্টিকোনে উচিত হবে। আর অন্যান্য মাযহাবের লোকদের জন্যে আইনত নিজ নিজ মাযহাব মুতাবিক চলার ব্যবস্থা রাখতে হবে। বাস্তবে তা-ই করা হয়েছে। ইরানী সংবিধানের ১২ নং ধারাটিতে এ বিধানই রাখা হয়েছে। মনে হয় লেখক ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের সংবিধান পাঠ করার প্রয়োজন মনে করেননি।

তেহরানে সুন্নী মসজিদ

তেহরানে সুন্নীদের জন্যে স্বতন্ত্র মসজিদ স্থাপনের খাহেশ লেখকের প্রাণকে ব্যাকুল করে তুলেছে। যেখানে সুন্নীদের বসবাস বলতে গেলে মোটেই নেই। সেখানে তাঁদের পৃথক মসজিদের দরকার কি? আর মসজিদ হল আল্লাহ্র ঘর। মসজিদে শিয়া সুন্নী নির্বিশেষে সকল মুসলমানের সমান অধিকার রয়েছে। এতে ইবাদত করতে কেউ নিষেধ করতে পারেনা। আল্লাহ্ বলেন:

www.pathagar.com

وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ مَّنَعَ مَسَاجِدَ اللّٰهِ اَنْ يُّذْكَرَ فِيْهَا اسْمُهٗ وَسَعٰى فِيْ خَرَابِهَا۔
(البقرة : ١١٤)

'যে আল্লাহ্‌র মসজিদ সমূহে যিকির করতে বাধা দেবে, তা বে-আবাদ করার চেষ্টা করবে, তার চেয়ে বড় জালিম আর কে হবে? খোদার ঘরে খোদার সকল বান্দাহর ইবাদত করার এখতিয়ার রয়েছে। কেউ বাধা দিতে পারে না। কাজেই সকল মুসলমানের জন্যে এক ধরনের মসজিদ থাকাই বাঞ্ছনীয়।

ফির্কাহগত মসজিদ নির্মাণ করে মুসলিম জাতিকে বিভক্ত করা হয়েছে। ফলে, ভিন্ন ফির্কাহ্‌র মসজিদে গিয়ে নামায আদায় করা সামাজিক জীবনে পরিত্যক্ত হয়েছে। ফির্কাহগুলোর ব্যবধান কালে কালে বেড়ে চলছে। এটা ইসলামী ঐক্যের পথে অন্তরায় সৃষ্টি করছে। কাজেই ফির্কাহ্‌গত মসজিদ নির্মানের প্রস্তাব ইসলামী ঐক্য ও সমাজের প্রতি অকল্যাণ ডেকে আনবে।

পবিত্র কা'বা ঘরের চার পাশে চার মাযহাবের নামে মোসাল্লা বসানো ছিল। যে কা'বা ঐক্যের প্রতীক তারই আশে-পাশে সংকীর্ণমনা আলেমগণ অনৈক্যের সৃষ্টি করে রেখেছিলেন। বর্তমান নজদী সরকার ক্ষমতা দখলের পর এর অবসান ঘটায় ও বিশ্বের মুসলমানগণ এক জামায়াতে নামায আদায় করার সৌভাগ্য অর্জন করে। তবে কি লেখক কা'বা প্রাঙ্গণেও পৃথক মোসাল্লার দাবী উত্থাপণ করবেন। মনে রাখবেন সংকীর্ণ মনা আলেমগণের ফির্কাহবাজীর দরুনই মুসলিম জাতি আজ অনৈক্যের শিকার। এই অদূরদর্শী মওলভীদের দৌরাত্ম্য কমিয়ে আনতেই হবে। বর্তমান বিশ্বের মুসলমানগণ নানাবিধ সমস্যার জর্জরিত। অথচ একমাত্র অনৈক্যের দরুণ কোন সমাধানে পৌঁছতে পারে না। ইসলামী খিলাফত বাদ দিয়ে অনেক মুসলিম দেশে বাদশাহী তথা রাজতন্ত্র এবং সমাজতন্ত্র ও ব্যক্তিতন্ত্র চলছে। আবার কোথাও ফির্কাহ্‌বাজীর আগুন জ্বলছে। এ সব অবশ্যই প্রতিরোধ করতে হবে কঠোরভাবে।

ইরানে যেখানে সুন্নীগণ বসবাস করেন, সেখানে তাঁদের বিভিন্ন ফির্কাহ্‌র মসজিদ রয়েছে। তেহরানে সুন্নীদের বসতি নেই। এখানে স্বতন্ত্র মসজিদ গড়ার প্রস্তাব উদ্দেশ্যমূলক। ফির্কাহ্‌গত অনৈক্য জিইয়ে রাখা এর লক্ষ্য। কাজেই এ প্রস্তাব ইসলামী সরকার অনুমোদন করতে পারে না। এর অর্থ হবে ফির্কাহ্‌বাজীকে অনুমোদন করা। যা কোন ক্রমেই সমর্থন করা যায় না। লেখকের জানা উচিত মসজিদ মন্দির নয়। মুসলমানরা একত্রে জামায়াতবদ্ধ হয়ে নামায পড়ে আর জামায়াতী জিন্দেগী বিভক্তির সমর্থন করে না।

www.pathagar.com

সরকারী ইমাম

ইরানে সরকার পরিচালিত মসজিদগুলোতে সুন্নী ইমামকে না কি ইমামতী করতে দেওয়া হয় না। আমরা জানি যে, সরকারের তত্ত্বাবধানে সকল ফির্কাহ্‌র মসজিদেই ইমাম আছেন। যেখানে নির্দিষ্ট থাকেন সেখানে অন্যের ইমামতী করা নিষেধ। বেলাইজাযতে এ রূপ করলে নামায মাকরূহ হয়। 'সাহিবুল বাইতে আহাক্কুবিল ইমামতী'' ফিকাহ্‌র কিতাবের জানা মাসয়ালা। 'হযরত মালিক বিন হওয়াইরিস' নবীর (দঃ) সাহাবী ছিলেন। তিনি কোন এক জায়গায় যান। ঐ স্থানের লোকেরা তাঁকে ইমামতী করার জন্যে অনুরোধ করেন। তিনি এতে রাজি না হয়ে তাঁদের যেকোন ব্যক্তিকে নামায পড়াতে নির্দেশ দেন। আর এর কারণ, বর্ণনা করে বলেন যে, তিনি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন:

مَنْ زَارَ قَوْمًا فَلَا يَؤُمُّهُمْ وَلْيَؤُمَّهُمْ رَجُلٌ مِنْهُمْ ـ

'কোন সম্প্রদায়ের সাক্ষাতে গেলে তাদের ইমামতী করবে না, তাদের মধ্য থেকেই কেউ ইমামতী করবে।''

হাদীসটি আবু দাউদ তিরমিযী ও নাসায়ী শরীফের বরাত দিয়ে মিশকাত শরীফের ইমামত অধ্যায়ে বর্ণিত। বলুনত দেখি, এ হাদীসের পরিপ্রেক্ষিতে লেখকের অহেতুক আপত্তির কোন মূল্য আছে? ফির্কাহ্‌ পরস্তির মনোভাব এত বড় মুহাদ্দিস ব্যক্তিকে কি করে অন্ধ করে দিল এটা ভেবে হয়রান হতে হয়।

এক তরফা ঐক্যের ডাকে আপত্তি

বলা হয়েছে, ইরানী শিয়াগণ ঐক্যের এক তরফা আহ্বান জানান। 'ইহার পিছনে রহস্য নিহিত রহিয়াছে'---বলে লেখক সংশয় প্রকাশ করেছেন। তাঁর ন্যায় সংশয়বাদীদের উদ্দেশ্যে আমরা এখানে ইমাম খোমেনীর ফতোয়ারূপী বিশেষ ঘোষণাদির উল্লেখ করছি:

www.pathagar.com

عَلَى الْاِخْوَةِ الْاِيْرَانِيِّيْنَ وَجَمِيْعِ الشِّيْعَةِ فِى الْعَالَمِ اَنْ يَتَجَنَّبُوا الْاَعْمَالَ الْجَاهِلِيَّةَ
الَّتِىْ تُؤَدِّىْ اِلَى تَفَرُّقِ صُفُوْفِ الْمُسْلِمِيْنَ وَعَلَيْهِمْ اَنْ يَّشْتَرِكُوْا فِىْ جَمَاعَاتِ
اَهْلِ السُّنَّةِ وَاَنْ يَّجْتَنِبُوْا عَقْدَ صَلٰوةِ الْجَمَاعَةِ فِى الْبُيُوْتِ وَنَصْبَ مُكَبِّرَاتِ
الصَّوْتِ بِدُوْنِ انْتِظَامٍ وَاِلْقَاءِ النَّفْسِ عَلَى الْقُبُوْرِ الطَّاهِرَةِ وَالْاَعْمَالِ الْمُخَالِفَةِ
لِلشَّرْعِ ..... يُجْزِىْ وَيَلْزَمُ فِى الْوُقُوْفِ بَيْنَ الصَّفِّ وَفْقَ اَحْكَامِ
قُضَاةِ اَهْلِ السُّنَّةِ حَتّٰى وَلَوْ حَدَثَ الْقَطْعُ بِخِلَافِ ذٰلِكَ ـ

(من حكم الامام الى ممثله فى موسم الحج ٢٨ شوال ١٣٩٩ هـ)

৫৯, 'মুসলমানদের মধ্যে অনৈক্যের সৃষ্টি করতে পারে, এমন জাহেলী কার্যকলাপ থেকে দূরে সরে থাকা ইরানী ভাইদের এবং বিশ্বের সকল শিয়াদের অপরিহার্য কর্তব্য। আহলে সুন্নাহ্গণের জামায়াত সমূহে শরীক হওয়া এবং নিজেদের ঘরে নামাযের জামায়াত অনুষ্ঠিত করা থেকে বিরত থাকা একান্ত কর্তব্য। আর বিশৃংখলভাবে মাইক স্থাপন করা এবং পবিত্র কবরগুলোর উপর ঝাঁপিয়ে পড়া থেকে বিরত থাকবে। অবশ্যই শরীয়ত বিরোধী কার্যকলাপ পরিহার করে চলতে হবে।-------

'আহলে সুন্নত ওয়াল জামায়াতের কাযীগণের হুকুম মত আমল করা হজ্জে গমনকারীদের জন্যে অপরিহার্য এবং এটাই যথেষ্ট হবে, এর বিরুদ্ধে অকাট্য প্রমাণের অবকাশ থাকলেও অনুরূপ করতে হবে। (২৮ শাওয়াল ১৩৯৯ হিঃ হজ্জ মওসুমে ইমাম খোমেনীর প্রতিনিধিবর্গের প্রতি প্রদত্ত ইমামের নির্দেশ থেকে গৃহীত।)

ফতওয়া রূপে ইমাম খোমেনীর এ নির্দেশ প্রমাণ করে যে তিনি এবং তাঁর সাথীগণ একতরফা কথা বলেন না; শিয়াগণকে সুন্নীদের সাথে এক জামায়াতে শরীক হয়ে নামায পড়তে হুকুম দেন। ভিন্ন জামায়াত করা থেকে বিরত থাকতে বলেন। যে কাজে ইসলামী ঐক্যে ফাটল ধরতে পারে, তা পরিহার করে চলার জন্যে বিশ্বের সকল শিয়াগণকে নির্দেশ দেন। ইরানের শিয়াদের প্রতিও তাঁর ঐ একই নির্দেশ। সুন্নীগণের সাথে চলতে গিয়ে তাঁদের কোন সুস্পষ্ট মাসয়ালার খেলাফ হলেও সুন্নীদের কাযীর নির্দেশ মেনে চলতে হবে বলে মত প্রদান করেন। এতে তাঁদের ইসলামী আমলের কোন ক্ষতি হবে না এবং ধর্মীয় দায়িত্ব পালনে এটাই যথেষ্ট হবে বলে ফতওয়া প্রদানের কারণ। প্রকাশ

www.pathagar.com

থাকে যে, শিয়া মতবাদ ফতওয়া প্রদানের ব্যাপারে গতিশীল চিন্তার অধিকারী। তাঁদের মতে জীবিত নির্ভরযোগ্য মুজতাহিদ থাকলে মৃত মুজতাহিদের তকলীদ করা চলে না। তকলীদ করা জায়েয হওয়ার জন্যে মুজতাহিদকে জিন্দা-আলেম হতে হয়। (তওযিহুল মাসায়েল মাসয়ালা নং ২)। এ-বুনিয়াদী বিধান মতে ইমাম খোমেনীর ফতওয়া সমস্ত শিয়াগণের জন্যে অবশ্য পালনীয় নির্দেশ বলে বিবেচিত হয়। ইসলামী ঐক্যের ডাক দিতে গিয়ে ইমাম খোমেনী বলেনঃ

كلنا اخوة. على الاخوة الشيعة والسنة اجتناب كل اختلاف والاختلاف
بيننا اليوم هو لصالح الذين لا يؤمنون بالسنة ولا بالشيعة ولا بالمذهب
الحنفي ولا بسائر الفرق الاسلامية. وهؤلاء يريدون القضاء على هذا
وذاك فهدفهم بث الفرقة بينكم. عليكم ان تنتبهوا جيدا اننا جميعا
مسلمون واتباع القرآن واهل التوحيد. وعلينا ان نسعى من اجل
القرآن والتوحيد. (من نداء الامام القائد في ٢١ تموز ١٩٨٠)

৬০ 'আমরা সকলেই ভাই ভাই। যাবতীয় বিবাদ বিসম্বাদ এড়িয়ে যাওয়া প্রত্যেক শিয়া ও সুন্নী ভাইয়ের অবশ্য কর্তব্য। যারা শিয়া বা সুন্নী নয়, যারা হানাফী মাযহাব তথা কোন ইসলামী ফির্কাহ্‌র বিশ্বাসে আস্থাবান নয়, আমাদের আজকার এখতেলাফ (মতের গরমিল) তাদেরই স্বার্থের অনুকূলে হচ্ছে। আর তারা এ পক্ষ ও পক্ষ সকলেরই বিলুপ্তি ঘটাতে চায়। তাদের উদ্দেশ্য আপনাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করা। এটা সতর্কতার সাথে বুঝে নেয়া উচিত যে, আমরা সকলেই মুসলমান। আমরা আল-কুরআন অনুসরণ করি, তওহীদে বিশ্বাসী। আর আমাদের কর্তব্য হল কুরআন ও তওহীদের স্বার্থে সকল প্রচেষ্টা নিয়োজিত করা।' (ইমাম-ই-কায়েদ ইমাম খোমেনীর ঐক্যের ডাক থেকে ২১ জুলাই, ১৯৮১) ঐক্যের জন্যে ইমাম খোমেনীর উদাত্ত আহ্বানে সাড়াদানের জন্যে সংশয়বাদীরা এগিয়ে আসতে ব্যর্থ হলেও আশা রাখি যে, ইসলামী ঐক্য ও সংহতি কামনার লক্ষ্যে সকল মুসলমান এতে সাড়া দেবেন। ইমাম খোমেনীর গতিশীল নেতৃত্ব বিবাদ কামনা করে না, বিশ্ব মুসলিমের ইসলামী ঐক্য চায়, চায় মুসলমানদের মধ্যে 'ভাই ভাই' ভাবধারার পুণরুজ্জীবন ঘটাতে।

www.pathagar.com

নামাজ বিবাহ-শাদী ও খাওয়া বসা

শিয়াগণকে অপাংতেয় ও এক ঘরে করে রাখার জন্যে উপায়াদি অবলম্বনে বইটিতে বিন্দুমাত্র অবহেলা করা হয়নি। তাদের সাথে খাওয়া বসা, বিবাহ-শাদী ও সামাজিক যোগাযোগ রাখাকে নিষিদ্ধ করার চেষ্টা করা হয়েছে পুরা-মাত্রায়। আহলে কিতাবদের (ইহুদী নাসারা) খাবার ও মেয়ে গ্রহণ করা মুসল-মানদের জন্যে হালাল। অথচ তারা সর্বসম্মত মতে কাফের। তারা মহানবীকে (দঃ) নবী বলে মানে না। আল-কুরআনকে আল্লাহ্ কর্তৃক নাযিলকৃত গ্রন্থ বলে বিশ্বাস করে না। তারা মোটামুটিভাবে রিসালত, আখিরাত ও আসমানী কিতাবে বিশ্বাসী। তাই তাদের খাদ্য ও নারী আমাদের জন্যে গ্রহণ করা যায়। আর শিয়াগণ মহানবীকে (দঃ) শেষ নবী মানেন, আল-কুরআন ও ইসলামী মৌলিক আকীদায় বিশ্বাসী। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের ইমামগণ তাদেরকে মুসলমান বলে গণ্য করেন। অবশ্য প্রচলিত অর্থে তারা সুন্নী নয় বলে থাকেন। এমতাবস্থায় শিয়াগণের খাদ্য ও মেয়ে গ্রহণ করা যাবে না বলে মত দেয়া নিছক ধৃষ্টতাও বাড়াবাড়ি বৈ কিছু নয়। এ শিয়া বিদ্বেষী মৌলভীদের অনুদান ও মেয়ে বিয়ে দেয়ার জন্যে শিয়াগণ হন্যে হয়ে ঘুরছেন না। এরা নিজেদের ফতওয়া মাফিক আমল করতে পারেন সানন্দে। তবে এতে বিবেকবান মুসলমান বিভ্রান্ত হবে না। মাওলানা আবুল হাসান আলী নদবী এবং রাবিতা-ই-আলমে ইসলামীর প্রতিনিধিগণ ইরান সফর করেন। তাঁরা শিয়াদের খাদ্য গ্রহণ করেন।

শিয়াদের ফিকাহর কিতাবে দেখা যায় যে, মাসয়ালা মাসায়েলে চার মাযহাবের সাথে তাদের বেশ মিল আছে। বিশেষতঃ হানাফী মাযহাবের সাথে তাদের অধিক মিল রয়েছে। ইমাম আবু হানিফা (রঃ) হযরত ইমাম যাফর সাদিকের ছাত্র ছিলেন। এ জন্যে উক্ত সাদৃশ্য দেখা যায়। নামাযের ফরয ওয়াযীবের ক্ষেত্রে দুটি ভাষ্যে বিশেষ কোন তফাত নেই। বস্তুতঃ এ ক্ষেত্রে চার মাযহাবেও মতান্তর রয়েছে। তবে কেন শুধু শিয়াদের পেছনে নামায হবে না। ইজতি-হাদী ফরজ ওয়াযীব কোন অকাট্য বিষয় নয়। এটা মানলে চার মাযহাব অব-শ্বনকারীদেরও পরস্পরের পেছনে নামায না হওয়ারই কথা। কাজেই শিয়া সুন্নী নির্বিশেষে সকলের পেছনেই নামাজ জায়েয হবে। এ ব্যাপারে দ্বিমত করার কোন ন্যায় সংগত কারণ নেই।

শিয়াদের আকীদা বিশ্বাসের দৃষ্টিকোনে তাদের পেছনে নামাযের প্রশ্ন তোলা হলে বলব যে, তারা আকীদা বিশ্বাসের মৌলিক বিষয়ে অন্যসব ইসলামী ফিকাহ্র

www.pathagar.com

সাথে একমত থাকায় তাদের সাথে বৈষম্যমূলক আচরণ করা যায় না। বড় জোর তাদেরকে 'আহলে আহ্ওয়া' বলা হয়েছে। এতে সুন্নী মতে তাঁদের ফিসক সাবিত হয়, কুফর সাবিত হয় না। আর নামায যেহেতু ঐক্যের প্রতীক, তাই যেকোন মুসলমানের পেছনে তা আদায় করা যায়। এ প্রসংগে মহানবী (দঃ) বলেন:

وَالصَّلٰوةُ وَاجِبَةٌ عَلَيْكُمْ خَلْفَ كُلِّ مُسْلِمٍ بَرًّا كَانَ اَوْ فَاجِرًا وَاِنْ عَمِلَ الْكَبَائِرَ (مشكوٰة باب الامامة)

৬১, যেকোন মুসলমানের পেছনে নামায পড়া তোমাদের উপর ওয়াযীব। সে পরহেজগার হোক বা ফাসিক্ ফাজির হোক, এতে কিছু আসে যায় না। এমন কি বহুবিধ গুনাহ্ -এ-কবীরায় লিপ্ত হলেও না।' (মিসকাত ইমামত অধ্যায়)

হাদীসটি হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। এ ব্যাখ্যায় 'আত্তালীকুস সাবীহ্ আলামিশ্কাতিন সামাবীহ্ এর ৫৪।১ পৃষ্ঠায় বলা হয়:

وَاِنَّ الصَّلٰوةَ خَلْفَ الْفَاجِرِ وَالْمُبْتَدِعِ جَائِزَةٌ ..... وَالثَّانِيَةُ عَلٰى وُجُوْبِ الصَّلٰوةِ بِالْجَمَاعَةِ عَلَيْهِمْ وَجَوَازُ اَنْ يَّكُوْنَ الْفَاجِرُ اِمَامًا (التعليق الصبيح ج ٢ ص ٥٤)

অর্থাৎ 'এ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ফাসেক ও বেদাতীর পেছনে নামায পড়া জায়েয আছে। দ্বিতীয়তঃ এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মুসলমানদের উপর জামায়াতে নামায পড়া ওয়াজীব। আরও প্রমাণিত হয় যে, 'ফাজের' (ফাসেক ব্যক্তি) নামাযের ইমাম হতে পারে।'

যে বেদাতীর বেদাত কর্ম সন্দেহাতীত ভাবে প্রমাণিত তার ইমামতীতেও নামায পড়া যায়। নামাযের জামায়াত মুসলিম ঐক্যের প্রতীক বিধায় ইমামের দোষ-ত্রুটি উপেক্ষা করা হয়েছে ঐক্যের স্বার্থে। আমরা কি এই দৃষ্টিকোণে শিয়া অশিয়া নির্বিশেষে সকলের পেছনে নামায পড়াকে বৈধ বলতে পারি না? নিশ্চয় পারি। আমাদের সমর্থনে নবীর হাদীস, সলফে সালেহীনের আমল ও যুক্তি রয়েছে। সাহাবায়ে কেরাম হাজ্জাজের ন্যায় ফাসেকের পেছনে নামায পড়েছেন। এজিদের মত পাপীর একতেদা করেছেন। পক্ষান্তরে শিয়া আলেমগণ তাদের তুলনায় অনেক ভাল। আর তাদের প্রতি ফিসক তথা হাওয়া-পরস্তির দোষ আরোপ একটি বিতর্কিত ব্যাপার। তাদের প্রতিপক্ষ তাদেরকে এরূপ মনে করেন। বিষয়টি ইজতিহাদী। কাজেই তাদেরকে নিশ্চিতভাবে ফাসিক বলা যায় না। প্রতিপক্ষের কথা অকাট্য দলীল বলে গ্রহণ করা হয় না। তা হলে

www.pathagar.com

কোন ইসলামী ফির্কাহই এর আঘাত থেকে রক্ষা পাবে না। কারণ, মোতাজিলাগণ নিজেদেরকে তাওহীদ পন্থী বলেন। সুন্নীগণকে (তাদের ধারণায়) তাওহীদের পরিপন্থী আকীদার লোক বলে মনে করেন। (শরহে আকাইদ)

অনুরূপ অধিকাংশ হাদীস বিশারদ মুতাকাল্লিমীন ও ফির্কাহবিগণের অভিমত এই যে, অন্তরে বিশ্বাস পোষণ, যবানের স্বীকারোক্তি এবং অংগ দ্বারা কার্য সম্পাদনের সমষ্টিকে ঈমান বলে। অথচ হানাফীগণের ইমাম আবু হানীফা (রাঃ) এই মত পোষণ করেন না। তিনি শুধুমাত্র অন্তরে বিশ্বাস স্থাপনকে ঈমান বলেন। মূল ঈমানের ব্যাখ্যায় এত মতান্তর থাকার পরও তাঁদের কেউই ফাসেক বা ইসলাম হতে খারিজ নন। আর কোন মাযহাবই গুমরাহী নয়। এ প্রশস্ত চিন্তাধারায় শিয়াদের স্থান না হওয়ার কোন কারণ নেই। শরহে আকাইদে বলা হয়ঃ

تَجُوْزُ الصَّلٰوةُ خَلْفَ كُلِّ نَاجِرٍ لِقَوْلِهٖ عَلَيْهِ السَّلَامُ صَلُّوْا خَلْفَ كُلِّ بَرٍّ وَّفَاجِرٍ وَلِاَنَّ عُلَمَاءَ الْاُمَّةِ كَانُوْا يُصَلُّوْنَ خَلْفَ الْفَسَقَةِ وَاَهْلِ الْاَهْوَاءِ وَالْبِدَعِ مِنْ غَيْرِ نَكِيْرٍ۔ (شرح عقائد نسفی ط ۳۴۹)

'নামায যেকোন নেক ও বদের পেছনে জায়েয হয়। কারণ মহানবী (সাঃ) বলেছেনঃ সকল নেক ও বদের পেছনে নামায পড়বে। 'উম্মতের আলেমগণ কোনরূপ আপত্তি উত্থাপন ছাড়াই ফাসেক ফাজের প্রবৃত্তির দাস ও বেদাতীদের পেছনে নামায পড়েছেন।' (শরহে আকাইদ ৩৪৭ পৃঃ)

সব বিতর্ক বাদ দিয়ে আমরা যদি শিয়াগণকে উল্লিখিত তিনটি শ্রেণীভুক্তও মেনে নেই, তবু সুন্নী মতে তাদের পেছনে নামায জায়েয হয়। এর ব্যতিক্রম যারা বলেন তারা সর্বসম্মত মতকে উপেক্ষা করেন। তারা সলফে সালেহীনদের সাথে নেই। এমন কি তারা নবীর (সাঃ) নির্দেশ আমান্যকারী বলে প্রতিপন্ন হবেন।

নাজী ফির্কাহ প্রসংগ

ফির্কাহবাজী করে করে আমরা খোদাকেও দলে ভিড়ানোর চেষ্টা করে থাকি। আমরা বলি যে, আমাদের ফির্কাহভুক্তগণই 'নাজী' বা নাজাত প্রাপ্ত বিশেষ দল। আর অন্য সবই জাহান্নামী অথচ মহানবী (সাঃ) বলেনঃ

www.pathagar.com

مَنْ قَالَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ فَدَخَلَ الْجَنَّةَ ـ

—যে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু' বলবে সে জান্নাতে যাবে। হাদীসটি মজবুত সনদের দ্বারা বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত হয়েছে। এতে বুঝা যায় যে, কালিমাতে বিশ্বাসী মাত্রই বেহেস্তে স্থান পাবে। এখানে বেহেশত লাভের মানদণ্ড হিসেবে ফির্কাহ বিশেষকে নির্দিষ্ট করা হয়নি। কালিমার বিশ্বাসকে মানদণ্ড বলা হয়েছে। যেকোন ফির্কাহভুক্ত মানুষ এ বিশ্বাস পোষণ করবে, সে অবশ্যই বেহেশত লাভ করবে। এ মুত্তাফাক আলাইহ সর্বজন মান্য হাদীসটির বিরুদ্ধে ৭৩ ফির্কাহর হাদীস বর্ণনা করা হয়। বলা হয় যে, ৭৩ ফির্কাহর ৭২ ফির্কাহই দোযখে যাবে। মাত্র একটি ফির্কাহ বেহেশত লাভ করবে। এর মানে এই দাঁড়ায় যে, উম্মতে মুহাম্মদী (খোদা-না-করুন) অধিকাংশই দোযখে যাবে বস্তুতঃ ঐ ৭৩ ফির্কাহ্ বিষয়ক হাদীসটির বর্ণনায় গোলমাল রয়েছে। এর এক বর্ণনায় বলা হয় যে ৭৩ ফির্কাহ্র মাত্র একটি ফির্কাহ্ দোযখে যাবে। আর ৭২ ফির্কাহ্ই বেহেশ্ত লাভ করবে। হাদীসটির সনদও দুর্বল। আমরা এ বিষয়ে 'তবলীগঃ নব-সুন্নী দল ও ইসলাম' বইটির ৮৮-৯২ পৃষ্ঠা ব্যাপী আলোচনা করেছি। হাদীসটি সম্পর্কে মাজমাউল, ফাতাওয়া (মাওলানা আবদুল হাই লক্ষ্ণৌভী) 'তামহীদ-ই-আবদুশ্‌শকূর সোলামী' 'সফরুস সা'দাত' গ্রন্থাদিতে বিস্তৃত আলোচনা রয়েছে। বইয়ের কলেবর বৃদ্ধির আশংকা এখানে এ ব্যাপারে আলোচনার পথে বাধা হয়ে আছে। মোটকথা, ৭৩ ফির্কাহ্ বিষয়ক হাদীসটি অত্যন্ত দুর্বল। এ রূপ দুর্বল হাদীস দ্বারা কোন ইসলামী ফির্কাহ্কে দোযখে পাঠানো হবে বলা যায় না। এমনকি বলিষ্ঠ 'খবরে ওয়াহীদ' দ্বারাও না। এ হাদীসটি সম্পর্কে 'সফরুস সা'দাতে' বলা হয়ঃ

درباب افتراق امت بر ہفتاد و دو (سہ) چیزے ثابت نشدہ ـ

'উম্মতের ৭২ (৭৩) ফির্কাহ্য় বিভক্ত হওয়ার ব্যাপারে কোন কিছুই প্রমাণ নেই।' কাজেই যাঁরা এই হাদীসটি অবলম্বনে মুসলমানকে দোযখের বাসিন্দা বলতে চান, তাঁদের কথা ঠিক হবে না।

লেখক 'গুণিয়াতুত্ তালিবীনে'র বরাত দিয়ে স্বপক্ষে শক্তি সঞ্চয় করতে চান। কিন্তু এখানে তিনি পক্ষপাতিত্ব করেছেন। ঐ 'গুনিয়াতুত তালিবীনে' কিয়াস পন্থীগণকে 'গুমরাহ' বলা হয়েছে। গ্রন্থকার বলেনঃ

www.pathagar.com

(الف) آنحضرت ﷺ نے فرمایا میری امت کے بہتر فرقے ہوں گے اس میں سب سے بری بلا وہ گروہ ہوگا، جو دین کے معاملات میں اپنی عقل اور قیاس سے کام لیں گے۔
(ب) جس تفرقہ کا ذکر آنحضرت ﷺ نے کیا وہ نہ آپ کے زمانہ میں ہوا نہ حضرت ابوبکرؓ حضرت عمرؓ، حضرت عثمانؓ اور نہ حضرت علیؓ کے زمانے میں۔ بلکہ یہ اختلاف صحابہ اور تابعین کی وفات کے کئی سال بعد ہوا۔ (غنیۃ الطالبین ص۱۸۱)

৬২. ক. 'আঁ, হযরত (সাঃ) বলেছেন: আমার উম্মত ৭৩ ফির্কাহ্য় বিভক্ত হবে। তাদের মধ্যে ভয়ংকর হবে সেই দল যারা দ্বীনের কাজে কিয়াস ও আকল (জ্ঞান) প্রয়োগ করবে।

খ. 'যে বিভক্তির কথা আঁ, হযরত (সাঃ) বলেছেন তা তাঁর যামানায় হয়নি। হযরত আবূ বকর (রাঃ) হযরত উমর (রাঃ) হযরত উসমান (রাঃ) ও হযরত আলী (রাঃ) এর সময়েও তা হয়নি। বরং এই মতভেদ সাহাবা ও তাবিয়ীনদের ওফাতের কয়েক বছর পর সৃষ্টি হয়েছে।' (গুনিয়াতুত্ তালিবীন: ১৮১ পৃঃ)

'খ' অংকে বর্ণিত তথ্য মুতাবিক সাবিত হয় যে, শিয়াগণ ৭৩ ফির্কাহর বন্টনে পড়েন না। কারণ, লেখকের মতে ও শিয়া মাযহাবের সূচনা হয়, তৃতীয় খলীফা হযরত উসমান (রাঃ) এর যামানায়। (১৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) আর হযরত হুসাইন (রা)-এর কারবালায় শাহাদত লাভের পর বহু সাহাবা জীবিত ছিলেন। সাহাবাদের পর আসে তাবেয়ীনদের যামানা। এ যামানা শেষ হওয়ার কয়েক বছর অতিবাহিত হলে পর ৭৩ ফির্কাহর বিভক্তির সূচনা হয়। কাজেই তাবেয়ীনদের ওফাতের পূর্বে যাঁরা ছিলেন তাঁরা এই বিভক্তির অন্তর্ভুক্ত নয়। লেখক নিজে স্বীকার করেছেন যে, 'শিয়াগণ সাহাবাদের যুগেই আত্ম প্রকাশ করছিলেন। আর এটা সত্যও বটে। তাঁরা খাইরুল কুরুনের ভেতরেই রয়েছেন। তাই তাঁরা 'খ' অংকের উল্লিখিত দৃষ্টিকোণে গুমরাহ্ নন।

'ক' অংক প্রমাণ করে যে, দ্বীনী মাসয়ালা মাসায়েলে কিয়াস প্রয়োগকারিগণ সৃষ্ট গুমরাহ্ ফির্কাহ্সমূহের মধ্যে ভয়ংকরতম দল কিয়াস প্রয়োগকারী বা আহলুর রায় বল্তে প্রধানতঃ হানাফী গণকেই বুঝায়। এখন বলুন, 'গুনিয়াতুত্ তালিবীনে'র উক্ত মতে আমাদের স্থান কোথায়? ঐ কিতাবের কথায় শিয়াগণ

www.pathagar.com

গুমরাহ্ বা (লেখকের ভাষায়) 'জাহান্নামবাসী জঘণ্যতম দল' (১১৬ পৃঃ) হলে আমরা ঐ গুমরাহদের 'ভয়ংকর' অংশ হিসেবে হাবীয়াবাসী হব নাকি? এর ফয়সালা অবশ্য স্বয়ং লেখককেই করতে হবে। পরের জন্যে কুয়া খোঁড়া সহজ। এতে নিজেদের পড়ে মরারও যে সম্ভাবনা রয়েছে তা-ও ভেবে দেখা উচিত ছিল।

লেখক 'গুনিয়াতুত তালিবীন' কিতাবের বরাত টানতে গিয়ে পক্ষপাতিত্বের দ্বিতীয় আরেকটি স্বাক্ষর রেখেছেন। তিনি বলেন: ঐ গ্রন্থ প্রণেতা শিয়াগণকে গুমরাহ্ ফির্কাহ্র ফিরিস্তির মধ্যে উল্লেখ করেছেন। এর পাশাপাশি গ্রন্থকার যে, হানাফীগণকেও গুমরাহ্ "মুজিয়া' সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত করে ফেলেছেন, তা প্রকাশ করেননি। (দেখুন গুনিয়াতুত্ তালিবীন ১৯২ পৃষ্ঠা) লেখকের এ রূপ এক তরফা বরাত প্রদান করা ইলমী আমানতদারীর দৃষ্টান্ত নয়।

'গুনিয়াতুত্ তালিবিনে'র উক্ত পৃষ্ঠার বক্তব্য হানাফী সম্প্রদায়ের প্রতিকূলে যায় বলে এর উপর 'টীকা' অংকন করা হয়। প্রশ্ন হল, ঐ গ্রন্থ প্রণেতার বক্তব্য ত গোটা হানাফীদের ব্যাপারেই, তাদের কোন শাখার উদ্দেশ্যে নয়। প্রণেতা, সকল ফির্কাহ্র শাখা প্রশাখার খবর রাখতেন। তাঁর বিস্তৃত ফিরিস্তির মধ্যে গুমরাহ্ ফির্কাহ্সমূহের শাখা প্রশাখা ও আকীদার উল্লেখ এর প্রমাণ। হানাফীদের অংশ বিশেষকে তিনি গুমরাহ মনে করলে, তাদের নাম উল্লেখ করে দিতেন। গ্রন্থকার ছিলেন ইমাম আহমদ বিন হাম্বলের অনুসারী। ইমাম আহমদ বিন হাম্বলের অনুসারীগণ কঠোরভাবে আক্ষরিক অর্থে হাদীসের পায়রবী করতেন। তাঁরা কিয়াস প্রয়োগের পক্ষে ছিলেন না। তাঁরা 'মুজিয়া' মতবাদের ঘোরতর বিরোধী ছিলেন। তাই যারা মুজিয়াদের মতাবলম্বী ছিলেন, তাদের সবদিক তাঁদের নখদর্পনে ছিল। তাই হানাফীদের সম্পর্কে ঐ গ্রন্থে যে মত প্রকাশ করা হয়েছে, তার সাথে একমত না হওয়ার অধিকার আমাদের রয়েছে। কিন্তু গ্রন্থকারের বক্তব্যের কদর্থ করার এখতিয়ার কোন টীকাকারের নেই। কারণ, আমাদের বর্ণিত ৬২ নং উদ্ধৃতিও হানাফীদিগকে ভয়ংকর গুমরাহ্ দল বা 'বড়ি-বালা' (بڑی بلا) বলে চিত্রিত করে। এটা সকলেরই জানা কথা যে, টীকাকারের মন্তব্য তাঁর নিজের হয়। তা গ্রন্থকারের বক্তব্য হতে হবে এমন কথা নেই। বিশেষতঃ যখন টীকাকার তাঁর নিজ গোত্রের সপক্ষে মন্তব্য করতে যায়, তখন এর সম্ভাবনাই বেশী। উপরন্তু গ্রন্থকার মুজিয়াদের প্রসংগে যে ধ্যান-ধারণার উল্লেখ করেছেন তা ইমাম আবূ হানীফার (রাঃ) এবং হানাফী সম্প্রদায়ের মতামতের সাথে মিলে যায়। হানাফীগণ আমল ও একরারকে ঈমানের অংশ মনে করেন না। ঈমান শুধু অন্তরের ব্যাপার, আমলের নয়। ঈমান

www.pathagar.com

কম বেশী হয় না। সাধারণ মানুষ, ফেরেশতা ও নবীদের মধ্যে ঈমানের কোন তফাত নেই। কেউ শুধু মুখে স্বীকারোক্তি করলেই যথেষ্ট। আমল না করলেও সে 'মুমীন' বলে গণ্য হবে, ইত্যাদি আকীদার কথা বর্ণনা করা হয়েছে। (পৃষ্ঠা ১৯৩—১৯৪) এ সব আকীদা আমাদের হানাফী সম্প্রদায় পোষণ করে। কাজেই টীকাকারের টীকার বক্তব্য বাস্তবতার সামনে টিকতে পারে না। অবশ্য গ্রন্থকারের সাথে দ্বিমত পোষণ করা যায়।

তাই বলছি; 'গুনিয়াতুত্ তালিবীনের' মন্তব্যের সাথে একমত হলে 'হানাফী ও শিয়া' উভয় ফির্কাহ্কে গায়ের নাজী বলতে হবে। এর সাথে একমত না হলে হানাফীদের ন্যায় শিয়াগণও নাজী দলের মধ্যে শামিল বলে গণ্য হবে। অনন্তর আমরা বলে আসছি যে, ৭৩ ফির্কাহ্র বর্ণনাটি গ্রহণযোগ্য নয়। এর মধ্যে শাস্ত্রগত অনেক আপত্তির কারণ নিহিত আছে। এ ছাড়া কোনরূপ খবরে ওয়াহিদ দ্বারা কাকেও জাহান্নামী বলা যায় না। আর মুসলমানদের বিশেষ একটি দলকে তো ঐ সূত্রে জাহান্নামে পাঠানোর কোন প্রশ্নই ওঠে না।

হজ্জ

এ প্রসংগে আমার একটি চটি বই প্রকাশিত হয়েছে। নাম 'হজ্জের রাজনৈতিক তাৎপর্য। (আল আমীন প্রকাশনী) এ ছাড়া উদ্ধৃতি নং ৫৮, ৬৯-এ বর্ণিত ইমাম খোমেনীর নির্দেশাবলি দেখতে পারেন।

শিয়াদের সম্পর্কে লিখিত 'ইতিহাসের আলোকে শিয়া সুন্নী বিরোধ' বইটির পর্যালোচনা করতে গিয়ে ন্যায় প্রকাশের নিমিত্ত এতসব কথা বলতে বাধ্য হয়েছি ইলম ও আমলের ময়দানে অধম দীন অভাজন কোন কথায় কারো মনে ব্যথা দিয়ে থাকলে এর জন্যে ক্ষমা চাই। ইমাম মুসলিম ইমাম বুখারীর ছাত্র ছিলেন। তবু মুসলিম শরীফের ভূমিকাতে তিনি ইসলামের স্বার্থে নিজের উস্তাদের মতামত খণ্ডন করেছেন। আমাকেও অনুরূপ ভাবে ক্ষমার চোখে দেখতে হবে। মজলিসে ইসলামীর ভাইদের নিকট আরয, আসুন আমরা কাতারবন্দী হয়ে আলেমদের নেতৃত্বে বিশ্বব্যাপী ইসলামী বিপ্লবের সূচনা করি। বস্তুতঃ আলেমদের নেতৃত্বকেই 'বেলায়েতে ফকীহ্' বলা হয়। বড় লজ্জার কথা, এতগুলো সুন্নী দেশ থাকা সত্ত্বেও আমরা কোন দেশেই আদর্শ ইসলামী হুকুমত কায়েম করতে পারলাম না। আমরা রাজতন্ত্র সমাজতন্ত্র স্বৈরতন্ত্রের যাঁতাকলে নিষ্পেষিত হচ্ছি। ইসলামী খিলাফত কায়েম করতে পারিনি। শিয়াদের সমালোচনার

www.pathagar.com

ফল তেমন ভাল হবে না। তারা ইরানে ইসলামী বিপ্লব করে দেখিয়ে দিয়েছেন। আর আমরা চামচিকার ন্যায় এ আলোকে আঁধার বলে বেড়াচ্ছি। রান্না ঘরের ছনের ভিতর মুখ গুঁজে রয়েছি। ইরানের বিপ্লব ইসলামী না হয়ে থাকলে কোন দেশে ইসলামী বিপ্লবের দৃষ্টান্ত স্থাপন করুন। আর সত্যিকারের ইসলামী বিপ্লবের পথিকৃতের ভূমিকা পালন করুন। এতগুলো সুন্নীদেশ থাকা সত্ত্বেও শিয়া বিপ্লবের (?) ভয়ে আতংকিত হওয়ার কোন কারণ নেই। নির্যাতিত মুসলমানরা ফতওয়া চায় না। চায় বাস্তবমুখী পদক্ষেপ ও বলিষ্ঠ নেতৃত্ব। আর ইরানের শিয়া মুসলমানগণ ইমাম খোমেনীর নেতৃত্বে তা-ই করে দেখিয়েছেন। তাই আজ বিশ্বের মুসলিম জনতা ইমাম খোমেনীর আপোসহীন সংগ্রামের পতাকা তলে ছুটে আসছে। আর আমরা আত্ম-সমর্থনের পথ না পেয়ে ফতওয়াবাজীতে নাম দিয়েছি। মনে রাখবেন, ফির্কাহ্‌দারানা ফতওয়ার দৌরাত্ম্য হতে আমরা দেওবন্দীরাও বাঁচতে পারিনি। বিপক্ষ দল হারাইমাইন শরীফাইনের নামে মিথ্যা ফতওয়া এনে আমাদেরকে কাফের বলছে। কাজেই ফতওয়াবাজী সমস্যার সমাধান নয়। আপনাদের কথায় শিয়া বিপ্লব (?) প্রতিহত করতে হলে পাল্টা বিপ্লব ঘটাতে হবে। যারা মরতে ও মারতে রাযী, তারা আমাদের ফতওয়ার ভয়ে কাঁপে না। বিশেষতঃ যখন ঐ সব ফতওয়া রাজতন্ত্রের ইশারায় রচিত হয় এবং ইসলামের দুশমনগণ এতে উপকৃত হয়।

www.pathagar.com

শিয়া মতবাদ ও ইসলাম ঃ প্রসঙ্গ কথা

ইরানের সাম্প্রতিক ইসলামী বিপ্লব ধণতান্ত্রিক আমেরিকা ও সমাজতান্ত্রিক রাশিয়া উভয়ের জন্যেই চ্যালেঞ্জ হয়ে দেখা দিয়েছে। সাথে সাথে তা মুসলিম বিশ্বের রাজা-বাদশাহ্ এবং আমীর ও শাহ্গণ কর্তৃক পরিচালিত ব্যক্তি-কেন্দ্রিক শাসন ব্যবস্থার জন্যে হুমকীর সৃষ্টি করেছে। তাই সংগত কারণেই এসব মহল ভীত ও সন্ত্রস্ত। অনুরূপ তাদের অনুকূলে কার্যরত প্রতিষ্ঠানগুলো 'প্রভুদের' কল্যাণ চিন্তায় দিশা হারিয়ে ফেলেছে। ইরানী বিপ্লব তাদেরকে পরীক্ষার সম্মুখীন করে দিয়েছে। বিপ্লবের সমর্থন করলে রিজিক বন্ধ হয়ে যায়। জান বাঁচনো ফরজ। সেজন্যে তারা ইরানের ইসলামী বিপ্লবের মাথায় লাঠি মেরে 'প্রভুদের' মন জুগিয়ে যাচ্ছেন, একথা বুঝতে কারো কষ্ট হয় না।

যে ইসলামী বিপ্লব সাধনের জন্যে মা বোনরাও রক্ত দিয়েছেন, অগণিত আলেম, ছাত্র, যুবক ও মেহনতী মানুষ শাহাদাত লাভ করেছেন, তার বিরুদ্ধে মহল বিশেষের অপপ্রচারকে বাধাহীনভাবে যেতে দেওয়া যায় না। বিপ্লবী ইসলামী জনতা এদের কৈফিয়ত তলব করবেই। আর রাজতন্ত্রের সেবাদাসদের মুকাবিলা করে যাবেই সশস্ত্র যুদ্ধের ময়দানে, কলমের যুদ্ধে ও বক্তৃতা মঞ্চে মাঠে ঘাটে সব জায়গায় এ সেবাদাসদেরকে কোণঠাঁসা করে তুলতে হবে। বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে এদের দাঁতভাঙ্গা জওয়াব দিতে হবে। শহীদানের রক্তের সাথে বিশ্বাসঘাতক তথাকথিত ইসলামী চিন্তাবিদদের মুখোস খুলে ফেলতে হবে। মুসলমানদের সামনে এদের নগ্নরূপ তুলে ধরতে হবে—যারা শিয়া সুন্নী বিরোধের উস্কানী দিয়ে ঘোলাপানিতে মাছ শিকার করতে উদ্ধত, তাদের কুৎসিত চেহারা জনসাধারণের সামনে উন্মোচিত করে দিতে হবে।

ইরানের ইসলামী বিপ্লব গরীব জনগণের অর্থনৈতিক কল্যাণ এনেছে। জনগণকে রাজতন্ত্রের যাঁতাকলের নিষ্পেষণ হতে রেহাই দিয়েছে। মুসলিম বিশ্বের নির্যাতিত মানুষকে বিপ্লবের মাধ্যমে ইসলাম প্রতিষ্ঠার পথ দেখিয়েছে। রাজতন্ত্রকে লাথি মেরে, আমেরিকা ও রাশিয়াকে বাদ দিয়েও যে চলা যায়, তার নযীর স্থাপন করেছে। কুফরী শক্তির সাথে কিরূপে সংগ্রাম করতে হয়, তা শিখিয়েছে। যারা অর্বাচীনের মত এহেন একটি বিপ্লবের পথে বালির বাঁধ রচনা করে চলেছে, তারা অচিরেই নিজেদের পরিণাম স্বচক্ষে দেখে নেবে।

www.pathagar.com

যখন দেখি একটি ইসলামী—আন্দোলন' বিশ্বব্যাপী ইসলামী বিপ্লব সাধনের পথে অন্তরায় সৃষ্টি করছে, তখন আমরা অত্যন্ত দুঃখ পাই। একথা কে না জানে যে মরহুম জামায়াত নেতা আবুল আলা মওদূদী ইরানের ইসলামী বিপ্লবের ব্যাপারে আশাবাদী ছিলেন। আর তিনি রাজতন্ত্র বাদ দিয়ে ইসলামী খিলাফত কায়েমের জন্যে জনৈক বাদশাহকে আহ্বানও জানিয়েছিলেন। এহেন নেতার প্রতিষ্ঠিত জামায়াত আজ প্রকাশ্যে রাজতন্ত্রের অনুকূলে কাজ করে যাচ্ছে। রাজতন্ত্র উৎখাত-কারী ইসলামী বিপ্লবের স্বচ্ছ চেহারায় কালিমা লেপনের অপচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। সত্যি, গরজ বড় বালাই।

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর পরামর্শ সভার বিশিষ্ট সদস্য বন্ধুবর সৈয়দ মুহাম্মদ আলী সাহবের নামে একটি বই ছাড়া হয়েছে। তথাকথিক দারুল ইফতা ১৫ নং মগবাজার ঢাকা হতে বইটি প্রকাশিত। বইটির নাম 'শিয়া মতবাদ ও ইসলাম'। লেখক শিয়া মতবাদকে ইসলামের বিপরীত মত বলে প্রতিপন্ন করতে চান। শিয়া মতবাদকে বইটির নানা স্থানে "শিয়া ধর্মমত" বলে উল্লেখ করেছেন। যাতে শিয়া মতকে একটি স্বতন্ত্র ধর্মমত বলে চালিয়ে দেওয়া যায়, সে উদ্দেশ্যে এ কূট-কৌশল অবলম্বিত হয়েছে। লেখক তার ভূমিকায় বলেন, "শিয়া মতবাদ ও শিয়া ধর্মমত ইসলামের নামেই পরিচিত। শিয়া সম্প্রদায়ও নিজেদেরকে মুসলিম বলেই দাবী করেন।"

শিয়াগণ আহলে কিবলা এবং কালিমাতে বিশ্বাসী মুসলমান কি না, আমরা তা সবিস্তারে আলোচনা করে এসেছি। পাঠক তা অবগত আছেন। হানাফী, মালিকী, শাফিয়ী. হাম্বলী, নজদী ইত্যাদি চিন্তাধারাকে ইসলামের অন্তর্ভুক্ত ব্যাখ্যা বলেই আমরা জানি। ইসলামের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের তফাতের দরুন নানা ফির্কাহর জন্ম হয়েছে। অনুরূপ, শিয়া মতামত ও ইসলামের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের ফলে জন্ম নিয়েছে। কাজেই ইসলামের পরিপন্থী বা, বিপরীত মত বলে উল্লিখিত কোন মতকেই চিহ্নিত করা যায় না। এরূপ করা অযৌক্তিক হবে। হাঁ, ইসলামের শিয়া ব্যাখ্যার সাথে কারো দ্বিমত থাকতে পারে। তাই বলে শিয়া ব্যাখ্যা ইসলামের বাইরের বস্তু বলা যাবে না। কাজেই ভূমিকায় লেখক যে, বলেছেন "অযৌক্তিকভাবে কোন কিছু পেশ করা হয়নি," তা অসার বলে প্রমাণিত হয়।

শিয়ারা তো নিজেদেরকে মুসলিম বলেই দাবী করে। তাদের মতামতকে ইসলামের অন্তর্ভুক্ত মত বলে তারা দৃঢ়তার সাথে বিশ্বাস রাখে। তাদের মতামতকে

www.pathagar.com

তারা স্বতন্ত্র ধর্মমত বলে প্রচার করে না। এখন লেখকের প্রতি আমাদের জিজ্ঞাসা, এ ব্যাপারে আপনাদের মতামত কি? আপনারা শিয়াদেরকে মুসলিম মনে করেন কি না? শিয়া মতামতকে ইসলামের অন্তর্ভুক্ত একটি মত মনে করেন কি না? যদি তাই মনে না করেন, তবে খোলাখুলি বলে ফেলেন-না কেন? স্বপক্ষের প্রমাণাদির বলিষ্ঠতায় আস্থা নেই নাকি? মনে রাখা উচিত, সত্য সুস্পষ্ট হয়। অসত্য গোলক ধাঁধাঁর সৃষ্টি করে।

জামায়াতে ইসলামীতে শিয়া আকীদা

জামায়াতীদের ভুলে গেলে চলবে না যে, জামায়াত যারা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে শিয়া রুকনও ছিলেন। তাহলে কি শিয়া কাফিরদেরকে নিয়ে লেখকের জামায়াতটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল? জামায়াতে ইসলামীর আকীদায় "মেয়ারে হক" বিষয়টি শিয়া আকীদা হতে গৃহীত হয়। শিয়াগণ আল্লাহ্ ও রাসূল (সা:) ছাড়া অন্যদেরকে 'মেয়ারে হক' মনে করেন না। এ জন্যেই তাঁরা খিলাফতের ব্যাপারে নির্বাচন ও নিযুক্তিকে মেনে নেননি। শিয়াদের এ মৌলিক আকীদাটি হুবহু জামায়াতের আকীদায় স্থান পেয়েছে। আর এ আকীদার শপথ না নিলে কেউ রুকন হতে পারে না। লেখক জামায়াতের রুকন। কাজেই এ শিয়া-আকীদা গ্রহণের দরুন তিনি নিজে কোন পর্যায়ে আছেন ভেবে দেখতে পারেন। শিয়া আকীদা বর্ণনা করে তফসীরে আল-মীযানের প্রণেতা বিখ্যাত হাদীস ও তফসীর বিশারদ শিয়া মুজতাহিদ আল্লামা সৈয়দ মুহাম্মদ হুসাইন তাবাতাবায়ী বলেন:

تَعْتَقِدُ الشِّيْعَةُ بِنَصٍّ مِنَ الْقُرْآنِ الْكَرِيْمِ حُجِّيَّةَ اَقْوَالِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ فِي التَّفْسِيْرِ وَتَرٰى اَنَّ الصَّحَابَةَ وَالتَّابِعِيْنَ كَبَقِيَّةِ الْمُسْلِمِيْنَ لَا حُجَّةَ فِيْ اَقْوَالِهِمْ اِلَّا مَا ثَبَتَ اَنَّهٗ حَدِيْثٌ نَبَوِيٌّ ـ وَقَدْ ثَبَتَ بِطُرُقٍ مُتَوَاتِرَةٍ فِيْ حَدِيْثِ الثَّقَلَيْنِ اَنَّ اَقْوَالَ الْعِتْرَةِ الطَّاهِرَةِ مِنْ اَهْلِ بَيْتِهٖ عَلَيْهِ السَّلَامُ هِيَ تَالِيَةٌ لِاَقْوَالِ الرَّسُوْلِ فَهِيَ حُجَّةٌ اَيْضًا الخ (القرآن فی الاسلام ص٧٦)

৬৩. "কুরআন করীমের বর্ণনানুসারে শিয়াগণ তফসীর প্রসংগে মহানবী (সা:)-এর উক্তিসমূহকে হুজ্জত (প্রমাণ) বলে বিশ্বাস পোষণ করেন। আর তারা মনে করেন যে, সাহাবা ও তাবেয়ীগণ অন্যান্য মুসলমানদের পর্যায়ে রয়েছেন—যাদের উক্তিসমূহ হুজ্জত নয়। হাঁ, তা যদি নবীর (সা:) হাদীস বলে প্রতিপন্ন হয়, তবে মানা যাবে।

www.pathagar.com

"হাদীসে সাকালাইনের মুতাওয়াতির সনদ সূত্র দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে, পবিত্র নবী খান্দানের মনীষীদের উক্তি, রাসূল (সা:)-এর উক্তিসমূহের অনুগামী হওয়ার দরুন ওইগুলোও হুজ্জত বলে গণ্য হয়।" (আল্ কুরআন ফিল ইসলাম : ৭৬ পৃ:)

আমাদের উদ্ধৃতিটি স্পষ্ট। এখানে দেখা যায় যে, শিয়াগণ সাহাবা ও তাবেয়ীগণকে সাধারণ মুসলমানদের সমপর্যায়ে রেখেছেন। তারা তাঁদের উক্তিকে হুজ্জত বা দলীল বলে মনে করেন না। অনুরূপ, জামায়াতীরাও সাহাবাদের উক্তিকে 'মেয়ারে হক' বা 'সত্যের মাপকাঠি' মনে করে না। কাজেই জামায়াতী আকীদায় শিয়া আকীদা প্রবিষ্ট হয়েছে, এতে সন্দেহ নেই। কারণ হুজ্জত ও মেয়ারে হক একই কথা।

জামায়াতীদের কাছ থেকে আমাদের আরও জানার আছে। পাকিস্তানের ইসলামী শাসনতন্ত্রের মূলনীতি নির্ধারণের জন্যে পাক আমলে করাচীতে সর্বদলীয় উলামা সম্মেলন হয়েছিল। মরহুম সাইয়িদ আবুল 'আলা মওদূদীসহ তৎকালীন পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের সকল মুসলিম ফির্কাহর বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দ সে সম্মেলনে যোগদান করেন। কাদীয়ানী সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিও সম্মেলনে যোগদানের জন্যে হাজির হন। মওলানা মওদূদী সহ সকল ফির্কাহর ধর্মীয় নেতাগণ তাদেরকে কাফির বলে প্রত্যাখ্যান করেন অথচ শিয়াগণকে একটি ইসলামী ফির্কাহ বলে গ্রহণ করেন। সম্মেলনে শিয়া মুজতাহিদগণকে তাঁরা প্রতিনিধি রূপে গ্রহন করেন। তাঁদের শিয়া মতানুসারে নিজস্ব ফির্কাহ্ মুতাবিক চলার শাসনতান্ত্রিক অধিকার স্বীকার করে নেন। আমি তখন ছাত্র। করাচীতে পড়াশুনা করি। দুর্ভাগ্য-বশতঃ জামায়াতের ছাত্র সংগঠনের সাথে জড়িত ছিলাম। ঐ সম্মেলনে পেশ করার জন্যে একটি শাসনতন্ত্র প্রণয়ন সাব-কমিটি গঠন করা হয়। বলতে গেলে মওলানা মওদূদী ছিলেন ওই সাব কমিটির সবকিছু। মরহুম মওলানা আতহার আলী খসড়া রচনায় সাইয়িদ মওদূদীর যত্ন প্রচেষ্টার বিশেষ প্রসংসা করেছিলেন সেদিন। খসড়া শাসনতন্ত্র রচনায় শিয়া মুজতাহিদও শরীক ছিলেন। মওলানা মওদূদী কি করে শিয়াগণকে মুসলমান মনে করলেন? তখনকার শিয়াদেরকে কি তাদের বর্তমান আকীদা বিশ্বাস ছিল না? তখন কেন শিয়াদের বিরুদ্ধে বই লেখার প্রয়োজন বোধ করেননি জামায়াত অনুসারীগণ? ইরানে ইসলামী বিপ্লব সাধিত হওয়ার পর কেন এত সব প্রয়োজন? রাজা বাদশাহদের ফরমায়েশে এসব শুরু হয়নি তো? একটু সামলিয়ে চলুন। শহীদানের রক্তের অবমাননা করা উচিত হবে না।

www.pathagar.com

অন্যের মতবাদকে বিকৃত করে পরিবেশন করার প্রবণতাকে সুধীমহল নিন্দনীয় বলে থাকেন। বন্ধুবর চিন্তাবিদ সৈয়দ মুহাম্মদ আলী ইসলামের শিয়া দর্শনকে 'শিয়া ধর্মমত' বলে পরিবেশন করেছেন। কেউ যদি মওদূদী মতামতকে মওদূদী ধর্মমত বলে এবং মওদূদী ধর্মমতকে ইসলামের বিপরীত বা পরিপন্থী সাব্যস্ত করার বদনিয়তে 'মওদূদী মতবাদ ও ইসলাম' নামকরণ করে বই বের করে। আর মওলানা মওদূদীর চিন্তাধারাকে ইসলামের পরিপন্থী বলে প্রচারাভিযান চালায় তা সঙ্গত কাজ হবে? যদি তা সঠিক না হয়, তবে অন্যকে জঘন্য রূপ দিয়ে বই লিখা হল কেন? বিষয়টি ভেবে দেখেছেন কি?

লেখকের কারসাজি

লেখক কর্তৃক শিয়াগণকে কুৎসিত রূপে পরিবেশনের নমুনা পেশ করা হলো :

বইটির ৬ পৃষ্ঠায় শিয়াদের বিরুদ্ধে উত্তেজনা সৃষ্টি করার মানসে কিছু ঐতিহাসিক ঘটনাদি বর্ণনা করা হয়। শিয়াগণ তৎকালীন বাদশাহর যোগসাজসে অ-শিয়াগণকে খুন করে। কবর হতে লাশ উঠিয়ে অপমান করে। খুতবায় বিরুদ্ধবাদী সাহাবা ও সাহাবিয়াগণকে গালি দেওয়ার ফরমান জারি করায় ইত্যাদি মানে এমন সব কথা, যা শোনামাত্র শিয়াদের বিরুদ্ধে শ্রোতা তেড়ে আসতে বাধ্য।

প্রতিপক্ষকে গালি দেওয়ার প্রথা সর্ব প্রথম তথাকথিত সুন্নীগণ প্রবর্তন করেছিলেন। হযরত উমর বিন আবদুল আজীজের (রাঃ) আমলে তিনি এসব বন্ধ করেছেন। আর তাঁর শাসনাধীন এলাকায় তিনি বার বার নিষেধাজ্ঞা জারি করেন। এ প্রসঙ্গে কথা বলতে গেলে বড়দের নাম এসে যায়। মোটকথা, গালমন্দ করাকে জ্ঞানীগণ সমর্থন করতে পারেন না। তা যে কোন পক্ষ হতেই হোক না কেন। তবে এ ব্যাপারে শুধু শিয়াগণকে দোষারোপ করা লেখকের পক্ষপাত দুষ্ট শিয়া বিদ্বেষের প্রমাণ বলা যায়।

"আলবাদী আজলামু" 'সূচনাকারী বড় অপরাধী' মহানবী (সাঃ)-এর ফয়সালা। এ হাদীসের দৃষ্টিকোণে কে প্রথম অপরাধী তা ঠিক করুন। কবর হতে লাশ উঠিয়ে অপমান করার মত ঘৃণ্য পৈশাচিক ঘটনার নজীর মুসলমানদের ইতিহাসে ভূরি ভূরি রয়েছে। স্বয়ং হযরত আলীকে (রাঃ) লুকিয়ে দাফন করতে হয়েছিল এ জন্যেই। উমাইয়াগণ এসব অপকর্মের স্রষ্টা। পরে আব্বাসীয়াদের দ্বারাও অনুরূপ অন্যায় কাজ হয়েছে। রাষ্ট্রীয় ব্যাপার নিয়ে পরস্পরকে হত্যা বংশসমেত নিপাত করে ফেলার কথা উমাইয়া ও আব্বাসীয়দের স্বৈরশাসনের ইতিহাসের

www.pathagar.com

পাতায় পাতায় রয়েছে। অথচ এ উভয় গোত্রের বাদশাহরা তাদের আমলে শিয়ানে আলীদের প্রতি অকথ্য নির্যাতন করেছে। এবং এরূপ নির্যাতন পরিচালনায় প্রাসাদ আশ্রিত মুফতীদের অবদানও খাটো করে দেখবার নয়। মুসলমান রাজা বাদশাহগণ তাদের পোষ্য মুফতীদের ফতোওয়া নিয়ে প্রতিপক্ষকে খুন করেছেন। এরূপ মুফতীদের বিরুদ্ধেই নির্যাতিতদের রোষ ফেটে পড়েছে। তারা বিপ্লবীদের হাতে লাঞ্ছিত হয়েছে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ জামায়াতীদের এ বিষয়ে বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকারই কথা। কাজেই নির্যাতিত শিয়াদের তরফ হতে উত্তেজনার বশবর্তী হয়ে প্রতিপক্ষের প্রতি কিঞ্চিৎ বাড়াবাড়ি হয়ে থাকলে ইতিহাস শুধু তাদেরকে দোষ দেবে না। যারা ফতওয়া দিয়ে শিয়াগণের প্রাণনাশের কারণ হয়েছিলেন, তাদেরকেও দোষী সাব্যস্ত করতে হবে।

হজ্জে যোগদানের অপরাধে ১৩৬২ হিঃ সনে একজন শিয়া হাজীকে পবিত্র মক্কায় হত্যা করা হয়েছিল। এ হত্যাকাণ্ডও ঘটেছিল অপরিণামদর্শী তথাকথিত মুফতীর ফতওয়ার দরুনই। এ ধরনের মুফ্তীগণকে কোন বিবেকসম্পন্ন ব্যক্তি ক্ষমার চোখে দেখতে পারে না। এই তো ক'বছর আগে রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানোর জন্যে কা'বা ঘরে মুসলিম বিশ্বের বিক্ষুব্ধ বিপ্লবীগণ জড়ো হয়েছিলেন। টাকায় কেনা মুফতিদের ভ্রান্ত ফতওয়ার কল্যাণে তাঁদেরকে ধরে হত্যা করা হয়েছে। অথচ তারা কোন ইসলাম সম্মত খিলাফতের অভিভাবক আমীরুল মুমিনীনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেননি। তারা রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছিলেন মাত্র। মুফতিদের ফতওয়ার দরুন 'হারামান্ আমিনা'' চির নিরাপদ হেরেম শরীফেও বাঁচতে পারলেন না প্রতিবাদকারীরা। মসজিদে হারামের বুরুজগুলো কামানের আঘাতে ভেঙে চুরমার করে দেয়া হল। অথচ এ ধরনের কর্মকাণ্ড হাদীস মুতাবিক একেবারে হারাম। (দেখুন, মা'আরিফে মাদানিয়া ১১ তম খণ্ড ১৫ পৃষ্ঠা ও তিরমিযী শরীফ, হজ্জ অধ্যায়) বলুনতো বিপ্লবীরা এসব প্রাসাদ আশ্রিত মুফতীদেরকে হাতে পেয়ে বসলে নমস্কার জানাবেন না---। কাজেই ন্যায়সঙ্গত বিপ্লবকে ভয় করুন। কেউ নিজেদের অপকর্মের হিসাব উপস্থাপিত করতে যাবেন না। তালিব নামী উক্ত শিয়া হাজী ফরজ হজ্জ আদায় করার জন্যে জীবনের বিনিময়ে হজ্জে গমন করেন। তিনি কালিমা শাহাদাত ও কালিমা তাইয়েবা পাঠ করে তাঁর মুসলমান হওয়ার কথা ব্যক্ত করেন। তথাপি তাঁকে সাফা ও মারওয়ার মধ্যবর্তী স্থানে মুফতীর ফতওয়ায় শহীদ করে ফেলা হয় (আল্ গাদীর ৩১৬।/৩) হাঁ, বলুনতো হযরত 'উমর বিন আবদুল আজীজ (রাঃ)-কে বিষ প্রয়োগ করেছিল কারা, শিয়ারা না সুন্নীরা। হযরত ইমাম

www.pathagar.com

আবু হানীফাকে জেলে পুরে হত্যা করেছিল কারা, শিয়ারা না সুন্নীরা? হযরত ইমাম মালিক ও হযরত ইমাম আহমাদ বিন্ হাম্বলকে বেত্রাঘাতে জর্জরিত করে ছিল কারা? শিয়ারা না সুন্নীরা? হযরত সাইয়িদ আহমদ শহীদ বেরলভীর (রাঃ) সেনাদলকে নামাজে সিজদারত অবস্থায় শহীদ করেছিল কারা? শিয়ারা না সুন্নীরা?

তুর্কী খিলাফতের বিরুদ্ধে ইংরেজদের প্ররোচণায় বিদ্রোহ করেছিল কারা? এজন্যে শরীফ হোসেনরা কি দায়ী নয়? তার বংশধরগণ এখনো কি পরাশক্তির দালালী করছে না? তারা কি শিয়া? মোটেই না। জনৈক শিয়া মন্ত্রী বাগদাদের রাজতন্ত্রী খিলাফতের বিরুদ্ধে দুষমণকে মদদ দিয়েছিল। আর আরবের সুন্নীরা তুর্কীর সুন্নী খিলাফতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল। হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন যোবাইরের সাথে যুদ্ধ করার জন্যে ইয়াজিদ মক্কা শরীফে আমর বিন সায়ীদের নেতৃত্বে সেনাবাহিনী পাঠায়। আমরের সেনারা কাবা ঘরে আগুন লাগিয়ে দেয়। পাথর নিক্ষেপণ যন্ত্রের সাহায্যে কাবা ঘরের প্রাচীর বিদীর্ণ করে ফেলে। হেরেম শরীফে হযরত ইবনে যোবাইরকে হত্যা করে। অথচ এদের কেউই শিয়া ছিল না। অনুরূপ ইয়াওমুল্ হারবাতে মদীনার মেয়েদের উপর পাশবিক অত্যাচার চালান হয়। হাজার হাজার মেয়ে আক্রমণকারী সৈনানীদের দ্বারা ধর্ষিতা হয়। এসবই কি কোন শিয়া লশকরের দ্বারা হয়েছিল, না তথাকথিত সুন্নী ফউজের অপকর্ম ছিল? জামায়াতী চিন্তাবিদ আমাদেরকে এ বিষয়ে জ্ঞান দান করতে পারেন কি? ইতিহাস ঘাটলে দেখা যাবে যে, এসব আমাদের ন্যায় সুন্নীদের দ্বারাই সংঘটিত হয়েছিল। কাজেই অপকার্মের জন্যে শুধু শিয়াদের চরমপন্থীগণকে দায়ী করা যায় না, ইতিহাসের এরূপ অসংখ্য অপকর্মের জন্য আমরা সুন্নীরাই দায়ী। কাজেই কাসুন্দি ঘেঁটে শিয়াদের বদনাম করে রাজাদের মন তুষ্ট করতে যাওয়া ঠিক হবে না।

শ্রদ্ধেয় জামায়াতী লেখকের অবগতির জন্যে আমরা এখানে হযরত আবদুল্লাহ্ বিন যুবাইরের ঘটনা উল্লেখ করছি। তাঁকে হত্যা করে শূলে চড়ানো হয়। মক্কার দ্বার দেশে তাঁর লাশ ঝুলছিল। হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন ওমর তা দেখে বললেন, যারা তোমাকে মন্দ বলে, বস্তুত তারাই মন্দ। হাজ্জাজ বিন ইউসুফ একথা শুনে তাঁর লাশটির অপমান করে। আর তাঁর মা হযরত আসমা বিনতে আবু বকরের সাথে অভদ্রাচরণ করে। এ ঘটনার উল্লেখ করে মিশকাত শরীফে বলা হয়:

www.pathagar.com

......فَأُنْزِلَ عَنْ جِذْعِهِ فَأُلْقِيَ فِي قُبُورِ الْيَهُودِ ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَى أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ فَأَبَتْ أَنْ تَأْتِيَهُ فَأَعَادَ عَلَيْهَا الرَّسُولَ لَتَأْتِيَنِّي أَوْ لَأَبْعَثَنَّ إِلَيْكِ مَنْ يَسْحَبُكِ بِقُرُونِكِ قَالَ فَأَبَتْ وَقَالَتْ وَاللهِ لَا آتِيكَ حَتَّى تَبْعَثَ إِلَيَّ مَنْ يَسْحَبُنِي بِقُرُونِي قَالَ فَقَالَ أَرُونِي سِبْتَيَّ فَأَخَذَ نَعْلَيْهِ ثُمَّ انْطَلَقَ يَتَوَذَّفُ حَتَّى دَخَلَ عَلَيْهَا فَقَالَ كَيْفَ رَأَيْتِنِي صَنَعْتُ بِعَدُوِّ اللهِ قَالَتْ رَأَيْتُكَ أَفْسَدْتَ عَلَيْهِ دُنْيَاهُ وَأَفْسَدَ عَلَيْكَ آخِرَتَكَ الخ

(مشكوة - مناقب ص٥٥٢)

৬৪. অতঃপর শূলী কাষ্ঠ হতে তাঁর লাশ নামিয়ে ইহুদীদের গোরস্তানে নিক্ষেপ করা হয়। অতঃপর তাঁর জননী হযরত আবুবকর (রাঃ)-এর মেয়ে হযরত আসমাকে উপস্থিত হতে নির্দেশ দেয়। হযরত আসমা এতে অসম্মতি জানান। পুনরায় তাঁর কাছে দূত পাঠিয়ে বলে যে, অবশ্যই তার নিকট (হাজ্জাজের নিকট) তাঁকে আসতেই হবে। না আসলে তাঁর চুল ধরে টেনে হিঁচড়ে তাঁকে হাজির করার জন্যে লোক পাঠানো হবে। এ সংবাদ শুনে হযরত আসমা পুনরায় অসম্মতি জানান। আর বলেন যে, আল্লাহ্র কসম, আমি তোমার কাছে আসছি না। যে আমাকে চুলে ধরে টেনে নিতে পারে, এমন লোক পাঠাও দেখি। বর্ণনাকারী বলেন: তখন হাজ্জাজ বলল, আমার জুতো কোথায় আন দেখি। সে জুতা পরলো। আর গর্ব ভরে এগোতে লাগল। হযরত আসমার (রাঃ) নিকট উপস্থিত হয়ে বলল: দেখেছ আল্লাহ্র দুশমনের সাথে আমি কি করেছি। হযরত আসমা বললেন, দেখিছি, তুমি তাঁর দুনিয়ার ক্ষতি করেছ। আর সে তোমার দ্বীন বরবাদ করে দিয়েছে।" [মিশকাত ৫৫ মানাকিব]

হাদীসটিতে আরও বাকবিতণ্ডার উল্লেখ রয়েছে। প্রশ্ন হল, পুরুষে পুরুষে দ্বন্দ্ব। এখানে একা পুরুষ হাজ্জাজ কেন মেয়ে মহলে ঢুকতে গেল? আর হাজ্জাজের মত নচচার কি করে হযরত আসমা (রাঃ)-কে চুল ধরে হিঁচড়ে আনতে নির্দেশ দিল? আর লাশটিকে শূলে চড়িয়েও তার তৃপ্তি হল না। ইহুদীদের কবর খানায় নিক্ষেপ করল। হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন যুবাইর (রাঃ) মহানবীর একজন বিশেষ সাহাবী ছিলেন। হাজ্জাজের মত খুনী অসাহাবী কি করে তাঁর লাশের অবমাননা করতে পারল। আর তাঁর সাথে যেসব এজীদী মুসলমান ছিল তারা কি করে এতে সায় দিল। এরা কেউতো শিয়া ছিল না, ছিল তথাকথিত সুন্নী। কাজেই

www.pathagar.com

একদেশদর্শী হয়ে শুধু শিয়াদের দোষ দেয়া ঠিক হবে না। শিয়াদের প্রতি যে লোমহর্ষক জুলুম করা হয়েছে, তার বিবরণ যথেষ্ট দীর্ঘ। আসলে রাসূলগণের জীবনী পড়লে এসব ওয়াকিফ হওয়া যায়।

স্পেনের পতনে সুন্নী নামধারী সেনাপতি বাবরাক বিন্ আম্মার ডিউক খৃষ্টান সেনাপতির সাথে গোপন চুক্তি করে মুসলিম বাহিনীর বিপর্যয় ডেকে আনে। জান্দাল বিন হামূহকে খৃষ্টানগণ স্পেনের বাদশাহ বানানোর প্রলোভন দিয়ে বিভ্রান্ত করে। ফলে, মুতাসিম বিন সামাদিহ মুসলিম শাসকের পতন হয়। ইবনে যিন্নূন নামক সুন্নীমন্ত্রী খৃষ্টানদের সাথে গোপন আঁতাত করে। যার দরুন বালানসিয়া প্রদেশের পতন হয়। খৃষ্টান শক্তি মুসলিম মহিলাদের ইজ্জত নিয়ে ছিনিমিনি খেলে। সম্ভ্রম রক্ষা করতে গিয়ে তের হাজার লোকের প্রাণ যায়। খৃষ্টান হতে অসম্মতি জানানোর অপরাধে ত্রিশ হাজার মুসলমানকে হত্যা করা হয়। মাদ্রাসা ও শহরের জামে মসজিদ পুড়িয়ে ফেলা হয়। আল্লামা তানতাবী তাঁর রচিত তাফসীরে তান্তাবীর ১৮০---১৮৩/২১ পৃষ্ঠায় বিশদ বিবরণ দিয়েছেন।

মুতা বিয়ে

মুতা বিয়ে নিয়ে লেখক বড় হৈচৈ করেছেন। আমরা সুন্নীরা মুতা বিয়েকে বৈধ মনে করি না। কাজেই এ বিষয়ে সমর্থন দানের প্রশ্ন উঠে না। তবে মুতা বিয়েকে মওলানা সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী সমর্থন করেছেন। তাঁর সাথে 'আলেমগণের এ নিয়ে বিরাট বিতর্কের সৃষ্টি হয়। ফলে জামায়াতের বিরুদ্ধে লাহোরে গণঅসন্তোষ দেখা যায়। কাজেই মুতাবিয়ের সমর্থনের দরুণ জামায়াত নেতা মওলানা মওদূদীর অপরাধ কম নয়। লেখকের পরম শ্রদ্ধেয় মরহুম নেতাকে তিনি দোষী বলেননি। যত দোষ নন্দ ঘোষ শিয়াদের ঘাড়ে চাপিয়ে ময়দান মাত করে ফেলেছেন।

মুতা বিয়ের মিমাংসা করা রিওয়ায়াত দ্বারা সম্ভব নয় বলে আমার ধারণা। এজন্যেই মরহুম মওলানা হুসাইন আহমদ মাদানী ইজমায়ে উম্মতের দ্বারা এর মীমাংসা দিয়েছেন। (দেখুন মা'আরিফে মাদানী ১১৪/১২) তবে শিয়াগণ মুতার পক্ষে যুক্তি পেশ করেছেন। আল গাদীর গ্রন্থের ৩০৬/৩ এবং ৩২৮/৩ পৃষ্ঠা গুলোতে তারা এ বিষয়ের উপর সবিস্তারে আলোচনা রেখেছেন। মওলানা মওদূদীর অনুসারী কোন চিন্তাবিদ তাদের যুক্তিগুলি খণ্ডন করতে এগিয়ে এলে ভাল হয়। এতে মরহুম সাইয়িদ আবুল আলা মওদূদীর মুতা সমর্থনের অভিযোগটি জামায়াতীরা কাটিয়ে উঠতে পারবেন। মওলানা মওদূদী প্রথম দিকে খবরে ওয়াহিদ সূত্রে বর্ণিত হাদিসগুলোকে তেমন আমল দিতেন না। পরে 'হুজ্জিয়তে হাদীস' বই

www.pathagar.com

লিখে ঐ ভুলের অবসান করেন। হাদীস অস্বীকারকারীরা তাঁর প্রথম দিকে লিখিত ভ্রান্তিপূর্ণ প্রবন্ধাদি দিয়ে নিজেদের বক্তব্য সপ্রমাণিত করে থাকে। অনুরূপ, পাক-ভারতের শিয়াগণও মওলানা মওদূদীর মুতা দৃষ্টিকোণ নিয়ে নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গির বাস্তবতা প্রমাণিত করে থাকেন, আর মওলানা মওদূদী রচিত "খিলাফত ও মুলুকিয়ত" বইয়ের সাহায্যে সাহাবা-ই-কিরামের সমালোচনা করেন; জামায়াতীরা এসবের কোন বিহিত বিধান করবেন কি?

আয়নায় নিজেকে দেখুন

জামায়াতী বই পুস্তকে নবী রাসূল ও সাহাবা-ই-কিরামের শানে অবমাননাকর উক্তি প্রচুর রয়েছে। হক্কানী 'আলেমগণ এ ব্যাপারে বই লিখে জামায়াতীদের সমালোচনা করেছেন। এমন কি তাদের সম্পর্কে গুমরাহীর ফতওয়া পর্যন্ত দিয়েছেন। "মওদূদী মাযহাব" "বারাআতি উসমান" "মোকামি সাহাবা" ইত্যাকার বইগুলোতে এর প্রমাণ রয়েছে। এহেন অনুসারী লেখক আসছেন শিয়াদের সাহাবা বিদ্বেষ প্রসঙ্গে কথা বলতে। খিলাফত ও মুলুকিয়ত বইটির বক্তব্য ও সমালোচনামূলক অধ্যায়গুলো শিয়া মতবাদের সমর্থন পুষ্ট। এ বইটিতে হযরত 'আলী (রাঃ) এর বিরুদ্ধাচরণকারী সাহাবাদের নিন্দে করা হয়েছে। তৃতীয় খলিফা হযরত উসমান (রাঃ) এর সমালোচনা করা হয়েছে। তাঁদের এ ধরনের কার্যকলাপ উল্লেখ করতে গেলে স্বতন্ত্র বই হয়ে যায়। এ বিষয়ের উপর যথেষ্ট লেখা হয়েছে। হক্কানী আলেমদের ফতওয়াও রয়েছে। পাঠক মহল পড়ে দেখতে পারেন। আমাদের বক্তব্য হল, যারা সাহাবাদের কারো কারো প্রতি অশ্রদ্ধাকর বক্তব্য রাখেন তাদের অন্যতম হল জামায়াতীরা। এক্ষেত্রে তাঁরা উগ্রপন্থী শিয়াদের প্রতিনিধিত্ব করে থাকে। মুতা বিয়ে, সাহাবাগণের কার্যকলাপের সমালোচনা এবং খিলাফতে রাশেদার খুঁত বের করা থেকে কোনটাই তারা বাদ দেয়নি। তারা হাতে আলো নিয়ে চুরি করার দুঃসাহস দেখাচ্ছে। ফার্সী প্রবাদে বলা হয়।

چہ دلاور دوزدی کہ چراغ بدست دارد۔

"কিচ্ছু দুঃসাহসী চোর যে, হাতে তার আলো রয়েছে।" এ প্রবাদ বাক্যটির আলোকে তাদের কার্যকলাপ বিবেচনা করা হয়। তাকিয়া নীতি অবলম্বন করে নিজেদের আকীদা গোপন করে লেখক বইটির ২৭ পৃষ্ঠায় বলেন (ক) নবী (সাঃ) এর পূর্ণ ও সঠিক অনুসরণের ব্যাপারে মুসলিম উম্মতের জন্যে তাঁরাই বাস্তব

www.pathagar.com

নমুনা।" (খ) "তাঁদের প্রতি আল্লাহ্ সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তারাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন। তাঁরাই সত্যের মাপকাঠিতে পূর্ণভাবে উত্তীর্ণ হয়েছেন।"

ভাল কথা। নবীর (সঃ) সম্পূর্ণ ও সঠিক অনুসরণের ব্যাপারে সাহাবাগণ বাস্তব নমুনা। আহলে সুন্নতগণ এ বিশ্বাস পোষণ করে থাকেন। তবে সাহাবাগণকে বিনা বাক্যে, জামায়াতীগণ অনুসরণ করেননা কেন? তাঁদের মে'য়ারে হক মনে করেননা কেন? তাঁদের সমালোচনায় তাঁরা মুখর কেন? যাঁরা নবীর (সঃ) অনুসরণের বাস্তব নমুনা, তাঁরা কি মেয়ারে হক নন? যদি তা না-ই হন, তবে তাঁদের মাধ্যমে মুসলিম উম্মত কি করে নবী (সঃ) কে পূর্ণভাবে অনুসরণ করতে পারে? কাজেই হক না হক নির্ণয়ের মাপকাঠি সাহাবাগণকে মানতে হয়। আর "আসহাবী কান্নুজমি" হাদীসটি স্বীকার করতে হয়। বস্তুতঃ হাদীসটির সমর্থনে একাধিক বর্ণনা রয়েছে। (ফতুয়ায়ে রশিদিয়া ১৫২ পৃঃ) অথচ জামায়াতীরা এ হাদিসটির সমালোচনা করে থাকে (দেখুন: পৃথিবী, এপ্রিল, ১৯৮৪ ইং) আর লেখকের কথা মত তাঁরাই (অর্থাৎ সাহাবাগণ) সত্যের মাপকাঠিতে পূর্ণভাবে উত্তীর্ণ। যাঁরা সত্যের মাপে পুরাপুরি উত্তীর্ণ, তাঁদের কার্যাদিকে সত্য বলা হবে না কেন? এতে সাহাবাগণ সত্যের মাপকাঠি বলে প্রমাণিত হয় না কি?

জামায়াতের গঠনতন্ত্রে শিয়া প্রভাব

এখানে এই বিতর্কে এগুতে আমাদের অবকাশ নেই। আমাদের কথা হল, জামায়াতীরা তাদের আকীদা বিশ্বাস ও সাহাবাই-ই-কেরামের মতামত গ্রহণের প্রশ্নে শিয়া মতবাদের অনুসারী। আমাদের ৬৪ নং উদ্ধৃতি এবং জামায়াতের গঠনতন্ত্রের ২নং ধারার ৬নং উপধারা এর জলন্ত প্রমাণ। এই ধারাতে বলা হয়েছে: "আল্লাহ্র রাসূল (সঃ) ছাড়া অন্য কাউকে সত্যের মাপকাঠি বানাবেনা। কাউকে যাচাই বাছাই ও ভুলের উর্ধে মনে করবেনা। কারো অন্ধ গোলামীতে নিমজ্জিত হবে না।" (পৃথিবী, এপ্রিল, ১৯৮৪ইং এর সৌজন্যে।)

এই ধারাটিতে অন্যদেরকে আল্লাহ্র দেয়া মাপকাঠিতে যাচাই ও পরখ করে নিতে বলা হয়েছে। শিয়াগণও রাসূলের (সঃ) উক্তি মুতাবেক সাহাবী, তাবেয়ী ও আলে রাসূলগণকে মেপে গ্রহণ করে থাকেন বলে উক্ত ৬৪ নং উদ্ধৃতিতে বলা হয়েছে। কাজেই নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, মওলানা মওদূদী তাঁর জামায়াতের ভিত্তি হুবহু শিয়া আকীদার উপর স্থাপন করেছেন। এজন্যেই দেখা যায় যে, জামায়াতীরা শিয়াদের ন্যায় সাহাবাদের ব্যাপারে সতর্ক। স্বয়ং মওলানা মওদূদী তাঁদের সমা-

www.pathagar.com

লোচনা করেছেন। এতে আকীদা ও আমলে জামায়াতীদের সাথে শিয়াদের পূর্ণ একাত্মতা রয়েছে বলে ধরা পড়ে। এমতাবস্থায় জামায়াতী লেখকের দ্বারা শুধু শিয়াদের প্রতি সাহাবা বিদ্বেষের অভিযোগ তোলার কোন অর্থ হয় না।

সাহাবাগণ কি মুনাফিক?

লেখক হযরত আলীর (রাঃ) প্রতি স্বল্পসংখ্যক সাহাবার সমর্থন বুঝানোর জন্যে মাত্র পাঁচ জন সাহাবীর নাম উল্লেখ করেছেন। অথচ হযরত 'আলীর (রাঃ) সমর্থনেই প্রায় সকল সাহাবা-ই-কিরাম ছিলেন। প্রথম দিকে গুটি কয়েক সাহাবী বিপক্ষে চলে যান। পরে হযরত 'আয়েশা, জুবাইর, তালহা (রাঃ) প্রমুখ বিরোধী মনীষীগণ নিজেদের ভুল বুঝতে পেরে বিরোধিতা ত্যাগ করেন এবং হযরত আলী (রঃ) কে সমর্থন জানান।

হযরত আলী (রাঃ) মেকদাদ (রাঃ) আবুবকর (রাঃ) সালমান ফারসী (রাঃ) ও আম্মার বিন ইয়াসির (রাঃ) ছাড়া শিয়াগণ আর সব সাহাবাকে মুনাফিক মনে করেন বলে লেখক উল্লেখ করেছেন (২৭, পৃঃ দ্রঃ)। কিন্তু তিনি এত বড় মিথ্যাকে প্রতিপক্ষের উপর চাপিয়ে দেয়ার জন্যে শিয়াদের প্রামাণ্য কোন কিতাবের এবারত উল্লেখ করতে ব্যর্থ হন। অবশ্য অতি দুঃসাহস দেখিয়ে ইমাম খোমেনীর 'হুকুমতে ইসলামীয়া' কিতাবের এবারত নকল করেছেন। তিনি দাবী করেছেন যে, ইমাম খোমেনী নাকি উক্ত কিতাবের ৬৯ পৃষ্ঠায় সাহাবীদের মুনাফিক হয়ে যাওয়ার উক্তরূপ মন্তব্যকে সমর্থন দিয়েছেন। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় যে, পূর্বাপর সম্পর্ক ছিন্ন করে লেখক কিতাবটির যে এবারত পেশ করেছেন, তার কোথাও সাহাবাদের মুনাফিক হয়ে যাওয়ার উল্লেখ নেই। আমরা এখানে তাঁর পেশকৃত এবারতটি হুবহু তুলে দিলাম।

فِيْ غَدِيْرِ خُمٍّ فِيْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ عَيَّنَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَاكِمًا مِنْ بَعْدِهٖ وَمِنْ حِيْنِهَا بَدَاَ الْخِلَافُ يَدُبُّ اِلٰى نُفُوْسِ قَوْمٍ (الحكومة الاسلامية ط١٣٨)

অর্থাৎ হাজ্জাতুল বিদার সময় গাদীরে খুমে রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁকে (আলী রাঃ কে) তাঁর পরবর্তী শাসক নিযুক্ত করেছেন। আর তখন থেকেই একদল লোকের (সাহাবীদের) মনে বিরোধিতা চলতে লাগল।

সুধী পাঠকদের নিকট বিচারের ভার রইল। আমরা জামায়াতী পণ্ডিতের

www.pathagar.com

বাংলা তরজমা সহ তাঁর পেশকৃত এবারতটি তুলে ধরলাম। এ এবারতের কোথাও কোন সাহাবীর বা অন্য কারো মুনাফিক হয়ে যাওয়ার কথার উল্লেখ নেই। এমন কি মূল আরবীতে সাহাবাদের কোনই উল্লেখ নেই। তাঁদের মুনাফিক হয়ে যাওয়া তো দূরের কথা। এখানে গাদীরে খুমের ঘটনার কথা উল্লেখ করে বলা হয়েছে যে, (শিয়া মতে) হযরত আলী (রাঃ) কে সেদিন মুসলমানদের শাসক নিযুক্ত করা হয়েছিল, যার দরুণ কিছু লোকের মনে মতভেদের সৃষ্টি হয়। গাদীরে খুমের ঘটনার ফলে কিছু সংখ্যক লোকের মনে খিলাফ বা মতবিরোধ সৃষ্টি হওয়াকেই উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে ঐ পাঁচ জন সাহাবী বাদে আর সকল সাহাবাগণ মুনাফিক হয়ে গেছেন বলে কিছুই বলা হয়নি। লেখককের এরূপ উক্তি প্রতিপক্ষের উপর মিথ্যারোপের শরমনাক দৃষ্টান্ত। জানিনা জামায়াতীদের ফিক্‌হর কিতাবে অন্যের প্রতি মিথ্যারোপ করাকে জায়েজ করা হয়েছে কিনা?

লেখক এ জঘণ্য মন্তব্য সমর্থনের দোষ ইমাম খোমেনীর উপর চাপিয়ে দেয়ার জন্যে ইমাম খোমেনীর উক্ত কিতাবের ৬৯ নং পাতার বরাত দিয়েছেন। কিন্তু এত বড় মিথ্যা কথা কেমন করে জামায়াতী পণ্ডিত কিভাবে বলতে পারেন। উক্ত পৃষ্ঠায় কারো মুনাফিক হওয়ার বা না হওয়ার কোনই উল্লেখ নেই। এমন কি, এখানে হযরত আলীর (রাঃ) শাসক নিযুক্তির প্রসঙ্গও আলোচিত হয় নি। জানি না জামায়াতী পণ্ডিত মহোদয় আরবী ভাষা জ্ঞানের অধিকারী হতে পেরেছেন কি না। যে জামায়াতের চিন্তাবিদগণ منكر الحديث এর তরজমা করেন 'হাদীস অস্বীকার কারী", তাঁদের ভাষা ও বিষয় জ্ঞান বড়ড সীমিত। (দেখুন, পৃথিবী, ৩৪ পৃষ্ঠা: এপ্রিল ১৯৮৪) এরূপ লোকদের বেলায়ই মহানবী (সঃ) বলেছেন:

اَنْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوْا وَاَضَلُّوْا ـ -

তারা ইলম ছাড়াই মত ব্যক্ত করবে। ফলে নিজে গোমরাহ হয়ে যাবে এবং অন্যদেরও গুমরাহ করবে।

দেখা যাক, ইমাম খোমেনী তাঁর বইটির ৬৯ নং পাতায় কি বলেছেন আর আমাদের জামায়াতী পণ্ডিত মহোদয় কি বুঝেছেন। ইমাম খোমেনী উক্ত পৃষ্ঠায় ফকীহদের কর্তব্য ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে নবীর (সঃ) প্রতিনিধিরূপে রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালনের কথা বলেছেন। এতে তিনি নবীর (সঃ) নির্দেশ মেনে চলার তাৎপর্য বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন:—

www.pathagar.com

فَإِذَا أَمَرَ الرَّسُوْلُ (ص) بِالْإِلْتِحَاقِ بِبَعْثَةِ أُسَامَةَ فَلَا يَحِقُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَتَخَلَّفَ أَوْ يُرَاجِعَهُ فِي ذَالِكَ - لِأَنَّ فِي ذَالِكَ مَعْصِيَةَ الرَّسُوْلِ (ص) قَدْ فَوَّضَ إِلَيْهِ أَمْرُ الْمُسْلِمِيْنَ - فَهُوَ يُدَبِّرُ شُئُوْنَهُمْ وَيُرْشِدُهُمْ وَيُوَجِّهُهُمْ وَيُعَيِّنُ لَهُمُ الْوُلَاةَ وَالْحُكَّامَ وَالْقُضَاةَ وَيَعْزِلُ مِنْهُمْ إِذَا لَزِمَ الْأَمْرُ - (الحكومة الاسلامية ص٦٩)

রাসূল (স:) যখন উসামার সেনাদলে যোগদান করতে নির্দেশ দিলেন, তখন কারো জন্যে পিছনে থেকে যাওয়ার অধিকার রইলনা। কারণ এতে রাসূলের(স:) নির্দেশ অমান্য করা হত। বস্তুত রাসূল (স:) তাঁর হাতে মুসলমানদের দায়িত্ব ছেড়ে দিয়েছিলেন। অতএব তিনি (অর্থাৎ ফকীহ) তাদের ব্যবস্থাপণার মালিক। তিনি তাদেরকে পথ দেখাবেন, নানাদিকে পাঠাবেন, তাদের জন্যে তত্বাবধায়ক শাসক ও বিচারক নির্দিষ্ট করে দেবেন। আর তাদের কাউকে পদচ্যুত করবেন, যদি প্রয়োজন দেখা দেয়। (আল্ হুকুমাতুল ইসলামিয়া ৬৯ পৃ:)।

ইমামে খোমেনী এখানে ফকীহদের কর্তব্য নির্ণয় করেছেন মাত্র। কোন সাহাবীকে মুনাফিক বলেননি। তিনি 'আল্ ফুকাহাউ উমানাউর রুসুলি—হাদীসের ব্যাখ্যা দান করেছেন। প্রসঙ্গগত তিনি বলেন, ফকীহগণ রাসূলদের নির্ভরযোগ্য প্রতিনিধি-পরিচালক। রাসূলগণ তাঁদের জিম্মায় শুধু শাব্দিক অর্থে মাসয়ালা বয়ান করে ছেড়ে দেয়ার দায়িত্ব দিয়ে যাননি। তাঁরা তাঁদের উপর উম্মতের যাবতীয় কার্যক্রম পরিচালনা করার ভার দিয়েছেন। নবী (স:) উম্মতের রাজনীতি, যুদ্ধ পরিচালনা, এতিম ও অনাথ প্রতিপালন, জালিমের হাত হতে মজলুমকে রক্ষা করা, বিবাদের মিমাংসা করা ইত্যাদি কাজ করেছেন। অতএব তাঁর প্রতিনিধি ফিকাহ্বিদগণও এ দায়িত্ব পালন করবেন। নবী (স:) তাঁদের উপর এ দায়িত্ব রেখেছেন। তাই সকলকে নবীর (স:) আমীন তথা নির্ভরযোগ্য প্রতিনিধি-পরিচালকের অনুগত থাকতে হবে।

হযরত উসামাকে সেনানায়ক করেছিলেন মহানবী (স:)। তাঁর সেনাদলে যোগদান করতে বলেছিলেন সবাইকে। কারো এতে আপত্তি করার অধিকার ছিল না। এবিষয়ে প্রতিবাদ করা বা যোগদান করা হতে বিরত থাকা মহানবীর (স:) নির্দেশ অমান্য করার নামান্তর ছিল। কেননা মহানবী (স:) তাঁকে সেনানায়ক পদে নিযুক্ত করেছিলেন। তাই তিনি পরিচালনার যাবতীয় ক্ষমতার অধিকারী হন। এ ঘটনাকে নযীর হিসেবে ধরে নিয়ে ইমাম খোমেনী তাঁর বক্তব্য পেশ করেন। এখানে

www.pathagar.com

মুনাফিক বানানো বা কারো মুনাফিক হওয়ার উক্তিকে সমর্থন জানানো হয়নি। এসব জামায়াতী বন্ধুটির মিথ্যা কথন মাত্র।

জামায়াতী ভাইটি যেহেতু অন্য কোন উদ্ধৃতি পেশ করেননি, তাই আমরা আর তাঁর প্রদত্ত বরাতের পর্যালোচনায় যাচ্ছিনা। তাঁর কৃত একটি উদ্ধৃতি ও একটি বরাতের মাধ্যমে আমরা তাঁর ভিত্তিহীন মন্তব্যের পরিচয় পেয়েছি। ফার্সী কবি বলেছেন:

قیاس کن از گلستان من بہار مارا۔

'আমার বাগানটি দেখে আমাদের বসন্তবরণের আন্দাজ করে ফেল।

মাসুম আহলে বাইত

শিয়ামতে আহলে বাইতগণ কি অর্থে মাসুম, তা আমরা ৩৪, ৩৫, ৩৬ এ আলোচনা করে এসেছি। প্রসঙ্গগত লেখক ويطهركم تطهيرًا আয়াত অংশের অর্থ বিকৃত করতে প্রয়াস পেয়েছেন। তিনি বলতে চান যে, আল্লাহ্ পাক আহলে বাইতগণকে পবিত্র করতে চেয়েছেন মাত্র, পবিত্র করে দিয়েছেন এমন কথা বলেননি। তাঁর কথায় এ আয়াতে আল্লাহ্ আহলে বাইতকে পবিত্র করে দিয়েছেন এরূপ কথা বলেননি। পবিত্র করতে চাওয়া এক কথা আর পবিত্র ছিলেন বা হয়েছিলেন অন্য কথা। (২৯ পৃষ্ঠা)।

অর্থাৎ লেখকের মতে, আহলে বাইতগণ আল্লাহ্র একান্ত ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও পবিত্রতা অর্জন করতে পারেননি। এবিষয়ে আল্লাহ্র নিজের ইচ্ছা কার্যকর হতে ব্যর্থ হয়েছেন। আর কম্বলের আবরণে তাঁদেরকে ঢেকে তাদের পবিত্র করে দেয়ার জন্যে আল্লাহ্র দরবারে নবীর (স:) দোওয়াটিও ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। বস্তুতঃ এসব অপব্যাখ্যা জামায়াতীদের বৈশিষ্ট্য। সুন্নী জামায়াত এরূপ মনে করেন না। তাঁরা খোদার সদিচ্ছা ও নবীর (স:) দোওয়ার ব্যর্থতায় বিশ্বাস করেন না।

إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ۔ (يٰسٓ: ٨٢)

আল্লাহ যখন কোন কিছুর ইচ্ছা করেন তখন তাকে হতে বলেন, তখন তা হয়ে যায়। মহানবী (স:) ও তাঁর দোওয়াতে বলেছিলেন:

اَللّٰهُمَّ هٰؤُلَاءِ اَهْلُ بَيْتِيْ فَاَذْهِبْ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَهِّرْهُمْ تَطْهِيْرًا۔ (ابن كثير ج ٣ ص ٤٨٣)

"হে আল্লাহ্, এরা আমার আহলে বাইত। তুমি তাদের থেকে অপবিত্রতা দূর করে দাও এবং তাদেরকে ভাল রূপে পবিত্র করে দাও।" এ দোওয়াটি কবুল

www.pathagar.com

হয়নি বলে লেখকের ধারণা। লেখক আরও বলেন, কুরআনে পবিত্র করার কথা সাধারণ মুসলমানদের বেলায়ও এসেছে। তাই বলে কি সাধারণ মুসলমানকে নিষ্পাপ বলে ধরা যাবে? তা যেমন ঠিক নয় তেমনি রাসূলুল্লাহ (সঃ) এর পরিবার সম্পর্কীয় আয়াত দ্বারা তাঁদেরকে নিষ্পাপ বলে প্রমাণ করার চেষ্টা করাও ঠিক নয়। শিয়া মতে রাসূলের (সঃ) পরিবার কোন্ অর্থে মাসূম বা নিষ্পাপ, তা আমরা আলোচনা করেছি। এখানে বিচার্য বিষয় হল, রাসূলের (সঃ) পরিবারকে সাধারণের পর্যায়ে রেখে সমান্তরালে চিন্তা করা যায় কিনা। বিবাহ সূত্রে যে মহিলাগণ নবীর সংসর্গে এসেছিলেন তাঁদের বেলায় আল্লাহ্ বলেন:

يَانِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَاَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ (احزاب: ٣٢)

"ওহে নবীর স্ত্রীগণ, তোমরা সাধারণ মহিলাদের মত নও।" (আহযাব ২৩/২২) অর্থাৎ নবী সংসর্গে আসার দরুন তাঁরা সাধারণ মহিলাদের উর্দ্ধে উঠে গেছেন। তাই তাঁদের আচরণও ভিন্ন থাকা বাঞ্ছনীয়। অনুরূপ, নবীর (সঃ) সাহাবাগণের মর্যাদাও সাধারণ উম্মতের উর্ধে রয়েছে। কারণ তাঁরা নবীর (সঃ) সান্নিধ্য লাভ করেছেন। এ দৃষ্টি কোণ নবীর (সঃ) রক্তের ধারা যাঁদের ধমনীতে প্রবাহিত, যাঁরা অন্যদের তুলনায় অধিক সময় নবী (সঃ)-এর সঙ্গলাভ করতে পেরেছেন, তাঁরা ও তাদের বংশধর কি বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হতে পারবেন না? মনে রাখা দরকার যে, নবীদেহে অস্ত্রোপচারের ফলে বের হয়ে আসা রক্ত পান করে ফেলার দরুন পানকারীকে লক্ষ্য করে মহানবী (সঃ) বলেছিলেন 'যে দেহে আমার রক্ত প্রবেশ করেছে সে দেহ জাহান্নামের আগুনে পোড়াবেনা।' বুখারীর হাদীসে হযরত আবু বকর (রাঃ) হতে হযরত আব্দুল্লাহ বিন ওমর বর্ণনা করেন;

اَرْقُبُوْا مُحَمَّدًا فِىْ اَهْلِ بَيْتِهٖ . (بخارى ج ١ ص ٥٢٦)

'মুহাম্মদ (সঃ) এর দিকে লক্ষ্য রেখে তাঁর আহলে বাইতগণের প্রতি আচরণ করবে' (বুখারী ৫২৬/১)

এতে বুঝা গেল নবী (সঃ)-এর আহলে বাইতগণ স্বতন্ত্র মর্যাদার দাবী রাখেন। তাঁদেরকে সাধারণের পর্যায়ে রাখা যায়না। বুখারী শরীফের উক্ত হাদীসটির টীকায় বলা হয়, তাঁদের প্রতি সম্মান দেখিয়ে নবী (সঃ)-এর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন কর।"

অন্তরের অশ্রদ্ধা স্বাভাবিকভাবেই কাজে প্রকাশ পায়। তাই লেখকের মনোবৃত্তি এখানে ধরা পড়েছে। তিনি আহলে বাইতের মাহাত্ম্যের আয়াতটিকে

www.pathagar.com

সাধারণ মুসলমানদের ওযু গোসল সম্পর্কে নাযিল কৃত আয়াত হতে পৃথক করতে পারেননি। তাঁদেরকে টেনে তিনি সাধারণের পর্যায়ে নামিয়ে দিতে প্রয়াস পেয়েছেন। অথচ দু'টি আয়াতের মধ্যে বিরাট দূরত্ব রয়েছে। আহলে বাইতের আয়াতে রিজস্ (رجس) হতে তাঁদেরকে পবিত্র করার কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ তাঁদেরকে অপবিত্রতাও শয়তানী আমল হতে বিমুক্ত করে পবিত্রতা দানের উল্লেখ করা হয়েছে। আর সাধারণের সম্পর্কের আয়াতটিতে রিজস্ (رجس) শব্দের উপস্থিতি নেই। ওটিতে হারাজ' (حرج) শব্দ এসেছে। লেখক স্বয়ং 'হারাজ' শব্দের তরজমা করেছেন, অসুবিধা। লেখকের ভাষায় 'অর্থাৎ আল্লাহ্ তোমাদের উপর কোন অসুবিধা চাপিয়ে দিতে চাননা। কিন্তু তিনি তোমাদেরকে পবিত্র করতে চান। (মায়েদাহ্ ৬/৬) মূলতঃ নাপাকী তথা অপবিত্রতা দূর করে'' পবিত্র করণ এবং অসুবিধা নিরসন করে সুবিধা দানের মাঝে তফাত রয়েছে। সাধারণের সম্পর্কের আয়াতটিতে পবিত্রকরণ কে সুবিধা দানের ভাবার্থে প্রয়োগ করা হয়েছে। আর হাদীস-ই আসগার ও আকবার হতে পবিত্র করার কথা বলা হয়েছে। পক্ষান্তরে আহলে বাইতগণের মাহাত্ম্যের আয়াতে পবিত্র করণকে রিজস্ তথা শয়তানী আমল ও অপবিত্রতা দূর করে পবিত্র করণের অর্থে প্রয়োগ করা হয়েছে। রিজস্ এর ব্যাখ্যায় ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন:—

اَلرِّجْسُ عَمَلُ الشَّيْطَانِ وَمَا لَيْسَ لِلّٰهِ فِيْهِ رِضًىٰ - (مجمع البيان ج۲۲ صفحہ ۱۳۷)

আল্লাহ্ যে কাজে রাজি নন এবং যা শয়তানী কাজ, রিজস্ বলতে তা বুঝায়। (মাজমাউল বায়ান ১৩৭/২২)

এখন আয়াত দুটি পাশা পাশি রেখে পড়ুন।

اِنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيْرًا (احزاب)

مَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ حَرَجٍ وَّلٰكِنْ يُّرِيْدُ لِيُطَهِّرَكُمْ ...... (المائدة)

পাঠক লক্ষ্য করেছেন যে, আহলে বাইতের মাহাত্ম্যের আয়াতটিতে আল্লাহ্ তাঁদের থেকে সর্ব প্রকার (الرجس) অপবিত্রতা দূর করে দিয়ে তাঁদেরকে ভালভাবে পবিত্র করতে চান (يطهركم تطهيرا) শব্দ প্রয়োগ করা হয়েছে। পক্ষান্তরে সূরা মায়েদায় সাধারণের ব্যাপারে নাযিল কৃত আয়াতে 'ভালভাবে' শব্দটি অনুপস্থিত অর্থাৎ (يطهركم) এর পর (تطهيرا) শব্দ আসেনি। আরবী ভাষা তাত্ত্বিকগণ এর যে, বিরাট পার্থক্য রয়েছে, তা অবগত আছেন।

www.pathagar.com

এছাড়া মায়েদার উক্ত ৬নং আয়াতের শুরুতে স্ত্রী সহবাসের দরুন শরীর নাপাক হলে তাথেকে পবিত্র হতে বলা হয়েছে (ان كنتم جنبًا فاطهروا)। সফরে হালতে পানি না পেলে, অসুস্থ হলে অথবা স্ত্রীসহবাস বা মলমূত্র ত্যাগ করার পর ওযু গোসলের জন্যে পানি না পেলে মাটি দিয়ে তয়াম্মুম করে নেয়ার বিধান দেয়া হয়েছে। পানির বদলে মাটি দিয়ে তয়াম্মুম করে ওযু গোসলের প্রয়োজন সারার বৈধতার সুবিধাদান করা হয়েছে। এপ্রসঙ্গে আল্লাহ্ বলেছেন যে, তিনি তোমাদের জন্যে অসুবিধার সৃষ্টি করতে চান না। তিনি চান, তোমাদেরকে পবিত্র করতে। অর্থাৎ এ আয়াতে সাধারণ মানুষের সুবিধার জন্যে প্রশ্রাব পায়খানা ও সহবাসের পর পবিত্র হওয়ার বিকল্প পন্থা নির্দেশ করা হয়েছে। এখানে সকল মানুষকে পাপ মুক্তি করে দেয়ার অর্থে 'তাতহীর' শব্দ প্রয়োগ করা হয়নি। কাজেই শ্রদ্ধেয় লেখক তয়াম্মুমের আয়াতকে আহলে বাইতের মাহাত্ম্যের আয়াতের মুকাবিলায় রেখে তত্ত্বগত ভুলভ্রান্তির শিকার হয়েছেন।

সাহাবা ও শিয়া সম্প্রদায়

লেখক খেই হারিয়ে ফেলেছেন তাঁর বইটির ৩৩ পাতায় এসে। তিনি বলেন যে, শিয়াগণ আহলে বাইতকে মাসূম বলে প্রচার করে নবীর (সঃ) সাহাবাগণ হতে তাঁদেরকে পৃথক করতে চাইছেন। আর এভাবে সমস্ত সাহাবীর বিরুদ্ধে তাঁদেরকে দেখানোর মাধ্যমে সাহাবীদেরকে কাফের সাব্যস্ত করার অপচেষ্টা করা হয়েছে। (৩৩ পৃঃ)

এ এক অদ্ভুত যুক্তি। আলে রাসূলগণ 'মাসূম' হলে অন্যদের 'কাফের' হতে হবে এমন বাধ্যবাধকতার প্রমাণ কি? বন্ধুবর লেখক যদি নেককার হন, তবে আমাদের সবাইকে বদকার বা পাপি হতেই হবে, এমন কথা কি বলা যায়? শিয়াগণ এক বিশেষ অর্থে আলে রাসূলকে মাসূম মনে করেন। আপনি তাঁদের সাথে এ বিষয়ে একমত নাও হতে পারেন। কিন্তু তাঁদের এ আকীদা পোষণ করার দরুণ অন্যদেরকে কাফের বলেন কেমন করে? তাঁরা কি এমন কথা বলেছেন, না আপনি নিজের ধ্যান-ধারণা মুতাবেক এসব বলছেন? ইমামী শিয়াগণ হযরত আলীর (রাঃ) শ্রেষ্ঠত্বের দাবীদার। তিনি শ্রেষ্ঠ হলে হযরত আবুবকর, ওমর ও উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহুম, তাঁদের মতে তাঁর নিচের দরজার লোক হবেন, কাফের হতে যাবেন কেন? এসব উত্তেজনা সৃষ্টির অপচেষ্টা মাত্র। এ অপপ্রয়াসের মাধ্যমে ইরানের ইসলামী বিপ্লবকে ঠেকানো যাবেনা।

www.pathagar.com

রাজতন্ত্রের প্রাসাদ বিপ্লবের ধাক্কায় চূর্ণবিচূর্ণ হবেই হবে। বৃথা হাত পা ছুঁড়েও 'প্রভুদের'কে রক্ষা করা যাবেনা। কাজেই বেসামাল উক্তি প্রয়োগের পথ পরিহার করা উচিত। পরিনাম সুখকর হবে বলে মনে হয় না। লেখক মহোদয় বলেন : শিয়াগণ আল-কাফী গ্রন্থে নাকি তাদের আহলে বাইত ইমামগণকে আল্লাহ্‌র মর্যাদা দান করেছেন। আমরা জানতে চাই, আল-কাফীর কোথায় এমন ভ্রান্ত উক্তি রয়েছে? তার এবারত নকল করা হল না কেন? কেউ নিজ খেয়াল খুশী মত কিছু মাথা-মুণ্ডু না বুঝে তা বিপক্ষের ঘাড়ে চাপিয়ে দিতে পারেন না। কোন সুস্থ বুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ তা মেনে নেবেনা। লেখক আরো বলেছেন যে, ইমাম খোমেনী তো তাঁর গ্রন্থে স্পষ্টভাবেই উক্ত ইমামগণকে নবী ও রাসূলদের উপরে মর্যাদা দিয়েছেন। তাঁর কোন মহাগ্রন্থে তিনি এরূপ বলেছেন, তা বলেন-নি কেন? 'হুকুমতে ইসলামিয়ার' ৫২ পৃষ্ঠার এবারতের কদর্থ করে থাকলে আমাদের এ বইয়ের ৪১ নং উদ্ধৃতির আলোচনা পড়ে দেখতে পারেন। মনে রাখা প্রয়োজন ফজিলতে 'জুম্‌য়ী' ও 'কুল্লী'র মধ্যে পার্থক্য না জানার দরুন বহুজন ভ্রান্তিতে পড়ে অপরের প্রতি দোষারোপ করেছেন। এর নযীর বেরলভী ও দেও-বন্দীদের প্রতি উত্তর ও প্রতিবাদ গ্রন্থাদিতে ঢের রয়েছে। মি'রাজের রাতে আরশে মহানবীর (সঃ) আগে আগে হযরত বিলাল (রাঃ)-এর পদধ্বনি শোনা যাচ্ছিল বলে তাঁকে নবী (সঃ) অপেক্ষা অধিক মর্যাদার অধিকারী বলে কেউ মনে করেনা। অনুরূপ ইসলাম প্রচারকালে নবী (সঃ)-এর উপর কোরআন নাযিল হওয়ার পূর্বে হযরত উমর (রাঃ) মত প্রকাশ করেছেন ঐ সব ব্যাপারে। পরে হযরত ওমরের (রাঃ) সমর্থনে আয়াতও নাযিল হয়েছে। তাই বলে হযরত ওমরকে (রাঃ) [খোদা না করুন] নবী (সঃ) অপেক্ষা মর্যাদাশালী বলা যায় না। বদরের যুদ্ধ বন্দী, পর্দার ব্যাপার ও নবী (সঃ)-এর পত্নীগণের অসহযোগের বিষয়াদিতে হযরত ঔমরের (রাঃ) মতই ঠিক বলে প্রমাণিত হয়েছে। অথচ যুদ্ধ বন্দীদের ব্যাপারে হযরত আবু বকর, (রাঃ) হযরত ওমরের (রাঃ) বিপক্ষে মত দিয়েছিলেন। কিন্তু কুরআনের আয়াত হযরত ঔমরের (রাঃ) সমর্থনে নাযিল হয়। আর বন্দীদেরকে হত্যা না করাতে নবী (সঃ) কে ও আল্লাহ্‌র তরফ থেকে প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়। নবী (সঃ) বলেন, এজন্যে আযাব এসে গেলে একমাত্র উমর ও তাঁর মতাবলম্বীগণই রক্ষা পেতেন। আর সবাইকে [যাঁদের মধ্যে নবীও (সঃ)] আযাবে পেয়ে বসত।

www.pathagar.com

বেলায়েত, ইসমাত, ইলমে গায়েব

মিশকাত শরীফের এক হাদীসে বলা হয়:

إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللهِ لَأُنَاسًا مَا هُمْ بِأَنْبِيَاءَ وَلَا شُهَدَاءَ يَغْبِطُهُمُ الْأَنْبِيَاءُ وَالشُّهَدَاءُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ بِمَكَانِهِمْ مِنَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ الخ (ابن كثير ج ٢ ص ٤٢٢)

৬৫.—আল্লাহ্‌র বান্দাদের মধ্যে এমন লোকও আছে যারা নবী নয়, শহীদ ও নয়, রোজ হাশরে আল্লাহ্‌র নিকট তাদের মর্যাদা দেখে নবীও শহীদগণ 'গিবতা' বোধ করবেন।' (তাসাউফে ইসলাম সৌজন্যে ৫৯ পৃঃ ইবনে কাসীর: ৪২২/২)

দেখা যাচ্ছে যে, সাধারণ মানুষের মর্তবা দেখে নবী ও শহীদগণ ঈর্ষাবোধ করবেন। তাই বলে কি সাধারণ মানুষ তাদের এরূপ খণ্ড ফযীলতের দরুন নবী ও শহীদ অপেক্ষা উত্তম বলে দাবী করা যাবে? কাজেই শিয়ামতে রূহজগতে মহানবীর (সঃ) সাথে থেকে ইমামগণ কোন শুভ ক্ষণে আল্লাহ্‌র বিশেষ নৈকট্য লাভ করে থাকলেও তাঁরা এই খণ্ড ফজিলতের দরুণ সব দিক দিয়ে শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী হতে পারেন না। এতে সার্বিক অর্থে এ ধরণের ইমাম বা ওলীকে নবীদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দেওয়া হয় না। ইমাম খোমেনীর কিতাবের এটাই সঠিক ব্যাখ্যা।

লেখক আরো ধৃষ্টতা দেখিয়েছেন। তিনি ইমামদের বিশেষ মর্যাদার অধিকারী হওয়াতে আস্থাবান বলে মহানবীর (সঃ) উপর শিয়াদের ঈমানকে অর্থহীন বলে উক্তি করেছেন। তিনি বলেন. কাজেই রাসূলুল্লাহ (সঃ) এর প্রতি শিয়াদের ঈমান অর্থহীন। বরং যে ইয়াহুদী আব্দুল্লাহ ইবনে সাবা আলী (রাঃ) কে খোদা বলেছিল আহলে বাইত সম্পর্কে শিয়াদের আকীদা তারই প্রতিধ্বনি। (৩৩ পৃঃ)।

হাঁ সত্যি কথা। শিয়াগণ যদি হযরত আলী (রাঃ) অথবা আহলে বাইতের ইমামগণকে সাবায়ীদের ন্যায় খোদা বলে বিশ্বাস করে থাকেন তবে তাদের নবীর প্রতি ঈমান রাখার আকীদার কোন মানে হয়না। এরূপ আকীদা কুফরী। শিয়াগণ এরূপ আকীদা রাখেন না। যারা এরূপ আকীদা রাখে তাদেরকে তারা কাফের মনে করেন। দেখুন ১২, ১৩, ১৪, ১৫, উদ্ধৃতি।

মাসূম কারা

শিয়াগণ নবী বংশের সকলের জন্যে ইসমাত তথা 'মাসূম' হওয়ার আকীদা পোষণ করেন না। এপ্রসঙ্গে আল্ গাদীরে বলা হয়েছে:

www.pathagar.com

إنَّ الشيعة لم تكس حلة العصمة إلا خلفاء رسول الله الاثني عشر من ذريته
وعترته وبضعته الصديقة الطاهرة. على هذا أصفق علماؤهم والأمة
الشيعة جمعاء في أجيالهم وأدوارهم - وإن كان هناك ما يوهم إطلاقا و
عموما فهو منزل على هؤلاء فحسب وإن كان في رجالات أهل البيت لهم أولياء
صديقون أزكياء لا يجترحون السيئات إلا أن الشيعة لا توجب لهم العصمة

(الغدير ج٣ ص٢٩٤)

৬৭—'শিয়াগণ একমাত্র রাসূলুল্লাহর (সঃ) বারজন খলিফাকেই ইস্‌মাতের আবরণে আবৃত করে থাকেন—যাঁরা হচ্ছেন তাঁর নছলের তাঁর ঘরের এবং তাঁর অঙ্গ বিশেষ সত্যের প্রতীক পবিত্রা হযরত ফাতিমা (রাঃ)-এর বংশধর।

এ থার পর একমত হয়েছেন যুগে যুগে সকল শিয়া আলেম ও শিয়া সম্প্রদায়। যদি এখানে ব্যাপারটিকে ব্যাপক বলে ধরে নেয়ার ভ্রম হয়, তবু তা ঐ বার ইমামের মধ্যেই নামিয়ে আনতে হবে। অবশ্য আহলে বাইতগণের মধ্যে বহু পবিত্র ওলী ও সিদ্দীক রয়েছেন, যাঁরা পাপ কর্মে লিপ্ত হননা। তবে শিয়াগণ তাঁদের জন্যে মাসূম হওয়াকে অপরিহার্য বলে আকীদা রাখেন না। (আল-গাদীর ২৯৪/৩)

এতে প্রমাণিত হয় যে, সাইয়েদ হলেই শিয়া মতে তিনি মাসূম হন না। বার ইমামের বাইরের আহলে বাইতগণ নিষ্পাপ না-ও হতে পারেন। আর বার ইমাম সাধারণ অর্থে নির্ভুল ওজন। আল্লাহ্ তাঁদেরকে শরীয়তের সমাধান দানে ভুল করা হতে রক্ষা করে থাকেন বা ভুল কর্মের বোধ দানে ভুল হতে নিষ্কৃতি পেতে সাহায্য করেন। শিয়াগণ এ অর্থেই তাদের বার ইমামকে নির্ভুল বলে আকীদা রাখেন। নবীগণ ভুল করতে পারেন কিনা? তাঁরা ভুল করলে আল্লাহ্ পাক সে ভুলের উপর তাঁদেরকে থাকতে দেন কিনা? এ বিষয়ে জামায়াত নেতা মওলানা মওদূদী যেরূপ মত পোষণ করেন, শিয়াগণ তাদের বার ইমামের বেলায় সেরূপ ধারণা রাখেন। আর ইলমে গায়েবের ব্যাপারে আল্লাহ্ তাঁদেরকে যতটুকু অবগত করেন ততটুকুই জেনে থাকেন। তাঁরা সরাসরি গায়েবের জ্ঞান রাখেন না। লেখক শিয়াদের এসব আকীদার সঠিক খবর রাখেননি বলে তাদের প্রতিবাদ করেছেন। [দেখুন আলগাদীর—ইলমে গায়েব প্রসঙ্গ এবং ২৪, ২৫, ২৬ নং উদ্ধৃতি সমূহ।]

www.pathagar.com

কুরআন সম্পর্কে শিয়া আকীদা

[সূরা-বেলায়েত ও ফটোষ্টেট প্রসঙ্গ]

কুরআন সম্পর্কে শিয়াগণের মতামত আমরা আলোচনা করে এসেছি। শিয়াগণ কোন স্বতন্ত্র কুরআনে বিশ্বাসী নন। তাঁরা পবিত্র কুরআন-উল-করীমেই ঈমান রাখেন। তথাপি আমরা লেখককে এ বিষয়ে বাড়াবাড়ি করতে দেখি। তিনি গোপন সূত্রে ফটোষ্টেট কপি প্রাপ্ত হন শিয়া বিদ্বেষী একটি রাজ-তন্ত্রী দেশ থেকে। এ ফটোষ্টেটগুলো ইরানে নয়, কুয়েতের একটি মসজিদে সংরক্ষিত বই হতে গৃহীত বলে দাবী করা হয়। বইটি নাকি ইরানে মুদ্রিত হয়েছে। কুয়েত একটি অ-শিয়া দেশ। সেদেশের মসজিদ পাঠাগারে সংরক্ষিত বইটির প্রামাণ্যতা প্রশ্নাতীত হতে পারে কি? হিটলারের ডায়েরী নিয়ে কত জালিয়াতি ধরা পড়েছে। অন্যের নামে বই ছেপে প্রতি পক্ষকে বদনাম দেয়ার অপপ্রয়াস ইতিহাসে অনুপস্থিত নয়। বহু বই সম্পর্কে উল্লেখ দেখা যায় যে, ওসব যাদের বলে ধারণা করা হয়, আসলে তাদের লিখা নয়। বিখ্যাত লেখকদের নামে বই চালিয়ে দিয়ে মহল বিশেষের মতাদর্শ প্রসারের জন্যে কূট কৌশল অবলম্বন করা হয়েছে। অনেক বইয়ে আংশিক পরিবর্তন ঘটানো হয়েছে বলে বলা হয়। মওলানা শাহ্ ইসমাঈল শহীদের তাকবিয়াতুল ঈমান, শাহ ওলীউল্লাহ্ (রঃ) এর "ফুয়ুজুল হারামাইন", সৈয়দ আহমদ শহীদ ব্রেলভীর 'সিরাতুল মুস্তাকীমের নানা স্থানে পরিবর্তন সাধিত হয়েছে বলে অনেকের ধারণা। এধারণার ভিত্তি ও যুক্তি সম্পর্কে যথাস্থানে আলোচনাও করা হয়েছে। আর হাদীসের সনদে ও মতনে এরূপ বিকৃতি সাধনের ভুরিভুরি নযীর রয়েছে। কাজেই সন্দেহজনক কোন বইকে কেন্দ্র করে কারো বিরুদ্ধে কথা বলা যায় না। শিয়াগণ এই কুরআনেই বিশ্বাসী বলে দাবী করেন। তারা এ কুরআনের তফসীর লিখে থাকেন। এ কুরআন নামাজে পাঠ করেন, ছেলেমেয়েদেরকে শিক্ষা দেন। কাজেই তাদের আচরণ ও বিবরণ দ্বারা যে কুরআনে তাদের ঈমান আছে বলে তারা প্রমাণ করেন, তার বিরুদ্ধে অন্য কুরআন তাদের উপর চাপিয়ে দেয়া অন্যায় হবে। শিয়াগণ, অন্য কোন কুরআনে বিশ্বাসী হলে সে কুরআন অবশ্যই তারা প্রচার করতেন। তাদের শত্রুভাবাপন্ন একটি দেশের মসজিদ পাঠাগারের বই আর একটি শত্রুভাবাপন্ন দেশের মাধ্যমে পরিবেশন করা হচ্ছে ফটোষ্টেট করে তাও বর্তমানের উত্তপ্ত পরি-বেশে। আর কি না বন্ধুবর লেখক তারই ভিত্তিতে একটি সম্পদায়কে ইসলাম হতে খারিজ করে দেয়ার পাঁয়তারা করছেন সু-কৌশলে। এরূপ বইয়ের বক্তব্যে

www.pathagar.com

শিয়াদের বিশ্বাস থাকলে তারাই ফটোষ্টেট করে দুনিয়াময় তা প্রচার করতেন। এজন্য উপযাচক হয়ে শিয়া বিদ্বেষীদের অগ্রণী ভূমিকা নিতে হতনা। যেকোন নিরপেক্ষ পাঠক এ সাদামাঠা কথাটা বুঝতে পারেন।

ফটোষ্টেট পরিবেশকগণ অতি চতুর। তারা গোটা বইটি মুদ্রিত করে বা ফটো করে পাঠাননি। এতে তাদের ধোঁকাবাজি ধরা পড়ে যেত। পাঠিয়েছেন সূচীটুকু। সূচীতে বিষয়ের উল্লেখ থকে। বিস্তারিত আলোচনা থাকে না। একমাত্র সূচীপত্রকে কেন্দ্র করে মত দেয়া যায় না। লেখকের বিস্তারিত বক্তব্য জেনে মতামত ব্যক্ত করা যায়। লেখক হয়ত তাঁর আলোচনায় গ্রহণযোগ্য বক্তব্য রেখে থাকবেন। আমরা এর দৃষ্টান্ত পরিবেশিত ফটোষ্টেটে ও দেখতে পাচ্ছি। কল্পিত সূরা সমূহের পর্যালোচনা করে মাননীয় গ্রন্থকার নূরী তাবরাসী বলেন:—

قُلْتُ ظَاهِرُ كَلَامِهِ اَنَّهُ اَخَذَهَا مِنْ كُتُبِ الشِّيْعَةِ وَلَمْ اَجِدْ لَهَا اَثَرًا فِيْهَا۔

৬৭. "অর্থাৎ, আমি বলছি: দৃশ্যত তাঁর (দিবস্তানুল্ মাযাহিব গ্রন্থকারের) উক্তি হতে বুঝা যায় যে, (উল্লেখিত) সূরাগুলো তিনি শিয়াদের কোন বই হতে নিয়ে থাকবেন। অথচ আমি ওই সব সূরার কোনরূপ বর্ণনা শিয়াদের কিতাবে খুঁজে পাইনি।' (ফটোষ্টেট পৃ: ১৯)।

পাঠক লক্ষ্য করেছেন যে, শিয়া মুহাদ্দিস নূরী তাবরাসী শিয়াদের কিতাবে কল্পিত সূরাগুলোর কোন ভিত্তি নেই বলে মন্তব্য করেছেন। সূরা-ই-বেলায়েত বলতে হযরত আলী (রা:) এর ফযিলতের যে সব সূরার উল্লেখ করা হয়, তা শিয়াদের প্রামাণ্য কিতাবাদিতে নেই বলে শিয়া পণ্ডিত ঘোষণা করেছেন। ফটোষ্টেট থেকে এ স্পষ্ট কথাটি মান্যবর লেখক কিজন্যে উদ্ধার করতে পারেননি, তা ভেবে অবাক হতে হয়। তিনি যে ফটোষ্টেট পরিবেশন করলেন, তা তাঁর সপক্ষে না বিপক্ষে যায়, তাও বুঝার তার ক্ষমতা নেই বলেই প্রমাণিত হল।

শিয়া পণ্ডিত নূরী তাবরাসী আরো বলেন, শাইখ মুহাম্মদ বিন্ আলী বিন্ শাহরাশুর মাজান্দারান তাঁর'মাছালিব' কিতাবে এর উল্লেখ করেছেন। দুর্বল সূত্রে তাঁর এক বর্ণনায় বলা হয় যে, লোকেরা কুরআন হতে গোটা সূরা-ই-বিলায়েতটিকে বাদ দিয়েছে হতে পারে এ সূরাটিই সূরা-ই-বিলায়েত বলে ধরে নিয়েছে। (ঐ)

বস্তুত: সূরা-ই-বিলায়েত কোনটি, তা নিয়েও বিতর্ক রয়েছে। উক্ত ফটোষ্টেট কপিতে হযরত আলীর (রা:) ফযিলতের একাধিক সূরার উল্লেখ দেখা যায়। এছাড়া সূরা-ই-ফাতেহার অনুরূপ একটি কল্পিত সূরা-ই-বিলায়েতের কথাও বলা হয়। শিয়াদের মতবাদে এ নামে কোন সুনির্দিষ্ট সূরার অস্তিত্ব থাকলে তা নিয়ে এত

www.pathagar.com

মতান্তর দেখা দিত না। কাজেই অনির্ভরযোগ্য সূত্রে বর্ণিত অনির্দিষ্ট কোন কল্পিত সূরা নিয়ে শিয়াদের উপর অপবাদ দেয়া যায় না। পক্ষান্তরে তাদের নির্ভরযোগ্য গ্রন্থাদিতে এর কোন নির্ভরযোগ্য প্রমাণও পাওয়া যাচ্ছে না। শিয়া পণ্ডিতগণ এ ধরনের সূরা রয়েছে বলে বিশ্বাসও করেন না।

অ-নির্ভরযোগ্য সূত্রে বর্ণিত শিয়াদের প্রামাণ্য গ্রন্থাদির বাইরে যেসব সূরা-ই-বিলায়েতের উল্লেখ দেখা যায়, তা দেখে মনে হয় যে, সেসব মূলত কোন সূরাই নয়। কুরআনের বিভিন্ন অংশের ব্যাখ্যায় আহলে বাইত ও হযরত আলীর (রাঃ) ফযিলতের দিকটি উদ্ধার করার নিমিত্ত যে সব বক্তব্য এর মধ্যে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে, তার সমন্বয়ে ওই অংশ গুলোকে সূরাই-ই-বিলায়েত বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

হযরত আলী (রাঃ) হযরত আবু বকরের (রাঃ) হাতে বয়আত করতে দেরী করেন। এর কারণ ব্যাখ্যা করে তিনি বলেন যে, তিনি কুরআন সংকলনে ব্যস্ত ছিলেন। ওই কুরআন উটের পিঠে উঠিয়ে হযরত আবু বকর (রাঃ) এর নিকট নিয়ে যাওয়া হয়। বস্তুতঃ তা ছিল ব্যাখ্যাসহ আল কুরআন। ব্যাখ্যায় আহলে বাইতগণের ফযিলতের কথা অবশ্যই থাকবে। সাহাবাগণ ব্যাখ্যা সম্বলিত হযরত আলী (রাঃ) এর কুরআনের কপিটি গ্রহণ করেননি। কারন, আল কুরআনের মূল এবারতই কাম্য ছিল। তার বিশদ ব্যাখ্যা সহজ পাঠ্য হতনা। তফসীরে জালালাইনের মধ্যে কুরআনের শব্দরাজির (মাঝে মাঝে) ব্যাখ্যা ও ব্যাকরণ রয়েছে। কেউ যদি তার ফটোষ্টেট করে প্রচার করে যে, এটাই হল সুন্নী কুরআন তবে ভুল করবে। অনুরূপ পরিবেশিত ফটোষ্টেট কপি দেখে ওসবকে স্বতন্ত্র আল কুরআন মনে করা বা কোন অংশবিশেষকে সূরা-ই-বিলায়েত বলে ধারণা করা ভুল হবে।

আমরা এখানে সূরা-ই-বিলায়েত সম্পর্কে শিয়াদের বক্তব্য উদ্ধৃত করলাম:

وَلَا اَنَّ الشِّيْعَةَ تُقِيْمُ لِتِلْكَ السُّوْرَةِ الْمَزْعُوْمَةِ وَزْنًا وَلَا تَرَاهَا بِعَيْنِ الْكِتَابِ الْعَزِيْزِ
وَلَا تَجْرِيْ عَلَيْهَا اَحْكَامُهُ وَيَا لَيْتَ الرَّجُلَ رَاجَعَ مُقَدِّمَاتِ تَفْسِيْرِ الْعَلَّامَةِ الْبَلَاغِيْ
(آلَاءُ الرَّحْمٰنِ) وَمَا قَالَهُ فِيْ حَقِّ هٰذِهِ السُّوْرَةِ وَهُوَ لِسَانُ الشِّيْعَةِ وَتَرْجُمَانُ
عَقَائِدِهِمْ ثُمَّ كَتَبَ مَا كَتَبَ حَوْلَهَا۔ (الغدير ج ٣ ص ٢٦٤)

শিয়াগণই ঐ কল্পিত সূরা-ই-বিলায়েতের কোনই মূল্য দেন না। আর ওটিকে কুরআন-ই-আযীমের অংশ বলে মনে করেন না। আর ওই সূরাটির উপর কুরআনের জন্যে প্রযোজ্য হুকুম আহকাম জারি করেননা প্রতিবাদকারী ব্যক্তি যদি আল্লামা বালাগীর 'তফসীর-ই-আলাউর রহমান' এর ভূমিকা পড়ে দেখতেন,

www.pathagar.com

তবে ভাল হত। তিনি সূরা-ই-বিলায়েত প্রসঙ্গে যা বলেছেন, তা জেনে নিলে ভাল হত। তিনি হচ্ছেন শিয়াদের মুখপাত্র। তাদের আকীদা বর্ণনার নকীব। তিনি ঐ সূরার ব্যাপারে অনেক কিছু লিখেছেন।' [আল-গাদীর ২৬৭/৩]

সুহৃদ পাঠক লক্ষ্য করেন যে, শিয়া তফসীরকারগণ ঐ সূরা-ই-বিলায়েতের কোন মূল্য দেন না। তাঁরা এটিকে কুরআনের অংশ বলে বিশ্বাস করেন না। কুরআনের ন্যায় ওই সূরাটির প্রতি আচরণও করেন না। তবু আমাদের জামায়াতী পণ্ডিত শিয়াদের ঘাড়ে সূরা-ই-বিলায়েতে বিশ্বাসের অপবাদ দিয়ে যাচ্ছেন নির্বিঘ্নে। লোকটি পণ্ডিত বটে। এরাই হলেন ইসলামী চিন্তাবিদ। আর এরাই মিথ্যা প্রচারের জন্যে 'দারুল ইফতা' খুলে বসেছেন। ধিক এসব মুফতীর ক্রিয়াকর্মের উপর।

কুরআন সংকলনে তাহরীফ?

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর যুগে আল কুরআন বিভিন্ন গোত্রীয় ভাষায় পাঠ করার অনুমতি ছিল। অর্থ ঠিক রেখে বিকল্প শব্দ প্রয়োগে কুরআন পড়া যেত। সকল গোত্রে দ্রুত বহুল প্রচারের লক্ষ্যে বিভিন্ন গোত্রের নিজ নিজ ভাষায় কুরআন পাঠের অনুমতি ছিল। সংকলনের সময় এধরনের বহু গোত্র ও ব্যক্তিগত শব্দ বাদ পড়ে যায়। কুরআন সংকলনে একমাত্র কুরাইশদের ভাষা গ্রহণীয় হয়। বস্তুতঃ তাদের মুখের ভাষায়ই কুরআন নাযিল হয়েছিল। হযরত উসমান (রাঃ) এর জামানায় কুরআনের ব্যাপক প্রচারের জন্যে সমস্ত মাসহাফ একত্রিত করা হয়। হযরত হাফসা, হযরত ইবনে মাসউদ, হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রাঃ) প্রমুখ সাহাবীদের মাসহাফ জমা করা হয়। সবের সাথে মিলিয়ে নিয়ে মাসহাফে উসমানী সংকলিত হয়েছে। মাসহাফে সিদ্দিকীতে হযরত ওমর (রাঃ) কর্তৃক উত্থাপিত এবং অন্যান্য অনেকের পেশকৃত আয়াত স্থান পায়নি। কারণ সংকলনের নির্ভরযোগ্য নীতিমালায় তা উৎরায়নি। এ বিষয়ে বুখারী শরীফের কুরআন সংকলন অধ্যায় ও আল-ইতকান পড়ে দেখা যেতে পারে। আমরা এবিষয়ে কিছুটা আলোচনা করে এসেছি।

কাজেই হযরত আলী (রাঃ) ও অন্যান্য সাহাবাদের নিকটের মাসহাফের কোন শব্দ বাদ পড়ে থাকলে তা নিয়ে মূল কুরআনের বিশুদ্ধতার প্রশ্ন তোলা যায়না। এরূপ প্রশ্ন কোন সাহাবী তোলেননি। এ ব্যাপারে শিয়াদের সমর্থিত কোন শব্দ বাদ পড়ে থাকলে তা নিয়ে হৈচৈ করার অর্থ হয় না। তারা হয়ত আহলে বাইতের সূত্রে হযরত আলী (রাঃ) বরাত দিয়ে কথা বলবেন। এতে মূল কুরআনের প্রতি তাদের আস্থা নেই বলে অপপ্রচার করা অযৌক্তিক। এরূপ করা হলে অন্যান্য সাহাবাদের বেলায়ও অনুরূপ কথা বলার অবকাশ থেকে যাবে। তাই

www.pathagar.com

আশা করি, কোন পক্ষই এসব নিয়ে উচ্চবাচ্য করে প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করতে যাওয়া ঠিক হবে না। ইরানীদের আন্দোলনে কোন রাজা বাদশাহর সিংহাসন যায়তো যাক, কুরআনের বিতর্ক তুলে ওদের রক্ষা করতে যাওয়া ঠিক হবে না। কুরআন পাকে কোথাও কোথাও প্রতি শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থের বিকৃতি ঘটেনি বলেই উক্ত শিয়া পণ্ডিত বলেছেন:

وَيَاتِيْ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ اَنَّ الظَّاهِرَ مِنَ التَّحْرِيْفِ تَحْرِيْفُ اللَّفْظِ لَا الْمَعْنٰى ـ

৬৯ 'খোদাচাহেত সামনের আলোচনায় আসবে যে দৃশ্যত পরিবর্তনের অর্থ হল শব্দের-পরিবর্তন, অর্থের বিকৃতি নয়। (ফটোষ্টেট পৃ: ১৮)

এতে বুঝা যাচ্ছে যে- শিয়াগণ কুরআনের কোন অর্থ বিগড়িয়ে শব্দ বসানো হয়েছে বলে ধারণা পোষণ করেন না। আর তারা কুরআনের শব্দরাজিকে কুরআন বলেই নামাজে পাঠ করে থাকেন। তাদের কথিত বাদপড়া শব্দ দিয়ে তারা নামায পড়েন না বা কুরআন শিক্ষা দেন না। আমাদের সুন্নীদের মতেও কুরআনের বিভিন্ন কেরাআত রয়েছে। কেরআতে সাব্জাহ্ ও মুতাওয়াতিরার তফাত সকলেরই জানা আছে। কোরাআতে মাশহুরা এবং মুতাওয়াতিরা নিয়েও বিভিন্ন বর্ণনার শাব্দিক বৈপরিত্য পরিদৃষ্ট হয়। কাজেই এরূপ বিতর্ক তুলে শিয়াদের কোণঠাসা করার অপকৌশলের অর্থ শিক্ষিত সমাজ ভাল করেই বুঝবেন।

বর্ণনা গ্রহণের মানদণ্ডে আল-কাফী

লেখক আল-কাফী গ্রন্থের বরাত দিয়ে মাসহাফে ফাতেমা প্রসঙ্গে কথা তুলেছেন। শুধু মাসহাফে ফাতেমা কেন, এছাড়া বহু মাসহাফের কথাও কুরআন সংকলন প্রসঙ্গে উল্লিখিত রয়েছে। মাসহাফে উবাই, মাসহাফে ইবনে মাসউদ, মাসহাফে হাফ্সা, মাসহাফে ইবনে আব্বাস ইত্যাদির কথা প্রসঙ্গত এসে যায়। এসবের দরুণ বর্তমান কুরআনের বিশুদ্ধতা ক্ষুণ্ন না হলে মাসাহাফ ফতেমার দরুন বিপদ সৃষ্টি হবে কেন? মাসহাফে ফাতেমা বা মাসহাফে আলী বলতে বর্তমানে কোন কিছুর অস্তিত্ব নেই। অনুরূপ, অন্য কোন মাসহাফের ও প্রমাণ পাওয়া যায় না। কাজেই এসবের দরুণ কোন সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছেনা। তবে এখানে মাসহাফে ফাতেমা নিয়ে আলোচনা করার পূর্বে শিয়াদের গ্রন্থাদির বক্তব্য বিষয়াদির ব্যাপারে শিয়াদের দৃষ্টিভঙ্গী কি তা তুলে ধরতে চাই।

আল-কাফী কিতাবের ২৩৯/১ নং হাদীস প্রসঙ্গে লেখক সমালোচনা-মুখর। কিন্তু সমালোচনায় যাওয়ার পূর্বে বর্ণনার বিশুদ্ধতা সম্পর্কে এই কিতাবের ভূমিকায়

www.pathagar.com

যা বলা হয়েছে তা পাঠ করা উচিত ছিল। আল-কাফীর ভূমিকায় বলা হয় :---

لَابُدَّ لَنَا مِنَ التَّاكِيْدِ عَلٰى اَنَّ (اَلْكَافِىْ) لَا تَتَسَاوٰى اَحَادِيْثُهٗ وَلَيْسَتْ اَسَانِيْدُ رِوَايَاتِهٖ وَلَا رُوَاةُ اَحَادِيْثِهٖ مُتَسَاوِيْنَ فِى الْوَثَاقَةِ وَالصِّدْقِ وَلَا يَجْرِىْ عَلَيْهِمْ كُلِّهِمْ حُكْمٌ وَاحِدٌ۔ وَنُؤَكِّدُ ثَانِيًا عَلٰى اَنَّ اِسْتِخْلَاصَ اٰيَةِ عَقِيْدَةٍ دِيْنِيَّةٍ اَوْمَذْهَبِيَّةٍ اَوْ رَاْيٍ فِقْهِيٍّ مِنْ هٰذِهِ الْاَحَادِيْثِ لَا يَصِحُّ وَلَا يَتِمُّ اِلَّا بَعْدَ عَرْضِ الرِّوَايَاتِ بِاَسَانِيْدِهَا عَلٰى كُتُبِ الرِّجَالِ وَبَعْدَ عَرْضِ بَعْضِهَا عَلَى الْبَعْضِ الْاٰخَرِ وَبَعْدَ اِسْتِعْرَاضِ النُّصُوْصِ الَّتِىْ جَاءَتْ فِىْ مَصَادِرَ اُخْرٰى وَتَحْكِيْمِ الْقُرْاٰنِ الْحَكِيْمِ فِىْ ذٰلِكَ وَالْاَهَمُّ مِنْ هٰذَا كُلِّهِ الْاِحْتِكَامُ اِلٰى قَوَاعِدَ وَاُسُسٍ وَضَعَهَا الْعُلَمَاءُ الْمُخْتَصُّوْنَ۔ وَالَّتِىْ لَا يُسْتَغْنٰى عَنْهَا فِىْ هٰذَا الْمَجَالِ بِاَىِّ حَالٍ۔ (مقدمة الكافى ص٣)

৭১·—'আমাদের জন্যে একথা বিশেষভাবে জোর দিয়ে বলে দেয়া অপরিহার্য যে, আল-কাফী গ্রন্থের হাদীসগুলো সমমানের নয়। আল-কাফীর বর্ণনা সমূহের সনদসমূহ এবং তার হাদীসগুলো নির্ভরযোগ্যতা ও বিশ্বস্ততার মানে এক পর্যায়ের নয়। আর সবের জন্যে একই হুকুম. জারী হবেনা।'

দ্বিতীয়তঃ আমরা তাগিদের সাথে বলব যে, এসব হাদীস হতে যে কোন দ্বীনী আকীদা, মাযহাবগত বিষয় বা ফিক্হের মাসায়েল বের করা বিশুদ্ধ ও পরিপূর্ণ হবেনা--যতক্ষণ না বর্ণনাগুলোকে সনদসহ রিজাল-শাস্ত্রের মানদণ্ডে যাচাই করা হবে, এবং সে গুলোকে অন্য বর্ণনার পার্শ্বে রেখে দেখা হবে। আর যতক্ষন না. অন্যান্য সূত্রে বর্ণিত বক্তব্যাদির দ্বারা সমর্থন নেয়া হবে। এবং কুরআন কারীমের বিচারের সামনে আনা হবে। এসবের চেয়ে বড় কথা হল, বিশেষ পণ্ডিতগণ যে নিয়ম-নীতি ও বুনিয়াদ রচনা করেছেন যা থেকে কোন অবস্থায়ই এবিষয়ে রেহাই পাওয়া যেতে পারেনা, তার মানদণ্ডে যতক্ষন বিচার করা না হয়।' (ভূমিকা আল-কাফী ৩, পৃঃ।)

এ হল শিয়াদের রিওয়ায়েত যাচাই করার মানদণ্ড। আল-কাফীর ন্যায় তাঁদের প্রামান্য গ্রন্থের বেলায়ও তাঁরা চোখ বুঝে সবকিছু গ্রহন করার পক্ষপাতী নন। তাঁরা সমপর্যায়ের বর্ণনার সাথে তুলনা করে রিওয়ায়েত গ্রহণ করে থাকেন। কুর-আনুল করীম ও রিজাল শাস্ত্রের কায়দা কানুন মেনে চলেন। কাজেই আল-কাফীর উল্লিখিত বর্ণনাটি তাদের মানদণ্ডে পরীক্ষা করে দেখতে হবে। রিওয়ায়েতের

www.pathagar.com

নিয়মনীতি মুতাবিক বলে সাব্যস্ত হয়ে গেলে পবিত্র কুরআনের সাথে মিলিয়ে যাচাই করে দেখতে হবে। এ বর্ণনায় দেখা যায় যে, মাসহাফে ফাতেমা বর্তমান কুরআন হতে তিন গুন বড় ছিল বলে বলা হয়েছে। আর ওই মাসহাফে ফাতেমায় নাকি বর্তমান কুরআনের একটি হরফও ছিলনা। এ বর্ণনানুযায়ী আল-কাফীর হাদীসটি স্বয়ং আল কুরআনের বিচারে নাকচ হয়ে যায়। কারণ যে গ্রন্থে আল-কুরআনের একটি অক্ষরও নেই তা কুরআন হয় কি করে? এই কুরআনে কি আল্লাহ্ ও রাসূলের নামও ছিলনা? যদি থেকে থাকে, তবে বর্তমান কুরআনের একটি কেন বহু অক্ষরই ওতে থাকার কথা। কাজেই শিয়াদের বিচারেই বর্ণনাটি শাব্দিক অর্থে গ্রহণযোগ্য নয়। এ জন্যে লেখকের আস্ফালন করতে হবেনা। আর যে কুরআন বর্তমানে শিয়াদের হাতে নেই, তা নিয়ে বিতর্ক তুলে ফায়দা কি? তা মূলতঃ কুরআন নয়, কুরআনের ব্যাখ্যা হতে পারে। ইমাম মাহদী এলে দেখা যাবে। তা তিনি সাথে করে নিয়ে আসেন কি না। ইমাম মাহদীকে ইমাম মাহদী বলে মেনে নিলে ওই জামানার লোকেরা তাঁর কুরআনী ব্যাখ্যাকেও গ্রহণ করবে। এ যুগে ওসব দুরান্দেশী কথা নিয়ে অর্থহীন বিতর্কের কোন ফায়দা নেই। হাঁ, রাজতন্ত্রের হেফাজতের কল্যানে আসতে পারে বটে।

শিয়া মতে 'আল-কাফী' 'ফিকৃহ মান্‌লা ইয়াহ জুরুহুল ফকীহ্' 'আত্‌-তাহযীব'' 'আল্ ইস্‌তেবসার'' গ্রন্থ চারটি সবিশেষ উল্লেখযোগ্য কিতাব। এগুলোর বর্ণনা সম্পর্কে আল্-গাদীরে বলা হয় :-

تَعْتَقِدُ الشِّيْعَةُ اَنَّ هٰذِهِ الْكُتُبَ الْاَرْبَعَةَ اَوْثَقُ كُتُبِ الْحَدِيْثِ ـ وَاَمَّا وُجُوْبُ الْعَمَلِ بِمَا فِيْهَا مِنَ الْاَخْبَارِ اَوْ بِكُلِّ مَا رَوَاهُ اِمَامِيٌّ وَدَوَّنَهُ اَصْحَابُ الْاَخْبَارِ مِنْهُمْ فَلَمْ يَقُلْ بِهٖ اَحَدٌ ـ وَيَشْهَدُ لِذٰلِكَ رَدُّ عُلَمَاءِ الشِّيْعَةِ لِفَرِيْقٍ مِمَّا رُوِىَ مِنْ اَحَادِيْثِهِمْ لِطَعْنٍ فِىْ اِسْنَادٍ اَوْ لِمُنَاقَشَةٍ فِى الْمَتْنِ وَيَشْهَدُ لِذٰلِكَ تَنْوِيْعُهُمُ الْاَخْبَارَ عَلٰى اَقْسَامٍ اَرْبَعَةٍ اَلصَّحِيْحُ، اَلْحَسَنُ اَلْمُوَثَّقُ اَلضَّعِيْفُ (الغدير ج ٣ ص ٢٧٤)

৭২ ক, শিয়াগণই এ চারটি কিতাবকে হাদীসের কিতাবাদিতে অত্যন্ত নির্ভর-যোগ্য বলে আকীদা রাখেন। তবে ওই সবের বর্ণিত সংবাদাদি এবং কোন ইমামী কর্তৃক বর্ণিত যাবতীয় বিষয় আর যা কিছু শিয়া বর্ণনাকারীগণ বর্ণনা করেছেন, তার উপর আমল করাকে ওয়াজীব বলে কোন শিয়া আলিম বলেননি।'

খ, এর সাক্ষ্য স্বরূপ বলা যায় যে, শিয়া আলিমগণ তাঁদের বর্ণিত হাদীসের

www.pathagar.com

একাংশ রদ করেছেন। হাদীসগুলোর সনদে ত্রুটি অথবা মতনে মতান্তর দেখা দেয়ার ফলে এরূপ করেছেন। আর এর সাক্ষ্য এটাও যে, তাঁরা বর্ণনা গুলোকে চার ভাগে বিভক্ত করেছেন: 'সহীহ্' 'হাসান' 'মুআস্সাক' ও 'দয়ীফ'। (আল্-গাদির ২৭৬/৩)

এ উদ্ধৃতিটি পরিবেশনের পর শিয়াদের কিতাবের বিষয়াদি বিতর্কের উর্ধ্বে নয় বলে প্রমাণিত হয়। কাজেই শিয়া পণ্ডিতগণ এমন অজ্ঞ নন যে, তাঁদের মতামতকে যুক্তির দ্বারা খণ্ডন করা যাবে না. এ দৃষ্টিভঙ্গীতে তারা তা মেনে নেবেন না। তাঁদের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য চারটি কিতাব সম্পর্কে তাঁদের ধারণা ও মতামত জানা গেল এরই উপর অন্যান্য শিয়া গ্রন্থের বিচার করা যাবে। তাই নির্বোধের মত কোন শিয়া লেখকের লেখা দেখলেই এটাকে শিয়াদের বরণীয় মাযহাব বা অভিমত বলা যাবে না। দেখতে হবে, তাঁদের দলিল ও যুক্তির মানে তা কতটুকু উতরায়। আমাদের এ আলোচনার পর প্রতীয়মান হয় যে, লেখক শিয়াদের সম্পর্কে পড়শোনা না করেই নিম্নের উক্তিগুলো করেছেন:

'اسما رجال' বা হাদীস বর্ণনাকারীদের সম্পর্কে তারা (শিয়ারা) সঠিক জ্ঞান লাভ করারও প্রয়োজনবোধ করেননা। কোন শিয়া বর্ণিত হাদীস হলেই সেটাকে তারা সঠিক বলে গ্রহণ করে থাকেন। বর্ণনাকারীর শিয়া হওয়াটাই তার বর্ণিত হাদীসের সত্যতার মাপকাঠি। যত বড় নির্ভেজাল মিথ্যা কথা হোকনা কেন, তা যদি কোন শিয়া বর্ণনা করে থাকে এবং সেটা যদি শিয়া মতবাদের সহায়ক হয় তবে তা তাদের নিকট সত্য ও সঠিক বলে অবশ্যই গ্রহণযোগ্য। (পৃষ্ঠা: ২৪)

জামায়াতীদের 'মাপকাঠির'র দৌরাত্ম্য কমল না। শিয়াদের উপরও লেখক তাঁর মনগড়া মাপকাঠি চাপিয়ে দিলেন। সত্যের অপলাপ আর কাকে বলে?

হাদীস ও শিয়া সম্প্রদায়

বিজ্ঞলেখক শিয়াগণকে কাফির প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করেছেন। তাঁর বইটির ২২ ও ৭১ পৃষ্ঠায় তিনি এ ধৃষ্টতা দেখিয়েছেন। শিয়াগণ মুসলমান কিনা আমরা তা আলোচনা করে এসেছি। তারা মুসলমান। তাদের হাদীস পর্যন্ত গ্রহণ যোগ্য। তবে শিয়া মতবাদের সপক্ষে তারা হাদীস বর্ণনা করলে ঐ হাদিসটি গ্রহণীয় হবেনা বলে অনেক সুন্নী আলিম মত প্রকাশ করে থাকেন। পক্ষান্তরে সুন্নী বর্ণনাকারী সুন্নীমতের সপক্ষে হাদীস বর্ণনা করলে তারা তা প্রত্যাখ্যান করেন না। এখানে একদেশদর্শিতার গন্ধ আসে কি না তা, বিজ্ঞজন ভেবে দেখবেন। বস্তুত বর্ণনাকারীর গুণাগুনই হাদীস গ্রহণ ও বর্জন করার মানদণ্ড হওয়া উচিত। নতুবা একই কারণে শিয়াগণ সুন্নীমতের পক্ষপাতি হাদীসও

www.pathagar.com

প্রত্যাখ্যান করার ন্যায়ত অধিকার পেয়ে যাবেন। শিয়া বর্ণনাকারী কর্তৃক বর্ণিত হাদীস সম্পর্কে 'আহলুল আহওয়াদের' প্রসঙ্গে আমরা আলোচনা করে এসেছি। শিয়াগণকে সুন্নী পণ্ডিতগণ 'প্রবৃত্তির অনুসারী' বলে উল্লেখ করেছেন বিদআতীও বলেছেন। এরূপ প্রবৃত্তিরদাস বিদআতীদের বর্ণনা (রিওয়ায়েত) গ্রহণযোগ্য হবে কি না, এ নিয়ে আলোচনার সূত্রপাত করে সুন্নীদের উসূলে হাদীসের 'নুখ্বাতুল ফিক্বাহর' কিতাবে বলা হয়ঃ---

(الف) ثُمَّ الْبِدْعَةُ وَهِيَ السَّبَبُ التَّاسِعُ مِنْ اَسْبَابِ الطَّعْنِ فِي الرَّاوِيْ وَهِيَ اِمَّا اَنْ تَكُوْنَ بِمُكَفِّرٍ كَانَ يَعْتَقِدُ مَا يَسْتَلْزِمُ الْكُفْرَ اَوْ بِمُفَسِّقٍ ۔ فَالْاَوَّلُ لَا يُقْبَلُ صَاحِبُهَا الْجُمْهُوْرُ وَقِيْلَ يُقْبَلُ مُطْلَقًا ۔ وَقِيْلَ اِنْ كَانَ لَا يَعْتَقِدُ حِلَّ الْكِذْبِ لِنُصْرَةِ مَقَالَتِهٖ قُبِلَ ۔

(ب) وَالتَّحْقِيْقُ اَنَّهٗ لَا يُرَدُّ كُلُّ مُكَفِّرٍ بِبِدْعَةٍ لِاَنَّ كُلَّ طَائِفَةٍ تَدَّعِيْ اَنَّ مُخَالِفِيْهَا مُبْتَدِعَةٌ وَقَدْ تُبَالِغُ فَتُكَفِّرُ مُخَالِفِيْهَا فَلَوْ اُخِذَ ذَالِكَ عَلَى الْاِطْلَاقِ لَاسْتَلْزَمَ تَكْفِيْرَ جَمِيْعِ الطَّوَائِفِ فَالْمُعْتَمَدُ اَنَّ الَّذِيْ تُرَدُّ رِوَايَتُهٗ مَنْ اَنْكَرَ اَمْرًا مُتَوَاتِرًا مِنَ الشَّرْعِ مَعْلُوْمًا مِنَ الدِّيْنِ بِالضَّرُوْرَةِ وَكَذَا مَنْ اِعْتَقَدَ عَكْسَهٗ ۔ فَاَمَّا مَنْ لَمْ يَكُنْ بِهٰذِهِ الصِّفَةِ وَانْضَمَّ اِلٰى ذَالِكَ ضَبْطُهٗ لِمَا يَرْوِيْهِ مَعَ وَرَعِهٖ وَتَقْوَاهُ فَلَا مَانِعَ مِنْ قَبُوْلِهٖ ۔

(ج) وَالثَّانِيْ وَهُوَ مَنْ لَا يَقْتَضِيْ بِدْعَتُهُ التَّكْفِيْرَ اَصْلًا وَقَدْ اُخْتُلِفَ اَيْضًا فِيْ قَبُوْلِهٖ وَرَدِّهٖ فَقِيْلَ يُرَدُّ مُطْلَقًا وَهُوَ بَعِيْدٌ وَاَكْثَرُ مَا عُلِّلَ بِهٖ اَنَّ فِي الرِّوَايَةِ عَنْهُ تَرْوِيْجًا لِاَمْرِهٖ وَتَنْوِيْهًا بِذِكْرِهٖ ۔ وَعَلٰى هٰذَا يَنْبَغِيْ اَنْ لَا يُرْوٰى عَنْ مُبْتَدِعٍ شَيْءٌ يُشَارِكُهٗ فِيْهِ غَيْرُ مُبْتَدِعٍ وَقِيْلَ يُقْبَلُ مَنْ لَمْ يَكُنْ دَاعِيَةً اِلٰى بِدْعَتِهٖ ۔

(د) فَقَالَ (اَلشَّيْخُ الْحَافِظُ اَبُوْ اِسْحَاقَ اِبْرَاهِيْمُ بْنُ يَعْقُوْبَ الْجُوْزَجَانِيُّ) فِيْ وَصْفِ الرُّوَاةِ وَمِنْهُمْ زَائِغٌ عَنِ الْحَقِّ اَيْ عَنِ السُّنَّةِ صَادِقُ اللَّهْجَةِ فَلَيْسَ فِيْهِ حِيْلَةٌ اِلَّا اَنْ يُؤْخَذَ مِنْ حَدِيْثِهٖ مَا لَا يَكُوْنُ مُنْكَرًا اِذَا لَمْ يُقَوِّ بِهٖ بِدْعَتَهٗ ۔

(نخبة الفكر ص ٧٥-٧٨)

www.pathagar.com

৭৩.—(ক) 'অতঃপর বিদআত প্রসঙ্গঃ বর্ণনাকারীর জন্যে মর্যাদা হানিকর কারণ সমূহের মধ্যে বিদআত হচ্ছে নবম কারণ। এ বিদআত তাঁকে হয়ত কুফরীর পর্যায়ে নামিয়ে দেবে, যেমন কুফরীর হুকুম দেওয়া অবধারিত হয়ে যায় বর্ণনাকারী এমন কোন আকীদা পোষণ করে থাকেন অথবা বিদআত তাকে 'ফাসিক' বলে প্রতিপন্ন করবে। প্রথম প্রকারের বর্ণনা কারীকে (অর্থাৎ কুফরী পর্যায়ের) অধিকাংশ হাদীস বিশারদ গ্রহণ করেননি। আর কেউ বলেছেন যে এরূপ বর্ণনাকারীর বর্ণনা শর্তহীনভাবে গ্রহণ করা হবে। আর কেউ বলেছেন যে, বর্ণনাকারী যদি স্বমতের পক্ষে মিথ্যা বলাকে বৈধ বলে মনে না করেন, তবেই উক্ত বর্ণনাকারীর বর্ণনা গ্রহণ করা হবে।

(খ) 'বিচার বিশ্লেষণে প্রমাণিত হয় যে বিদআতের কারণে কুফরীর পর্যায়ে নেমে আসা সকল বর্ণনাকারীর বর্ণনা প্রত্যাখ্যান করা যায় না। কারণ প্রত্যেক ফির্কাহ তাদের বিরোধীদেরকে বিদআতী বলে থাকে। আর কখনো বা বাড়াবাড়ি করে বিরুদ্ধবাদীদেরকে কাফির বলে ফেলে। এমতাবস্থায় শর্তহীনভাবে এই মত গ্রহণ করা হলে সকল ফির্কাকেই কাফির বলতে হয়। তাই নির্ভরযোগ্য মত হল এই যে, যে বিষয়টি মুতাওয়াতির সূত্রে শরীয়তের অন্তর্ভুক্ত বলে অকাট্য ভাবে ধর্মের অংশ হিসেবে পরিগণিত তা যে অস্বীকার করবে তার বর্ণনা রদ করে দেয়া হবে। অনুরূপ যে ব্যক্তি এর বিপরীত বিষয়কে ধর্মের অন্তর্ভুক্ত বলে বিশ্বাস করবে, তার বর্ণনাও কবুল করা হবে না। আর যে এরূপ হবেনা, তার সাথে তাঁর হাদীস স্মরণ রাখার বিশেষ গুণ থাকবে, খোদাভীতি ও তাকওয়ার অধিকারী হবে, তাঁর বর্ণনা বিদআতের দরুণ রদ করা হবেনা। তাঁর বর্ণনা কবুল করার পথে কোনই বাধা নেই।

(গ) দ্বিতীয় প্রকার অর্থাৎ যে বর্ণনাকারীর বিদআত আদতেই কুফরীর পর্যায়ে নয়, তাঁর বর্ণনা গ্রহণ করা ও না করা নিয়েও মতান্তর রয়েছে। কেউ বলেছেন যে, শর্তহীনভাবে তা রদ করা হবে। বস্তুতঃ এ মত ন্যায়নীতি হতে বহু দূরে। অধিকাংশ সময় এর কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে বলা হয় যে, তাঁর নিকট থেকে হাদীস বর্ণনা করলে তাঁর বিদআত কর্মকে প্রসারিত করা হবে, তাঁর সুনাম করা হবে। একথা মেনে নিলে যে-বিদআতীর সাথে কোন বিষয়ের বর্ণনায় বিদআতী নয়, এমন লোক শরীক রয়েছে তাঁর নিকট হতে হাদীস-নেয়া উচিৎ হবে না। আর কেউ বলেছেন যে,---সাধারণতঃ উক্ত রূপ বর্ণনাকারীর বর্ণনা কবুল করা হবে যদি বর্ণনাকারী স্বমতের পক্ষে মিথ্যা বলাকে বৈধ মনে না করেন। পূর্বে এ আলোচনা এসেছে। আর কেউ বলেন যে, বিদআতের সমর্থনে বর্ণনাটি না হলে তা গ্রহণ করা যাবে।'

www.pathagar.com

খ, 'অতঃপর তিনি (হাফিজ-ই- হাদীস শাইখ আবু ইস্‌হাক ইব্রাহীম) বর্ণনাকারীর গুণাগুণ প্রসঙ্গে বলেন, তাঁদের মধ্যে 'হক্' তথা সুন্নাহ্ হতে সরে যাওয়া সত্যবাদীরাও রয়েছেন। এরূপ লোকের বর্ণনা গ্রহণ না করার কোন হেতু নেই। হাঁ, তাঁদের সে হাদীস 'মুনকার' হবেনা, যদ্বারা বর্ণনাকারীর বিদআত শক্তিশালী হবেনা তাঁর ঐসব হাদীস নেয়া হবে। (নুখবাতুল ফিকাহ: ৭৫---৭৮ পৃঃ পর্যন্ত)

বিষয়টির গুরুত্বের দরুন আমরা এখানে একটু দারাজ উদ্ধৃতি পেশ করেছি। আমরা এর আলোকে শিয়া হাদীস বর্ণনাকারীর বর্ণনা গ্রহণীয় কিনা তা বিচার করে দেখব। (ক) অংকের বিষয় বস্তু প্রমাণ করে যে, বিদআত কর্ম কুফরীর পর্যায়ের হলেও অনুরূপ বর্ণনাকারীর হাদীসকে রদ করার ব্যাপারে বিজ্ঞজন একমত নন। কেউ তো বিনা তর্কে এরূপ লোকের বর্ণনা গ্রহণ করার পক্ষে রয়েছেন। আর কেউ শর্তাধীন এদের রিওয়ায়াত গ্রহণ করেছেন। আর সংখ্যাধিক হাদীস বিশারদ এরূপ লোকের বর্ণনা কবুল না করার পক্ষে মত দিয়েছেন। (খ) অংকে এই বিতর্কের অবসান কল্পে গ্রন্থকার আল্লামা ইব্নে হাজার আস্কালানী বলেন: বিচার বিশ্লেষণে প্রমাণিত হয় যে, বিদআতের কারণে কুফরীর পর্যায়ে নেমে আসা সকল বর্ণনাকারীর বর্ণনা প্রত্যাখ্যান করা যায় না। এর যুক্তি প্রদর্শন করে আল্লামা ইবনে হাজার বলেন যে, বিদআতের দরুন মুসলিম ফির্কাহগুলো পরস্পরকে কাফির পর্যন্ত বলে ফেলেছে। এমতে কারো বর্ণনা গ্রহণীয় হতে পারে না। কাজেই দেখতে হবে যে, মুতাওয়াতির সূত্রে বর্ণিত দ্বীনের কোন অকাট্য বিষয়কে অস্বীকার করা হয়েছে কিনা? অথবা মুতাওয়াতির সূত্রে অকাট্য ভাবে কোন কর্ম ইসলামের পরিপন্থী বলে গণ্য হওয়ার পর ওটিকে দ্বীন ইসলামের মধ্যে শামিল বলে আকীদা রাখা হয়েছে কি না? যদি এরূপ আকীদা পোষণ করে, তবেই জমহুর তার রিওয়ায়াত রদকরার পক্ষপাতী। এই মানদণ্ডে চিন্তা করলে দেখা যায় যে, ইসলামের অকাট্য মৌলিক বিষয়ে শিয়া মুসলমানদের কোন দ্বিমত নেই। আমরা এবিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করে এসেছি। চরমপন্থীরা যে শিয়া পণ্ডিতগণের মতেও মুসলমান নয় আমরা তাও বলে এসেছি। কাজেই উসূলে হাদীসের এ মানদণ্ডে শিয়া বর্ণনাকারীর রিওয়ায়াত গ্রহণ করা যায়।

(গ) অংকের আলোচনায় দেখা যায় যে. কুফরী পর্যন্ত পৌঁছে না এমন বিদআতের জন্যে বর্ণনা গ্রহণ করার বেলায়ও দ্বিমত রয়েছে। তবে যেখানে কুফরী পর্যন্ত পৌঁছে যাওয়ার মত বিদআত বর্ণনার বিশুদ্ধতাকে সকলের মতে ক্ষুণ্ন করছে না সেখানে এর চেয়ে লঘু বিদআতের দরুন রিওয়ায়াত বাতিল করে দেওয়া যায় না। যারা এ ধরণের বর্ণনাকে বাতিল বলেছেন তাদের খণ্ডন

www.pathagar.com

করে ইবনে হাজার আস্কালানী বলেন যে, তাহলে কোন বিদআতীর সাথে বিদআতী নয় এমন ব্যক্তি শরীক হয়ে রিওয়ায়াত করলে তাঁর রিওয়ায়াতও কবুল না হওয়ার কথা। কিন্তু দেখা যায় যে বুখারী ও মুসলিম শরীফে বহু বিদআতীর বর্ণনা গ্রহণ করা হয়েছে। এ ছাড়া অন্যান্য হাদীস গ্রন্থে বিদআতীদের বর্ণনা বিস্তর রয়েছে। আল্লামা ইবনে সালাহ বলেছেন যে, বিদআতীর বর্ণনা কবুল করা হবেনা একথা হাদীস বিশারদ ইমামগণের মতের পরিপন্থী। তিনি বলেন:

قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ: وَهُوَ بَعِيدٌ مُبَاعِدٌ لِلشَّائِعِ عَنْ أَئِمَّةِ الْحَدِيثِ فَإِنَّ كُتُبَهُمْ طَافِحَةٌ بِالرِّوَايَةِ عَنِ الْمُبْتَدِعَةِ غَيْرِ الدُّعَاةِ. وَفِي الصَّحِيحَيْنِ كَثِيرٌ مِنْ أَحَادِيثِهِمْ فِي الشَّوَاهِدِ وَالْأُصُولِ. (حاشية نخبة الفكر عـ١ صـ٧٧)

৭৪.— "আল্লামা ইবনে সালাহ বলেন যে, উক্ত মত ন্যায়নীতি হতে অনেক দূরে রয়েছে। কারণ ব্যাপকভাবে হাদীস বিশারদ ইমামগণ হতে প্রমাণিত হয় যে, তাঁদের হাদীসের কিতাবাদি বিদআতের প্রতি আহ্বান করেন এমন সব বিদআতীদের বর্ণনা দ্বারা ফুলে ফেঁপে রয়েছে। আর সহীহাইন তথা বুখারী ও মুসলিম শরীফে বিদআতীদের বহু হাদীস বর্ণিত রয়েছে। মূল গ্রন্থে ও গ্রন্থের সমর্থনে এসব বর্ণনা গৃহীত হয়েছে।" (আল-নোখবা: টীকা নং ১ পৃ: ৭৭)

আমাদের এ উদ্ধৃতিটি প্রমাণ করে যে, বিদআতীদের বর্ণনা সুন্নী হাদীস গ্রন্থাদিতেও স্থান পেয়েছে। কাজেই বিদআতীদের রিওয়ায়াত গ্রহণ করা যাবেনা, এমন কথা বলা যায় না। বিদআতী যদি 'সাদিকুল লাহজা' বা সত্যবাদী হয় তবে তাঁর বর্ণনা গ্রহণীয় হয়। (ঘ) অংকের বক্তব্যে এর প্রমাণ রয়েছে। ইমাম আবু দাউদ ও ইমাম নাসায়ী (রঃ) এর উস্তাদ হাফিজ-ই-হাদীস আল্লামা আবু ইসহাক ইব্রাহীম একথাই বলেছেন। বর্ণনাকারী যদি সত্যবাদী হন, তবে বিদআতী হওয়াতে কোন ক্ষতি নেই। এরূপ বিদআতীর বর্ণনা গ্রহণ না করার কোন হেতু নেই বলে তিনি মন্তব্য রেখেছেন। আর আল্লামা ইবনে হাজার আস্কালাণী তাঁকে সমর্থন করেছেন। (দেখুন, নুখবা ৭৮ পৃষ্ঠা)

মুআত্তা-ই-ইমাম মালিক

বুখারী ও মুসলিম শরীফকে বিশুদ্ধ হাদীস গ্রন্থ বলা হয়। এ গ্রন্থদ্বয়ে বিদআতীদের বহুবিদ বর্ণনা রয়েছে বলে আমাদের আলোচনা দ্বারা বুঝা গেল। বিশুদ্ধতায় এ দু'টি কিতাবের সমপর্যায়ে রয়েছে ইমাম মালিক (রঃ) এর মুআত্তা হাদীসগ্রন্থটি। শিয়াগণ জামায়াতী লেখকের চক্ষুশূল। এমন কি তাঁর দৃষ্টিতে তারা

www.pathagar.com

মুসলমানই নন। কিন্তু কি করা যাবে? হাদীস বিশারদগণ বিদগ্ধ লেখক মহোদয়ের দিকে দৃকপাত না করে এসব কাফিরদের রিওয়ায়াত গ্রহণ করেছেন। এঁদেরকে উস্তাদ বলে গ্রহণ করেছেন। ইমাম আবু হানিফা একাধিক শিয়া পণ্ডিতকে উস্তাদ মেনে নিয়েছেন। তিনি শিয়াদের ইমাম জাফর সাদিকের বিশেষ শাগরীদ ছিলেন। তাঁর সমসাময়িক ছিলেন ইমাম মালিক বিন আনাস। তিনিও তাঁর মহান গ্রন্থ-মুআত্তাতে শিয়াদের বর্ণনা নিয়েছেন। আর মুআত্তা-ই-ইমাম আহমদ বিন হাম্বলের মধ্যে শিয়া মতবাদের সমর্থনে বহু হাদীস রয়েছে। বইয়ের কলেবর বৃদ্ধির আশঙ্কায় সবদিক আলোচনার অবকাশ নেই। এ প্রসঙ্গে 'আও-জামুল মাসালিক-ইলা-মুআত্তা-ই-ইমাম মালিক' গ্রন্থে বলা হয়

(الف) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - أَبُوْ هَاشِمٍ ثِقَةٌ مِنْ رِجَالِ الْكُلِّ عَالِمٌ بِالْمَذَاهِبِ رُمِيَ بِالتَّشَيُّعِ - مَاتَ سَنَةَ تِسْعٍ وَتِسْعِيْنَ وَقِيْلَ قَبْلَهَا بِسَنَةٍ لَيْسَ لَهُ فِي الْبُخَارِي غَيْرُ هٰذَا الْحَدِيْثِ رَوَاهُ بِمَوَاضِعَ مِنْ كِتَابِهِ مُقَرُوْنًا بِأَخِيْهِ كَذَا فِي الْفَتْحِ -

(ب) اَلْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ : أَبُوْ مُحَمَّدٍ الْمَدَنِي مِنْ رُوَاةِ السِّتَّةِ ثِقَةٌ فَقِيْهٌ يُقَالُ إِنَّهُ أَوَّلُ مَنْ تَكَلَّمَ فِي الْإِرْجَاءِ .....

(ج) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ الْمَعْرُوْفُ بِابْنِ الْحَنَفِيَّةِ ..... أَبُو الْقَاسِمِ ابْنُ الْحَنَفِيَّةِ اَلْهَاشِمِيُّ الْمَدَنِيُّ عَالِمٌ مِنْ كُبَرَاءِ التَّابِعِيْنَ مَاتَ بَعْدَ الثَّمَانِيْنَ وَهُوَ الَّذِي يَزْعَمُ السَّبَائِيَّةُ مِنَ الرَّوَافِضِ أَنَّهُ الْمَهْدِيُّ وَأَنَّهُ لَا يَمُوْتُ حَتّٰى يَخْرُجَ فِي آخِرِ الزَّمَانِ وَمِنْهُمْ مَنْ أَقَرَّ بِمَوْتِهِ وَزَعَمَ أَنَّ الْأَمْرَ بَعْدَهُ صَارَ إِلٰى ابْنِهِ أَبِي هَاشِمٍ كَذَا فِي الْفَتْحِ - وَقَالَ إِبْرَاهِيْمُ ابْنُ الْجُنَيْدِ : لَا نَعْلَمُ أَحَدًا أَسْنَدَ عَنْ عَلِيٍّ وَلَا أَصَحَّ مِمَّا أَسْنَدَ مُحَمَّدٌ وَكَانَ مِنْ أَفَاضِلِ أَهْلِ الْمَدِيْنَةِ مِنْ رُوَاةِ السِّتَّةِ الخ -

(اوجز المسالک ج ۴ ص ۳۸۹-۳۹۰)

৭৫. — (ক) "বর্ণনা এসেছে আব্দুল্লাহ বিন মহাম্মদ বিন আলী বিন আবুতালিব থেকে। আব্দুল্লাহর কুনিয়ত বা পিতৃ পদবী-নাম হচ্ছে আবু হাশিম। তিনি 'সিকাহ' অর্থাৎ নির্ভর যোগ্য ব্যক্তি। সমস্ত হাদীস গ্রন্থে তাঁর বর্ণনা স্থান পেয়েছে। তিনি মাযহাব সমূহের জ্ঞান রাখতেন। শিয়া বলে তাঁর প্রতি দোষারোপ করা

www.pathagar.com

হয়েছে। তিনি ৯৯ হিজরী সালে, মতান্তরে এর এক বছর পূর্বে ইন্তেকাল করেন। বুখারীতে তাঁর একমাত্র এ হাদীসটি স্থান পেয়েছে। এটিকে ইমাম বুখারী তাঁর গ্রন্থের নানা স্থানে উল্লেখ করেছেন। তাঁর সাথে যুক্ত করে তাঁর ভাইকেও (হাসান বিন মুহাম্মদ) বর্ণনা করেছেন। এ বর্ণনাটি ফাতহুল বারী হতে সংগৃহীত।"

(খ) হাসান বিন্ মুহাম্মদ বিন আলী বিন আবীতালিব (রাঃ)। হাসানের কুনিয়াত হচ্ছে আবু মহাম্মদ' আল্ মাদী। তিনি 'সিকাহ' বা নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি ফিকাহবিদ। বলা হয় যে, তিনিই সর্ব প্রথম ইরজাআ (ارجاء) মতবাদ প্রচার করেন। বুখারী মুসলিম সহ ছ'টি হাদীছ গ্রন্থে তাঁর বর্ণনা রয়েছে।

(গ) 'মুহাম্মদ বিন্ আলী বিন্ আবী তালিব—ইবনে হানাফিয়া বা হানাফিয়া তনয় বলে তিনি পরিচিত। তাঁর কুনিয়াত আবুল কাসিম। ইবনুল্ হানাফিয়া আল্ হাশিমী আল্মাদানী বলে খ্যাতিমান।

তিনি নির্ভরযোগ্য আলেম ছিলেন এবং বয়োজ্যেষ্ঠ তাবিয়ীদের মধ্যে গণ্য হন। আশি হিজরীর পর তাঁর ইন্তেকাল হয়। তাঁকেই রাফিযীদের উপদল সাবায়ীগণ মাহ্দী মনে করে আর তাঁর জীবিত থাকার উপর বিশ্বাস রাখে। তিনিই আখেরী জামানায় যাহির হবেন বলে এদের বিশ্বাস। আর সাবায়ীদের একটি দল তাঁর মৃত্যু হয়েছে বলে বিশ্বাসী। তারা মনে করে যে, ইমামত তাঁর পরে তাঁর ছেলে আবু হাশিম আব্দুল্লাহর নিকট এসে যায়। ফাতহুল বারী হতে এ বর্ণনাটি নেয়া হয়েছে। ইব্রাহীম ইবনে জোনাইদ বলেন: আমরা হযরত আলী (রাঃ) হতে সুষ্ঠু সনদ সহ এবং বিশুদ্ধতর ভাবে হাদীস বর্ণনা করার ক্ষেত্রে মুহাম্মদ অপেক্ষা উত্তম অন্য কারো কথা জানিনা। তিনি ছিলেন মদীনা বাসী বিজ্ঞ জনের অন্যতম। তাঁর বর্ণনা সিহাহসিত্তায় (বিশুদ্ধ ছয়টি হাদীস গ্রন্থ) স্থান পেয়েছে।' (আওজাযুল মাসালিক ৩৮৯—৩৯০ পৃঃ ৪র্থ খণ্ড)

পাঠকগণ লক্ষ্য করেছেন যে, (ক) অংকে আব্দুল্লাহ্ বিন মুহাম্মদ বর্ণনাকারীর উল্লেখ রয়েছে। তিনি ছিলেন শিয়া। শিয়া হওয়ার দরুণ তাঁর বর্ণিত হাদীসকে নাকচ করে দেয়া হয়নি। বরং তাঁকে 'সিকাহ' তথা নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী এবং সমস্ত হাদীসগ্রন্থে তাঁর বর্ণনা সমূহ স্থান পেয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। ইমাম বুখারী ও তাঁর বর্ণনা গ্রহণ করেছেন। ইবনে হাজার আসকালানী বুখারী শরীফের শরাহ ফতহুল বারী গ্রন্থে এ বিষয়ে সমর্থন জানিয়েছেন। আর (খ) অংকে দেখা গেছে, হাসান বিন্ মুহাম্মদ এর উল্লেখ রয়েছে। তিনিও শিয়া রাবী। তাঁর উপর মুর্জিয়া মতবাদের প্রবর্তক হওয়ার অভিযোগ রয়েছে। অবশ্য ইব্নে হাজার এর খণ্ডন করেছেন। শিয়া

www.pathagar.com

বা মুজিয়া মতবাদের প্রবর্তক হওয়ার দরুন তাঁর রিওয়ায়াত পরিত্যাজ্য হয়নি। হাদীস বিশারদগণ তাঁর বর্ণনাগুলো গ্রহণ করেছেন। তিনি সিহাহ সিত্তার বর্ণনাকারীদের মধ্যে গণ্য। তাঁকে 'সিকাহ' এবং 'ফকীহ' বলে অভিহিত করা হয়েছে। এতে বুঝা গেল যে, শিয়া হওয়া সত্ত্বেও একজন নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী ও ফিকাহ্ বিদ হতে পারেন। আরও দেখেছেন যে, (গ) অংকে মুহাম্মদ-বিন্ আলী বিন্---আবু তালিবের উল্লেখ রয়েছে। তিনিতো কট্টর শিয়া ছিলেন। তাঁকেই যাবায়ী রাফিজীগণ মাহ্দী বলে ধারণা পোষণ করে। তাঁরা মৃত্যু হয়নি ও তিনি আখেরী জামানায় আত্ম প্রকাশ করবেন বলে আকীদা রাখে। এতদ্বসত্ত্বেও তাঁকে সিকাহ এবং তাবিয়ীদের মধ্যে আলিম বলে অবিহিত করা হয়েছে। 'ফাতহুল বারী' গ্রন্থে এবিষয়ে সমর্থন সূচক বর্ণনা রয়েছে। আর হাদীস বিশারদ ইব্রাহীম বিন্ জোনাইদ তাঁর সম্পর্কে মন্তব্য করে বলেছেন যে, তিনি অত্যন্ত বিশুদ্ধ সূত্রে হযরত আলীর (রাঃ) হাদীস বর্ণনা করে থাকেন। তাঁর তুলনায় এক্ষেত্রে অন্য কোন শ্রেষ্ঠ বর্ণনাকারীর পরিচয় নেই বলে মুহাদ্দিসগণ মত ব্যক্ত করেছেন। তাঁর বর্ণনাগুলো সিহাহ্সিত্তায় স্থান পেয়েছে এবং তিনি মদীনায় বিজ্ঞজনের মধ্যে অন্যতম ব্যক্তি বলে খ্যাত ছিলেন।

হাফেজ্জী হুজুর প্রসঙ্গ

পাঠকবর্গ দেখেছেন যে, হাদীস শাস্ত্রে শিয়াগণের বর্ণনা মর্যাদা সহকারে গৃহীত হয়েছে। শিয়া হওয়ার দরুণ কেউ তাঁদের বর্ণনা গ্রহণে আপত্তি করেননি। আহলে সুন্নত ওয়াল জামায়াতভুক্ত ফিকাহ্বিদ ও হাদীসবিশারদগণ তাঁদের রিওয়ায়াত নিয়েছেন এবং তাঁদের দায়িত্ব গ্রণণ করেছেন। কাজেই যাঁরা জনাব হাফেজ্জী হুজুর ইরানে গিয়ে জনৈক শিয়া-হাদীস বিশারদের সাথে সনদ বিনিময় করেছেন বলে তাঁর বিরুদ্ধে আপত্তি তুলেছেন তাঁদের বিষয় চিন্তা ভাবনার প্রয়োজন রয়েছে। না জেনে শুনে কারো বিরুদ্ধে অপ প্রচারে মেতে উঠা নেহায়েত অন্যায়। নিজেদের ইলমের স্বল্পতার দরুন এরূপ আপত্তি তোলা হয়েছে। এজন্যে হযরত হাফেজ্জী হুজুর অপরাধ করে থাকলে ইমাম আবু হানিফা, ইমাম মালিক, ইমাম বুখারী ও মুসলিমসহ সিহাহসিত্তার ইমামগণ এবং অপরাপর হাদীস বিশারদগণকেও দোষী সাব্যস্ত করতে হবে। বস্তুতঃ বিষয়টি মোটেই দোষের নয়। শিয়া মুহাদ্দিস ও ফিকাহ্বিদদের নামের তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হল। লেখক মহোদয়-এ বিষয়ে তাঁর মতামত জানাবেন বলে আশা রাখি। আল্-গাদীর গ্রন্থে নাম গুলো উল্লেখ করা হয়েছে। তাঁরা শিয়া মতবাদে আকৃষ্ট ছিলেন বলে গাদীর প্রণেতা উল্লেখ করেছেন। নামগুলো আমরা আরবীতে লিখে দিলাম। এতে লেখক প্রবরের বুঝার সুবিধা হবে।

www.pathagar.com

ابان بن تغلب الكوفى، جميع بن عميرة الكوفى، احمد بن مفضل الحضرى
حبيب بن ابى ثابت الكوفى، اسماعيل بن ذكريا الكوفى، حماد بن عيسى الجهنى
تليد بن سليمان الكوفى، سليمان بن طرخان البصرى، جابر بن يزيد الجعفى
شعبة بن حجاج البصرى، جعفر بن سليمان البصرى، عبد الله بن داؤد الكوفى
حارث بن عبد الله الهمدانى، عبد الله بن لهيعه الحضرى، حكم بن عتيبة الكوفى
عبد الرزاق بن همام الحميرى، ابو الحجاف بن ابى عوف، عثمان بن عمير الكوفى
سالم بن ابى جعد الكوفى، العلاء بن صالح الكوفى، سعيد بن خيثم الهلالى
على بن جعد الجوهرى، سليمان بن صرد الكوفى، على بن غراب الكوفى
سليمان بن مهران الكوفى، ابو عبد الله الجدلى، طاؤس بن كيسان الهمدانى
اسماعيل بن خليفة الكوفى، عباد بن يعقوب الكوفى، اسماعيل بن موسى الكوفى
عبد الله بن عمر الكوفى، جعفر بن زياد الكوفى، عبد الرحمن بن صالح الازدى
حارث بن حصيرة الكوفى عبيد الله بن موسى الكوفى، سلمة بن كهيل الحضرمى
عطية بن سعد الكوفى، صعصعة بن صوحان العبيدى، ابراهيم بن يزيد الكوفى
ابو الطفيل عامر المكى، اسماعيل بن ابان الكوفى عبد الله بن شداد الكوفى
اسماعيل بن عبد الرحمن عبد الله بن ميمون القداح ام ثابت ابو حمزه الثمالى
عدى بن ثابت الكوفى، جرير بن عبد الحميد الكوفى علقمه بن قيس النخعى
على بن زيد البصرى على بن قادم الكوفى عمار بن معاوية الكوفى
عوف بن ابى جميلة البصرى محمد بن عبيد الله المدنى وكيع بن الجراح الكوفى
هشام بن زياد البصرى نفيع بن الحارث الكوفى يزيد بن ابى زياد الكوفى
محمد بن عماد الكوفى وغيرهم - (الغدير ج ۳ ص ۹۲)

আল্-গাদীর গ্রন্থকার সুন্নিদের নিকট গ্রহণীয় শিয়া-মুহাদ্দিসগণের আরো নাম উল্লেখ করেছেন। অতপর বলেছেন :—

www.pathagar.com

فَلَوْ كَانَتِ الشِّيْعَةُ كَمَا يَزْعَمُ ابْنُ حَزْمٍ خَارِجِيْنَ عَنِ الْاِسْلَامِ فَمَا قِيْمَةُ تِلْكَ الصِّحَاحِ وَتِلْكَ الْمَسَانِيْدِ وَتِلْكَ السُّنَنِ وَمَا قِيْمَةُ مُؤَلِّفِيْهَا اُولٰئِكَ الْمَشَائِخُ وَاُولٰئِكَ الْاَئِمَّةِ وَاُولٰئِكَ الْحُفَّاظِ وَمَا قِيْمَةُ تِلْكَ الْمُعْتَقَدَاتِ وَالْاٰرَاءِ الْمَاخُوْذَةِ مِمَّنْ لَيْسُوْا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ؟ (الغدير ج ٣ ص ٩٣)

৭৭. ইব্নে হাযম এর ধারণা মুতাবিক শিয়াগণ ইসলাম হতে খারিজ হলে ঐসব সিহাহ্র (বিশুদ্ধ হাদীসগুলোর) কি মূল্য থাকে? আর ঐসব মুসনাদ ও সুনান হাদীস গ্রন্থের কি দাম থাকে? এবং এগুলোর প্রণেতা হাদীস বিশারদ এবং ঐ সব ইমামে হাদীস ও হাফিজে হাদীসদেরই বা কি মূল্য থাকে? আর যারা মুসলমান নয়, তাঁদের থেকে গৃহীত মতামত ও তোমাদের এরূপ আকীদা সমূহেরই বা কি মূল্য থাকে? (আলগাদীর ৯৪/৩)

গাদীর প্রণেতার প্রশ্নগুলো অবান্তর নয়। উল্লেখিত শিয়াভাবাপন্ন হাদীস বর্ণনা কারীদের বহু হাদীস সুন্নীদের হাদীস গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। আর তাদের মাধ্যমে বর্ণিত হাদীস হতে মতামত সংগ্রহীত হয়েছে। ঐগুলোকে ভিত্তি করে সুন্নীদের আকীদা ও আমল নির্ণীত হয়েছে। এমতাবস্থায় মূল বর্ণনাকারী-গণ যদি ইসলাম হতে খারিজ হয়ে থাকেন, তবে তাদের বর্ণনাগুলো অবলম্বনে যে আকীদা ও আমল হবে, তা কি করে বিশুদ্ধ হতে পারে? তাই বুঝা যায় যে, শিয়াগণ কাফির নন। আর শিয়া হওয়ার কারণে তাদের দ্বারা বর্ণিত হাদীস গুলো পরিত্যজ্য নয়। এরূপ হাদীসকে পরিত্যজ্য বলা হলে সুন্নীদের হাদীস ভাণ্ডারের এক বিরাট অংশ বাতিল হয়ে যাবে। আর ঐসবের ভিত্তিতে যে আমল ও আকীদা গড়ে উঠেছে, তাও পণ্ড হয়ে যাবে।

শিয়ারা যে ইসলাম হতে খারিজ নন, 'আওজাযুল মাসালিক' প্রণেতা প্রসঙ্গত তা উল্লেখ করে বলেন:

وَقِيْلَ (فِيْ تَوْضِيْحِ الْحَدِيْثِ) اِنَّهُمُ الْمُبْتَدِعَةُ الَّذِيْنَ لَمْ يَخْرُجُوْا مِنَ الْاِسْلَامِ كَالرَّوَافِضِ وَالْخَوَارِجِ الخ۔ (اوجز المسالک ج ١ ص ٦٣)

৭৮. হাদীসটির ব্যাখ্যায় বলা হয় যে, এখানে ঐসব বিদআতীদের কথা বলা হয়েছে যারা ইসলাম হতে খারিজ হয়ে যায়নি: যথা রাফিজী (শিয়া) ও খারিজী সম্প্রদায়।' (আওজাযুল মাসালিক ৬৩/১)

www.pathagar.com

এখানে আমরা দেখতে পাই যে, শিয়াদের ন্যায় খারিজীগণকেও ইসলামের আওতাভুক্ত করা হয়েছে। অথচ খারিজীরা শিয়া-সুন্নী সকলের মতে বিভ্রান্ত ফির্কাহ। হাদীসে তাদের ব্যাপারে বলা হয়েছে :

يَمْرُقُوْنَ مِنَ الدِّيْنِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ - (ترمذی ج ۲ ص ۴۲)

"তীর যেমন লক্ষ্য ভেদ করে বের হয়ে যায়, তারাও তদ্রূপ দ্বীন হতে বের হয়ে যাবে।' (সিহা সিত্তাহ)

খারিজীদের ব্যাপারে এত কঠোর উক্তি থাকা সত্ত্বেও তাদেরকে কাফির বা ইসলাম হতে খারিজ বলে বলা হয়নি। বুখারী শরীফেও তাঁদের রিওয়ায়েত গ্রহণ করা হয়েছে। জানিনা জামায়াতী পণ্ডিত কি করে এদের চেয়ে লঘু বিদআতী শিয়াগণকে ইসলাম হতে খারিজ করে দিলেন?

ইবনে হাযম :

যদি চরম পন্থী ইবনে হাযম জাহিরীর ফতোয়া তাঁর বিভ্রান্তির কারণ হয়ে থাকে, তবে বলব যে, তিনি হাদীসে এবং ফিকাহতে বিশেষ ব্যুৎপত্তির অধিকারী ছিলেন না। এ বিষয়ে তাঁর ফতোয়া গ্রহণীয় নয়। পক্ষান্তরে ইবনে হাজার আসকালানী প্রমুখ হাদীস বিশারদগণ এক্ষেত্রে দলীল ও হুজ্জত বলে গণ্য হন। জাহিরীদের মতামত চার মাযহাবের সাথে বহু বিষয়ে মিল রাখে না। তাঁদের মতে পানিতে প্রশ্রাব করলে পানি সরাসরি নাপাক হয়ে যায়। আর পানির ধারে বসে প্রশ্রাব করলে প্রশ্রাব যদি গড়িয়ে গিয়ে পানিতে পড়ে তবে পানি নাপাক হবেনা। অনুরূপ তাঁদের আরও আজগুবী মতামত রয়েছে। এখানে তা বর্ণনার অবকাশ নেই। ইবনে হাযমের সমালোচনার উত্তর পেতে হলে আল-গাদীর ৯২---১৪১/৩ পাঠ করুন। মনে রাখবেন, যা শুনবেন তা তলিয়ে না দেখে বর্ণনা করলে মিথ্যুক হওয়ার জন্যে এটুকুই যথেষ্ট।

كَفٰى بِالْمَرْءِ كَذِبًا اَنْ يُّحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ -

ইবনে তাইমিয়া :

অনুরূপ ইবনে তাইমিয়াও চার মাযহাবের বিরুদ্ধে ভিত্তিহীন দোষারোপ করেছেন। তাঁর মতামত আহলে সুন্নত ওয়াল জামায়াতের গণ্ডি অতিক্রম করে গেছে বলেও ফতওয়া রয়েছে। আল-গাদীর গ্রন্থকার তাঁর গুমরাহীর ফতওয়া নকল করেছেন ইবনে হাজার থেকে। ইবনে হাজার আসকালানী বলেন :---

www.pathagar.com

إِبْنُ تَيْمِيَةَ عَبْدٌ خَذَلَهُ اللهُ وَأَضَلَّهُ وَأَعْمَاهُ وَأَصَمَّهُ وَأَذَلَّهُ - وَبِذَالِكَ صَرَّحَ
الْأَئِمَّةُ الَّذِيْنَ بَيَّنُوْا فَسَادَ أَحْوَالِهِ وَكِذْبَ أَقْوَالِهِ ..... وَلَمْ يَقْصُرْ
إِعْتِرَاضَهُ عَلَى مُتَأَخِّرِيْ الصُّوْفِيَّةِ بَلْ إِعْتَرَضَ عَلَى مِثْلِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَعَلِيِّ
بْنِ أَبِيْ طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ..... وَيُعْتَقَدُ فِيْهِ أَنَّهُ مُبْتَدِعٌ ضَالٌّ مُضِلٌّ
ضَالٍّ عَامَلَهُ اللهُ بِعَدْلِهِ وَأَجَارَنَا مِنْ مِثْلِ طَرِيْقَتِهِ وَعَقِيْدَتِهِ وَنِعْلِهِ آمِيْنَ -

(الفتاوى الحديثة ص ٨٦)

ইবনে তাইমিয়া আল্লাহর এমন বান্দাহ যাকে তিনি রহমত হতে বঞ্চিত করে দিয়েছেন; গুমরাহ করে দিয়েছেন, অন্ধ করে দিয়েছেন, বধির করে দিয়েছেন, অপদস্ত করে দিয়েছেন। তাঁর হাল হাকিকতের বর্ণনা এবং মিথ্যাবচনের বিবরণ দান করে ইমামগণ এমন্তব্য করেছেন। ------"তিনি পরবর্তী যুগের সুফী দরবেশদের উপর তাঁর সমালোচনাকে সীমিত রাখেননি, হযরত ওমর (রা:) ও হযরত আলীর (রা:) ন্যায় মহানগণেরও সমালোচনা করেছেন।"------"তাঁর সম্পর্কে আকীদা পোষণ করতে হবে যে তিনি ছিলেন বিদআত, গুমরাহ, গুমরাহকার অত্যন্ত বাড়াবাড়িকারী ব্যক্তি। আল্লাহ যেন তাঁর সুবিচার করেন। আর আমাদেরকে তাঁর কার্য-কলাপ, আকীদা-বিশ্বাস ও তাঁর অনুসৃত পথ অবলম্বন হতে হেফাজতে রাখেন। খোদাহে, আমাদেরও দোওয়া কবুল কর।" (ইবনে হাজার রচিত: ফাতাওয়া-ই-হাদিস, ৮৬ পৃষ্ঠা)

আল্লামা ইবনে হাজার আসকলানীর এ ফতওয়াটি ইবনে তাইমিয়ার রূপ খুলে দেয়। তাঁর সংগ্রামী জীবনের প্রতি শ্রদ্ধা রেখেও তিনি যে ইসলামের বরণীয় ইমাম বা ধর্মীয় বিষয়াদিতে বিশ্বাসযোগ্য ছিলেন না, তা অবশ্যই বলা যায়। আল্লামা আবুল হাসান সুবকী, তাজুদ্দিন সুবকী, আল্লামা ইজু বিন জামাআহ প্রমুখ হানাফী, শাফেয়ী মালেকী পণ্ডিতগণ অনুরূপ মত দিয়েছেন। (দেখুন যুরকানীর মাওয়াহিবে লুদুনিয়া ১২/৫ পৃষ্ঠা।)

বার ইমাম

শিয়াদের ইমাম মতবাদ নিয়ে আমরা বিস্তৃত আলোচনা করে এসেছি। এখানে আমরা দেখতে চাইনে, বার ইমাম পরিভাষার পেছনে কোন মূলভিত্তি আছে কি না। আর অনুরূপ ভিত্তির পরিচয় আহলে সুন্নত ওয়াল জামায়াতের প্রামাণ্য

www.pathagar.com

কিতাবে রয়েছে কি না। ইমাম, আমীর, খলিফা, শব্দগুলো ইসলামী পরিভাষা। এসবের মাধ্যমে মুসলমানদের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গকে বুঝানো হয়। হাদীস, ফিকাহ, তফসীর, আকাইদ ও বিভিন্ন ধর্মীয় বিষয়ের বিজ্ঞজনকে এ অর্থে ইমাম বলা হয়। অনুরূপ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অধিকারীকেও ইমাম, আমীর, ও খলীফা বলে। শিয়া মতবাদে এসব অর্থে ইমাম পরিভাষাটি প্রয়োগ করা হয়। তবে, তাঁদের মতে প্রতিকূল পরিবেশে ইমাম, খিলাফত তথা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা হতে দূরে থেকে তাঁর দায়িত্ব পালন করেন। খলীফা বা আমীর ইসলামের নীতি মেনে চললে ইমাম তাঁদের সাথে রাষ্ট্রীয় কাজে সহযোগীর ভূমিকা নিয়ে থাকেন। এরূপে তাঁরা ইমামত ও খিলাফতের মধ্যে সমন্বয় সাধন করেন। আমীর বা খলিফা যদি ইসলামের সীমা লংঘন করেন তবে তাঁদের বিরুদ্ধাচরণ করে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার পরিবর্তনের চেষ্টায় উদ্যোগী হন। শিয়া ইমামদের জীবনী পড়লে তাঁদের কার্যক্রমের ধারা এরূপে প্রবাহিত হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়।

বার জন ইমাম বা আমীরের আগমনের কথা ঘোষণা করে তিরমিজী শরীফে বলা হয়:

(الف) عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكُوْنُ بَعْدِى
اِثْنَىْ عَشَرَ اَمِيْرًا . . . . . . هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ - (ترمذى ج ٢ صفہ ٤٥)

৭৯.—(ক) জাবির বিন সামুরা বলেন যে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: আমার পরে বারজন অধিনায়কের আগমন হবে। (তিরমিযী ৪৫/২)

এ হাদীসটিকে ইমাম তিরমিযী 'হাসান' 'সহীহ' বলে অভিহিত করেছেন। হাদীসটি একাধিক সূত্রে জাবির বিন সামুরা হতে বর্ণিত হয়েছে বলে উল্লেখ করেছেন। অনুরূপ হাদীস হযরত ইবনে মাসউদ ও আব্দুল্লাহ বিন আমর হতে বর্ণিত হয়েছে বলে তিনি বলেছেন। এতে তিনি দেখিয়েছেন যে, হাদীসটির সমর্থনে আরও হাদীস রয়েছে। এখন প্রশ্ন হল হাদীসটিতে বর্ণিত বারজন অধিনায়ক বা 'আমীর' বলতে কাদেরকে বুঝান হয়েছে? এ প্রসঙ্গে 'মাজমাউল বিহার' ভাষ্য গ্রন্থে অভিমত ব্যক্ত করে বলা হয়:---

(ب) . . . . . . اِنَّ بَعْدَ مَوْتِ الْمَهْدِىِّ مَلَكَ خَمْسَةٌ مِنْ وُلْدِ الْحَسَنِ وَخَمْسَةٌ
مِنْ وُلْدِ الْحُسَيْنِ ثُمَّ رَجُلٌ مِنْ وُلْدِ الْحَسَنِ ثُمَّ وَلَدُهُ لَا فَيَتِمُّ اِثْنَا عَشَرَ وَكُلٌّ مِنْهُمْ
اِمَامٌ مَهْدِىٌّ - (ترمذى ج ٢ صفہ ٤٦)

www.pathagar.com

(খ) (আব্বাসী শাসক) মাহদীর মৃত্যুর পর ইমাম হাসানের বংশের পাঁচজন এবং ইমাম হুসাইনের বংশের পাঁচ জন ক্ষমতায় বসেন। অতঃপর ইমাম হাসানের বংশের এক ব্যক্তি তাঁর পরে তাঁরই এক ছেলের আগমন এরূপে বারজনের সংখ্যা পূরণ হবে। আর তাঁদের সবাই হবেন হিদায়েত প্রাপ্ত ইমাম।'

(তিরমিযী: ৪৫ পৃষ্ঠা টীকা নং ৬)

এ বর্ণনা মুতাবিক শিয়াগণ তাঁদের বার ইমাম মতবাদ গ্রহণ করেছেন। অবশ্য হাদীসটিতে "মিনকোরাইশ" বাক্যাংশ রয়েছে। আর আলে রাসূলগণ কুরাইশদের অন্যতম শাখা। সমস্ত কুরাইশদের মধ্যে বনূ হাশিমগণ উত্তম। বনূ হাশিমদের মধ্যে অতি উত্তম হলেন আলে রাসূলগণ। কাজেই 'মাজমাউল বিহার' গ্রন্থের উল্লিখিত ব্যাখ্যার সাথে এই বাক্যাংশের বিরোধ নেই।

উমাইয়া বংশ

কোন কোন ব্যাখ্যায় উক্ত হাদীস দ্বারা উমাইয়া বংশের বাদশাহদের কথা বলা হয়েছে বলে উল্লেখ দেখা যায়। আর হাদীসটিতে বারজন আমীরের কথা প্রশংসা সূচক ভাবে বলা হয়নি বলে মন্তব্য করা হয়। আমরা মনে করি এর কোন প্রয়োজন নেই। কারণ উমাইয়া বংশের বাদশাহগণ আমীর বা খলিফাদের অন্তর্ভুক্ত নন। তাঁদের ব্যাপারে হযরত সায়ীদ বিন জুমহান' মহানবীর (স)-এর খেদমতগার হযরত সফীনা' (রাঃ)কে জিজ্ঞেস করেছিলেন। তিনি তাঁর উত্তরে বলেন:

(الف) قَالَ سَعِيْدٌ فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّ بَنِيْ أُمَيَّةَ يَزْعُمُوْنَ أَنَّ الْخِلَافَةَ فِيْهِمْ قَالَ:

كَذَبُوْا بَنُوا الزَّرْقَاءِ بَلْ هُمْ مُلُوْكٌ مِنْ شَرِّ الْمُلُوْكِ. (ترمذی ج ۲ ص ۴۵)

৮০। (ক) "সায়ীদ বলেন, আমি তাঁকে (হযরত সফীনাকে) বলি যে উমাইয়া গণ্য ধারণা করেন যে, খিলাফত তাঁদের মধ্যে রয়েছে। উত্তরে তিনি বলেন: বিড়াল চোখ ধারিণীর বংশধরেরা মিথ্যা বলেছে। বরং তারা নিকৃষ্টতম, বাদশাহদের মধ্যে গণ্য।' (তিরমিযী: ৪৫/২)

উমাইয়া বংশের এই হল আসল পরিচয়। তারা বাদশাহ এবং নিকৃষ্টতম বাদশাহদের মধ্যে গণ্য। তাদেরকে আইম্মাতুল-মুসলিমীন, আমীর বা খলিফা বলা যায় না। খিলাফত সংক্রান্ত হাদীস বর্ণনাকারী হযরত সফীনা (রাঃ) উক্ত হাদীসের এ ব্যাখ্যাই প্রদান করেছেন। রাবীর পক্ষ হতে হাদীসের যে ব্যাখ্যা করা হয় তাই উত্তম ব্যাখ্যা বলে বিবেচিত হয়। খিলাফতের বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করে 'মাজমাউল বিহার' ভাষ্য গ্রন্থে বলা হয়:

www.pathagar.com

(ب) اَلْخِلَافَةُ الْمَرْضِيَّةُ اِنَّمَا هِىَ لِلَّذِيْنَ صَدَّقُوْا الْاِسْلَامَ بِاَعْمَالِهِمْ وَتَمَسَّكُوْا بِسُنَّةِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاِذَا خَالَفُوْهَا فَهُمْ مُلُوْكٌ وَاِنْ سُمُّوْا خُلَفَاءَ ـ

(ترمذی ج ۲ ص۴۵ ح۸)

(খ) "ইসলাম অনুমোদিত খিলাফত একমাত্র তাঁদেরই হয় যাঁদের কার্য কলাপ দ্বারা ইসলামে বিশ্বাসী বলে প্রমাণ মিলে এবং যাঁরা মহানবীর (সঃ) সুন্নাহকে অবলম্বন করে চলেন। এর ব্যতিক্রম করলে তাঁরা রাজ-রাজড়ায় পরিণত হন, যদিও তাঁদেরকে খলিফা বলে অভিহিত করা হয়। (তিরমিযী ৪৫ পৃষ্ঠা ৮ নং টীকা।

আমরা এখানে রাজতন্ত্রের মৌন সমর্থক জামায়াতী লেখবের প্রতি প্রশ্ন রাখতে চাই উমাইয়া বংশের রাজত্ব কালে বর্তমানে যুগের মুসলিম বাদশাহদের আচরণ অপেক্ষা ইসলামী আচার অনুষ্ঠান অধিক ভাল ছিল। তা সত্ত্বেও হযরত সফীনা (রাঃ) তাদেরকে নিকৃষ্ট রাজা বলেছেন। এমতাবস্থায় বর্তমান মুসলিম রাজাদের বেলায় জামায়াতী দৃষ্টিভঙ্গী কি? তা জানিয়ে কৃতার্থ করবেন কি?

যারা ধর্মীয় ইমেজ মিশ্রিত রাজতন্ত্রকে খিলাফত বলে চালিয়ে দিতে চান তাঁরা যেন আমাদের উদ্ধৃতির (ক) ও (খ) অংশটি ভাল রূপে অনুধাবন করতে চেষ্টা করেন। মূলতঃ রাজতন্ত্র মুসলমানদের রাষ্ট্রীয় কাঠামোতে অনুপ্রবেশকারী একটি বিদআতী ব্যবস্থা। ইসলামে এর কোনই স্থান নেই। উমাইয়া রাজ-তন্ত্র, আব্বাসী রাজতন্ত্র এবং এর পরের যে কোন ভাল মন্দ রাজতন্ত্রকে কোন ক্রমেই ইসলাম অনুমোদন করে না। আমাদের উক্ত প্রামাণ্য আলোচনার দ্বারা একথা সুস্পষ্টভাবে বুঝা যায়।

শিয়া ফিকাহ

আমরা পূর্বে সুন্নী ফিকাহর সাথে শিয়া ফিকাহর যে বিশেষ সাদৃশ্য রয়েছে, তা প্রমাণ করে এসেছি, ফিকাহর মাসয়ালাগুলোকে পাশাপাশি রেখে দেখিয়েছি যে সুন্নী ফিকাহর কোন না কোন মাযহাবের সাথে অধিক ক্ষেত্রে শিয়া ফিকাহর মিল রয়েছে। এ প্রসঙ্গে পাঠকমহলকে উদ্ধৃতিগুলো পুণরায় পড়ে নিতে অনুরোধ-করবো। তার সাথে শিয়া আলিম মুহাম্মদ জাওয়াদ কর্তৃক রচিত "আলফিকহু আলাল মাযাহিবিল খামসাতি" পাঠ করে দেখুন।

গ্রন্থকার হানাফী শাফিয়ী মালিকী হাম্বলী ও জাফরী ফিকাহর পর্যালোচনা করে দেখিয়েছেন যে, উক্ত পাঁচটি মাযহাবের মাসয়ালা মাসায়েলে বেশ মিল রয়েছে। তবে

www.pathagar.com

সুন্নীদের চার মাযহাবে কোন কোন মাসয়ালায় গরমিল রয়েছে। অনুরূপ, শিয়াদের ফিক্‌াতেও বৈপরিত্য দেখা যায়। ফিকাহর মাসয়ালায় এরূপ মতান্তর হওয়াটা স্বাভাবিক। প্রমাণপুঞ্জীর মান ও দৃষ্টিভঙ্গীর তফাতের দরুন এরূপ হয়েছে।

কিন্তু আমরা লেখকের বক্তব্য পড়ে অবাক হয়ে যাই। তিনি বলেন (ক) শিয়া ফিকাহ্ মুসলিম উম্মতের গৃহীত ইসলামী ফিকাহ থেকে স্বতন্ত্র।" (৪৬ পৃঃ)

তিনি শিয়া ফিকাহ্‌র বদনাম করার মানসে বলেন:

(খ) "শিয়া ফিকাহ্‌র একটি মূলনীতি এই যে, মুসলিম উম্মতের গৃহীত ইসলামী ফিকাহ্ ও মুসলিম ফাকীহ্‌গণের কোন কথা গ্রহণ করা হারাম কুফর ও ও শয়তানী কাজ।" (৪৮ পৃঃ)

তাগূত (ইসলাম বিরোধী) এর নিকটে বিচার প্রার্থী হওয়া যায় না এই বিধানের অপব্যাখ্যা করে নাকি শিয়াগণ সমস্ত সুন্নী ফিক্‌াহ্‌বিদকে শয়তান ও ইসলাম বিরোধী বলে থাকেন। তিনি বলেন:

يُرِيْدُوْنَ اَنْ يَّتَحَاكَمُوْا اِلَى الطَّاغُوْتِ وَقَدْ اُمِرُوْا اَنْ يَّكْفُرُوْا بِهٖ (النساء ٦٠)

(গ) "এ আয়াতে তাগূত শব্দের অর্থ শিয়াদের নিকট মুসলিম উম্মতের ফকীহ, ইসলামী বিচারালয়ের বিচারক ও মুসলিম শাসকবৃন্দ।" (৪৮ পৃঃ)

"অন্য কথায় এরা সব শিয়াদের মতে 'তাগূত' বা 'শয়তান' ও ইসলাম বিরোধী (৪৮ পৃঃ)

লেখক ধৃষ্টতা প্রদর্শন পূর্বক ইমাম খোমেনীর উপর ভিত্তিহীন দোষারোপ করে লিখেছেন:

(ঘ) "জনাব রুহুল্লাহ্ খোমেনী উক্ত হাদীসের ভিত্তিতে তাঁর বেলায়েতে ফকীহের গ্রন্থ আল-হুকুমাতুল ইসলামিয়ার ৭৪ পৃষ্ঠায় উপরোক্ত মন্তব্য করেছে" (৪৮ পৃষ্ঠা)

আমরা 'হুকুমতে ইসলামিয়া' বইটির কোন স্থানেই ইমাম খোমেনীর এরূপ মন্তব্য খুঁজে পাইনি। লেখকের প্রদত্ত বরাতেও এর কোন চিহ্ন নেই। কাজেই লেখকের ভিত্তিহীন বচনের আর একটি দৃষ্টান্ত হল তাঁর এ অপবাদ। ইমাম খোমেনী অনুরূপ মন্তব্য কোথাও করে থাকলে তা এবারতসহ পেশ করা হল না কেন? শুধু পৃষ্ঠায় উল্লেখ করে পাঠক মহলকে ধোঁকা দেয়ার অপচেষ্টা করা হল কেন? মনে রাখা উচিত মিথ্যার পা থাকে না।

তাগূত প্রসঙ্গ

ইমাম খোমেনী উক্ত আয়াতে বর্ণিত তাগূত শব্দের ব্যাখ্যায় বলেছেন:

www.pathagar.com

وَالْمَقْصُوْدُ مِنَ الطَّاغُوْتِ كُلُّ هَيْئَةٍ وَسُلْطَةٍ تَضَائِيَّةٍ اَوْ حُكُوْمِيَّةٍ تَحْكُمُ وَتَقْضِىْ بِغَيْرِ مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ وَتَعْمَلُ فِى النَّاسِ بِالْجَوْرِ وَالْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَقَدْ اَمَرَنَا اللّٰهُ اَنْ نَكْفُرَ بِمِثْلِ ذَالِكَ وَاَنْ نَتَمَرَّدَ عَلٰى كُلِّ حُكُوْمَةٍ جَائِرَةٍ وَاِنْ كَانَ ذَالِكَ يُكَلِّفُنَا الصِّعَابَ وَيُحَمِّلُنَا الْمَشَاقَّ ـ (الحكومة الاسلامية ص٨٦)

৮১.—"তাগূত দ্বারা এমন সব সংস্থা বিচার বিভাগীয় ক্ষমতা অথবা সরকারী ব্যবস্থাপনাকে বুঝান হয়েছে যা আল্লাহ্‌র নাযিলকৃত বিধানের পরিপন্থী হয়ে রাষ্ট্র পরিচালনা করে অথবা খোদাবিরোধী আইন দ্বারা বিচারালয়ে বিচার করে আর জনগণের মাঝে জুলুমবাজি, পাপাচার ও সীমালঙ্ঘন করে। আল্লাহ্ আমাদের -কে এরূপ রাষ্ট্রীয় শক্তিকে প্রত্যাখ্যান করতে হুকুম দিয়েছেন। আর যেকোন অন্যায়কারী হুকুমতের বিরুদ্ধাচরণ করতে নির্দেশ দিয়েছেন, যদিও এ সব করতে গিয়ে দুর্ভোগ পোহাতে হয়, নির্যাতন সইতে হয়।" (হুকুমতে ইসলামীয়াঃ ৮৬ পৃঃ)

সুধী পাঠক লক্ষ্য করুন। বিপ্লবী নেতা ইমাম খোমেনী 'তাগূত' বলতে খোদাদ্রোহী শক্তি, জলুমকারী সরকারী সংস্থাকে বুঝিয়েছেন। এরূপ ইসলামী আইন বিরোধী সরকারের বিরোধিতা করার কথা বলেছেন। কোরআন মজীদেও এরূপ ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানগুলোকে কঠোর ভাষায় সমালোচনা করা হয়েছে।

وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ/الْكٰفِرُوْنَ/الْفٰسِقُوْنَ ـ

"যারা খোদার নাযিলকৃত আইন মুতাবিক হুকুম করেনা, তারাই কাফির। জালিম-ফাসিক।" বস্তুতঃ এরূপ শাসকবর্গকে কোরআনের ভাষায় কাফির, জালিম ও ফাসিক বলা হয়। এদেরকেই 'তাগূত' বলা হয়েছে সূরা-ই-নিসার ৬০ নং আয়াতে। আর এ শ্রেনীর খোদাদ্রোহীদেরকেই ইমাম খোমেনী আলোচ্য ৮১ নং উদ্ধৃতিতে তাগূত বলে অবিহিত করেছেন। লেখকের বর্ণনা মতে মুসলিম উম্মতের ফকীহ এবং "ইসলামী বিচারালয়ের বিচারক" ও মুসলিম শাসকবৃন্দকে সাধারণভাবে তিনি 'তাগূত' 'শয়তান' বা ইসলাম বিরোধী বলেননি। ইমামখোমেনীর উদ্ধৃতিটিতে শয়তান শব্দের কোনই অস্তিত্ব নেই। লেখক ইমাম খোমেনীর বিরুদ্ধে পাঠক মহলকে ক্ষেপিয়ে তোলার বদ-মতলবে এই মারাত্মক শব্দটি সংযোজিত করেছেন। এরূপ উদ্দেশ্যমূলক সংযোজনকে অবশ্য শয়তানী কাজ বলা হবে। ইমাম খোমেনীর উল্লিখিত উদ্ধৃতিটিতে খোদাদ্রোহীদের উল্লেখ রয়েছে। আর তাদেরকে তিনি 'তাগূত' বলেছেন। তাঁর বর্ণনায় কোথাও 'মুসলিম উম্মতের

www.pathagar.com

ফকীহ্, ইসলামী বিচারালয়ের বিচারক বা মুসলিম শাসকবৃন্দের কথার উল্লেখ নেই। এসব লেখকের নিজস্ব ভিত্তিহীন আবিষ্কার মাত্র। কাজেই ইমাম খোমেনী তাদেরকে শয়তান বলেছেন বলে উক্তি করা একে বারেই অবান্তব। পাঠকগণ এসব কারসাজীর ভেতরদিয়ে লেখকের মনোবৃত্তি মূল্যায়ন করতে পারেন।

মওলানা থানভী : তাগূত প্রসঙ্গে তফসীরকার মওলানা আশরাফ আলী থানভী (রঃ) তাঁর তফসীর গ্রন্থ 'বয়ানুল কোরআনে' বলেন :

اسلامی حکومت اور اس کے احکام کے خلاف ورزی پر مبنی احکام پر چلنے والے احکام کو طاغوت کہا گیا ہے ۔ (بیان القرآن ص ۱۲۷-۱۲۹)

৮২. "ইসলামী হুকুমত এবং ওই হুকুমতের হুকুম আহকামের বিরুদ্ধাচরণ করে যে সব শাসক চলেন তাদেরকে তাগূত বলা হয়েছে। (বয়ানুল কুরআন, ১২৭ পৃষ্ঠা)

আল্লামা ইবনে কাসীর : তফসীরকার ইবনে কাসীর বলেন :

فَإِنَّهَا ذَامَّةٌ لِمَنْ عَدَلَ عَنِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَتَحَاكَمُوا مَا سِوَاهُمَا مِنَ الْبَاطِلِ وَهُوَ الْمُرَادُ بِالطَّاغُوتِ هُنَا ۔ (ابن کثیر ج ۱ ص ۵۱۹)

৮৩.—"যারা কিতাবুল্লাহ ও সুন্নাহকে ছেড়ে দিয়ে অন্য কোন বাতিলের নিকট বিচারপ্রার্থী হয়, ওই আয়াতটিতে (নিসার ৬০ নং আয়াত) তাদের নিন্দা করা হয়েছে। কোরআন ও সুন্নাহ বহির্ভূত বাতিলকেই এখানে তাগূত' বলা হয়েছে। (ইবনে কাসীর ৫১৯/১)

'তাগূত বলতে আল্লাহ্র নাযিলকৃত আইন অমান্যকারী কে বুঝায়, ইসলামী আইনের বিরুদ্ধাচরণকারী শাসকবৃন্দকে বুঝায়। মওলানা থানভী ও আল্লামা ইবনে কাসীরের বর্ণনাগুলোতে একথা বলা হয়েছে। বস্তুতঃ এ বিষয়ে ইমাম খোমেনীর সাথে তাঁরা উভয়েই একমত। কাজেই ইমাম খোমেনী এখানে নির্ভুল বক্তব্য রেখেছেন। এরূপ শাসকদেরকে অমান্য করে চলার নির্দেশ উক্ত আয়াতেই রয়েছে। আর ইমাম খোমেনী এই আয়াতের বক্তব্যকে নিজের ভাষায় ব্যক্ত করেছেন মাত্র। অভিনব কিছুই নিজের তরফ থেকে বলেননি তিনি।

www.pathagar.com

তাগূত ও জামায়াতে ইসলামী

জামায়াতী আকীদা-বিশ্বাসেও গায়ের ইসলামী হুকুমতের চাকরী করা নিষিদ্ধ, গায়ের ইসলামী আইন কানুন দ্বারা পরিচালিত বিচারালয়ে বিচার প্রার্থী হওয়া তাগূত এর নিকট বিচার চাওয়ার শামিল। রুকনদের জন্যে গায়ের ইসলামী হুকুমতের চাকরী, গায়ের ইসলামী আদালতে বিচারপ্রার্থী হওয়া নিষেধ। কারণ গায়ের ইসলামী হুকুমতের বিচারক মণ্ডলী তাগুতের কর্মচারী। তারা ইসলামী আইন মুতাবিক বিচার করে না। তাই মুসলিম শাসক হওয়া সত্ত্বেও তারা তাগূত। এদের নিকট বিচার চাওয়াকে মওলানা মওদূদী নিষেধ করেছেন।

মওলানা মওদূদী তাগূত প্রসঙ্গে বলেন:

৮৪.—"এখানে তাগূত বলতে সেই শাসককে বুঝানো হয়েছে, যে খোদার আইন বাদ দিয়ে অন্য কোন আইন অনুযায়ী ফয়সালা করে। যে বিচারালয় খোদার প্রভুত্ব ও সার্বভৌমত্বের অনুগত নহে এবং খোদার কিতাবকে চূড়ান্ত বিধানরূপে স্বীকার করেনা, তাহাও কুরআনের পরিভাষা অনুযায়ী তাগূত নামে অভিহিত হবে। কাজেই এই আয়াত এই কথা বুঝাবার জন্যে অতীব সুস্পষ্ট যে, যে আদালত তাগূতের পর্যায়ে পড়ে তার নিকট সামগ্রিক ব্যাপার মীমাংসার জন্যে পেশ করা ঈমানের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। কেননা খোদা ও তাহার কিতাবের প্রতি ঈমান আনার অনিবার্য দাবী হচ্ছে এই ধরনের আদালতকে বৈধ আদালত বলে মেনে নিতে সুস্পষ্ট রূপে অস্বীকার করা। কুরআনের দৃষ্টিতে খোদার প্রতি ঈমান ও তাগূতকে অস্বীকার ওৎপ্রোতভাবে জড়িত। পক্ষান্তরে খোদা ও তাগূতের নিকট একই সংগে নতি স্বীকার করা সুস্পষ্ট রূপে মোনাফিকী।" (বাংলা তাফহীমুল কুরআন পৃষ্ঠা ১৪৫/২ আয়াত নং ৬০, টীকা নং ৯২, আন্‌নিসা)

শাব্দিক হেরফের—যা বলেনি তা প্রতিপক্ষের উপর চাপিয়ে দেয়া, মিথ্যা বরাত দিয়ে কথা বলা, প্রতিপক্ষের বক্তব্য উপস্থিত করতে গিয়ে শব্দ বাদ দেয়া ও তার সাথে উদ্দেশ্যমূলকভাবে নিজের তরফ হতে মারাত্মক কিছু সংযোজন করা লেখকের চরিত্রের বিশেষ দিক। পাঠকগণ বিগত আলোচনায় এর একাধিক নমুনা দেখতে পেয়েছেন। আমরা এখানে আরো একটি নমুনা তুলে ধরছি। ইমাম খোমেনী হুকুমতে ইসলামিয়া বইটিতে প্রসঙ্গ টেনে বলেন:

إِنَّ الْإِمَامَ عَلَيْهِ السَّلَامُ نَفْسُهُ يَنْهَى عَنِ الرُّجُوعِ إِلَى سَلَاطِينِ الْجَوْرِ وَقُضَاتِهِ
وَيَعْتَبِرُ الرُّجُوعَ إِلَيْهِمْ رُجُوعًا إِلَى الطَّاغُوتِ۔ (الحكومة الاسلامية ص٩٢)

www.pathagar.com

৮৫. "ইমাম (জাফর সাদিক) আলাইহিস্‌সালাম স্বয়ং জালিম বাদশাহদের এবং তাঁদের দ্বারা নিযুক্ত বিচারকমণ্ডলীর নিকটে যেতে নিষেধ করেছেন। আর তিনি তাদের কাছে বিচার চাওয়াকে তাগূতের নিকট বিচারপ্রার্থী হওয়ার শামিল-বলে মত পোষণ করতেন।" (হুকুমতে ইসলামিয়া ৯২ পৃঃ)

পাঠক এখানে লক্ষ্য করবেন যে উদ্ধৃতিটিতে "জালিম বাদশাহদের" প্রসংগে কথা বলা হয়েছে। লেখক মহোদয় ইয়াহুদী কায়দায় বিশেষণ (জালিম) বাদ দিয়ে শুধু বিশেষ্য (বাদশাহ) দ্বারা 'সুলতানগণ" বলে তরজমা করেছেন। আর মূল আরবী এবারতেও বিশেষণ (الجور) বাদ দিয়েছেন। অর্থাৎ سلاطين الجور-এর الجور শব্দ বাদ দিয়ে শুধু سلاطين শব্দ উল্লেখ করেছেন। কোন ভদ্রলেখক এমন অপকর্ম কি করে করতে পারেন। পাঠকগণ তাঁর বইটির ৪৯ পৃষ্ঠা পড়ে দেখতে পারেন। মওলানা মওদূদী জীবিত থাকলে এহেন রুকন-কে হয়ত জামায়াত থেকে বের করে দিতেন।

জালিম শাসক—আর সালাতীন-ই-জাউর বা জালিম বাদশাহ বা শাসকদের নিকট বিচারপ্রার্থী না হওয়ার যৌক্তিকতা বর্ণনা করে ইমাম খোমেনী বলেন:

وَالْغَرَضُ الْحَقِيقِيُّ مِنْ هٰذِهِ الرِّوَايَةِ هُوَ اَنْ لَّا يَكُوْنَ حُكَّامُ الْجَوْرِ مَرْجَعًا لِلنَّاسِ فِيْ اُمُوْرِهِمْ لِاَنَّ اللّٰهَ قَدْ نَهٰى عَنْ رُجُوْعِ النَّاسِ اِلَيْهِمْ وَاَمَرَ بِتَرْكِهِمْ وَاعْتِزَالِهِمْ وَالْكُفْرِ بِهِمْ وَبِحُكْمِهِمْ بِسَبَبِ ظُلْمِهِمْ وَجَوْرِهِمْ وَانْحِرَافِهِمْ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيْلِ

(الحكومة الاسلامية ص٨٨)

৮৬. "এ বর্ণনাটির (ইমাম জাফর সাদিকের নিষেধবানী সূচক বর্ণনাটি) আসল উদ্দেশ্য হল জনগণের সমস্যার ব্যাপারে জালিম শাসকগণ যাতে তাদের লক্ষ্য বিন্দুতে পরিণত না হতে পারে, তার ব্যবস্থা নেয়া। কেননা জনগণকে জালিম শাসকগণের নিকট রুজু হতে আল্লাহ্ নিষেধ করেছেন। তাদেরকে পরিত্যাগ করতে আদেশ দিয়েছেন। তাদেরকে সরে থাকতে বলেছেন। তাদেরকে প্রত্যাখ্যান করতে এবং তাদের হুকুম অমান্য করতে বলেছেন। তাদের জুলুম-বাজি, অত্যাচার এবং সঠিক পথ থেকে তাদের মুখ ফিরিয়ে নেয়ার দরুনই এই হুকুম এসেছে।" (হুকুমতে ইসলামিয়া ৮৮ পৃঃ)

হুক্‌কামুল জাউর--বা জালিম শাসকগণ শরীয়ত বিরোধী তৎপরতা চালায়। জুলুমবাজী ইসলামের পরিপন্থী। তাই তারা জালিম। আল্লাহ্ জালিমকে ভালবাসেন না। জালিমের সামনে হক কথা বলাকে উত্তম জিহাদ বলা হয়েছে। জালিম কুরআন ও সুন্নাহর বিপরীত চলে। কারণ কুরআন সুন্নাহ্‌তে জুলুমের

www.pathagar.com

অবকাশ রাখা হয়নি। যে কুরআন সুন্নাহ্ মেনে চলে না, আইন কানুন তদনুযায়ী প্রবর্তন করে না, তাকেই সূরা নিসার ৬০ নং আয়াতে 'তাগূত' বলা হয়েছে। এরূপ শাসকের নিকট বিচারের জন্যে যাওয়া নিষেধ করা হয়েছে। এরূপ খোদাদ্রোহী শাসকদেরকে অমান্য করে চলতে বলা হয়েছে এ আয়াতে। ইমাম খোমেনী তাঁর উদ্ধৃতিতে এসব কথার পুনরাবৃতি করেছেন মাত্র। বস্তুতঃ ইমাম জাফর সাদিকের আলোচ্য বর্ণনাটিকে কুরআনের প্রতিধ্বনি বলা চলে। কুরআন দ্বারা হাদীসের কোন দুর্বল সূত্রের বর্ণনার সমর্থন পেলে তা গ্রহনীয় হয়ে যায়। সুন্নাহ দ্বারা সমর্থন পেলে ঐ একই হুকুম। জালিমের সাথে সহযোগিতা হতে বিরত থাকার জন্যে সুন্নাহ-এ জোর তাকিদ দেয়া হয়েছে। এ ছাড়া মওকুফ ও মুরছাল বর্ণনার দ্বারা ফিকাহ্‌বিদগণ মাসয়ালা-মাসায়েল বের করেছেন। এমনকি মুনকাতি রিওয়াতের অন্য বর্ণনার দ্বারা সমর্থিত হলে তাও গ্রহনীয় বলে বিশেষজ্ঞগণ মত দিয়েছেন। ইমাম মালিক তাঁর মুয়াত্তা হাদীস গ্রন্থে 'বালাগাত'-কেও গ্রহণ করেছেন। অথচ 'বালাগাত' বা শ্রুত বর্ণনা সমূহে কোন বর্ণনাকারীর উল্লেখ থাকে না। কাজেই বিজ্ঞ লেখক ইমাম জাফর সাদিকের বর্ণনাটিকে "ভিত্তিহীন" বলে ভুল করেছেন। সুন্নী হাদীস বিশারদগণ এর চেয়ে দুর্বল বর্ণনারও আশ্রয় নিয়ে থাকেন। এ বিষয়ে হাদীস ও ফিকাহতে ভুরি ভুরি দৃষ্টান্ত রয়েছে। তাই বলবো, লেখক এ বিষয়ে অবগত নন বলে তাঁর বইটিতে ইমাম জাফরের বর্ণনার সমালোচনায় অযথা সময় ও শ্রম ব্যয় করেছেন।

ফাসিকের নেতৃত্ব

শিয়াগণ ফাসিকের নেতৃত্বে বিশ্বাসী নন। আর যে সব ফাসিক বলপূর্বক ক্ষমতা দখল করে, তাদেরকে তারা বৈধ শাসক মনে করে না। শিয়া মতে কোন জালিম মুসলমানদের ইমাম, শাসক অথবা নেতা হতে পারে না। তারা সূরাহ-বাকারার ১৪২ নং আয়াতের বক্তব্য মুতাবিক জালিমকে এ উচ্চ পদের অনুপযুক্ত বলে মনে করেন। হযরত ইব্রাহীম (আঃ) কতিপয় নির্দেশ প্রাপ্ত হন। তিনি ঐ হুকুমগুলো যথাযথভাবে পালন করেন। আল্লাহ তখন তাঁকে লক্ষ্য করে বললেন: "ইন্নী জাইলুকা লিন্নাসি ইমামা"---'আমি তোমাকে মানুষের ইমাম (নেতা) বানাব'। হযরত ইবরাহীম (আঃ) বলেন: আমার বংশধর থেকেও (ওয়ামিনজুরিয়াতী)। আল্লাহ বলেন 'আমার প্রতিজ্ঞা জালিমদের জন্যে নয়।' (قال لا ينال عهدى الظلمين) এখানে শিয়া মতে জালিম ও ফাসিককে ইমামত তথা মানুষের নেতৃত্বের জন্যে মনোনীত নয় বলে ঘোষণা করা হয়েছে।

www.pathagar.com

জালিম শাসকগণ এজন্যে মুসলিম জাতির নেতা পদে গ্রহণীয় হতে পারেন না। এই শিয়া মতের সাথে লেখক দ্বিমত পোষণ করতে পারেন। তবে শিয়ামতটি যে একটি বৈপ্লবিক চিন্তাধারা, এ কথা অস্বীকার করা যায় না। বাতিলের সাথে আপোষ করে চলা এবং ফাসিকের নেতৃত্বকে অবনত মস্তকে মেনে নেয়ার ফলে মুসলিম জাহানের দিকে দিকে ইসলাম বিরোধী তাগূতী শাসকগণ সদম্ভে নেতাগিরী করে যাচ্ছেন। এ তোষামোদনীতি ইসলামী শাসন কায়েমের পথে অন্তরায় হয়ে আছে। আর এ চোরা পথে ইসলামী নিয়মে অবিশ্বাসীরা জাতির নেতা হয়ে মুসলিম উম্মাহর সর্বনাশ সাধনের অবাধ সুযোগ পাচ্ছে। ভাগ্যের কি পরিহাস।

অপবাদের আর এক নযীর

আমরা দেখেছি যে শিয়াগণ নির্বিচারে সুন্নীদের মতামত প্রত্যাখ্যান করেননা। সুন্নীদের মত কোরআন-সুন্নাহ দ্বারা সমর্থিত মনে করলে তারা তা গ্রহন করে থাকেন। সাহাবা, তাবিয়ীন ও সাধারণ মুসলমানদের কার্যকলাপ এবং মতামতকে তারা এ মানদণ্ডেই বিচার করেন। কিন্তু লেখক বলতে চান যে, তাদের কোন বর্ণনা যদি সুন্নীদের মতের সাথে মিলে যায়, তবে না কি তাও তাদের নিকট পরিত্যক্ত হয়ে যায়। এসব বলতে গিয়ে লেখক "মুসলিম উম্মতের রায়ের "এবং "আহলে সুন্নতের রায়ের" শব্দের ব্যবহার করেছেন। তিনি দেখাতে চেয়েছেন যে শিয়াগণ মুসলিম উম্মাহ ভুক্ত নন। তারা তাদের প্রতিপক্ষ, শিয়াগণ আহলে সুন্নাত দলভুক্ত নন। পারিভাষিক অর্থে কথাটি ঠিকই। যে ধ্যান ধারণার লোকজনকে সুন্নাত জামায়াত বলা হয়, তারা তাদের মধ্যে গণ্য হননা। তাই বলে তারা মুনকিরীন-ই-হাদীস সম্প্রদায়ের ন্যায় সুন্নাহকে মানেননা, একথা বলা যায়না। তারাও সুন্নাহ্ অনুসারী। তবে, সুন্নাহ্ গ্রহনে তাদের বিশেষ উসূল রয়েছে। অনুরূপ, স্বয়ং সুন্নীগণ হাদীস গ্রহনের নীতিমালায় একমত হতে পারেন নি। কাজেই পারিভাষিক অর্থে শিয়াগণকে সুন্নী বলা না গেলে ও তারা যে সুন্নাহ্ পন্থী, এতে সন্দেহ নেই। আমরা এ প্রসঙ্গে ৫, ৬, ৭নং উদ্ধৃতিতে আলোকপাত করে এসেছি। তাদেরকে মুসলিম উম্মাহ্ হতে বের করে দেয়ার কোন মুক্তিই নেই। তারা ইসলামের মৌলিক আকীদা বিশ্বাসে আহ্লে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের সাথে একমত। এ বিষয়েও আমরা ১, ২, উদ্ধৃতিতে আলোচনা করে এসেছি। কাজেই শিয়াগণকে মুসলিম উম্মাহর প্রতিপক্ষ সম্প্রদায় হিসেবে চিত্রিত করা নেহায়েত অন্যায়।

www.pathagar.com

উমর বিন হানযালার বর্ণনা

উমর ইব্‌হে হানযালার বিতর্কিত বর্ণনাটির কোথাও লেখক কর্তৃক উৎথাপিত শব্দগুলোর অস্তিত্ব নেই। অর্থাৎ মুসলিম উম্মাহ্ প্রসঙ্গে বা আহলে সুন্নতের প্রসঙ্গ তুলে কোন কথা বলা হয়নি। সাধারণের ধ্যান ধারণা এবং জালিম শাসক ও তাদের নিযুক্ত বিচারকদের কথাই উল্লেখ রয়েছে বর্ণনাটিতে। সাধারণ মানুষের আচরণে সুষ্ঠু নীতির প্রতিফলন না ঘটাই স্বাভাবিক। সাধারণ মানুষের মতামতকে ভিত্তি করে হাদীসের বিশুদ্ধতা যাচাই করা যায় না। বরং তারা যে মত পোষণ করবে তা গতানুগতিক হওয়ার সম্ভাবনাই বেশী থাকে। কাজেই কোন বিতর্ক মূলক রিওয়ায়েত যদি তাদের মতের ধারা প্রবাহের অনুকূলেব আসে তবে তা গ্রহণীয় না হওয়াই বাঞ্চনীয়। ওতে সাধারণের মতের প্রভা পড়েছে বলে মনে করার অবকাশ থাকে। ইমাম জাফর সাদিক একথাটি বলেছেন এক জিজ্ঞাসার জবাবে।

قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ الْفَقِيهَانِ عَرَفَا حُكْمَهُ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَوَجَدْنَا أَحَدَ الْخَبَرَيْنِ مُوَافِقًا لِلْعَامَّةِ وَالْآخَرَ مُخَالِفًا لَهُمْ بِأَيِّ الْخَبَرَيْنِ يُؤْخَذُ؟

قَالَ مَا خَالَفَ الْعَامَّةَ فَفِيهِ الرَّشَادُ۔

قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَإِنْ وَافَقَهُمَا جَمِيعًا؟ قَالَ: مَا إِلَيْهِ أَمْيَلُ حُكَّامُهُمْ وَقُضَاتُهُمْ فَيُتْرَكُ وَيُؤْخَذُ بِالْآخَرِ۔ قُلْتُ فَإِنْ وَافَقَ حُكَّامُهُمُ الْخَبَرَيْنِ جَمِيعًا؟ قَالَ: إِذَا كَانَ ذَلِكَ فَارْجِهْ حَتَّى تَلْقَى إِمَامَكَ فَإِنَّ الْوُقُوفَ عِنْدَ الشُّبُهَاتِ خَيْرٌ مِنَ الْاِقْتِحَامِ فِي الْمُهْلِكَاتِ۔

"দু'জন ফিক্‌হ্‌বিদ কিতাব ও সুন্নাহ হতে যদি হুকুম বের করেন, তাঁদের বর্ণনার একটি যদি সাধারণের মোওয়াফিক হয় আর অন্যটি যদি তাদের মোখালিফ হয়, তবে ঐ দুটি বর্ণনার কোনটি গ্রহণ করা হবে? তিনি বলেন: যা সাধারণের উল্টো হবে, তা, ওতেই সুষ্ঠু নীতির স্থান।"

'প্রশ্ন করলাম:-------সাধারণের মত যদি উভয় বর্ণনার মুতাবিক হয়, তবে? তিনি বললেন, দেখতে হবে তাদের শাসকবর্গও তাদের কাযীগণ কোন্ দিকে ঝুঁকে। তাদের ঝোঁক যেদিকে, তা পরিহার করবে। আর অপরটি গ্রহণ করবে।

www.pathagar.com

"প্রশ্ন করলাম :----- তাদের শাসক বৃন্দ যদি দুটি বর্ণনার সাথেই মত মিলায়, তবে? তিনি বললেন : যদি এমনই হয় তবে সিদ্ধান্ত গ্রহণে বিরত থাক, যতক্ষণ না তোমার ইমামের সাথে সাক্ষাত হয়। কারণ সন্দেহজনক সিদ্ধান্ত গ্রহণ মওকুফ রাখা, না বুঝে শুনে বিপদ সংকুল পরিবেশে ঢুকা অপেক্ষা উত্তম।"

পাঠক লক্ষ্য করেছেন যে উমর বিন হানযালার আলোচ্য বর্ণনাটিতে লেখকের কথিত "মুসলিম-উম্মাহ্" অথবা "আহলে সুন্নাত" এর কোনই উল্লেখ নেই। এটিতে রয়েছে সাধারণের কথা এবং তৎকালীন শাসকও তাদের নিযুক্ত বিচারকদের কথা। ইমাম সাদিক তাদেরকে অবৈধ উপায়ে ক্ষমতা দখলকারী শাসক বলে জ্ঞান করতেন। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খাস খাদেম হযরত সফীনাও (রাঃ) তাদেরকে নিকৃষ্টতম রাজা বাদশাহ বলে আখ্যায়িত করেছেন।

এরূপ ক্ষমতা দখলকারী শাসকবৃন্দকে ইসলাম সম্মত খলিফা বা আমীরুল মুমিনীন বলা যায় না। এদের রাজ্য শাসন প্রণালী সুন্নাহ্ মুতাবিক ছিলনা। এরা জনগণের উপর অত্যাচার করে তাদের ধণ সম্পদ ছিনিয়ে নেয়। হযরত উমর বিন আব্দুল আজীজ এসে তাদের বংশধরদের কাছ থেকে অবৈধ সম্পদ ছিনিয়ে নিয়ে আসল মালিকদের কাছে ফেরত দেন। এরা মানুষের বাক-স্বাধীনতা হরণ করে। এদের আমলে জুলুম ও নির্যাতনের শিকার হয়ে অগণিত মানুষ প্রাণ হারায়। এক হাজ্জাজ বিন ইউসুফ জালিমের হাতে সোয়া লাখ ধর্ম প্রাণ মনীষী, হাদীস বিশারদ ফিক্‌াহ্‌বিদ্ ও নির্ভীক মুসলমানের প্রাণ যায়। লোকটি এদের সবাইকে ধরে এনে হত্যা করে। অন্যায় যুদ্ধ বাঁধিয়ে অসংখ্য মুসলমানের প্রাণ নাশ করে। (দেখুন মাওলানা আযাদ রচিত মৃত্যুর দুয়ারে মানবতা ; হাজ্জাজ প্রসংগ)। এরা খিলাফতের অবাধ নির্বাচন নীতিকে বদলিয়ে দিয়ে খান্দানী খিলাফত নামধারী রাজতন্ত্রের সূত্রপাত করে। এদেরকে মহানবী (সঃ) ملك عضوض বলে নিন্দে করেছেন। কাজেই এদের রাজ্য শাসন প্রণালী কুরআন ও সুন্নাহর পরিপন্থী ছিল। এরা ছিল জালিম শাসকদের অন্যতম। কাজেই এদেরকে আমাদের উপরের আলোচনা মুতাবিক (৮১, ৮২, ৮৪) 'তাগূত' বলা যায়। আর তাগুতী সরকারের কর্মচারী, বিচারকগণও তাগুতে গণ্য। কাজেই তাদের দ্বারা নিযুক্ত বিচারকমণ্ডলীকেও অপরাধী মহল বলতে হয়। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন :

سَيَكُوْنُ مِنْ بَعْدِىْ اُمَرَاءُ فَمَنْ دَخَلَ عَلَيْهِمْ وَصَدَّقَهُمْ بِكِذْبِهِمْ وَاَعَانَهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ فَهُوَ لَيْسَ مِنِّىْ وَلَسْتُ مِنْهُ وَلَيْسَ بِوَارِدٍ عَلَىَّ الْحَوْضَ

www.pathagar.com

৮৬.—"অচিরেই আমার পরে কতিপয় শাসকের আগমন হব। যে তাদের নিকট গমন করবে এবং তাদেরকে তাদের মিথ্যাচারে সমর্থন দেবে আর তাদের অত্যাচারে সহযোগী হবে---সে আমার নয়, আর আমিও তার নই। আর এরূপ ব্যক্তি হাউজ-ই-কাওয়াসারের পানি পান করার জন্যে আমার নিকটে পৌঁছতে পারবেনা।

এ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে জালিম শাসকদের সহকারী কর্মচারীগণও নিন্দনীয়। কাজেই এরূপ কর্মচারী ও তাদের 'প্রভুদের' কথা ও কাজের এতেবার না করে ইমাম সাদিক ভুল করেন নি। এরূপ শাসক শ্রেণীও তাদের সহযোগীরা তাগূতের অন্তর্ভুক্ত। আমাদের ৮৪ নং উদ্ধৃতি একথাই প্রমাণ করে। আর তাগূতী শাসক এবং তাদের দোসরগণ কোন ক্রমেই আহলে সুন্নত ওয়াল জামায়াত ভুক্ত হতে পারেনা। কারণ তাদের আচরণ 'মা-আনা আলাইহি ওয়া আসহাবী' হাদীসের পরিপন্থী। আর এটাই হল আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের মূলনীতি। এরা শিয়া নয়। অথচ সুন্নাহ্‌র পরিপন্থী কার্যকলাপে লিপ্ত হওয়ার দরুন সুন্নাত জামায়াতেরও অন্তর্ভুক্ত হতে পারেনা। এদেরকে এজীদী মুসলমান বলা যায়। এরূপ এজীদীদের কাওল ও আমল মুসলিম উম্মাহ্‌র জন্যে হুজ্জত হতে পারে না।

জবরদস্তিমূলক বাইআত

ইমাম মালিক (রঃ) বলপূর্বক বাইআত গ্রহণকে আইন সংগত মনে করতেন না। তিনি বল প্রয়োগে তালাক দিতে বাধ্য করলে, ওই তালাক হয়না বলে মত পোষণ করতেন। বলা বাহুল্য, উমাইয়া এবং আব্বাসীদের আমলে মুসলমানদের স্বাধীনভাবে খলীফা নির্বাচিত করার অধিকার ছিল না।

তারা নিজগোত্রের কোন ব্যক্তিকে খলীফা বলে ঘোষণা করে দিয়ে তাঁকে সমর্থন দেওয়ার জন্যে জনগণকে বাধ্য করত। তাঁদের খান্দানী বাদশাহাত' কে 'খিলাফত' বলে সমর্থন না জানালে তারা নির্যাতন চালাত। ইমাম মালিক তাঁদের নির্যাতনের শিকার হন। এ প্রসঙ্গে:

قَالَ اِبْنُ خَلِّكَانَ : وَسَعٰى بِهٖ اِلٰى جَعْفَرَ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنِ الْبَيْعَةِ فَغَضِبَ جَعْفَرُ وَدَعَا بِهٖ وَجَرَّدَهٗ وَضَرَبَهٗ بِالسِّيَاطِ وَمُدَّتْ يَدَاهُ حَتّٰى انْخَلَعَتْ كَتِفُهٗ وَارْتَكَبَ مِنْهُ اَمْرًا عَظِيْمًا.. وَقِيْلَ سَعٰى بِهٖ اِلٰى جَعْفَرَ اَنَّهٗ لَا يَرٰى اِيْمَانَ بَيْعَتِكُمْ بِشَيْءٍ فَاِنَّهٗ يَاْخُذُ بِحَدِيْثِ ثَابِتِ بْنِ الْاَحْنَفِ فِىْ طَلَاقِ الْمُكْرَهِ اَنَّهٗ لَا يَجُوْزُ (اوجز المسالك ص ١٥)

www.pathagar.com

৮৭। "ইবনে খাল্লিকান বলেন: বলপূর্বক বাইআত গ্রহণ সংক্রান্ত ইমাম মালিকের অভিমতের ব্যাপারে তাঁর বিরুদ্ধে জাফর বিন সোলাইমানের নিকট কথা লাগানো হয়। এতে জাফর ক্ষেপে যায়। আর তাঁকে ডেকে এনে বস্ত্র শূন্য করে বেত্রাঘাত করে। তাঁর বাহু দুটি টেনে বেঁধে দেয়। ফলে তাঁর কাঁধ খসে পড়ে। তাঁর সাথে জাফর অত্যন্ত কঠোর ব্যবহার করে।" --- "আরও বলা হয় যে, জাফরের নিকট তাঁর ব্যাপারে অভিযোগ করা হয় তিনি আপনাদের হাতে কৃত বাইআতে বিশ্বাস স্থাপনকে কোন মূল্য দেন না। কারন তিনি ছাবিত বিন আহনাফের হাদীস অবলম্বনে বলপূর্বক আদায় কৃত তালাককে আইন সঙ্গত মনে করেন না'। (ভূমিকা, আওজাযুল মাসালিক ১৫ পৃষ্ঠা)

ইমাম মালিকের এ অভিমত অনুযায়ী প্রতীয়মান হয় যে, জবরদস্তিমূলক আদায়কৃত বাইআত বা সমর্থন আইনের চোখে বাতিল। কাজেই উক্তরূপ বাইআত ভঙ্গ করলে ক্ষতি নেই। ইসলামী আইনের চোখে উক্ত রূপ বাইআতকে মূলতঃ বৈধ আইনানুগ বলা যায় না। এরূপ অবৈধ পন্থায় যারা ক্ষমতা দখল করে, তারা ইসলামের দৃষ্টিতে বৈধ শাসক নয়। কাজেই তাদের সামনে কৃত বাইআতের অঙ্গীকার রক্ষা করা জরুরী নয়। এবিন্দুতে এসেই তাগূতের সাথে ইমাম মালিকের সংঘাত বেঁধে যায়। আর তাঁকে দৈনিক একশত বেত্রাঘাতে জর্জরিত করা হয় তবু তিনি ইসলামের গণতান্ত্রিক মৌলনীতি পরিবর্তনে রাজী হননি। ইমাম মালিক তৎকালীন তাগূতী শাসকদের পেছনে নামাজও পড়েননি। মদীনার মসজিদের নামাজের ফজিলত জামায়াতে নামাজ পড়ার তাকীদ ও ফজিলতকে তিনি এ জন্যে তরক করে চলেছেন তাঁর জীবনের পঁচিশটি বছর এক নাগাড়ে। তিনি তাগূতী ফাসিকের পেছনে নামাজ পড়াকে মাকরূহ মনে করতেন। তাঁকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, "জামায়াতে যাব, তাদের কোন গর্হিত কাজ দেখব, আর তাতে বাধা দেয়ার প্রয়োজন দেখা দেবে এসবকে আমি ভয় করি।" (দেখুন, উক্ত ভূমিকার ১৫ পৃষ্ঠা)

অর্থাৎ তৎকালীন তাগূতী সরকার এমন পর্যায়ে নেমে গিয়েছিল যে, তাদের শাসকদের কার্যকলাপ দেখে কোন মুসলমানের চুপ থাকার উপায় ছিলনা। ইমাম আবু হানীফা (রঃ) এই তাগুতী সরকারের চাকুরী করতে রাযী হননি। ইমাম আবু ইউসুফ তাতে সম্মত হলে তিনি অসন্তোষ প্রকাশ করেন। আর বলেন:- 'আমাদের ইয়াকুব ফিতনায় পড়ে গেল।' ইমাম আবু ইউসুফের নাম ছিল ইয়াকুব।

www.pathagar.com

গোপন পত্রালাপ

শিয়াদের দ্বাদশ ইমাম হাসান আসকারী। পাঁচ বছর বয়সে তিনি গায়েব হন। জালিম শাসক বর্গ নবী বংশ নিপাত করার পরিকল্পনা নেয়। তাই তিনি বাল্য-কালেই আত্মগোপন করতে বাধ্য হন। পাঁচ বছরের শিশুর দ্বারা জালিম সর-কারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার কোনই সম্ভাবনা ছিলনা। তবু তারা শিশু হত্যায় এগিয়ে আসে। এতে সহজেই সরকারের জুলুমবাজ চরিত্রের আন্দাজ করা যায়। তিনি গোপন থেকে ৭০ বছর কাল পর্যন্ত তাঁর বার্তাবহদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করেন। বার্তাবহ ছিলেন চারজন। তাঁরা আত্ম গোপনকারী ইমামের কাছ থেকে লিখিত জবাব লাভ করতেন। এসব লেখা কাগজ-খণ্ডকে শিয়া সাহিত্যে 'আর্-রিকাআ' (الرقاع) বলা হয়। সুন্নী ধর্মীয় সাহিত্যে 'সিয়ার' এবং 'তারীখী' রিওয়ায়েতের যে মর্যাদা শিয়াদের নিকট 'আর-রিকাআ'-বর্ণনা সূত্রের ওই একই মান। বিশ্বাসজনিত বিষয় এবং ফিক্‌হ্ মাসয়ালা-উদ্ভাবনে এসব বর্ণনার তেমন গুরুত্ব নেই। শিয়াদের প্রামাণ্য গ্রন্থ রয়েছে চারটি (১) আল-কাফী (২) আত্-তাহযীব (৩) ফিকহু মানলা ইয়াহজুরুহুল ফকীহ (৪) ইস্‌তেবসার এসব গ্রন্থে রিকাআ-বর্ণনা দ্বারায় সমর্থিত তিনটি মাস্‌য়ালার উল্লেখ দেখা যায়। যথা শিয়াদের জন্যে খুমস বা পঞ্চমাংশ হালাল হওয়া, গায়িকার মূল্যের মাসয়ালা এবং 'আল ফাক্কাআ' (এক প্রকার উদ্ভিদ) হারাম হওয়ার বিষয়। কিন্তু বিজ্ঞ লেখক ভুল ধারণা দেয়ার জন্যে বলেছেন যে, শিয়া ফিকাহর একটি বিশেষ উৎস হচ্ছে তাদের অদৃশ্য ইমামের 'তাওকী' সমূহ'' (৫৩ পৃঃ)। রিকাআকে তাওকীও বলা হয়। কারণ শিয়া মতে আলোচ্য পত্র খণ্ড গুলোতে আত্মগোপনকারী ইমামের স্বাক্ষর থাকত। অনুমোদন দানের উদ্দেশ্যে যে, স্বাক্ষর করা হয় তাকে তাওকী বলে। রিকাআ বর্ণনা সম্পর্কে শিয়াদের আকীদার উল্লেখ করে বলা হয়ঃ

إِنَّ الْإِمَامِيَّةَ لَا تَتَعَبَّدُ بِالرِّقَاعِ الصَّادِرَةِ مِنَ الْمَهْدِيِّ الْمُنْتَظَرِ (الغدير ج ٣ ص ٢٨٠)

অর্থাৎ প্রত্যাশিত ইমাম মাহদী হতে প্রকাশিত রিকাআ (পত্রাদি) এর প্রতি ইমামী শিয়াগণ নির্বিচার সমর্থন জানান না। (আল গাদীর ২৮০/৩)

স্বরূপ উৎঘাটন

লেখক মওদূদী পন্থী। তাই মওলানা মওদূদী মরহুমের প্রসঙ্গ টানতে হয়। বিরুদ্ধ বাদীদেরকে তিরস্কার করে মওলানা মওদূদী বলতেনঃ ওরা মাছির ন্যায়। মাছি সুগন্ধিতে বসেনা। বসে পঁচা বস্তুর উপর। যেখানে দুর্গন্ধের ছড়াছড়ি, সেখানে মাছির ভীড়। ওরা শুধু আমার আয়েব খোজে, ভাল দেখে না।

www.pathagar.com

শিয়াদের বেলায় লেখকের ওই একই দৃষ্টান্ত। শিয়া ফিক্‌হ্‌ পড়ে তাঁর চোখে কোন ভাল কথা পড়েনি। পড়েছে নোংরা মাসয়ালা মাসায়েল। তাও মেয়েদের কিছু গোপন দিকের কথা। জানিনা তাঁর রুচি কি? আমরা এখানে তা উল্লেখ করে রুচিবান পাঠকদের জন্যে বিরক্তির কারণ হাতে চাই না। কারো যদি ইচ্ছা হয়ে তিনি তার বইটির ৫৬ পৃষ্ঠার ১৮ নং বক্তব্য দেখে নিতে পারেন। তাঁকে, نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ ـ সূরা-ই-বাকারাকার ২২০ নং আয়াতের বিভিন্ন তফসির দেখে নিতে অনুরোধ করবো। এতে কোন সুন্নী ফিকাহ-বিদ এবং তফসীরকারের মতও শিয়াদের পক্ষে রয়েছে। এমন কি বিখ্যাত চার ইমামের একজনের আমলও অনুরূপ ছিল বলে বর্ণনা করা হয়। চার মাযহাবের সমর্থকগণ প্রতি পক্ষের বক্তব্যের বিরুদ্ধে বিরাট বিরাট ভলিয়মের বই লিখেছেন। সমালোচনা করেছেন। কোন ভদ্র লেখক তো নোংরা কথা বার্তা বলেননি।

লেখক ১৭ নং বক্তব্যে অভিযোগ করেন যে, শিয়াগণ বিবির অনুমতি ক্রমে তার বর্তমানে তার আপন ভাতিজি, ভাগ্নী, খালা এবং ফুফুকে বিয়ে করতে পারে বলে মত পোষণ করে। মুহাররামাত প্রশ্নে সুন্নী ফিক্‌হ্‌ বিদগণও দ্বিমত পোষণ করেছেন। কুরআনে বর্ণিত মুহাররামাত ব্যতীত এ বিষয়ে মতান্তর রয়েছে চার মাযহাবেও। কাজেই এসব শাখা মাসয়ালা নিয়ে কথা বললে কার বিরুদ্ধে বলা যাবেনা।

স্বয়ং লেখকের দীক্ষাগুরু' আপন ভাই বোনে বিয়েকেও ক্ষেত্র বিশেষে জায়েজ বলেছেন (রাসায়েল ও মাসায়েল), রমজানে সোবহি সাদিক উদিত হওয়ার পর পানাহার করাকে বৈধ বলেছেন। (তাফহীমুল কোরআন) নারীদের শরয়ী পর্দাকে জালিমী ব্যবস্থা বলে সমালোচনা করেছেন (পর্দা) কাজেই কাঁচের ঘরে বসে অন্যের প্রাসাদে ঢিল ছোঁড়া সুবিবেচকের কাজ নয়। মাসয়ালা মাসায়েল বর্ণনায় ফিক্‌হ্‌বিদগণ নানা পথ ধরেছেন। প্রত্যেকরই নিজ-নিজ মাযহাব মত চলার অধিকার রয়েছে। এসব উত্থাপন করে জাতিকে বিভ্রান্ত করা অবিবেচকের কাজ। মুসলিম উম্মাহর সার্বিক কল্যাণ ও সংহতির পরিপন্থী শাখা প্রশাখা নিয়ে গোল বাঁধানো উচিত হবে না। ইসলামের বুনিয়াদী বিষয়াদিতে একমত হয়ে মুসলিম উম্মাহকে একতাবদ্ধ করার চেষ্টা করা উচিত। এসব-নিয়ে জামায়াতীরা প্রতিপক্ষের হাতে কম নাজেহাল হচ্ছে না। তবে কেন জেনে শুনে অন্যের বিরুদ্ধে এ হাতিয়ারটি ব্যবহার করা হচ্ছে?

www.pathagar.com

মণীষীদের অভিমত

শিয়াদেরকে কে কখন কাফির বানিয়ে ছেড়েছেন, তাঁদের উপর অমূলক দোষ চাপিয়ে তাঁদের মুণ্ডপাতের ফতোয়া দিয়েছেন, লেখক উক্ত শিরোনামে এসব বর্ণনা করেছেন। ফতওয়ার ফিরিস্তী অতি দারাজ। জামায়াতীদেরকে কে গুমরাহ বলেছেন, কেন বলেছেন, এমন কি কাফির পর্যন্ত বলেছেন এর ফিরিস্তি ও উৎথাপন করা যায়। অতএব ফতয়ার বরাত টেনে কথা বললে পক্ষে বিপক্ষে বহু ফতওয়া হাজির করা যায়। আহলে সুন্নত ভুক্ত মাযহাব গুলোর গুমরাহীর ফতওয়া তাঁরা নিজেরাই পরস্পরকে দিয়েছেন জোরালো ভাষায়। 'তারিখ-ই খতীবই বাগদাদী' 'আস্-সাহামুল মসীব আলা কাবিদুল খাতীব' ইত্যাকার বই পড়লে আর পরস্পরের বিরুদ্ধে প্রদত্ত ফতোয়াগুলো আলোচনা করলে তাজ্জব বনে যেতে হয়।

শিয়াদের হাদীস গ্রহণীয়, তাঁরা মুসলমান, ইসলামের মৌলিক ব্যাপারে তাঁরা কোন দ্বিমত পোষণ করেননা, আমরা এসব কথা প্রমাণ সহ আলোচনা করে এসেছি। আল্লামা ইব্নে হাজার আসকালানীর 'ফাতহুলবারী' আওজাযুল মাসলিক' ইত্যাদির উদ্ধৃতিও পেশ করেছি। কাজেই, এদের মুকাবিলায় চরমপন্থী কিছু কিছু বিদ্যানের অসর্তক ফতওয়ার কোন ওজন থাকে বলে আমরা মনে করিনা। মিসরের জামে আযহার প্রধান এবং আযহারের মুফতীগণ জাফরী ফিকাহ অনুস্মরণ করে ফতয়া দেওয়া যায় বলেও মত দিয়েছেন। কাজেই এ অবান্তর আলোচনায় শ্রম ব্যয় করার যুক্তি থাকেনা। বিদ্যানগণ একে অপরের বিরুদ্ধে ফতওয়া প্রয়োগ করে যে-যুদ্ধ করেছেন, তার মীমাংসা করতে গিয়ে মুআত্তা-ই ইমাম মালিকের ভাষ্য গ্রন্থে বলা হয়:---

(الف) عَنْ إِبْنِ عَبَّاسٍ: خُذُوا الْعِلْمَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُ وَلَا تَقْبَلُوا قَوْلَ الْفُقَهَاءِ بَعْضِهِمْ لِبَعْضٍ فَإِنَّهُمْ يَتَعَايَرُونَ تَعَايُرَ التُّيُوسِ فِي الزَّرِيبَةِ .....

(ب) إِنَّ قَوْلَ الْأَقْرَانِ بَعْضِهِمْ فِي بَعْضٍ غَيْرُ مَقْبُولٍ وَقَدْ صَرَّحَ بِذَلِكَ الْحَافِظَانِ الذَّهَبِيُّ وَابْنُ حَجَرٍ قَالَا: وَلَا سِيَّمَا إِذَا لَاحَ أَنَّهُ لِعَدَاوَةٍ أَوْ لِمَذْهَبٍ - (مقدمة اوجز المسالک ص٦٣)

৮৭.—(ক) "হযরত ইব্নে আব্বাস বলেন, যেখানে পাও ইলম আহরণ কর। ফিক্হ্বিদগণের পরস্পর সমালোচনাকে গ্রহণ করবেনা। তাঁরা খোয়াড়ে অবস্থান রত নরমেষবৎ একে অন্যের উপর চড়াও হয়।' (আওজাযুল্ মাসালিক ভূমিকা ৫৩)

www.pathagar.com

(খ) "সমসাময়িকদের পরস্পর সমালোচনা গ্রহণীয় নয়। এ ব্যাপারে হাফিজে হাদীসে আল্লামা যাহবী এবং আল্লামা ইবনে হাজার সুস্পষ্ট অভিমত দিয়েছেন। তাঁরা বলেন, বিশেষতঃ শত্রুতা অথবা মাযহাবী মত পার্থক্যের দরুন এরূপ করা হ'লে তা মোটেই গ্রহণযোগ্য হবেনা। (ঐ)

বলাবাহুল্য, লেখক যাদের ফতওয়ার উল্লেখ করেছেন, তাঁরা মাযহাবগত বিরোধের কারণেই শিয়াদের বিরুদ্ধে ফতওয়া দিয়েছেন। এরূপ ফতওয়া মোটেই গ্রহণযোগ্য নয় বলে ইবনে হাজার ও হাফিজ যাহবী সুস্পষ্ট মত ব্যক্ত করেছেন।

কাল বই প্রসঙ্গে

দারুল ইফ্তাহ, মগবাজার কর্তৃক প্রকাশিত বইটির মলাট কালো। শিয়াগণ কালোরংকে শোকের প্রতীক মনে করেন। 'মান তাশাববাহা বিকাওমিন ফা-হুয়া মিনহুম'---হাদীস মতে তারাও শিয়াদের অন্তর্ভুক্ত হতে চাচ্ছেন কিনা, তা আমাদের জানা নেই। তবে, পাঠকগণ বইটির পর্যালোচনায় বুঝতে পেরেছেন যে, ওটি স্বচ্ছ মত নিয়ে লেখা হয়নি, কৃষ্ণমন নিয়ে লেখা হয়েছে। তাই আমরা ওই কালো বইটিতে লেখকের কালো মনের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে বলে ধরে নিতে পারি। আর কালো মলাটের দরুণ বইটিকে 'কালো বই' বলে অভিহিত করতে পারি।

লেখক, তাঁর শেষ কথায় ইরানে শিয়াদের দ্বারা ইসলামী বিপ্লব সাধিত হওয়ার দরুন বিশ্বময় শিয়া প্রভাব ছড়িয়ে পড়বে বলে ভয় দেখিয়েছেন। তাঁর জানা উচিত যে, বিপ্লবের আগেও ইরানে শিয়া মতবাদ ছিল। এতে সুন্নীগণ প্রভাবান্বিত হননি। বিপ্লবের পরেও তাঁদের শিয়া মতে গলে যাওয়ার কোন কারণ নেই। তবে, তাঁরা যে বিপ্লবের ডাক দিয়েছেন তা অবশ্যই ক্রিয়া করছে। বস্তুতঃ এটাই হচ্ছে লেখকের ভয়ের কারণ। এতে, তাঁর গুরুদের তাগুতী-সিংহাসন কেঁপে উঠেছে আর সুন্নীদের চোখ খুলে গেছে। বিশ্বে শিয়াদের অপেক্ষা সুন্নীদের সংখ্যা অধিক। তাদের হাতে সম্পদ এবং রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাও বেশী। কাজেই তাদের জন্যে শিয়া ভীতির কোন হেতু নেই।

শেষ কথা

উপসংহারে মুসলিম উম্মাহর সার্বিক কল্যাণ, ঐক্য, সম্প্রীতি ও শুভ পরিণতির জন্যে আল্লাহ রাব্বুল্ ইজ্জতের দরবারে দোওয়া করছি। আল্লাহ্ আমাদেরকে যেন অনৈক্য ও সংঘাতের পথ হতে দূরে সরিয়ে রাখেন। ভুল-ত্রুটি মার্জনীয় হবে বলে মহৎগণের নিকট আশা রাখি।

www.pathagar.com

পরিশিষ্ট—১

আল্লামা সৈয়দ আবুল হাসান আলী নদভীর চোখে ইরান ও ইরাক

ইরানে বহু মনীষী জন্ম নিয়েছেন। 'শাইখ সাদী' 'হাফিজ' 'ফিরদাউসী' 'ওমর খাইয়্যাম' 'ইমাম্ রাযী' হযরত আব্দুল কাদির জীলানী' 'ইমাম আবু হানিফা' 'আল্লামা আফ্তাজানী' 'আল্লামা তুসী' 'তাফসীরকার সালাভী, 'আল্লামা তাবাতাবায়ী' 'আবুল ফজল তবরাসী' প্রমুখ খ্যাতিমান মনীষীরা ইরানে জন্ম গ্রহণ করেন। তাফসীর, হাদীস, রিজাল, ফিক্হ, বালাগাত, যাবতীয় ইলমে সারা দুনিয়ায় ইরানী আলেমদের জুড়ি মিলা দায়। ইরানী শিয়া আলেমগণ অত্যন্ত জ্ঞান গরিমার মালিক। বিশেষতঃ কুরআন পাকের প্রচারে তাঁরা অন্যতম অগ্রনী ভূমিকা নিয়েছেন। ইরানী শিয়াদের কুরআন প্রীতির উল্লেখ করেছেন বর্তমান মুসলিম বিশ্বের খ্যাতিমান আলেম সৈয়দ মওলানা আবুল হাসান আলী নদভী সাহেব। তিনি ১১ই জুন ১৯৭৩—২০শে জুন ১৯৭৩ইং পর্যন্ত ইরান সফর করেন। তিনি "দরিয়ায়ে কাবুল ছে দরিয়ায়ে ইয়ারমুক তক" নামক তাঁর সফরনামায় ইরান ও কুরআন সম্পর্কে যা বলেছেন আমরা তা তুলে ধরলাম। হিংসা বিদ্বেষের উর্দ্ধে থেকে তিনি ইরান ও ইরাকের শিয়াগণকে দেখেছেন। ইরানী শিয়াগণকে বুঝার জন্যে নিরপেক্ষ পাঠকের চোখে তাঁর মন্তব্যগুলো সমাদর পাবে বলে আমরা মনে করি।

ইসলামী সভ্যতার কেন্দ্র ভূমি ইরান

ইরানের ইসলামী তাহযীব তমদ্দুন সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি লিখেছেন:

ایران چونکہ اسلامی تہذیب و تمدن کا مرکز رہ چکا ہے اس لئے وہاں کثرت سے مساجد ہیں، بعض مسجدیں تو فن تعمیر کا نادر نمونہ ہیں۔

(دریائے کابل سے دریائے یرموک تک ص ۸۴)

(১) ইরান আদিকাল থেকে ইসলামী তাহযীব তমদ্দুনের কেন্দ্র। তাই ইরানে মসজিদের আধিক্য রয়েছে। কোন কোন মসজিদ স্থাপত্য শিল্পের অনন্য দৃষ্টান্ত। (৮৪ পৃঃ)

ইসলামী তাহযীবের অনন্য দৃষ্টান্ত মসজিদগুলোর মধ্যে তিনি—হযরত মুসা কাযিমের বিখ্যাত সন্তান ইমাম আলী রেজার বোন সৈয়দা মাসুমাহ (রঃ)-এর নামে প্রতিষ্ঠিত কোমের অত্যন্ত সুন্দর মসজিদটি, সিপাহ সালার মসজিদ, তেহরানের শাহী মসজিদ, মাশহাদের গাওহার মসজিদ ইত্যাদির উল্লেখ করেন। তারি সাথে ইসলামী শিক্ষাগার ও প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে তেহ্রান বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামী মাযহাব সমন্বয় কেন্দ্র এবং কোন শহরের বিখ্যাত ইসলাম প্রচার কেন্দ্রের উল্লেখ করেন।

www.pathagar.com

ইসলামী ঐক্যের পতিকৃৎ ইরান

মুসলমানদের সংহতি ও অগ্রগতির জন্যে ইসলামী একতা পরিহার্য। মুসলমানদের ঐক্য সাধনে ইরানীদের একান্ত আগ্রহের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন :

ایران کے سفر میں ہم نے جس چیز کا مشاہدہ کیا اور اس نے ہماری مسرت میں اضافہ کیا وہ ایرانیوں کا جذبۂ اخوت اور عالمگیر اسلامی اتحاد و تعاون کا جذبہ ہے جو وہ اسلام کے بنیادی اصولوں پر متفق ہو کر ظاہر کرنا چاہتے ہیں۔ ہم صفائی سے اعتراف کرنا چاہتے ہیں کہ یہاں آنے سے پہلے اتحاد و تعاون کے اس جذبہ اور دنیا کے تمام مسلمانوں کے ساتھ دوستی اور تعاون، بھائی چارہ اور اپنائیت کے اس احساس کا تصور نہیں کرتے تھے۔

ہمیں اس بات کی توقع نہ تھی کہ ہمارے ایرانی بھائی اس عالمگیر لادینیت کے خلاف متحد ہو کر صف آرائی کی خواہش رکھتے ہیں، جو مذاہب عالم اور تمام اخلاقی اقدار کے لئے چیلنج ہے۔ اور جو شیعہ، سُنّی، حنفی، شافعی اور مقلد و مجتہد کے درمیان کوئی تمیز نہیں رکھتی۔ ایران میں ہر مجلس کی گفتگو کا آغاز اس موضوع سے ہوتا ہے اور اسی پر اختتام بھی۔ مجلسوں اور محفلوں میں عام طور سے یہی موضوع سخن ہوتا۔ بلا شبہ یہ بہت ہی مبارک اور قابلِ قدر جذبہ ہے۔ عالمگیر اخوتِ اسلامی سے دلچسپی رکھنے والوں کو چاہیئے کہ وہ ہمارے ایرانی بھائیوں کے ان جذبات سے فائدہ اٹھائیں اور اسلام کی خدمت میں اس سے کام لیں اور اس میں مزید ترقی کی کوشش کریں۔ اس لئے کہ افتراق اور غلو سے مسلمانوں کو وقتاً فوقتاً شدید نقصان پہنچا ہے (دریائے کابل سے دریائے یرموک تک ص ۹۷)

(২) "ইরান সফরে আমরা যা দেখেছি এবং যা আমাদের খুশীকে বাড়িয়ে দিয়েছে, তা হচ্ছে ইরানীদের পক্ষ হতে ভ্রাতৃত্ব স্থাপনের উদ্দীপনা। আর বিশ্ব-

www.pathagar.com

মুসলিমের ইসলামী একতা স্থাপন ও পরস্পর সহযোগিতা করার প্রেরণা। তাঁরা এ কাজটি ইসলামের বুনিয়াদী নীতিমালার ভিত্তিতে একত্রিত হয়ে করতে চান। আমি পরিষ্কার অন্তরে স্বীকার করি যে, ইরানে আসার পূর্বে একতা ও সহযোগিতার এ প্রেরণা এবং বিশ্বের সকল মুসলমানদের সাথে বন্ধুত্ব সহযোগিতা, ভাতৃত্ব ও একাত্মতার এ অনুভূতি আমার খেয়ালেও আসেনি।

আমাদের ইরানী ভাইগণ যে দুনিয়াব্যাপী ধর্মহীনতার বিরুদ্ধে কাতারবন্দী হয়ে লড়াই করার জন্যে একান্ত ইচ্ছা রাখেন, এতটুকু আশা আমার ছিল না। বস্তুতঃ যাবতীয় মহৎগুণাবলীর মূল্যবোধের জন্যে ধর্মহীনতা বিপদস্বরূপ। যা শিয়া, সুন্নী, হানাফী, শাফেয়ী, মুকাল্লিদ ও মুজতাহিদ কারো মধ্যে কোনরূপ পৃথক রেখা টানে না।

ইরানে আমাদের সকল বৈঠকের আলোচনা অধিকাংশ সময় এ সূত্র ধরেই শুরু হত আর একথার উপরেই শেষ হত। সভা ও বৈঠকসমূহে সাধারণত কথা-বার্তার বিষয়বস্তু এটাই হত। নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, এটা একটি কল্যাণময় গুরুত্বপূর্ণ আবেগ। যারা বিশ্ব মুসলিমের ইসলামী ঐক্য কামনা করেন, আমি তাদের জন্যে ইরানী ভাইদের এ সব আবেগানুভূতিকে কাজে লাগানো জরুরী বলে মনে করি। তারা যেন ইসলামের কল্যাণে একে কাজে লাগান আর এক্ষেত্রে আরও অগ্রগতি লাভের উপায় খোঁজেন। কেননা বিভেদ এবং বাড়াবাড়ির দরুন যুগে যুগে মুসলমানগণ ভয়াবহ ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছেন।" (৯৭ পৃষ্ঠা)

অতপর তিনি বাগদাদের পতন এবং ইউরোপে মুসলমানদের অগ্রযাত্রা ব্যাহত হওয়ার কথা বলেন। বাগদাদে ছিল আব্বাসী খলীফাদের রাজত্ব। আর স্পেনে ছিল ফাতিমী খিলাফত বা আলে রাসূলগণের শাসন। মুসলমানদের আত্ম-কলহে এসব খিলাফতের পতন হয়। কাজেই শিয়া-সুন্নী কলহকে উস্কিয়ে দেয়ার কুফল সৃষ্টি করা হতে বিরত থাকাই উচিত। যারা বর্তমানে এ সবের উস্কানী দিয়ে যাচ্ছে, তাদের বিষয়টি ভেবে দেখার প্রয়োজন রয়েছে বলে আমরা মনে করি। মওলানা আবুল হাসান আলী নদভীর অনুভূতি ও নির্দেশনা মেনে চলার মাঝেই মুসলিম উম্মাহর কল্যাণ নিহিত রয়েছে।

ইরান ও কুরআন

ইরানীরা বর্তমান কুরআনে বিশ্বাসী নয়, তারা কুরআনে বিকৃতির বিশ্বাস রাখে; তাদের কুরআন স্বতন্ত্র, সুন্নী কুরআনে তারা শ্রদ্ধাশীল নয় বলে প্রচারণা চলছে। জনাব সৈয়দ আবুল হাসান আলী নদভী ইরান সফর করেছেন। তিনি স্বচক্ষে কুরআনের প্রতি তাদের আকর্ষণ ও ভালবাসা দেখেছেন। শিয়া বিরোধীরা

www.pathagar.com

যাকে সুন্নী কুরআন মনে করে, তাকে তারা সুন্দরভাবে ছাপিয়ে থাকেন, প্রচার করেন এবং তিলাওয়াত করেন বলে নদভী সাহেব উল্লেখ করেছেন। তাঁরা যদি এ কুরআনে বিশ্বাসী না হতেন তবে অজস্র টাকা ব্যয়ে তারা তা ছাপতে যাবেন কেন? নামাযেই বা সুন্নী কুরআন পড়ে তাদের ইবাদত নষ্ট করার মত বোকামী করবেন কেন? এসব প্রশ্ন শিয়া বিরোধীগণ ভেবে দেখেছেন কি? জনাব মওলানা নদভী সাহেব বলেন :---

ایران کے سفر میں دوسری چیز جس سے ہمیں مسرت ہوئی وہ اسلامی آثار سے دلچسپی، عربی زبان سے تعلق، اسلامی کتابوں کی اشاعت، علماء کے کارناموں کے احیاء اور قرآن کی بہترین کتابت وطباعت سے دلچسپی وشیفتگی ہے۔ ہمیں ایران میں نادر قرآنی مخطوطات کی حفاظت واہتمام اور قرآن کی اعلیٰ نفیس طباعت دیکھ کر ایرانیوں کے قرآن کی عظمت واحترام کا اندازہ ہوتا ہے، جلسوں وغیرہ میں قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے۔ خاص طور سے مصری قراء کی تلاوت کی ہوئی آیات ٹیپ ریکارڈ سے سنانے کا اہتمام کیا جاتا ہے۔

(ص ۹۸)

(৩) "ইরান সফরে আমাদেরকে আরও একটি বিষয় আনন্দ দিয়েছে,। তা হচ্ছে ইসলামী ঐতিহ্যের প্রতি অনুরাগ, আরবী ভাষার সাথে সম্পর্ক, ইসলামী বই পুস্তক, কিতাবাদি প্রকাশ, আলেমগণের কীর্তি ও কর্মকাণ্ডের সংরক্ষণ এবং কুরআন উত্তমরূপে লিপিবদ্ধ করা ও ছাপার প্রতি বিশেষ দৃষ্টিদান। আমরা ইরানে কুরআনের দুষ্প্রাপ্য হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি সংরক্ষণের প্রতি গুরুত্ব আরোপ আর কুরআনের অতি উত্তম ছাপার ব্যবস্থা দেখে কুরআনের প্রতি ইরানীদের সম্মান প্রদর্শন ও ভক্তি নিবেদনের আন্দাজ করতে পারি। সভা সমিতিতে কুরআন পাঠ করা হয়। বিশেষতঃ মিসরের ক্বারীদের পঠিত কেরাত টেপ করে শোনাবার উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়।" (৯৭ পৃঃ)

বর্তমান কুরআনে শিয়াদের ঈমান নেই বলে যারা প্রচার করছে তাদের কাছে আমাদের প্রশ্ন, মিসরের সুন্নী ক্বারীদের কুরআনের সুন্নী কেরাত শোনার বা শোনাবার আগ্রহ ওই কুরআনে অবিশ্বাসীদের থাকার কথা নয়। শিয়াগণ যদি ভিন্ন কুরআনে বিশ্বাসী হতেন তবে তারা তাদের বিশ্বাস যোগ্য কুরআনের

www.pathagar.com

তিলাওয়াত করতেন। আর তাদের নিজস্ব কুরআনের কেরাত শুনতেন ও ইরানের জনগণকে শোনাতেন। সুন্নী কুরআনের তেলাওয়াত তারা করতেন না। সুন্নী কারীদের কেরাত প্রচার মাধ্যমগুলোতে শোনাতেন না। এত অর্থ ব্যয় করে উত্তম রূপে ছাপাতেন না। রক্ষণাগারে সুন্নী কুরআন সংরক্ষিত করতে এত কাঠ খড় পোড়াতে না। মাদ্রাসাগুলোতে তাদের শিয়া কুরআন (?) বাদ দিয়ে সুন্নী কুরআন পড়াতেন না। বালকদেরকে আলহামদু শরীফের বদলে তথাকথিত সূরা-ই-বেলায়েত শিখাতেন। তাদের দেশে তাদের নিজস্ব ব্যাপারে তাদেরকে কেউ বাধা দিতে পারত না। শিয়াদের কুরআন প্রীতি সম্পর্কে মওলানা নদভী আরও বলেন :---

. . . . . اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ہمارے ایرانی بھائی قرآن کریم کی تعظیم و تکریم کرتے ہیں اور ان کو اس سے محبت ہے اور وہ اس سے بے تعلق نہیں اہل ایران قدیم زمانہ سے قرآن کی زریں کتابت و نقاشی میں آگے رہے ہیں۔ اس کو کتب خانوں اور میوزیم میں خاص اہتمام سے رکھتے ہیں اور اس پر فخر کرتے اور بہتر سے بہتر طریقے پر زیور طباعت سے آراستہ کرنے میں بھی وہ دوسرے ملکوں کے مسلمانوں سے پیچھے نہیں ہیں۔ ایران کے قدیم و جدید علماء نے قرآن مجید کی بلند پایہ تفسیریں بھی لکھی ہیں، جن میں سے متعدد ہندوستان میں بھی مشہور و متداول بھی ہیں (ص ۱۱۱)

(৪) "নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, আমাদের ইরানী ভাইগণ কুরআন কারীমের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। তারা কুরআনকে ভালবাসেন। তারা কোরআন হতে আলগ নন। ইরানবাসীগণ আদিকাল থেকে কুরআনকে কারুকার্যে সজ্জিত করে সোনালী বর্ণে লিখে ছাপানোর ব্যাপারে অগ্রগামী ছিলেন। তারা কুরআনকে গ্রন্থাগারে, মিউজিয়ামে যত্নের সাথে রাখেন। আর এ বিষয়ে গৌরব করার ক্ষেত্রে এবং অতি উত্তম প্রণালীতে কুরআন ছাপার ব্যাপারে আজও তারা অন্যান্য দেশের মুসলমানদের থেকে পিছিয়ে নেই। ইরানের প্রবীণ ও নবীন আলেমগণ কুরআন মজীদের অতি উচ্চমানের বহু তাফসীরও লিখেছেন। যার কয়েকটি ভারতেও প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। আর সাধারণভাবে পঠিত হয়েছে।" (১১১ পৃষ্ঠা)

এ উদ্ধৃতিটির মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। বলুন তো দেখি, শিয়াগণ এই কুরআনকে নিজেদের কুরআন বলে বিশ্বাস না করলে সোনালী অক্ষরে তা লিখতে যাবেন

www.pathagar.com

কেন। আর অযথা এই কুরআনের তফসীর লিখার প্রতি আকৃষ্ট হবেনই বা কেন? কাজেই শিয়াদের কুরআন ভিন্ন বলে প্রচারণা চালানো মিথ্যা জালিয়াতী বৈ আর কিছু নয়। অতএব বুঝা যাচ্ছে যে, তারা স্বতন্ত্র কুরআনে বিশ্বাসী নন। তারা এই কুরআনই বিশ্বাস রাখেন। তিলাওয়াত করেন। বর্তমান কুরআনই শিক্ষাদেন, ছাপেন এবং তারই তফসীর লিখে থাকেন। এ কুরআনকে শিয়া কুরআন, সুন্নী কুরআন অথবা আল্লাহ্ পাকের কুরআন যাই বলা হউক না কেন—তাঁদের এই কুরআনের প্রতিই ঈমান রয়েছে।

ইরানীদের দ্বীনী গায়রত

ইরানের শিয়া মুসলমানগণ ধর্মের সম্ভ্রম রক্ষায় আপোষহীন চেতনার অধিকারী। ইসলাম বিরোধী শক্তি সমূহের মুকাবিলায় তারা কার্যকর ভূমিকা নিয়ে থাকেন। এখান ভয়-ভীতি তাদের পথে বাধা হয়না। ইসলামের শত্রুদের বিরুদ্ধে তারা জান কবুল সংগ্রামে লিপ্ত হন। লেবাননে শিয়া মুসলিমদের তৎপরতা এর প্রমাণ। তাদের ইসলামী জিহাদ সংস্থার জান কবুল মুজাহিদগণ শাহাদাত লাভ করে আমেরিকা, বৃটেন ও ফ্রান্সের তথাকথিত শান্তি বাহিনীকে পর্যুদস্ত করেছেন। তাদেরকে লেবানন ছেড়ে পালাতে বাধ্য করেছেন। তারা ধর্মের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার জন্যে ইসলামী অর্থ ব্যবস্থা প্রয়োগ করে সমাজতন্ত্রের অনাবশ্যকতা প্রমাণ করতে পেরেছেন। তারা ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা প্রবর্তন করে শান্তিতেও স্থিতি এনেছেন। ইসলামের ভেতরের শত্রুকুলও নিপাত করে দিয়েছেন ইরানে। বাহাই, কাদিয়ানী ও ধর্মদ্রোহী নাস্তিকের আজ খোঁজ পাওয়া যাবে না তাদের দেশে। ইরানীদের এসব ধর্মীয় কর্মকাণ্ডের উল্লেখ করে মওলানা নদভী বলেন :—

ہمیں ایرانیوں کی دینی غیرت وحمیت دیکھ کر بھی خوشی ہوئی۔ وہ اسلام کے خلاف سازشی تحریکوں کے بارے میں خاصے حساس واقع ہوتے ہیں۔ بہائیت جو ایران ہی میں پیدا ہوئی، قانونی طور پر ممنوع ہے اور بہائی مذہب کے ماننے والوں کو اسلام سے خارج سمجھا جاتا ہے۔ اسی طرح قادیانیت کو خارج از اسلام فرقہ سمجھا جاتا ہے اور اس سے دینی حلقوں میں خاصی نفرت پائی جاتی ہے۔ کمیونزم اور دہریت کے ساتھ دشمنی میں بھی ایرانیوں کی غیرت وحمیت اسلامی ملکوں کے لئے خاص طور پر پاکستان کے لئے قابلِ رشک اور قابلِ تقلید ہے۔ (ص ۹۸)

www.pathagar.com

(৫) ইরানীদের ধর্মের ইজ্জত সম্ভ্রম রক্ষার চেতনা দেখেও আমরা খুশী হয়েছি। তারা ইসলামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারী আন্দোলনগুলোর বেলায় অত্যন্ত সচেতন। বাহাই মতবাদ—যা ইরানেই জন্ম নিয়েছে আইনত তা নিষিদ্ধ। বাহাই মতাবাদীদেরকে ইসলাম হতে খারিজ মনে করা হয়। অনুরূপ কাদিয়ানী-দেরকেও ইসলাম বহির্ভূত ফির্কাহ জ্ঞান করা হয়। আর এদের প্রতি ধর্মীয় মহলে যথেষ্ট ঘৃণা পরিলক্ষিত হয়। ইসলামী দেশগুলোর সঙ্গে বিশেষতঃ পাকিস্তানের জন্যে, ইরানের সাথে অত্যন্ত ভাল সম্পর্ক রয়েছে। কমউনিজম এবং নাস্তিক্য বাদের সাথে দুষমনী করার ক্ষেত্রে ইরানীদের ধর্মীয় সম্ভ্রম রক্ষার চেতনা বোধ ঈর্ষা করার মত গ্রহণযোগ্য বিষয়। (৯৮ পৃঃ)

আল্লামা আবুল হাসান আলী নদভী মহোদয় বিশ্বের সকল মুসলিম রাষ্ট্রকে ইরানের অনুসরণের দাওয়াত দিয়েছেন। খোদাহীনতা, সমাজবাদ ও ইসলামের গোপন শত্রু নিধনে তাদের থেকে শিক্ষা গ্রহণের আবেদন জানিয়েছেন। তারা খালি খালি মুখে মুখে জিহাদ করেন না। তারা জিহাদের ময়দানে অবতীর্ণ হয়ে ইসলামের দুষমনদের মুকাবিলা করে যাচ্ছেন। দেশের অভ্যন্তরে কমউনি-জমের মুকাবিলা করছেন অর্থনীতিতে, সমাজ সংগঠনে ও আদর্শ প্রচারের ক্ষেত্রে আর বাইরে লড়ে যাচ্ছেন বৃহৎ শক্তির আগ্রাসী তৎপরতার বিরুদ্ধে। সমাজ-বাদী ও নাস্তিক্যবাদী মাইকেল আফলাকের উম্মত ইরাকের বাথপন্থী সরকারের সাথে মরণপণ লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন অকুতো ভয়ে। এহেন জানফেদা ইরানীদের সমর্থন দান করা উচিত ছিল নির্দ্বিধায় ইসলামী আন্দোলনগুলোর। তা না করে তাদের বিরুদ্ধে বই লিখে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ইসলামের শত্রুদের মদদ যোগানো হচ্ছে নির্লজ্জভাবে। এটাই কি ইসলামের খেদমত? রাজতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র ইসলাম সম্মত হয়ে থাকলে চলুন সকল মুসলিম দেশে তাই কায়েম করি। ইসলামের খিলাফতের মুকাবিলায়, রাজতন্ত্র সমাজতন্ত্র যদি গ্রহণীয় না হয় তবে পর্দার আড়ালে থেকে এসব মুনাফিকী করা হচ্ছে কেন? আল্লাহ্‌র নিকট এরজন্যে জবাব দিতে হবে না নাকি? নিশ্চয় কাউল ও আমলের জন্যে জবাবদিহি করতে হবে আলিমুল গায়েবের দরবারে।

ইরানীদের ইসলামী আখলাক

লেখকের মতে ইরানীরা হয়ত মুসলমানই নন। তাদের আবার ইসলামী আখলাকটা কি হবে? তবু আমরা এখানে আল্লামা আবুল হাসান আলী নদভীর বক্তব্য তুলে ধরছি। দেখুন ইরানের শিয়াদের মধ্যে সঠিক মুসলমানী চরিত্র খুঁজে পাওয়া যায় কিনা:

www.pathagar.com

حسنِ اخلاق، شیریں زبان، مہمان نوازی اور تواضع یہ وہ امتیازی اوصاف ہیں جن کا تجربہ ایک سیاح کو ایران میں قدم قدم پر ہوتا ہے۔ وہ محسوس کرتا ہے کہ وہ اپنے ہی بھائیوں اور دوستوں کے درمیان اپنے ہی وطن میں ہے۔ ہمیں جس شہر میں بھی جانے کا اتفاق ہوا، ہم نے وہاں حکومت کے ذمہ داروں، شہر کے شرفاء اور معززین کو اپنا منتظر اور چشم براہ پایا۔ ہم جب کار کے ذریعہ شہر قم جا رہے تھے تو اگرچہ ہمیں پہنچنے میں خاصی تاخیر ہو گئی تھی، لیکن ہم نے حکومت کے ذمہ داروں اور علماء و معززین کو راستہ کے دونوں طرف دھوپ میں منتظر پایا۔ اس مختصر سفر میں ہمیں اس کا بار بار تجربہ ہوا۔ (ص ۹۹)

(৬) "উত্তম ব্যবহার, মধুর সম্ভাষণ, মেহমানের সেবা, আর বিনয় এসব হল এমন বৈশিষ্ট্য মণ্ডিত গুণাগুণ যার পরিচয় পদে পদে পেয়ে থাকবে একজন ভ্রমণকারী ইরানে। সে মনে করবে যে, সে তার আপন ভাইদের মাঝে, বন্ধুদের মাঝে, তার নিজের দেশেই রয়েছে। আমরা যে কোন শহরেই যেতে পেরেছি, আমরা তথায় সরকারী কর্মকর্তা ও শহরের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে আমাদের অপেক্ষায় নিরত এবং আমাদের পথের পানে দৃষ্টি নিবদ্ধ দেখতে পেয়েছি। আমরা যখন মোটর কারযোগে কোম শহরের উদ্দেশে রওয়ানা হই তখন যদিও আমাদের সেখানে পৌঁছুতে যথেষ্ট দেরী হয়ে গিয়েছিল তবু আমরা সরকারী কর্মকর্তা আলেম ও শহরের গণ্যমান্যজনকে পথের দু'পাশে কড়া রোদের মধ্যে অপেক্ষমাণ দেখতে পেয়েছি। ইরানের সংক্ষিপ্ত সফরে আমরা এ বিষয়টি বারবার লক্ষ্য করেছি।" (৯৯ পৃষ্ঠা)

এ হল ইরানের শিয়া মুসলমানদের ইসলামী চরিত্রের রূপ। অথচ বন্ধুবর তাঁর লেখনীর সাহায্যে ইরানীদেরকে বীভৎস আকার দিয়ে পেশ করতে কসুর করেননি। একটি ইসলামী জামায়াতের রুকন এত নীচে নেমে যেতে পারেন কিভাবে সংগতভাবেই পাঠকের মনে এ প্রশ্ন জাগবে। আমরা শিয়া ফিক্‌হ্ প্রসঙ্গে তাঁর আপত্তিকর আচরণের সাথে পাঠক মহলকে পরিচিত করে দেয়ার চেষ্টা করেছি।

ইরাকে মওলানা নদভী

আর যারা ইরানের ইসলামী বিপ্লবের বদনাম গেয়ে থাকেন। আর জেনে শুনে ইরাকের বর্তমান ইয়াহুদীবাদী মাইকেল আফলাকের অনুসারী বাথপন্থীদের

www.pathagar.com

প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ মদদ যুগিয়ে যাচ্ছেন, তাঁরা মাওলানা নদভী সাহেবের উক্ত বইটিতে ইরাক সফরের অধ্যায়টি অবশ্য পড়ে দেখবেন, আমার অনুরোধ রইল। আমরা এখানে তার যৎকিঞ্চিৎ পরিবেশন করলাম।

ইরাকী বাথপন্থী সরকারের স্বরূপ

মওলানা আবুল হাসান আলী নদভী হযরত বড় পীর আবদুল কাদির জিলানী (র:) এর কথা উল্লেখ করে বলেন যে, তিনি আব্বাসী খিলাফতের আমলে জীবিত ছিলেন। আব্বাসী খলিফাদের নৈতিক ও সামাজিক অধঃপতন দেখে তিনি বিলাপ করেছিলেন। তিনি যদি বর্তমান ইরাকের অবস্থা স্বচক্ষে দেখতেন, তবে তাঁর অবস্থা নাজানি কিরূপ ধারণ করত। বর্তমান ইরাকের অবস্থা দেখে তিনি (মওলানা নদভী) লিখেন:

میں نے اپنے دل میں کہا: شیخ (عبدالقادر جیلانی رح) اگر اس وقت تشریف رکھتے اور آج کا بغداد دیکھتے تو ان کے قلب حساس و دردمند پر کیا گزرتی! وہ ملاحظہ فرماتے کہ اہل زمانہ اور ابنائے وطن کس طرح بتانِ نَو کے پجاری اور حبِّ دنیا کے زناری بن چکے ہیں، اسلام کے بجائے دوسری شریعتوں، دنیاوی مذاہب اور خود ساختہ نظام ہائے حیات سے رشتہ جوڑ لیا ہے۔ اور کس طرح انہوں نے باہر سے زندگی کے طور طریق، حکومت کے انداز اور سیاسی و اقتصادی نظام درآمد کر لئے ہیں۔

شیخ جو عالی نسب ہاشمی خلیفہ کی بے راہ روی کو برداشت نہیں کر سکتے تھے اور اس کے اخلاق و اعمال پر بے محابا تنقید فرماتے تھے، اس صورتحال کو کیسے گوارا کرتے کہ آج ایک عیسائی قائد یا ملحد لیڈر جس کا اس ملک سے مذہب و نسب کا کوئی رشتہ نہیں ہے، ہارون الرشید اور انکے فرزندوں کے تخت پر جلوہ افروز ہے اور بیشتینی مسلمانوں اور عربی النسل قوموں کو اپنے ڈنڈے سے اس طرح ہانک رہا ہے۔ جیسے کوئی چرواہا بھیڑ بکریوں کے گلے کو ہانکتا ہے۔ (ص ۱۹۸)

www.pathagar.com

(৭) আমি মনে মনে ভাবলাম: শাইখ্ (আব্দুল কাদির জিলানী) যদি জীবিত থাকতেন আর আজকের বাগদাদ দেখতেন তবে তাঁর ব্যথাতুর সচেতন অন্তরের নাজানি কি অবস্থা হতো। তিনি দেখতে পেতেন যে, কিরূপে তাঁর স্বদেশের মানুষ নতুন বুতের পূজারী বনে গেছে। আর দুনিয়া প্রেমের পৈতা বরণ করে নিয়েছে। ইসলামের স্থলে অন্যান্য আচরণবিধি, দুনিয়া-মুখী মতবাদ ও নিজেদের মনগড়া জীবন-ব্যবস্থার সাথে সংযুক্ত হয়ে গেছে। আর কিরূপে তারা বাহির থেকে জীবন পরিচালনার নীতিমালা, রাষ্ট্রের প্রকৃতি, রাজ-নৈতিক ও অর্থনৈতিক নিজাম আমদানী করে ফেলেছে।

শাইখতো উচ্চ খান্দানের হাশেমী বংশের খলীফার অসদাচরণ বরদাশ্ত করতে পারেননি। আর খোলাখুলি তাঁর চরিত্র ও কার্যকলাপের সমালোচনা করতেন। তিনি এ অবস্থা কি করে সহ্য করতে পারতেন যে, **একজন খ্রীষ্টান** বা **নাস্তিক নেতা** যার এদেশের সাথে ধর্মত: ও বংশগত কোনই সম্পর্ক নেই --------- -----সে, হারুনুর রশীদ ও তাঁর সন্তানদের সিংহাসনে চেপে বসে গেছে। আর অতি প্রাচীন মুসলমান এবং আরবী বংশের গোত্রসমূহকে ডাণ্ডার জোরে তাড়া করে ফিরছে—যেন কোন রাখাল মেষপাল হেকেঁ নিয়ে যাচ্ছে।' (১৯৮ পৃষ্ঠা)।

মওলানা নদভী সাহেবের উক্ত মন্তব্যের টীকায় বাখ্যাদান পূর্বক বলা হয়:

حکران "البعث العربی" پارٹی کے بانی ورہنما میشیل عفلق کی طرف اشارہ
ہے جو مذہبًا عیسائی اور اصولاً قوم پرست اور اشتراکی ہے (ص ۱۹۸)

(১) বাথ পার্টির নেতা ও জন্মদাতা মাইকেল আফলাক এর দিকে এখানে ইংগিত করা হয়েছে। মাইকেল ধর্মত খৃষ্টান ও নীতি অবলম্বনে জাতীয়তাবাদী কমিউনিষ্ঠ। (১৯৮ পৃ: টীকা নং ১)

এহেন খৃষ্টান কমিউনিষ্টের কমিউনিষ্ট শিষ্য হলেন ইরাবের বর্তমান রাষ্ট্র-প্রধান সাদ্দাম। তিনি কমিউনিষ্ট বিধায় হযরত হাফেজ্জী হুজুরের উত্থাপিত ইসলামী হুকুমত কায়েমের প্রস্তাব মেনে নিয়ে যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটাতে রাযী হতে পারেননি। পক্ষান্তরে ইমাম খোমেনী এ প্রস্তাব মেনে নিয়েছিলেন। ইস-লাম মেনে নেয়ার কথা বলার পরও যদি কোন মুসলমান তাতে সম্মতি না দেয়, তবে সে মুসলমান থাকতে পারে বলে কোন ফতওয়া চলে না। অথচ উক্ত লোকটি আগাগোড়াই কমিউনিষ্ট। আর কমিউনিষ্টরা নাস্তিক হয়ে থাকে। এ নাস্তিকেই ইরাকের শাসনক্ষমতায় বসে আছে। আমরা ভেবে পাই না যে, এরূপ নাস্তিক

www.pathagar.com

সরকারকে কিরূপে এক শ্রেণীর আলেম ও কোন কোন মুসলিম দেশ সমর্থন জানাচ্ছে। সব চেয়ে আশ্চর্যের বিষয় হলো এই যে এসবের বিরুদ্ধে বই লেখার প্রয়োজন অনুভব করেননি বন্ধুবর জামায়াতী চিন্তাবিদ। হয়ত ওই সরকারের প্রতি 'প্রভু'র আসক্তি দেখে তাঁর মনোপীড়নের কারন হতে চাননি তিনি।

আরবদের বর্তমান দুরবস্থার কারণ

আরব-ইস্রাইল সমস্যা গোটা মুসলিম বিশ্বকে অস্থির করে রেখেছে। বিশেষতঃ আরবদের মানসম্মান ও সম্ভ্রম এতে বিনষ্ট হয়ে গেছে। এর মূল কারণ ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে মাওলানা নদভী বলেন :

مختصر یہ کہ لبنان کے مسلمان دولت عثمانیہ کے خلاف عربوں خصوصاً شامیوں کی بغاوت اتحادیوں کے وعدوں پر اعتماد اور خلافت عثمانیہ کے دائرے سے خروج کی سزا اور نحوست سے ابھی تک عہدہ برآ نہیں ہوسکے ہیں۔ وہ خلافتِ عثمانیہ جو اپنی تمام غلطیوں، کوتاہیوں اور کمزوریوں کے باوجود اسلامی قوت اور اسلامی اتحاد کے نشان اور مقامات مقدسہ کی محافظ تھی۔ غالباً اس تاوان میں جو عربوں کو ادا کرنا پڑا ہے اور آج بھی ادا کر رہے ہیں لبنان کے مسلمانوں کا حصہ شام کے دوسرے باشندوں سے زیادہ ہے۔ لبنانی مسلمان آج بھی اس پیچیدہ مخصوص اور نرالی صورتحال کے دباؤ سے کراہ رہا ہے۔ (دریائے کابل سے دریائے یرموک تک ص ۱۴۶)

(৮) সংক্ষেপে বলা যায় যে, উস্‌মানী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে লেবাননের মুসলমান আরব সাধারণ বিশেষতঃ সিরিয়ার অধিবাসীদের বিদ্রোহ মিত্রবাহিনীর ওয়াদার উপর আস্থা স্থাপন এবং উসমানী খলিফাতের গণ্ডি হতে বের হয়ে আসার সাজা এবং অভিশাপ হতে আজও তারা রেহাই পাচ্ছেনা। উসমানী খিলাফত নিজের যাবতীয় ভুলভ্রান্তি বিচ্যুতি এবং দুর্বলতা সত্ত্বেও ইসলামী শক্তি ও ইসলামী ঐক্যের প্রতীক ছিল। পবিত্র স্থান সমূহের হেফাজতকারী ছিল। সম্ভবতঃ এর খেসারত আদায়ে---যা আরবদের আদায় করতে হচ্ছে এবং আজ পর্যন্ত আদায় করে যাচ্ছে---লেবাননের মুসলমানদের অংশ সিরিয়ার অন্যান্য এলাকার মুসলমানদের তুলনায় অধিক। লেবাননের মুসলমানগণ আজও সমস্যার আবর্তে

www.pathagar.com

নিমজ্জিত। তাঁরা এ বিশেষ ধরণের অচিন্ত্যনীয় অবস্থার চাপের হাতে আজও কোকিয়ে মরছে।' (১৪৬ পৃঃ)

প্রতিকার ঃ উদ্ধৃতিটি মন্তব্যের অপেক্ষা রাখেনা। আরবরা খিলাফতে উসমানীর সাথে বিশ্বাস ভঙ্গ করেছে। ফলে লাঞ্ছিত হচ্ছে। বাদশাহাত বাদ দিয়ে পুণরায় খিলাফত কায়েম না করা পর্যন্ত তাদের অব্যাহতি নেই। আর আমরা উদ্ধৃতি নং ২৮, ২৯, ৩০, ৩১-এ আলোচনা করে এসেছি যে খিলাফত ও ইমামতের মধ্যে সমন্বয় সম্ভব।

প্রকাশ থাকে যে, রাবিতা-ই-আলমে ইসলামীর প্রতিনিধিগণ ইরানে ইসলামী বিপ্লব সাধিত হওয়ার বহু পূর্বে (শাহের আমলেও) ইরান সফর করেন। ইরানে ইসলামী হুকুমত কায়েম হওয়ার পর বহুবিদ সংস্কার সাধিত হয়েছে। ইসলামী বই পুস্তকের প্রকাশনা লাখ গুণ বেড়ে গেছে। ইসলামী আইন জারি হয়েছে। ইসলামী মতবাদের সপক্ষে প্রচার কার্য চালানের জন্যে তাবলীগী সংস্থাকে আরও জোরদার করা হয়েছে। মুসলিম উম্মার ঐক্য ও সংহতি পথে অবিরাম কাজ করা হচ্ছে। মুসলিম উম্মার সংহতির খাতিরে শিয়া মতবাদের কথিত উগ্রতা পরিহার করার নীতি অনুসৃত হয়েছে। ইমামদের মাজারগুলোকে গঠনমূলক কাজে লাগানো হয়েছে। মাজারগুলোকে দ্বীন প্রচারের কেন্দ্রে রূপান্তরিত করা হয়েছে। মাজারের বিরাট আয় মাদ্রাসা, এতিমখানা ও ইসলামী সংস্কৃতি প্রচারের কাজে ব্যয় করা হচ্ছে। মাজারগুলোকে সমাজ বিরোধী লোকদের পদচারনা বিমুক্ত করা হয়েছে। মজবুতভাবে ইসলামী পর্দা চালু করা হয়েছে। মাওলানা সৈয়দ আবুল হাসান আলী নদভী তাঁর সফরনামায় ইসলামের যে পরামর্শ দিয়েছিলেন, তার প্রায় অংশই কার্যকর করা হয়েছে।

পক্ষান্তরে ইরাকের অবস্থা আরও অবনতির দিকে চলে গেছে। সেখানে সমাজতান্ত্রিক বিধিবিধান কার্যকর রয়েছে। আলেমদের উপর নির্যাতন চলছে। তাঁদেরকে কতল করা হচ্ছে। কমউনিজম এর বিরুদ্ধে বই লেখার অপরাধে অনেক আলেম দেশান্তরিত হতে বাধ্য হয়েছেন। অনেকে পরিবার পরিজনসহ শহীদ হয়ে গেছেন। আর জেল জুলুমের তো অন্ত নেই। ইসলামের পক্ষে কথা বললেই গুম করে ফেলা হয়। এক ত্রাসের রাজত্ব চলছে ইরাকে। ইরাকী জান্তার বিরুদ্ধে কথা বললে রক্ষা নেই। মেয়েদেরকে অবাধ মেলা-মেশার জন্যে ছেড়ে দেয়া হয়েছে। ইরাক বর্তমানে বেলেল্লাপনার কেন্দ্রভূমিতে পরিণত হয়েছে।

www.pathagar.com

পরিশিষ্ট—২

শিয়াগণ বর্তমান কুরআনে তাহরীফ হয়নি বলে বিশ্বাস রাখেন

হজ্জ যাত্রীদের উদ্দেশ্যে—ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের প্রেসিডেন্ট হুজ্জাতুল ইসলাম খামেনী বলেন :

إِنَّ عَلَيْكُمْ أَنْ تُبَلِّغُوا مُسْلِمِي الْعَالَمِ خِلَالَ مَرَاسِمِ الْحَجِّ بِأَنَّ الشِّيعَةَ يَتَّبِعُونَ الْقُرْآنَ الَّذِي أُنْزِلَ بِوَاسِطَةِ جِبْرَائِيلَ الْأَمِينِ وَإِنَّ جَمِيعَ عُلَمَاءِ أَهْلِ الشِّيعَةِ وَالسُّنَّةِ يُؤْمِنُونَ بِأَنَّ الْقُرْآنَ هَذَا الْكِتَابُ الْإِلَهِيُّ غَيْرُ مُحَرَّفٍ (كيهان العربي ١٢ جولائي ١٩٨٤)

(১) হজ্জের নির্দিষ্ট কাজ সমাধার ফাঁকে ফাঁকে বিশ্বের মুসলমানগণকে একথা অবশ্যই পৌঁছে দিবেন যে, নির্ভরযোগ্য জিব্রীলের মাধ্যমে যে কুরআন নাযিল হয়েছে শিয়াগণ তাকেই অনুসরণ করে চলেন। আর শিয়া-সুন্নী নির্বিশেষে সকল আলেমই এ বিশ্বাস পোষণ করেন যে আল্লাহর এ কিতাব আল-কুরআন তাহরীফ মুক্ত রয়েছে।" (কায়হানুল আরাবী : পৃঃ ৫, ১২—৭—৮৪ ইং)

শিয়া-সুন্নী কলহ মুসলিম ঐক্যের অন্তরায়

إِنَّ الْإِخْتِلَافَ الْوَحِيدَ بَيْنَ السُّنَّةِ وَالشِّيعَةِ يَكْمُنُ فِي كَيْفِيَّةِ أُسْلُوبِ اتِّبَاعِ النَّبِيِّ الْأَكْرَمِ (ص) حَيْثُ أَنَّ الْإِخْوَةَ السُّنَّةَ يَسْتَنِدُونَ إِلَى سِلْسِلَةٍ وَالشِّيعَةَ إِلَى سِلْسِلَةٍ أُخْرَى مِنَ الْأَحَادِيثِ وَرَفَضَ سَمَاحَتُهُ تَوْزِيعَ أَيَّةِ نَشْرَةٍ مِنْ شَأْنِهَا إِهَانَةُ الْإِخْوَةِ أَهْلِ السُّنَّةِ. وَقَالَ إِنَّ قَضِيَّةَ إِهَانَةِ السُّنَّةِ وَالشِّيعَةِ هِيَ بِمَثَابَةِ طَعْنَةٍ عُظْمَى بِوَحْدَةِ الْمُسْلِمِينَ (كيهان العربي ١٢ جولائي ١٩٨٤ء)

(২) "তিনি আরও বলেন: নবী করীম (সঃ) কে অনুসরণ করার প্রকারভেদের মধ্যেই শিয়া-সুন্নীদের মতান্তরের একমাত্র কারণ নিহীত রয়েছে। সুন্নী ভাইগণ হাদীসের এক সূত্র অবলম্বন করে থাকেন। আর শিয়াগণ ভিন্ন সূত্র ধরে চলেন। মাননীয় প্রেসিডেণ্ট আহলে---সুন্নতগণের জন্যে হানিকর যে কোন প্রচারণাকে বাতিল করে দেন। তিনি বলেন, শিয়া ও সুন্নীদের জন্যে হানিকর বিষয় মুসলিম ঐক্যের পক্ষে মারাত্মক ছুরিকাঘাতের শামিল।" (ঐ)

www.pathagar.com

বিজ্ঞ আলেমদের হাতে মুসলিম জাতির ববস্থাপনা ন্যস্ত থাকতে হবে

ইরানের প্রখ্যাত আলেম জনাব আয়াতুল্লাহ মুন্তাজিরী বলেন:---

إنَّ إدارةَ شُئُونِ المُسلِمِينَ والسِّيَاسَةِ الإسلامِيَّةِ أساسًا يجبُ أن تكُونَ بِيدِ
العُلَماءِ الواعِينَ بالمَسَائِلِ الإسلامِيَّةِ - إنَّ القُرآنَ يَقُولُ أفَمَن يَهدِي إلى
الحَقِّ أحَقُّ أن يُتَّبَعَ أمَّن لا يَهِدِّي إلا أن يُهدَى فما لكُم كيفَ تَحكُمُونَ - (يونس:٣٥)

(১) "মূলতঃ মুসলমানদের ব্যবস্থাপনা এবং ইসলামী রাজনৈতিক বিষয়াদি অবশ্যই ইসলামী সমস্যাবলী সচেতন আলেমগণের হাতে থাকতে হবে। আল-কুরআন বলছে:—যে হকের সন্ধান দেয় তাকে অনুসরণ করার দাবী অগ্রগণ্য, না ওই ব্যক্তিকে অনুসরণ করা অগ্রাধিকার পাবে যে চেষ্টা করেও পথ পায়না যদি না তাকে কেউ পথ দেখিয়ে দেয়। তোমাদের কি হল? তোমরা কিরূপ বিচার বিবেচনা করে থাক?" (ইউনূস : ৩৫ আয়াত) (কায়হান : ২০ জুন ১৯৮৪ ইং)

একতা স্থাপনের উপায় :

তিনি আরও বলেন :

لم نقُلْ يومًا لإخوتِنا الشافِعِيِّينَ ارفَعُوا أيدِيَكُم عن فِقهِهِم وأنتُم لا تَتَوَقَّعُوا
أن نضَعَ فِقهَ جعفرَ بنِ مُحمَّدٍ الصَّادِقِ جانبًا ونعمَلَ بفقهِ أبي حنيفةَ - نحنُ
جميعًا مُسلِمُونَ نُؤمِنُ بالقُرآنِ ونتَّبِعُ نَبِيًّا واحدًا (ص) ولكن عِندَنا بَحثٌ عِلمِيٌّ
أنتَ ألِّفْ كتابًا واثبِتْ أحقِيَّةَ فِقهِكَ - وأنا شِيعِيٌّ أؤلِّفُ كتابًا أُثبِتُ فيهِ
أحقِيَّةَ فِقهِ الشِّيعَةِ هذا لا مانِعَ فيهِ ولكن بشَرطِ ألَّا عِندَما أكتُبُ فِقهِي
لا أكتُبُ: "السُّنَّةُ خذلهُمُ اللهُ" وأنتَ لا تكتُبُ: "الشِّيعَةُ المجُوسُ خذلهُمُ اللهُ"
هذا عِنادٌ هذا شَيطَنَةٌ - (كيهان العربي ٢٠ جون ١٩٨٤م)

(২) "আমরা আমাদের শাফেয়ী মাযহাবের ভাইদেরকে কোনদিন বলিনা যে, তোমরা তোমাদের ফিকাহ হতে হাত গুটিয়ে নাও। হানাফীগণকেও বলিনা যে তোমরা তোমাদের ফিকাহ বাদ দিয়ে দাও। তোমরাও আশা করনা যে, আমরা (শিয়ারা) যাফর বিন মুহাম্মদ সাদিকের ফিকাহ সরিয়ে রেখে আবু হানিফার ফিকাহর উপর আমল করব।"

www.pathagar.com

"আমরা সকলেই মুসলমান। কোরআনকে বিশ্বাস করি। একজন নবীকে (সঃ) অনুসরণ করে চলি। হ্যাঁ, আমাদের মধ্যে বিদ্যাগত তর্কবিতর্ক রয়েছে আপনি কিতাব লিখুন। আর আপনার ফিকাহর অগ্রগতির প্রমাণ করুণ। আমি শিয়া। আমিও কিতাব লিখব। আর শিয়া ফিকাহর অগ্রগণ্যতা প্রমাণিত করব। এতে কোন বাধা নেই। কিন্তু শর্ত হল এই যে, আমি যখন আমার ফিকাহ লিখব তখন সুন্নীগণের উদ্দেশ্যে লিখব না যে আল্লাহ তাদেরকে ধ্বংস করুক। আর আপনিও লিখবেন না যে, শিয়াগণ অগ্নি পূজক, আল্লাহ তাদেরকে ধ্বংস করুক। এটাই বৈরিতা ; এটাই "শয়তানী।" (কায়হান : ২০ জুন, ১৯৮৪ ইং)

তাহরীফে কুরআনের রিওয়ায়েতগুলো সহীহ নয়

আয়াতুল্লাহ মন্তাজিরী আরও বলেন—

أَيُّهَا الْإِخْوَةُ الْعُلَمَاءُ وَالْأَجِلَّاءُ! إِنَّ كُتُبَنَا نَحْنُ مَمْلُوئَةٌ بِالرِّوَايَاتِ الضَّعِيفَةِ وَكُتُبُكُمْ أَيْضًا. . . . . هَلْ إِنَّ أَخْبَارَ تَحْرِيفِ الْقُرْآنِ فِي كُتُبِنَا نَحْنُ فَقَطْ؟ وَلَا يُوجَدُ ذٰلِكَ فِي كُتُبِ عُلَمَاءِ السُّنَّةِ وَلَا يُوجَدُ فِيهَا أَخْبَارٌ ضَعِيفَةٌ خَاطِئَةٌ؟ إِنَّ ذٰلِكَ مَوْجُودٌ فِي كُتُبِ الْفَرِيقَيْنِ وَاللّٰهِ أَنَا أَعْتَقِدُ بِأَنَّ الْقَائِلَ بِتَحْرِيفِ الْقُرْآنِ جَاهِلٌ أَوْ مُعَانِدٌ فَصِحَّةُ الْقُرْآنِ وَحُجِّيَّتُهُ وَكَوْنُهُ مِنْ قِبَلِ اللّٰهِ تَعَالٰى مِنْ ضَرُورِيَّاتِ الْإِسْلَامِ فَإِذَا وُجِدَتْ رِوَايَةٌ تَقُولُ بِتَحْرِيفِ الْقُرْآنِ فِي كِتَابٍ شِيعِيٍّ أَوْ كِتَابٍ سُنِّيٍّ فَهُوَ غَيْرُ صَحِيحٍ -

(كيهان العربي ٢٠ جون ١٩٨٤ء)

(৩) "ওহে উচ্চ মর্যাদার অধিকারী আলেম ভাইগণ। আমাদের (অর্থাৎ শিয়াদের) কিতাবগুলো দুর্বল বর্ণনা দ্বারা পরিপূর্ণ। আপনাদের কিতাবাদিও অনুরূপ। তাহরীফে কুরআনের বর্ণনাগুলো শুধু আমাদের (শিয়াদের) কিতাবাদিতে রয়েছে? এসব কি আহলে সুন্নাত-আলেমগণের কিতাবে নেই? তাদের কিতাবে কি দুর্বল ও ভুল বর্ণনা পরিলক্ষিত হয় না? এসব তো উভয় পক্ষের কিতাবাদিতেই স্থান পেয়েছে।

আল্লাহর কসম করে বলছি, যে কুরআনে তাহরীফ হয়েছে বলে মত পোষণ করবে সে হয়ত মূর্খ নয় হটকারী। মুদ্দাকথা, আল্ কুরআনের বিশুদ্ধতা প্রমাণোপযোগিতা, এবং তা আল্লাহর তরফ হতে নাযিল হওয়া ইসলামের অকাট্য

www.pathagar.com

বিষয় সমূহের অন্তর্ভুক্ত। তাই শিয়া বা সুন্নীদের কোন কিতাবে তাহরীফে কুরআনের কোন বর্ণনা দেখা গেলে ওটিকে সহীহ্ নয়' বলে মনে করতে হবে। (কায়হান: ২০ জুন ১৯৮৪ ইং)

ইসলামের পাঁচটি মাযহাবকেই কাফির সাম্রাজ্যবাদীদের মোকাবিলায় লৌহ মুষ্টিতে পরিণত হতে হবে

تَعَالَوْا وَلِأَجْلِ رِضَى اللهِ تَعَالَى وَالْقُوْا عَنْكُمْ بَعِيْدًا هٰذَا الصِّرَاعَ بَيْنَ الشِّيْعَةِ وَالسُّنَّةِ وَالْفُرْسِ وَالْكُرْدِ وَالْبَلُوْشِ وَالْعَرَبِ وَالتُّرْكِ .... فِيْ نَفْسِ الْوَقْتِ الَّذِيْ يَلْتَزِمُ كُلٌّ وَاحِدٍ بِفِقْهِهٖ وَعَقَائِدِهٖ .... فَإِنَّ الْإِسْلَامَ وَالْقُرْآنَ وَالصَّلٰوةَ وَالصَّوْمَ وَالْحَجَّ هٰذِهٖ كُلُّهَا جِهَاتٌ مُشْتَرَكَةٌ بَيْنَنَا فَلْتَكُنْ لِلْمَذَاهِبِ الْإِسْلَامِيَّةِ الْخَمْسَةِ قَبْضَةً حَدِيْدِيَّةً عَلَى الْكُفَّارِ وَالْمُسْتَعْمِرِيْنَ۔

(كَيْهَان العربى ٢٠ جون ١٩٨٤م)

(৪) "আসুন এবং আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জনের নিয়তে আসুন। আর শিয়া সুন্নী ইরানী, কুর্দী বেলুচী, আরবী তুর্কীদের মধ্যেকার এ কলহকে নিজেদের থেকে দূরে ফেলে দিন।----------একই সময় সকলেই নিজ নিজ ফিকাহ্ ও আকীদা—বিশ্বাসে অটল থেকে– কেননা, ইসলাম, কুরআন, নামায রোজা, হজ্জ, এসব বিষয়ে আমাদের মধ্যে মিল রয়েছে। তাই ইসলামের পাঁচটি মাযহাবকে কাফির ও সাম্রাজ্যবাদীদের মুাকবিলায় কঠিন ইস্পাত মুষ্টিতে পরিণত হতে হবে।" (কায়হান, ২০ জুন ১৯৮৪ ইং)

কুরআন ও সুন্নাহতে সুষ্ঠু জীবন বিধান রয়েছে

ইমাম খোমেনী বলেন:---

اَلْقُرْآنُ الْمَجِيْدُ وَالسُّنَّةُ الشَّرِيْفَةُ يَحْتَوِيَانِ عَلٰى جَمِيْعِ الْأَحْكَامِ وَالْأَنْظِمَةِ الَّتِيْ تُسْعِدُ الْبَشَرَ وَتَنْحُوْ بِهٖ نَحْوَ الْكَمَالِ ـ (الحكومة الاسلامية ص٢٨)

"কুরআন মজীদ ও সুন্নাহ্ শরীফ উভয় এমন সব নির্দেশ ও ব্যবস্থাপনা রাখে যা, মানুষকে কল্যাণের দ্বারে পৌঁছে দেয় এবং তাদেরকে উৎকর্ষের দিকে পরিচালিত করে।" (হুকুমত-ই-ইসলামিয়া ২৮ পৃঃ)

— :: —

www.pathagar.com

শুদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠা	ছত্র	ভুল	শুদ্ধ
অষ্টম	৭	ফিকার	ফির্কার
৬	শেষ ছত্র	আল্ কাদীর	আল্ গাদীর
৭	১৬	ترمزی ۲/۲۲	বরাতটি উঠিয়ে দিতে হবে
১১	১৭	কাদীর-ই-কুম	গাদীর-ই-খুম
,,	২৬	তারা	তিনি
১২	৪	ভুলতে	ভাবতে
,,	৬	বংশীর	বংশীয়
,,	২৬	কমিব	ফাসিক
১৪	৭	বাকে	যাকে
,,	২৪	সে	যে
১৬	৭	আয়াদিদ	আঁইয়াদিন
১৭	১৯	ইলহিয়া	ইল্হামী
২২	১১	ফিয়স	ফিয়্যা
,,	,,	যুবগীযুণ	মুবগিজুন
২৩	১৬	হবেনা	হবেন
২৪	শেষে	মাকাল্লাত	মাকালাত
২৫	১৩	(১৩)	(১৭)
,,	১৮	(১৪)	(২০)
২৫	২৬	হয়	হয় না
২৬	১০	—এবং ব্যাখ্যাদান শরীয়তের আইনের অধিকার—	—ব্যাপারে শরীয়তের আইনের ব্যাখ্যাদানের অধিকার এবং কোরআনের তফসীর—
২৭	১৩	এ নতুন	এতে নতুন
২৯	১৩	ওহীকেও	ওহীকে
৩১	প্রথম	ইম্দাদিয়া	ইমামিয়া
,,	১৪	ন্যাস্ত	ন্যায়
৩২	১৩	শরীয়ত মতে	শিয়া মতে
৩৪	৭	খিলাফতের	ইমামতের
,, নীচ থেকে	দ্বিতীয়	মিথ্যাবাদীদের	মিথ্যা নবীদের

www.pathagar.com

৪৩ উপর ৯	ইমাম ও মাসুম	ইমাম-ই-মাসুম
,, নীচের থেকে ২	এ বিস্তৃত	এর বিস্তৃত
৪৮ উপর ,, ৪	৪১	৪০
৫২ উপর ,, ১২	ওয়াল জাকায়া	ওয়াজ জাকারা
৫৪ নীচ থেকে ৩	অবদান	অবস্থান
৫৬ নীচ থেকে ৬	আল্ল।	আন্যা
৬০ নীচ থেকে ৩	২১, ২২	১১, ২২
,, ,, ৫	তাকিয়া	তাজিয়া
,, ,, ৮	কিরকাণ্ডলো	ফিরকাণ্ডলো
৬২ নীচ থেকে ৪	উমর	ইব্নে উমর
,, ,, ,, ৪	আলকামা	আল কামার
৭২ উপরের ২	জিহাদ	জেহাদে
৭৩ নীচ থেকে ৬	মেগায়ী	সেগারী
৮৫ ,, ,, ১৩	৫৮, ৬৯	৫৯, ৬০
৯৬ ,, ,, ৪	কিচ্ছু	কি
৯৭ ,, ,, ১	সতর্ক	অসতর্ক
,, ,, ,, ৪	৬৪	৬৩
,, ,, ,, ১১	৬৪	৬৩
১০২ ,, ,, ১৫	কোণ	কোণে
১০৩ উপর ,, ১৩	হাদিস	হাদাস
১০৫ নীচ ,, ১৭	৪১	৫২
১০৬ ,, ,, ১০	অর্দ্ধীন	অর্দ্ধহীন
১০৬ ,, ,, ৪	১২, ১৩, ১৪, ১৫	১১, ২০, ২১, ২২
১২২ ,, ,, ১৩	দায়িত্ব	শিষ্যত্ব
১২৬ ,, ,, ৭	আল্লাম ইযুবিন	আল্লামা ইয্যাবিন
১২৬ ,, ,, ২	চাইনে	চাই যে
১৪৫ নীচ ,, ১	কোণ শহরে	কোম শহরে
১৪৭ নীচ থেকে ১১	ফাতেমী খেলাফত বা আলে রাসূলগনের শাসন	উমাইয়া খেলাফত
১৫১ উপর ,, ৪	মতাবাব্বীদের	মতাবলম্বীদের
,, ,, ,, ১৭	বাষপন্থী	বাথপন্থী
১৫৬ নীচ থেকে ১০	ইসলামের	ইসলাহের